শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

সজ্জন তোষণী।

অষ্টাদশ খণ্ড।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

অকিঞ্চন শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।

লেখক নামানুসারে

প্রবন্ধ সূচী।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

সজ্জন তোষণী।

পূর্ব্ব ভাষ।

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এতদিন পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জনতোষণী পত্রিকার পুনরাবির্ভাব হইল। সজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রকাশ কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকায় শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী অনেক সময় নানাপ্রকার অনুতাপ করিয়াছেন। তাঁহাদের আত্যন্তিক আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধ ভক্তিকথার আলোচনা উদ্দেশ করিয়াই এখন হইতে শ্রীপত্রিকা অপ্রাকৃত ভজনশীল মহাত্মাগণের শ্রীকরে বিরাজ করিবেন।

বিষয়কথারত সামাজিকগণ যেরূপ জড় বিষয়-ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া সাময়িক পত্র পাঠে কালক্ষেপণ করেন তাদৃশ সুচতুর হরিজনগণ তাঁহাদেরই মত সময়োচিত শুদ্ধ ভক্তিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া হরি সেবন করিয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে ইষ্টগোষ্ঠীতেও সাধুসঙ্গমূলে বাচনিক ও গ্রন্থাদি পঠন পাঠনাদিতে ইহ জগতে থাকিয়াও বৈষ্ণবগণ হরিপ্রসঙ্গে হরি সেবা করিতেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সুযোগ সকলকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্ত্তমান কাল হইতে চৌত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে প্রচার আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানিতে পারিলেন যে গৌরহরির এক নিজ জন যে সাময়িক পত্রিকা প্রচলন করিলেন তদ্দ্বারা জীবগণ হরিকীর্ত্তন শ্রবণাদির সত্য সত্যই সুযোগ পাইয়াছেন। সজ্জনতোষণীর অনুকরণে সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজে আজকাল শুদ্ধাশুদ্ধ ভক্তি

আশ্রয় করিয়া কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকার প্রচার দেখা যাইতেছে তবে সেগুলি দ্বারা বিশুদ্ধ হরিজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয় কথা লইয়া, হরিকথা ব্যাজে মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি বিরুদ্ধ কথা লইয়া, পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া হরি কথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়ীগণের মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধভক্তি সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। আমরা তাঁহাদের কথা অধিক আলোচনা করিয়া সজ্জনতোষণীর পাঠকবর্গের সময় ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাব সমূহ ভক্তিকথার সহিত অজ্ঞাত ভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবা বিরোধ ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কায় মায়িক প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইবার অনুরোধ সমূহে সজ্জন তোষণী অলঙ্কৃতা থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মত সমূহে যাঁহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন তাঁহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিসুখ সন্দর্শনে অন্ধ সুতরাং ভক্তি মধুরিমা তাঁহাদের লোভনীয় পদবী নহে। তাদৃশ পাঠকের চিত্ত বিনোদনে সজ্জন তোষণী অসমর্থা।

সজ্জন তোষণী পত্রিকা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীকরকমল হইতে বৈষ্ণব জগতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারই শ্রীকরে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সজ্জনতোষণী বৈষ্ণব জগতের হিতৈষিণী স্বরূপে কি পরিমাণ সেবা করিয়া সমাজের কিরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হরিজনগণেরই আলোচ্য বিষয়। এস্থলে সজ্জনতোষণীর অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর না হইলেও আমরা বলিতে পারি যে বর্ত্তমান শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ সজ্জনতোষণী পত্রিকার নিকট

যেরূপ ঋণী তাদৃশ ঋণ অন্য কেহ শুদ্ধ ভক্ত জগতে বর্ত্তমান কালে প্রদান করিতে পারেন নাই।

সজ্জন তোষণীর যে উদ্দেশ্য ছিল এখনও তাহাই থাকিবে। আমাদের ধারণা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সজ্জন তোষণীকে অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ সাধিনী। জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী বলিয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তগণ পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদাই আদর করিবেন। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই পত্রিকা পূর্ব্বের ন্যায় হরিকথা দ্বারা সকল সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন।

মায়িক ভেদ জগতে মায়ার বিচিত্রতা প্রভাবে সশক্তিক অদ্বয় বস্তুর বিভিন্ন ধারণা উপস্থিত হওয়ায় জীব, ভক্তিমার্গকে একমাত্র অনুসরণীয় পথ বলিয়া বুঝেন না। শুদ্ধ ভক্তি কথাকে নিজকথা জানিলেই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে পরস্পর কোন মত ভেদ নাই। কৃষ্ণভক্তির অভাব হইতেই ভেদ উদ্ভূত হয়। কৃষ্ণ প্রপত্তিই মায়া হস্ত হইতে জীবের নিত্য নির্ম্মল স্বরূপ প্রদর্শন করে। সজ্জন তোষণী হরিপ্রপন্না হরিজন তোষণী ও শ্রীগৌরহরির পরা প্রিয়া। সুতরাং পাঠক, আপনারা আপনাদিগকে হরিজন বলিয়া অভিমান করিলেই সজ্জন তোষণীর নিত্য পাঠক হইবেন।

---*---

শোক-গাথা।

(১)

কোথা হে আমার প্রভু ভকতিবিনোদ,
পরানন্দ প্রেমময় মুরতি অক্রোধ।

না হেরি তোমারে হায়, হইয়াছি মৃতপ্রায়,
না মানিছে মন মম কিছুতে প্রবোধ ॥

(২)

ক্রমে ক্রমে দিন যত হ'তেছে অতীত,
অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছে চিত।
দহিতেছে তনু মন, শূন্যময় ত্রিভুবন,
না পাই আনন্দ পান করি নামামৃত ॥

(৩)

সহায়, সম্পত্তি, শান্তি, সুখের আধার,
ধরামাঝে একমাত্র ছিলে হে আমার।
তব পদরজো বলে, কুবিষয় হলাহলে,
রহিয়াও ভক্তিসুখ হইত অপার ॥

(৪)

দুরাচার সর্ব্ব-মহাদোষের আকর,
কুগৃহান্ধকূপে ছিনু আমি হে পামর।
অহৈতুকী কৃপা ডোরে, আকর্ষিয়া ল'য়ে মোরে,
শ্রীচরণাশ্রয় দিলে সর্ব্ব সুখাকর ॥

(৫)

মহামূর্খ এ অধমে করুণা করিয়া,
পড়াইলে ভক্তিগ্রন্থ শক্তি সঞ্চারিয়া।

ব্যাখ্যা করি শুদ্ধ ভক্তি, নামের অপূর্ব্ব শক্তি,
মরু চিত্তে ভক্তিবীজ দিলে আরোপিয়া ॥

(৬)

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা-রসের বিচার,
বুঝাইলে সূক্ষ্মভাবে কৃপা পারাবার।
লাখবান সম হেম, বিবরিয়া গোপী প্রেম,
রূপানুগ পথে প্রীতি করালে আমার ॥

(৭)

তোমার মহিমা জীবে কি কহিতে পারে,
শেষ ও কহিয়া শেষ করিবারে নারে।
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তুমি, আসিয়া ভারত ভূমি,
হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি শিখালে সবারে ॥

(৮)

অন্য অভিলাষ জ্ঞান কর্ম্মাদি বর্জ্জিত,
বিশুদ্ধ ভকতি ধর্ম্ম গৌর প্রচারিত।
সে ধর্ম্ম বিকৃত করি, পরনারী অর্থ হরি,
শিষ্য সনে গুরু গণে নরকে পতিত ॥

(৯)

নিতাইচাঁদের অতি প্রিয়নাম হাট,
দুর্জ্জনে ঘটা'য়েছিল সে হাটে বিভ্রাট।

ধন বস্ত্র আদি নিয়া, শ্রদ্ধাহীনে নাম দিয়া,
প্রেমাগারে দিয়াছিল কঠিন কপাট ॥

(১০)

পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,
বৈষ্ণবের নামে নাসা করিত কুঞ্চন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পথে, না চলিত কোন মতে,
উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সুসভ্য সজ্জন ॥

(১১)

এ হেন সময়ে তুমি গৌরাঙ্গ নিদেশে,
করুণা করিয়া এই অবনীতে এসে।
উচ্চবংশ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, লভি উচ্চ রাজকর্ম্ম,
সব তুচ্ছ করি মত্ত হ'লে ভক্তিরসে ॥

(১২)

তোষণী পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিয়া,
ভক্তির বিজয় ভেরী দিলে বাজাইয়া।
খ্রীষ্টান যবনগণ, অভক্ত হিন্দুর মন,
তাহা শুনি ভক্তিমদে উঠিল মাতিয়া ॥

(১৩)

সংস্কৃতানভিজ্ঞ জীবগণের কারণ,
মথিয়া গোস্বামী গ্রন্থ বেদান্ত দর্শন।

বাঙ্গালা ভাষায় বহু, রসতত্ত্ব গ্রন্থ পঁহু,
প্রচারিয়া প্রেম পথ করিলে সুগম ॥

(১৪)

ভজনরহস্য, হরিনাম চিন্তামণি,
শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম, আদি তত্ত্বখনি।
কল্যাণ কল্পতরু, মরীচিমালাতে মরু,
চিত্তমাঝে সুবিরাজে প্রেম মন্দাকিনী ॥

(১৫)

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া শুদ্ধ ভক্তিধন,
কেহ না জানিত ভক্ত কিম্বা গুরুগণ।
গৌরাঙ্গের শিক্ষা সার, করিলে হে পরচার,
হরিনাম একাধারে সাধ্য ও সাধন ॥

(১৬)

শ্রীগোদ্রুমে নামহট্ট প্রকট করিয়া,
প্রচারিলে হরিনাম দেশে দেশে গিয়া।
সুধামাখা ওজস্বিনী, তোমার বক্তৃতা শুনি,
উঠিল নামের ধ্বনি ভুবন ভরিয়া ॥

(১৭)

না জানিত কোন জন মায়াপুর নাম,
প্রকাশ করিলে সেই গৌরজন্মস্থান।

যথা গৌর জন্মোৎসবে, শুদ্ধভক্ত মিলি সবে,
প্রেমে মত্ত হন্ করি গৌরগাথা গান ॥

(১৮)

বিধিও নিষেধাতীত মহাভক্তগণে,
"চরেদবিধি গোচরঃ" পুরাণে বাখানে।
তুমি তাহা দেখাবারে, ডোর ও কৌপীন প'রে,
বর্ণাশ্রমাতীত রীতি শিখালে ভুবনে ॥

(১৯)

"কুশলো জড়বচ্চরেৎ" কহে ভাগবতে,
সে মহাপুরাণ বাণী জগতে দেখাতে।
বাত ব্যাধি ভান করি, তুমি বর্ষ তিন চারি,
রহিলে জড়ের মত সুখে সমাধিতে ॥

(২০)

এ অধম দাসাভাসে শকতি সঞ্চার,—
করিয়া যে গীতাবলী করিলে প্রচার।
সে সকল গীত শুনি, সমাধি কালেও তুমি,
যে সুখী হইতে হেরি হ'ত চমৎকার ॥

(২১)

এসুখ সময়ে বিশ্ব আঁধার করিয়া,
গোলোকেতে গেলে গুরো! হঠাৎ চলিয়া!

বহু ভাগ্যে তব পদ, পেয়েছিনু সুসম্পদ,
পথের কাঙ্গাল এবে তোমা হারাইয়া ॥

(২২)

সে প্রেম মূরতি, আঁখি আর না হেরিবে,
সে অমিয়বাণী, কাণ আর না শুনিবে।
ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে, শান্তি পাব কোথা গিয়ে,
প্রেমামৃত বরষিয়ে কেবা জুড়াইবে ॥

(২৩)

প্রার্থনা করিয়াছিনু তব শ্রীচরণে,
অপ্রকটকালে সঙ্গে ল'বে এ অধমে।
চাহিয়াছি যবে যাহা, পূর্ণ করিয়াছ তাহা,
এ প্রার্থনা পূর্ণ নাহি কৈলে কি কারণে ॥

(২৪)

নিত্যলীলা মাঝে তুমি করেছ প্রবেশ,
তথা হ'তে এ অনাথে করি কৃপা লেশ।
লীলামাঝে আকর্ষিয়া, অভীপ্সিত সেবা দিয়া,
পূর চির সাধ আর্ত্তিতীর্থহৃদয়েশ ॥

শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ।

প্রাণীর প্রতি দয়া।

সজ্জনতোষণীর পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বোম্বাই হইতে শ্রীজীবদয়া-জ্ঞান প্রসারক ভাণ্ডারের অবৈতনিক কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লাল্লু ভাই গোলাপ চাঁদ ঝাবেরি মহোদয় একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল। শ্রীহরি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ সকলেই জগতে নিষ্ঠুরতানিবারণ কল্পে উৎসাহশীল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাবলীর অনুমোদন করেন। মানবেতর জীবে দয়া করিতে করিতে উন্নতস্তরে যখন শুদ্ধ মানবের প্রতি প্রকৃত দয়ার আদর্শ জীবের বিবেককে স্পর্শ করিবে তখনই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে হরিবিমুখজীবে হরিভক্তি বিস্তারই সর্ব্বোত্তম দয়ার আধার। সুতরাং সেবাশ্রম প্রভৃতি জীব দয়ার কৃত্যসমূহও গৌণভাবে দয়ার কার্য্য।

"কালী প্রভৃতি শক্ত্যুপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের নানা স্থানে যে জীবোৎসর্গ ও বধাদি ব্যবস্থা আছে ঐ প্রথা অনেকানেক শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সদ্ধর্ম্ম কৃত্যের বিরুদ্ধ বলিয়া মীমাংসিত হওয়ায় ভারতে ভিন্ন ভিন্ন নগরে পশু হননাদি প্রথা উৎসাদিত হইয়াছে। কাদি জেলার তেরশত খানি নগরে, ঝালদ, শিবগড় এবং রাজপুতানা ও মাড়োয়ারের ৭৮৪ খানি গ্রামে, ফিরোজপুর, কানপুর, আম্বালা, বিকানীর, ছোট উদয়পুর তিরলা প্রভৃতি নগর নাম সমূহই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। এই প্রকারে শক্ত্যুপাসকগণ ধর্ম্মের আবরণে পশুহত্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া জীববলীর পরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন, ফলাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একশত পঁচিশ জন দেশীয় রাজন্যবর্গ দয়া পরবশ হইয়া নিজ নিজ রাজ্যাভ্যন্তরে দশহরা পর্ব্বে পশুবধাদি প্রথা রহিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া সর্ব্ব প্রাণীর জনয়িতা ভগবানের কল্যাণ

ভাজন হইয়াছেন। ১। বরোদা ২। জম্মু ও কাশ্মীর ৩। জুনাগড় ৪। আলবর ৫। ভরতপুর ৬। জামনগর ৭। ভবনগর ৮। খয়েরপুর ৯। গণ্ডাল ১০। রাধানপুর ১১। ক্যাম্বে ১২। ধরনগড়রা ১৩। বঙ্কানের ১৪। মর্ভি ১৫। রাজকোট ১৬। বাঁশদা ১৭। পরবন্দর ১৮। লিম্বাদি ১৯। লুনাওড়া ২০। কিষণগড় ২১। কুশলগড় ২২। পলনপুর ২৩। সাচিন ২৪। লাখটর ২৫। ধরমপুর ইত্যাদি আরোও একশত দেশীয় রাজ্যে জীব দয়া ব্যবস্থার কথা শুনিয়া জীব দয়া বিষয়ে বিদ্বন্মণ্ডলীর সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে আশা করা যায়। সকল সাধু হৃদয় মানবসমাজ, উপরিকথিত রাজন্যবর্গের সদ্দেশের অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মের আশ্রয়ে পশু হনন প্রথা নিবারণ করিয়া ভগবানের অশেষ কল্যাণভাজন হউন ইহাই প্রার্থনা। এতৎ কল্পে যাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পশু হনন প্রথা নিবারণ করিবেন তাঁহাদের সংবাদ, জীব দয়া জ্ঞান প্রসারক কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় জানিবার প্রার্থনা করেন।

সমাধি উৎসব।

বিগত ১১ই পৌষ শনিবার শ্রীধাম নবদ্বীপ গোদ্রুম দ্বীপে বর্ত্তমান "বৈষ্ণব সমাজের মুকুটমণি" শ্রীশ্রীমৎ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতিসভা ও তাঁহার সমাধি উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী অনেকেই সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সন্তানগণ, তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং শাখাবর্গ ও অনেকানেক হরি পরায়ণ মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। কেবল ঠাকুরের তৃতীয় তনয় বাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্ এ বি এল মহোদয়

তাঁহার অতুলনীয় আর্ত্তি সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। স্মৃতি সভায় শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি এল মহোদয়ের প্রস্তাব মতে শ্রীযুক্ত প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে সপ্ততিবর্ষপর পরমভাগবত বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত ললিত লাল ঘোষ ভক্তি বিলাস মহোদয় স্মৃতিসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট ঠাকুরের কথঞ্চিত পরিচয় প্রদান করেন। ঠাকুরের শিষ্য ভজন শীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহোদয় স্বীয় প্রভুপাদের বিবরণ জানাইবার পর স্মৃতি সমিতি গঠিত হয়। পরে কার্য্য নির্ব্বাহিণী সমিতি গঠনানুষ্ঠান হয়। শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট পরিবার প্রভুপাদ শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয় কয়েকটী কারণের জন্য শ্রীগোদ্রুমে উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতে অক্ষম হওয়ায় যে পত্র লেখেন তাহা পঠিত হয়। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট পরিবার মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য প্রভুপাদ হীরালাল গোস্বামী মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া স্মৃতি সভার কার্য্যাবলীর অনুমোদন করেন। পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত রাস বিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় স্মৃতি সভায় ও সমাধি উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে হৃদয়োচ্ছ্বসিত ভক্তি ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ পত্র লেখেন ঐ হৃদয়গ্রাহিণী পত্রিকা সভাস্থলে পঠিত হয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ বাচস্পতি মহাশয় স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র-কবিতা লেখেন তাহা ও সভায় বিজ্ঞাপিত করা হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ কবিরত্ন মহোদয়, ঠাকুরের সমাধি উৎসব উপলক্ষে যে কয়েকটী সংস্কৃত কবিতা লেখেন

তাহাও সভায় বর্ণিত হয়। কাশিম বাজার ভূপতি এবং উত্তর পাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ বিএল সি আই ই মহোদয় স্মৃতি সভায় ও সমাধি মহোৎসবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া যে পত্রদ্বয় লেখেন তাহাও সভাস্থলে পঠিত হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপক লোকপ্রিয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ মহোদয় বিদেশে গমন জন্য উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে স্মৃতি সভায় চারিটীপ্রস্তাব বিশিষ্ট পত্র লেখেন তাহা সমবেত সভ্য মহোদয়গণ সবিশেষ অনুমোদন করেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব এই যে ঠাকুর ভক্তি বিনোদের জীবনী ও গ্রন্থাবলী একাধারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সমাধি আসনে একটী যোগ্য সুদৃঢ় সমাধি মন্দির গঠিত হয়। তৃতীয়তঃ ঠাকুরের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীমহাপ্রভু প্রকাশিত জীবের নিত্য জীবনের জন্য সাধনা প্রচার এবং চতুর্থতঃ শ্রীমহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের আসন সংস্থাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চানসেলার শ্রীযুক্ত অনারেবল ডাক্তার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ ডি এল, সি আই ই মহোদয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতি রক্ষাসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেম বাবুও অন্য কতিপয় ভদ্র মহাশয়ের নিকট যে প্রস্তাব করেন তাহাতে জানা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের স্মারক ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষার আসন সংস্থাপিত হইলে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা হইবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসামান্য বিনয়, অলৌকিক সরলতা, সার্ব্বজনীন আপ্যায়ন, অসৎসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জন, ভগবদ্ভক্তগণের জন্য প্রাণপণ উপকার সাধন, ন্যায় নিষ্ঠতা, সত্য প্রিয়তা প্রভৃতি আলোচনা করিলে একাধারে এই সকল পরম প্রয়োজনীয় আদর্শ গুণাবলী অল্পব্যক্তিতেই দেখা যায়। এতাদৃশ আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে সমাজের অশেষ কল্যাণ লাভ অবশ্যম্ভাবী; সামাজিকগণ তাহাদের নিজ কর্ত্তব্য বোধে এই মহাপুরুষের স্মরণ রক্ষা কার্য্যে নিজ নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

পর দিবস ১২ই পৌষ প্রাতঃকালে বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্য শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী পরিবার মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহোদয়ের তত্ত্বাবধারণে শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী রচিত সংস্কার দীপিকা পদ্ধতি মতে শ্রীসমাধির অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন হয়। শ্রীমহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট জন ও নিজ জন শ্রীপাদ ভক্তি বিনোদ। যিনি জীবনের প্রতি অনুষ্ঠানকেই তাঁহার নিজ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন বলিয়া প্রৌঢ়শ্রদ্ধ ছিলেন। যিনি শ্রীগৌর সুন্দরের পার্ষদ ভক্ত গণের সমাচরিত গৌর সেবাকেই একমাত্র নিরুপাধিক ভজন জ্ঞানে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাদৃশ সেবা করিয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরভক্তিসাম্রাজ্যধুরন্ধরাগ্রণী নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ ভজন পরায়ণ শ্রীভক্তি বিনোদ গোস্বামীর পারমহংস্য কলেবরের অবশেষ শ্রীধামে অপ্রাকৃত নিদর্শন স্বরূপ ভজনাসন রূপে ভাবিকালের ভক্ত সমাজের পরম পবিত্রস্থান হইয়া থাকুক।

ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি উৎসব উপলক্ষে শ্রীমহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদ ভক্তগণের উদ্দেশে ঠাপত্র মহোৎসব বা মালসা ভোগাদি-সংসাম্প্রদায়িক বিধানানুসারে প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা সমাগত ভক্ত মণ্ডলী সমাধি মহোৎসবের সম্মান সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে সমাধি মহোৎসবের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, উদাসীন বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ আদর্শ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পরিবারের গৌরব ভাস্কর হইয়া বর্ত্তমান বস্তু সমাধি অবস্থায় স্বরূপ সমাধি কালের ন্যায় সেবা করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি ঠাকুরের শাখাবর্গ ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আদরের পাত্র।

শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীমধ্বমুনি চরিত।

জন্ম—(দেশ-পাত্র ও কাল)।

উত্তরে হিমালয় এবং অন্য দিক্ ত্রয়ে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে বিন্ধ্যগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটী গিরি শ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে সহ্য পর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ্য গিরিমালার পশ্চিমে তিনটী প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্‌কান্, তদ্দিক্ষণে ক্যানরা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল রাজ্য। কোন্‌কান্ ক্যানারা এবং কেরল এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিম সীমা পশ্চিম সাগর বা আরব সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ। কোন্‌কান্ প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায়। বর্ত্তমান সময়ের ম্যালেবার জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলান্তর্গত ভূমি।

ক্যানারা প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানারা জিলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানারা জিলা মান্দ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানারায় কেবল ক্যানারিজ ভাষা প্রচলিত আছে পরন্তু দক্ষিণ ক্যানারায় ক্যানারিজ, তেলেগু এবং মলায়লম্ তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানারা জিলায় আটটী তালুক ও দক্ষিণ ক্যানেরায় পাঁচটী তালুক বা উপবিভাগ আছে।

দক্ষিণ ক্যানারার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদ্দক্ষিণে উড়ুপী তালুক তদ্দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর তালুক। ম্যাঙ্গালোরের পূর্ব্বে পুত্তুর বা উপ্পিনন্‌গড়ি তালুক এবং দক্ষিণে কাষারগড় তালুক।

দক্ষিণ ক্যানারা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানারা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১ টা ৪ মিনিট হয়।

দক্ষিণ ক্যানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গেলোর। উহা ম্যাঙ্গেলোর তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষারগড় চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান উড়ুপী। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্ব্বাংশে মহিশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

বর্ত্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পাজকাক্ষেত্র নামে একটী জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র সমুদ্রকুলে কিঞ্চিদধিক একক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকাক্ষেত্র নির্জ্জন ত্যক্তপল্লী। এখানে দণ্ডতীর্থ নামে এক পুষ্করণী আছে এবং বিমানগিরি নামে পর্ব্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিকগণের নির্দ্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জ্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থানমধ্যেই পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, গদাতীর্থ, এবং বাণতীর্থ, বিরাজমান। এই সকল তীর্থ, তীর্থযাত্রির এখনও পরমশান্তির কেন্দ্র।

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্র মৌলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। উড়ুপ শব্দে চন্দ্র এবং উড়ুপী বলিয়া চন্দ্র মৌলেশ্বরকেই সাধারণতঃ স্বল্পাক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই রজতপীঠপুর বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে

অনন্তেশ্বরের ও এক মন্দির পূর্ব্ব কাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলেশ্বরের মন্দির উভয়ই পূর্ব্বমুখী ও একটী অপরটীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

সহ্য গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকুলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোনকান্, কেহ বা সারস্বত এবং অন্য কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় শিবাল্লী বা শিববেল্লী শব্দে শিবের রূপা বুঝায়। ইহাঁরা রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পারিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্ত্তি লিঙ্গমূর্ত্তি কিন্তু অনেকে বলেন পরশুরাম স্বয়ং ঐরূপে রৌপ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন অনন্তেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তি। শৈবগণ শিব বুদ্ধিতে শিব সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু সহস্র নামদ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু বিগ্রহ যেরূপ অন্যত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে পূজিত হন অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইহাঁর তন্ত্র মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানেরার এই সকল গ্রামে ভূত প্রেতেরও উপাসনা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণুবিগ্রহ সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

কাষারগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসীগণের ভাষা টুলু। শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষারগড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্ব্লা নাম্নী

নগরী, এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইহাঁদের অধীনেই ম্যাঙ্গোলোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্বলার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজা বলিয়া পরিচিত আছেন।

রজতপীঠপুর বা শিবাল্লী বা উড়ুপী গ্রামের সন্নিহিত পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকাক্ষেত্রে অদ্যাপিও তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয় কালের পর্ণকুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্ত্তৃক পরে পাষাণ নির্ম্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও পল্লীটী জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতি চিহ্ন মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উড়ুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্লেশে শুক্লবিত্তার্জ্জন পূর্ব্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেবসদৃশ একটী অপত্য লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতির দুইটী পুত্র হইয়া অকালে পরলোক গত হওয়ায় এবং দরিদ্রতাবশতঃ উড়ুপী গ্রামের বাসস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইহাঁদের একমাত্র কন্যা ছিল কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্রপুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্ব্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু, মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল মধ্যে বায়ুর অবতারের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে গৃহ্যগেহ তাঁহার বর প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বুঝিতে পারিলেন।

পাজকাক্ষেত্রে আরোও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একবংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটি পল্লীতে বাস করিলে পূবের বাড়ী পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্তৃপক্ষগণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেব ও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে মধ্যগেহ বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। পাজকাক্ষেত্রে ভট্ট পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার নিপুণ এবং আনুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষার নড়ুভন্তিল্লয় অর্থাৎ মাজের বাড়ী। তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণু বিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবাল্লী ব্রাহ্মণ-কুল সাধারণ বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিদ্যা কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র পূবের বাড়ী, মাঝের বাড়ীর সদ্য প্রসূত সুকুমার শিশুর জন্য এক দুগ্ধবতী গাভি প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যগেহ ভট্ট শিবাল্লী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব সংজ্ঞাই তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টি লাভ করিতেছিল ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবৈষ্ণব মত নিরসন পূর্ব্বক লোক সমাজে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন তথাপি

সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতালোকের প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোল দেশে রামানুজ প্রভাব ন্যূনাধিক অদ্বৈত পন্থীগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহংব্রহ্মোপসনার কুফল অচ্যুতপ্রেক্ষ্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিম কালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব কালের পূর্ব্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রাধারণ বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপী মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুব দেশে মাধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহার মত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত সম্প্রদায় মাধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মধ্ব জন্মের পূর্ব্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর মতের প্রবল বিস্তৃতি, অনেকটা রামানুজীয় গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম্ম এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্ব্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

কর্ম্মফলবশে যে প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ পূর্ব্বক নিজ যোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনা বশে পুনরায় কর্ম্মযোগ্য শরীর পাইয়া কর্ম্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও

বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্ষদগণকে ধরাধামে অবতারণ পূর্ব্বক লৌকিক তনু গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবলতা হয় তৎকালে ভগবান্ মর্ত্ত্য জীবলোকে শুভাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। যেরূপ শ্রীরামানুজীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধসূরি সকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া হরি কৈঙ্কর্য্যের প্রভাব অজ্ঞান জীব হৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন তদ্রূপ সকল বৈষ্ণবগণের নিত্য স্বরূপ আছে। বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য স্বরূপ, সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। সেই নিত্য পার্ষদ তনুর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত হন। নির্ব্বিশেষ বাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া সিদ্ধিতে সোহং প্রভৃতি ভাবমাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বাদের অধীনে যে সকল কর্ম্মফল বাদী জগতে উদিত হইয়াছেন তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া নাই কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে সোহং ভাব আবদ্ধ তজ্জন্য তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়ারাজ্যে ভ্রান্তিবশতঃ কর্ম্মফল মাত্র ভোগের যোগ্য। আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, মনু জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মফল নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ বাদী গণের মতে চিন্ময় বিগ্রহ বা পরিচয়াদি বিশেষ সমূহ কুণ্ঠা বৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। স্বর্গ নিরয়াদি ধামে দেব কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সে জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্ব্বিশেষ বাদীগণ শঙ্করাবতার নির্দ্দেশ করিলেও একাদশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য দেহ মিথ্যা মাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে।

আদিত্য পুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে ৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়ে

কোন বৈষ্ণব বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্‌রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ ঘৃণিত স্বার্থের পরি-পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন মত আমরা দেখিতে পাই যে বৈকুণ্ঠ ধাম এবং গোলোক ধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু মরুতাখ্য দেব বলিয়া পরিচিত তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ ধারণ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরং।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্‌॥
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্‌।

গোলোক বিষয়ে ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোহগম্যং এবং বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ ধারণ সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন তাঁহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে প্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশ যে কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর মতাবলম্বীগণ এবং শৈব সমূহ, ভাগবত সম্প্রদায়ের গর্হণে ব্যস্ত ছিল তদ্দর্শনে বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া কলাপে উপদ্রুত অধি-বাসী বর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুব দেশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রেতা যুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ ধারক হনুমদ্দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদ্দেব ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। আবার কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয় কাল বিচার সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। এই কাল বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) শ্রীভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্ব মঠ তালিকা এবং বায়ু পুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠ তালিকার গণনা দ্বারা অনুমান ক্রমে শক বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অধমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক বায়ু পুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ু পুরাণের শ্লোকার্থ মাঘীশুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের জন্ম আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

(২) উড়ুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামীগণের এবং উত্তরাঢ়ী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ তালিকা। সৎকথা নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমাধ্ব পণ্ডিতগণ এই মঠ তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না।

(৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয় গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে।
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥ ১০০ ॥

তা, নি ৯ অধ্যায়।

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণাস্তু কলৌ পৃথিব্যাং।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥ ১৩১ ॥

তা, নি ৩২ অধ্যায়।

মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয় কাল এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয় একথা ভাণ্ডারকর দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় পর মঠ তালিকার নিরূপিত শক এবং স্মৃত্যর্থসাগর লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বামী আয়ার, এবং দক্ষিণ কানারা জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয় কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হ্যেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে ॥
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সন্মতস্থাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে।

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্র নিবাসী বালাচার্য্য তনুজ উদ্ধবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রণীত সর্ব্ব মূল গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ লিখিয়াছেন :—

ভংসন্নাম্নায়ং পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেতচ্ছলারি নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে। নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব কাল।

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তর ফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্তৃক যেরূপ ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দ তীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দ তীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দ তীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎ পাদপদ্ম দানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য নির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থান দ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থান্তর যোগ্যতা ক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কাল বিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্মৃত্যর্থসাগর রচনা কালে লোক মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্ম কাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায়, ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায় প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর ফলক প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক প্রমাণ গুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তিসত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নবা মঠ তালিকা বা স্মৃত্যর্থ সাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জ্ঞাতব্যক্তি

১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাত ব্যক্তির নিকট গৃহীত সন্যাস অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৮০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরে জন্ম মহোৎসবে

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শনে।

আজি কি মধুর ভাব হয়েছে এথানে,
এসেছে ভকতগণ গোরা দরশনে,
মধুর চাঁদনি রাতি, মধুর সাজের ভাতি,
মধুর মৃদঙ্গরোল বাজিছে কেমনে,
চারিদিকে হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘনে।

দেথ জগন্নাথ গৃহে শচীর কোলেতে,
বিরাজিছে ভগবান পুত্র স্বরূপেতে,
এসেছি আমরা ভাই, বহুদূর হতে তাই,
শচীর নন্দনে আজি দেথিবার তরে,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে এই মায়াপুরে॥

দয়াল গৌরাঙ্গ চাঁদ দয়া করি মোরে,
যুগল চরণ তব দাও মোর শিরে,
তুমি দয়া না করিলে, প্রেমভক্তি কোথা মিলে,
জগত জনেরে তুমি প্রেম বিতরিলে,
শুধু কি আমার প্রতি বিমুখ হইলে।
সংসার যাতনা প্রভো বড়ই ভীষণ,
কৃষ্ণবিমুখের দণ্ড বিষয়ী জীবন।
আজি এই মায়াপুরে, তোমা দেখিবার তরে,
কেমনে আসিব বলে কতই ভেবেছি,
তব দয়া হ'ল তাই আসিতে পেরেছি।
জড় কাজে মত্ত হোতে হবে পুনরায়
সংসার বাগুরা মাঝে ঊর্ণনাভি প্রায়,
আবার সংসার পেলে, তোমারে রহিব ভুলে,
থেকো তুমি দয়াময় স্মরণে আমার,
সদাই করিব সেবা চরণ তোমার॥
আজি এই মায়াপুরে সব ভক্তগণে,
তোমা সাথে হেরি প্রভু আনন্দিত প্রাণে,
কি যে পুলকিত আমি, হয়েছি জগত স্বামী,
কেমনে করিব ব্যক্ত না পারি বলিতে,
পারিব না হেন দিন জীবনে ভুলিতে।

সেবা সুখ লাভ আশা থাকে যদি মনে
এস শোকদগ্ধ জীব এই দিব্য স্থানে,
শান্তির আধার ওই   বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ যেই
মায়াপুরে যোগপীঠে কর দরশন,
তাঁহার চরণে সঁপি জুড়াও জীবন।

আরো দেখো সম্মুখেতে শ্রীরাধামাধব,
জীবে দয়া বিস্তারিতে প্রকট বিভব,
ভাগীরথি স্নান করি,   দরশন করি হরি,
পাইয়া প্রসাদ মালা গাও ভক্ত সবে,
হরিনাম বিনা আর কি আছে এ ভবে॥

শ্রীশ্যাম সরোজিনী।

শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণী সভার ৪২৮ শ্রীচৈতন্যাব্দে

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

বিগত ১৬ই ফাল্গুন ১৩২১, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫, ২৮ গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ভদ্র ও শিক্ষিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
" রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুর বি, এল।
" পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ।
" " অবিনাশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন।
" " রাম গোপাল তর্কতীর্থ।
" " শিব নাথ তর্কতীর্থ।
" " যতীন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ।
" " নগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ।
" " শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ।
" " রামকণ্ঠ তর্করত্ন।
" " নলিনী কান্ত বিদ্যারত্ন।
" " অহিভূষণ কাব্যতীর্থ।
" " উমেশ চন্দ্র তর্করত্ন।
" " বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।
" " মনোমোহন চৌধুরী।
" " চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।
" " যামিনীকান্ত গোস্বামী।
" " বিনোদ বিকাশ ভট্টাচার্য্য।
" তারাপদ ভট্টাচার্য্য।
" অপর্ণা ভট্টাচার্য্য।
" যদুগোপাল ভট্টাচার্য্য।
" কানাই লাল ভট্টাচার্য্য।
" দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
" সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ।
" উমাপ্রসাদ মিশ্র।
" ললিতা প্রসাদ দত্ত।
" গোলোকনাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিগিরি।
" চারু চন্দ্র মিত্র।
" হেমনাথ ঘোষ।
" জনার্দ্দন ঘোষ।
" অমর নাথ বসু।
" শৈলজাপ্রসাদ দত্ত এল, এম, ই।
" অমর নাথ মিত্র।
" বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম।
" গৌর গোবিন্দ অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।
" জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ।
" বিষ্ণুদাস কর অধিকারী।
" নকুলেশ্বর রায়।
" নীলাম্বর রাহা।
" ষষ্ঠীবর চৌধুরী।
" বিনোদ লাল বসু।
" হেমচন্দ্র মিত্র।
" ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ।
" সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" অনন্ত চরণ দাস।
" বনমালী দাস।

শ্রীযুক্ত শ্রীহরিচরণ দাস সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য।

" গদাধর সাউ।

" শিবপ্রসাদ দাস।

" গোপী নাথ রায়।

" রঘু নাথ পাল।

" কালাচাঁদ মান্না।

" রাধা মোহন পাত্র।

" মণীন্দ্র নাথ দত্ত।

" সতীশচন্দ্র দত্ত।

" শরচ্চন্দ্র হালদার।

" বিধুভূষণ দে।

" শরচ্চন্দ্র বসু।

" বরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ।

" শ্যাম সুন্দর সরকার ভক্তমিত্র।

" হিত লাল ঘোষ। ইত্যাদি ইত্যাদি

১। শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

২। সাধারণ সভার সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কার্য্য সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাস্থলে সভার বিংশ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন।

৩। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কার্য্য সামিতির অধিবেশনে যে সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হয় তাহা সাধারণ সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়কে সভা হইতে "কবিকুমুদ কলানিধি" উপাধিতে ভূষিত করিবার প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৫। সভার সভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের বিরহ জনিত কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে তদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত রামকণ্ঠ তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা সভাস্থলে প্রেরণ করেন। উক্ত ছাত্র মহাশয় ঐ শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া তাহা হইতে বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

দত্তান্ববায় জলধেরবদাতকীর্ত্তিঃ
কেদারনাথনিধিরুত্থিতবান্ হরিস্তং।
কায়স্থকৌস্তভধিয়া স্বপদে নিবেশ্য
দত্তাপহারক ইতি স্বয়মাপ বাদম্॥ ১॥

ধর্ম্মস্থিতৌ কৃতমতির্বসুধাবতীর্ণো
ভূত্বা নৃপপ্রতিনিধিঃ সুবিচারদক্ষঃ।
শিষ্টানপালয়দথো অশিষচ্চ দুষ্টান্
কংসোৎসবং ন তনুতেস্ম স কৃষ্ণকর্ম্মা॥ ২॥

হা ভক্তিদেবি তব চিত্তবিনোদনেন
যঃ প্রাপ সুষ্ঠু ভুবি ভক্তিবিনোদনাম।
ত্বাং কেবলং হৃদি নিধায় বিহায় মায়াং
লোকান্তরং স গতবান্ কিময়ং বিষাদঃ॥ ৩॥

কেদারনাথ স্তুমতিশ্রিতপাদপদ্মং
দত্তাবধানজনমোচনকর্ম্ম মুক্তিং।
দত্বাঽত্মনা বিজিত লোকমতিষ্ঠিপত্বাং
লোকান্তরেঽমরবপুঃ প্রবিভাসি মন্যে ॥ ৪ ॥

মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কুতো মায়া ন মুহ্যতি।
অহো কেদারবিরহাৎ মায়াশ্রেণি বিমুঞ্চতি ॥ ৫ ॥

৬। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয় সরল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যশঃকীর্ত্তন করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন যে সভা হইতে তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ঐ প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুমোদন করিলে সভা হইতে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় শ্রীযুক্ত কবি বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত গুপ্ত রচিত নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী পাঠ করেন।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণৌ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণৌ জগন্ময়ৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥

আজানুলম্বিতভুজং কনকোজ্জ্বলাঙ্গং সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরং কমলায়তাক্ষং।
বিশ্বম্ভরং দ্বিজবরং যুগধর্ম্মপালং বন্দে জগৎপ্রিয়করং করুণাবতারম্ ॥
শ্রীরাধিকা-মদনমোহনয়োর্মনোজ্ঞো দোলোৎসবো জয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং।
শ্রীগৌরসুন্দরবিভোঃ করুণাময়স্য জন্মোৎসবো জয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপমনোজ্ঞধামনি মায়াপুরে শ্রীমতি চারুমন্দিরে।
সভাপতির্ব্বাক্‌পতিবদ্বিরাজতে সভা-কবিঃ কাব্যসমং প্রকাশতে ॥

সভাপণ্ডিতপাদাব্জে সভাপতিপদাম্বুজে।
সভাস্থিতানাং ভক্তানাং বন্দে পাদাম্বুজান্যহং॥
অহো ধন্যতমো লোকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদকঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে সভা যেন প্রতিষ্ঠিতা॥
স এব বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিস্তার্য্য ক্ষিতিমণ্ডলে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদং গতঃ স নয়-কোবিদঃ॥

তৎকিঙ্করঃ শ্রীবিমলাপ্রসাদঃ সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী চ।
মায়াপুরে শ্রীমতি মন্দিরে চ বিরাজতে সজ্জনবৃন্দমধ্যে॥

সভাসম্পাদকাঃ শ্রীমদ্ভক্তিভূষণকাস্ত্রয়ঃ।
সদস্য শ্রীভক্তিতীর্থস্তে সর্ব্বে নয় কোবিদাঃ॥
বিরাজন্তে নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুরেঽধুনা।
জয়ন্তি তে মহাভাগা ভক্তি-প্রেম-প্রকাশকাঃ॥

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অদর্শন জনিত শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তিনিই শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ যে স্থলে সকলে উপস্থিত আছেন তাহা তিনিই প্রকাশ করেন। এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে সমাগতভক্তবৃন্দ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া একবাক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য কেবল যে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচার করা তাহা নহে তদ্ব্যতীত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করা যে সভার মুখ্য উদ্দেশ্য একথা সভাপতি মহাশয় সুন্দর রূপে প্রকাশ করেন। শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার দ্বারা ঐ কার্য্য আরো সুচারু রূপে হইতে পারিবে তাহাতেও আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিভূষণ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়কে সভা হইতে "কবিকুমুদ কলা-

নিধি "উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া যোগ্যপাত্রে যোগ্য উপাধি প্রদান করা হইতেছে জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত চাঁদ কাজি বংশীয় বর্ত্তমান কাজিসাহেবের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় সভা স্থলে প্রকাশ করিলে কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মা ব্যক্তি উদারতা দেখাইয়া ছিলেন এবং তাহাতে যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল তাহা কাজি সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে স্থির হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার

কার্য্যসমিতির অধিবেশন।

৪২৮ চৈতন্যাব্দ।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫, ২৮ গোবিন্দ তারিখে রবিবারে বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে কার্য্য সমিতির এক অধিবেশন হয়। অধিবেশন স্থলে শ্রীযুক্ত রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত সীতনাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভক্তি ভূষণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে কয়েক জন ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্য্য সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হউক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভার সভ্য পদে গ্রহণ করা হইল।

১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ভৌমিক, থেমিড়দিয়াড়, জিলা নদীয়া।
২। „ শৈলজাপ্রসাদ দত্ত এল, এম, ই, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
৩। „ বিহারীলাল মজুমদার, বাগের হাট, খুলনা।
৪। „ গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর, সোনামুখী পোঃ, বাঁকুড়া।
৫। „ প্রবোধকুমার দত্ত, ৭৮ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
৬। „ চারুচন্দ্র মিত্র, মিক্সিমিল, খুলনা।
৭। „ সরোজকুমার আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮। „ চারুচন্দ্র মিত্র, কেরাণী টোলা, মেদিনীপুর।
৯। „ অমর নাথ বসু, রুদাঘরা, মিক্সিমিল পোঃ, খুলনা।
১০। „ দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু, ১০ নং ক্রীকলেন, কলিকাতা।
১১। „ রায় ললিতামোহনা সিংহ, ৪ নং ক্রীক রো, কলিকাতা।
১২। „ অটল কুমার সেন, ১০ নং রাজেন্দ্র সেনের লেন, কলিকাতা।
১৩। „ অমূল্য নাথ বসু, ৬৪ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৪। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ শীল, অপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৫। " রমানাথ সরকার, ১ নং মোহনবাগান লেন, কলিকাতা।

১৬। " বনমালী দাস, দৌলতপুর, খুলনা।

১৭। " নকুলেশ্বর রায়, কালীঘাট, কলিকাতা।

৩। স্থির হইল যে শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি অলৌকিক সম্মান ও ভক্তি করিয়া কোন ভক্তই তাঁহার স্থলে কার্য্য করিতে সম্মত না হওয়ায় সম্প্রতি ঐ পদ পূরণ হইবে না।

৪। স্থির হইল যে সভার একটী স্বতন্ত্র কার্য্যাধ্যক্ষের পদ হওয়া আবশ্যক। মন্দির সংক্রান্ত ও সভার যাবতীয় কার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় এতাবৎ ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণের পক্ষ হইতে করিয়া আসিতেছেন। তিনিই ঐ নূতন পদে মনোনীত হইলেন।

৫। স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহোদয়ের স্থানে দি অনারেবল রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইলেন।

৬। স্থির হইল যে কতিপয় সভ্যের ইচ্ছামত একটী স্বতন্ত্র হিসাব রক্ষক পদ হওয়া আবশ্যক। ঐ পদে একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিসের পেন্সন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ্ মহাশয় মনোনীত হইলেন।

৭। স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত প্রভু হীরালাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস মহোদয়দ্বয় সেবা সমিতির সভ্য মনোনীত হইলেন।

৮। স্থির হইল যে, যে সকল কার্য্য সমিতির সভ্য মহোদয়গণ চাঁদা বাকী ফেলিয়াছেন তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করা হউক্।

৯। স্থির হইল যে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার একখানি মুখপত্রের বিশেষ আবশ্যক। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় শ্রীমায়াপুরে শ্রীভাগবত যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করায় ঐ মুখপত্র খানি তাঁহার তত্ত্বাবধারণে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে পারিবে। সেই জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকাকে পুনরায় প্রকাশ করা হউক। কার্য্যসমিতির সভ্যগণ বিনামূল্যে ঐ পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। অপরের পক্ষে উহার যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহা দিতে হইবে।

১০। স্থির হইল যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সদনুষ্ঠানের জন্য সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

১। শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত ললিতলাল ঘোষ ভক্তিবিলাস মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ সুন্দররূপে রক্ষা করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবায় রত থাকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৩। ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৪। বৈষ্ণব সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

১১। স্থির হইল যে নিম্নলিখিত মহোদয়দ্বয় ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য।

১। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তালন্দ নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মৈত্র মহোদয় ভক্তিভূষণে ভূষিত হউন্।

২। মানভূম জিলার অন্তর্গত পাথরমহরা মানবাজার নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ দেব মহাশয় ভক্তিভূষণে ভূষিত হউন্।

১২। স্থির হইল যে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিভূষণ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সভা হইতে "কবিকুমুদ-কলানিধি" উপাধিতে ভূষিত করা হউক্।

শতনাম স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র।

জয় শচীর নন্দন, কলি জীবের তারণ,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি।
তৈর্থিক ব্রাহ্মণ-ত্রাতা, চোরদ্বয় পরিত্রাতা,
কন্যাগণ নৈবেদ্যাপহারী॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া বর দাতা, দিগ্বিজয়ী পরিত্রাতা,
পূর্ব্ববঙ্গে নাম প্রচারক।
তপন মিশ্রের ত্রাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভরতা,
প্রেত-ক্ষেত্রে পিণ্ড-প্রদায়ক॥
রাধা ভাব প্রচারক, ষড়্ভুজ মূর্ত্তিধারক,
মুরারির রামস্তব শ্রোতা।
শ্রীবরাহ রূপধারী, মুকুন্দের দণ্ডকারী,
সব ভক্তগণ স্তব শ্রোতা॥

জগাই মাধাই ত্রাতা, যবনের পরিত্রাতা,
নারায়ণী প্রেম প্রদায়ক।
মৃত মুখে তত্ত্ব শ্রোতা, গোপীভাবে অধিষ্ঠাতা,
ভাবভ্রষ্টে দণ্ড প্রদায়ক॥
পাপীজন পরিত্রাতা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গৃহীতা,
বৃন্দাবন গমন লালস।
শান্তিপুরে নৃত্যকারী, মাতা হাতে ভিক্ষাহারী,
মাতৃ আজ্ঞা সুপ্রতিপালক॥
ক্ষীরচোরাখ্যান শ্রোতা, গোপালের তত্ত্ব জ্ঞাতা,
শিবলিঙ্গ দর্শন লালস।
দণ্ডভঙ্গে ক্রোধাবিষ্ট, চিত্ত জগন্নাথাবিষ্ট,
স্পর্শী মহাপ্রেমের প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম পরিত্রাতা, বাসুদেব ব্যাধি হর্ত্তা,
রামানন্দ মুখে তত্ত্ব শ্রোতা।
বেঙ্কটে ভক্তির দাতা, গোপালের চিত্ত হর্ত্তা,
গীতা পাঠী বিপ্র পাঠ শ্রোতা॥
বৌদ্ধ জৈন ত্রাণ কর্ত্তা, দাক্ষিণাত্যে ভক্তি দাতা,
দরশে পরশে পাপ হন্তা॥
ব্রহ্ম সংহিতা গৃহীতা, কর্ণামৃত লাভকর্ত্তা,
যোগী সন্ন্যাসীরে প্রেমদাতা।
কাশীমিশ্র গৃহবাসী, রথাগ্রে নৃত্য প্রয়াসী,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র ত্রাণ কর্ত্তা॥
শ্রীব্রজ গমনোৎসুক, ম্লেচ্ছে ভক্তি প্রদায়ক,
জনগণোৎকণ্ঠা নিবারক।
দেবানন্দ দোষ হন্তা, রূপ সনাতন ত্রাতা,
গৌরীদাসাভিলাষ-পূরক॥

বৃন্দাবন যাত্রাকারী, পশুপক্ষী চিত্তহারী,
বৃন্দাবনে প্রেমোন্মত্ত চেতা।
বলভদ্র বাক্য শ্রোতা, রূপানুজে ভক্তিদাতা,
সনাতনে প্রেমভক্তি দাতা ॥
মায়াবাদ খণ্ডনক, গোপে ভক্তি প্রদায়ক,
প্রকাশানন্দের শিক্ষাদাতা।
স্ত্রী সম্ভাষী দণ্ড দাতা, নীচ দ্বারা শিক্ষা দাতা,
নিন্দুক অমোঘে প্রেমদাতা ॥
বহির্ম্মুখ গোষ্ঠীত্যাগী, অন্তরঙ্গ সঙ্গাস্বাদী,
অপরাধী জনে ভক্তি দাতা।
সনাতন কণ্ডু হর্ত্তা, গোপীনাথ ত্রাণ-কর্ত্তা,
জগদানন্দের ক্রোধ হন্তা ॥
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাবিষ্ট, বৃদ্ধা প্রতি ক্ষমানিষ্ঠ,
গোবিন্দের ভৎর্সন বারক।
ভক্তের সম্মান দাতা, ইতরে উপেক্ষা কর্ত্তা,
স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নিবারক ॥
প্রেমে শ্লথ সন্ধিধারী, মুখ ঘসি রক্তকারী,
কূর্ম্মমত হস্তপদ যুত।
চটকাদ্রো গোবর্দ্ধন, ভ্রমে কৃষ্ণ দরশন,
হ্রদে করি সদ্য মোহ প্রাপ্ত ॥
গৌড়বাসী সব বন্ধু, করুণ উৎকল বন্ধু,
তত্ত্ব বুদ্ধি পাশ্চাত্যের গতি।
বর্ণাশ্রম উপদেষ্টা, সন্ন্যাসাশ্রমের ত্রাতা,
গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ মতি ॥
চব্বিশ বৎসর ঘরে, গৃহ ত্যজি কৃষ্ণ স্মরে,
ততকাল লোক শিক্ষা দিলা।
শেষে গোপীনাথ দেহে, অথবা গুণ্ডিচা গেহে,
নিজেচ্ছায় বিগ্রহে পশিলা ॥

শ্রীললিত লাল ভক্তিবিলাস।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

সজ্জন তোষণী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৩৮ খণ্ড ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কনিষ্ঠাগ্র পুত্র শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয়, ঠাকুরের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

No. 8603.

From

P. Bruhl Esq. D. Sc. I. S. O. F. C. S. F. G. S.
Registrar, Calcutta University.

To

Babu Lalitaprasad Dutt.

Senate House the 29-3-1915.

Sir,

I have the honour by direction of the Hon'ble the Vice Chancellor and Syndicate to accept with thanks the 38 volumes of your father's works on Vaishnab Philosophy.

Yours truly
P. BRUHL.
Registrar.

ঠাকুরের স্মৃতি সমিতি।

শ্রীমহাপ্রভু জীবের প্রতি করুণা করিয়া কালে কালে অলৌকিক চরিত্র-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের অসাধারণ অনুষ্ঠান-দর্শনে বিদ্বৎসমাজ দূরে যাক্ হরি-সেবা-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ জনগণেরও অনেক সময় ভ্রমপূর্ণ ধারণা উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাসমূহ পালন করিয়া প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যহীন বৈষ্ণবজগৎ তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে না পাইয়া কতই না অভাব অনুভব করিতেছেন। তবে যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরি ভজনের অলৌকিক প্রণালী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা তৎসম্বন্ধীয় পবিত্র স্মরণ-প্রভাবে সমধিক ভজন যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ঠাকুরের সুদীর্ঘ প্রকটকালের ঘটনাবলী শুদ্ধবৈষ্ণবজীবনের প্রতিপদেই আদর্শ সুতরাং তাঁহার ভক্তিময় চরিত্র শুদ্ধ ভক্তের করে অঙ্কিত হইলে তদ্দর্শনে বৈষ্ণবজগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

গত সংখ্যায় ভক্তিবিনোদ দেবের স্মৃতিসমিতির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন যে গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ যে মহাত্মার অলৌকিক চরিত্র প্রতিপদেই অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া স্মরণ করেন সেই আদর্শচরিত্র জগদ্‌গুরুর আবার বাহ্যিকঅনুষ্ঠানময়ী স্মৃতি সংরক্ষিত হইবার আবশ্যক কি? কেহ বলেন নিত্য বৈষ্ণবের নিত্য চরিত্র নিত্য-কাল স্থিত সুতরাং স্মৃতিরক্ষণ কার্য্য কর্ম্মান্তর্গত হওয়ায় ঐ প্রকার স্মরণের প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবের তাদৃশ স্মৃতিরক্ষার যত্ন বৈষ্ণবোচিত নহে।

এই সকল তর্ক সমূহ যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে তাঁহাদের জন্য কয়েকটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ করি তাঁহারা আমাদের সবিনয়

থাক্যকে নিজগুণে ক্ষমা করিতে পারেন। বিষয়মদান্ধ নির্ব্বিশেষবাদী, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির পূজাকে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীনরোত্তমবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে, শঠকোপ দাস, মধুর কবি, গোদা দেবী, কুলশেখর রামানুজাদির অর্চ্চা বিগ্রহকে, বাহ্য অনুষ্ঠান পূর্ণ কর্ম্মপ্রয়াস বলিয়া গর্হণ করিতে পারেন; ভক্তের কিন্তু সে কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। গৌরগুণগান, তুলসীমালা ধারণ উর্দ্ধপুণ্ড্র সেবন, নাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন প্রভৃতি মায়াবাদীর বিচারে কর্ম্মান্তর্গত প্রয়াস সমূহ কিন্তু ভগবানের সেবনোদ্দেশে কৃতকর্ম্মের ফলভোক্তা ভগবদ্ভক্ত নহেন; ভগবান্ স্বয়ং। তজ্জন্য ভক্তির অনুষ্ঠানসমূহ প্রাকৃতদৃষ্টিতে কর্ম্ম বলিয়া মূঢ়নয়নে রূপান্তরিত হইলেও উহা হরি-সেবা। অনুষ্ঠাতার স্বার্থবিজৃম্ভিত ফলভোগ কামনা নহে।

শ্রীভগবানের নববিধ ভক্তিপর্য্যায়ে স্মরণকে তৃতীয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্মরণ দোষাবহ নহে। যে স্থলে স্মৃতি রক্ষানুষ্ঠান প্রাকৃত রাজস-ভাবোত্থ অর্থাৎ অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সে স্থলে উহা আদরণীয় নহে। যে স্থলে উহা নির্গুণ কৃষ্ণভজনের উদ্দেশে কৃত হয়, উহা শুদ্ধ হরিভজনের উৎসাহ বৃত্তির অনুষ্ঠান বিশেষ।

কর্ম্মীগণ ফলকামোদ্দেশে যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন ভক্তগণের তত্তৎ শব্দ দ্বারা ঠিক সেই ধারণা হয় না। কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিরক্ষা শব্দে বৈষ্ণবের ব্যথিত হইবার কারণ নাই। কৃষ্ণনাম বলিয়ে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নামাপরাধীগণ যাহা বুঝেন তাহা কখনই বৈষ্ণবের গ্রহণীয় হয় না; আবার কৃষ্ণনামের অপ্রাকৃতানুভূতি কখনই অভক্তের বুদ্ধিগম্য নহে। সুতরাং যাহারা "স্মৃতিরক্ষণ সভা" শব্দ শুনিয়াই ক্ষুব্ধ তাঁহাদের ধারণা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণের সেবা ও গৌরভক্তগণের হিতের জন্য কতই না করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র প্রয়াস সমূহকে হরিভজন না দেখিয়া

যিনি কর্ম্মবীরের ফল্গু চেষ্টামাত্র অনুভব করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কর্ম্মবীর হইবার আদর্শ লাভ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে কিছু অধিক বলিতে চাহি না। তাঁহারা নিজ ফলভোগময় কর্ম্ম বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া স্মৃতি সমিতিতে যোগদান করিয়া কর্ম্মজীবনের শেষ প্রাপ্য শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হউন্। সেখানে আসিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে ভগবন্মন্দির অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তের স্মৃতিমন্দির কোন প্রকারে ন্যূন শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান নহে পরন্তু কোন কোন বিষয়ে কৃষ্ণের অধিক প্রসাদ লাভের সুযোগমাত্র।

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্।

আড়্‌বর্ বা আল্‌বর্—ইহা একটী দ্রাবিড়ীয় শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ দিব্যসূরি বা দিব্যযোগী বা নিত্য যোগী। বিশিষ্টাদ্বৈত বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাত্মাগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বর্‌গণের সংখ্যা কাহারও মতে দশ এবং অন্য মতে দ্বাদশ। বৈকুণ্ঠ হইতে এই সকল নারায়ণপার্ষদগণ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত সংস্কৃতভাষায় লিখিত দিব্যসূরি চরিতম্ ও প্রপন্নামৃতং গ্রন্থে, তামিল ও সংস্কৃত মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত গুরুপরম্পরা প্রভাবে, প্রবন্ধ সার, উপদেশ রত্নমালা, এবং দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত পড়নড়ই বিলক্কম্ নামক গ্রন্থ চতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোক লিখিত আছে যে:—কাবার-ভূতমহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্তাঃ। ভক্তাঙ্ঘ্রি

রেণুমুনিবাহচতুষ্কবীন্দ্রাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্যাং॥ গোদা-যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্বুধাঃ। বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম। কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।

১। কাষার মুনি, বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—পয়গাই আল্‌বর্)

২। ভূত যোগী (দ্রাবিড়—পুদত্ত আল্‌বর্)

৩। ভ্রান্ত যোগী বা মহদ্ (দ্রাবিড়—পে আল্‌বর্)

৪। ভক্তিসার (দ্রাবিড়—তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর্)

৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (দ্রাবিড়—নম্মাল্‌বর্)

৬। কুলশেখর (দ্রাবিড়—কুলশেখর আল্‌বর্)

৭। বিষ্ণুচিত্ত (দ্রাবিড়—পেরি ই-আল্‌বর্)

৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (দ্রাবিড়—তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্)

৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—তিরুপ্পাণি আল্‌বর্)

১০। চতুষ্কবি, পরকাল (দ্রাবিড়—তিরুমণ্‌গই আল্‌বর্)

এই দশজন সর্ব্ববাদীসম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত অন্ত কেহ

১১। গোদা (দ্রাবিড়—আণ্ডাল)

১২। রামানুজ (দ্রাবিড়—যংবারুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই আল্‌বর্)

দ্বাদশটীকে আল্‌বর্ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। অপরে গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে দিব্যসূরি তালিকা অন্তর্গত করেন।

১১। মধুর কবি (দ্রাবিড়—মধুরকবিগল্ আল্‌বর্)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং শ্রীপেরম্বেদুরে এই দিব্যসূরিগণের মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

শ্রীভাগবত মণিমালা ।

(১)

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ২।৩।১৭ ॥

জীবকুল আয়ু হরে দিবাকর
জীব না বুঝিতে পারে,
নিয়মিত রবি উঠে অস্ত যায়,
জীবনের গতি সহজে বুঝায় ।
বৃথা কার্য্যে যেই সময় কাটায়
ধিক্ শত ধিক্ তারে ।
জীবকুল আয়ু হরে দিবাকর
জীব না বুঝিতে পারে ॥

সময় যাহাতে বৃথা নাহি যায়,
সদা ভজ গৌরহরি,
প্রাকৃত বিষয়ে দিন না যাপিবে,
হৃষীকে গোবিন্দ সতত সেবিবে,
সে উত্তম শ্লোক মহিমা গাহিবে
আনন্দে বদন ভরি ।
সময় যাহাতে বৃথা নাহি যায়,
সদা ভজ গৌরহরি

(২)

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥২।৩।১৮॥

জড় জীব সম জীবন যাপন,
মরত লবধ মানব দেহে।
এই কি জীবের চরম ধরম,
মাতিয়া রহিবে এ দেহ গেহে।
তাহা যদি হ'ত পাদপ নিকর,
কাননে দীরঘ জীবন পায়।
নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ত্যাজন,
করয়ে ভস্ত্রা কিছু না খায়॥
পশু পক্ষী গণে, আহার, বিহার,
গমন, ধারণ করিতে দেখি।
ইহা যদি হয় মানব ধরম,
পশুতে মানবে কি ভেদ দেখি?

(৩)

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ২।৩।১৯ ॥

সুধার আকর, কৃষ্ণ শ্রুতি আধার,
তুলনা যাহার, কোথাও নাই।
হেন কৃষ্ণনাম, পূর্ণ রসধাম,
যেন অবিশ্রাম তাহাই গাই॥

যে অধম জন, এ হেন রতন,
কবে অযতন, মাতিয়া জড়ে ।
পশুর অধম, সেই নরাধম,
মহা পাপী সম, রৌরবে পড়ে ।।
শ্বগণ যেমন, পশু গণাধম,
তা'হতে অধম, সে জন হয় ।
কণ্টক বিষয়ে, সদা দুখ পেয়ে,
তবু না ত্যজয়ে, উটের ন্যায় ।।
শূকর যেমত, কু ভোজনে রত,
পুরীষাদি যত, তাহাতে ধায় ।।
তা হ'তে সে জন, অধম দুর্জ্জন,
কৃষ্ণনাম ধন, যে নাহি পায় ।।
রাসভ যেমন, করি প্রাণপণ,
হ অনুক্ষণ, পরের ভার ।
সেরূপ সে জন, জড়ের কারণ,
না জানে আপন, স্বরূপ তার ।।

(৪)

বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ যে-
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ।। ২।৩।২০ ।।

শ্রীগোবিন্দ গুণগান, যে কাণে না পায় স্থান,
সেই দুই কর্ণে কিবা কায় ।

অনর্থক গর্ত্ত প্রায়, উপকার নাহি তায়,
তার মুণ্ডে পড়ে যেন বাজ ॥
যদি শূন্য গর্ত্ত পায়, আশীবিষ পশি তায়,
অসুবিধা করয়ে সদায় ।
সেইরূপ বৃথা কাণে, সদা গ্রাম্য বার্ত্তা শুনে,
জীবগণে নরকে পাঠায় ॥
যে গর্ত্তে নকুল যায়, সর্প নাহি পৈশে তায়,
পশিলেই জীবন হারায় ।
যেই কর্ণে কৃষ্ণ নাম, সদা পান বাসস্থান,
আন কথা তথা নাহি যায় ॥

কৃষ্ণ রসে যেই রসনা রসেনা
বিরস বাসনা, সদাই করে ।
ভেকজিহ্বা সম জানিবে তাহার
বৃথা কথা ক'য়ে, সময় হরে ॥
ভেকগণ যেন করি কলরব
অহিকে ডাকিয়া বিপদে পড়ে ।
কৃষ্ণকথা বিনা সেরূপ রসনা
আন কথা কহে নরক তরে ॥

(৫)

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং ।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরেল্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥২।৩।২১॥

যাহার মস্তক নাহি—নমে শ্রীমুকুন্দ পায়।
সেই শিরে বৃথা কেন কিরীটাদি শোভা পায়॥
গোবিন্দ সেবন হীন সেই মস্তকের ভার।
স্কন্ধোপরি নিরর্থক বহে কেন দুরাচার॥
শ্রীগোবিন্দ পরিচর্য্যা যেই করে, নাহি করে।
কনক কঙ্কণ তাহে কি শোভা বর্দ্ধন করে?
মৃতকের ভুজদ্বয়ে পরাইলে অলঙ্কার।
অনর্থক হয় তাহা শোভা নাহি হয় তার॥
মুকুন্দের শুশ্রূষণা বিনা আন, করে করে।
কুণপের হস্ততুল্য সেই কর বহি মরে॥

(৬)

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষিতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥ ২।৩।২২॥

অপ্রাকৃত নিত্য শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ,
প্রপঞ্চে উদিত জীবের লাগিয়া।
তাঁর সব দাস ভুলিয়া তাঁহায়,
প্রাকৃত বিষয়ে আছয়ে মাতিয়া॥
হেন জীবদুখ দেখি দয়াময়,
শ্রীমূরতি রূপে প্রকাশ হইল।
জীবগণ তবু দুর্ভাগা এমন,
জড় রসাবেশে তাঁরে না চিনিল॥

ভব মহাদাব দহন বারণ
সে মূরতি যে না দেখিল নয়নে।
অন্ধ সেই জন—থাকিতে নয়ন
কি কায তাহার সে দুই লোচনে?
তার দুনয়ন শিখি পাখা সম
দৃষ্টিশক্তি হীন আলেখ্য যেমন।
সদাই করিয়া জড় ভোগ আশা,
প্রাকৃত দৃশ্যে রহে অচেতন॥
সুপথ বিপথ না জানি সেজন,
অন্ধের মতন পথ ভুলি গিয়া।
কণ্টক আবৃত অন্ধ মহাকূপে
চিরদিন তরে থাকয়ে পড়িয়া॥
মহাতীর্থ বলি আখ্যান তাহার
থাকেন সর্ব্বদা যেথা সাধুজন।
পাদপ গণেতে সে পদ গণন,
যেই পদ সেথা না করে গমন॥

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

ভক্তিসার ও মতবাদ।

পরম ধর্ম্ম।

ভাগবতধর্ম্ম বা শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের সারাৎসার, পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি॥ শ্রীভাগবত।

শ্রীভগবানে অহৈতুকী (অন্যাভিলাষিতাশূন্য), অব্যবহিতা (জ্ঞানকর্ম্মাদি-ব্যবধানরহিতা, সাক্ষাদ্রূপা) যে ভক্তি, যাহা দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হন, সেই ভক্তি যাহাতে হয় তাহাই পরম ধর্ম্ম। শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনাদিই অব্যবহিতা (সাক্ষাদ্রূপা) ভক্তি; শ্রীনাম সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই পরম ধর্ম।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ শ্রীভাগবত।

পরম ধর্ম্মের গ্লানি ও শ্রীঠাকুর।

মায়াগ্রস্ত ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণকে শোক, ভয় ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া স্বচরণ সরোজ মকরন্দরসপানোন্মত্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে পরম ধর্ম্মোপদেশ ব্যক্ত করেন। সৌভাগ্যবান জীবগণ এই পরমধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অশোক, অভয় ও অমৃতত্ব লাভ করতঃ শ্রীভগবচ্চরণ-সরোজ-সেবারসোন্মত্ততা প্রাপ্ত হন।

কালবশে জগতে পাষণ্ডগণের বাহুল্য ও প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। সেই সময় তাহাদের দ্বারা ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করে। সেই সমস্ত গ্লানি বিদূরণ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য জগতে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে; এমন কি শ্রীভগবানও এই জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বিশেষতঃ পরমধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রিয়তম আত্মতুল্য কোন পার্ষদকে জগতে আসিতে হয়, কারণ বর্ণাশ্রমাদি অপরধর্ম্ম শ্রীমন্বাদির দ্বারা বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, আর পরম ধর্ম্মের বক্তা ও প্রচারক শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র সপার্ষদে জগতে উদিত হইয়া পরম ধর্ম্মের গ্লানি দূর করতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম (ভক্তিধর্ম্ম) স্থাপন করেন। তদীয় অপ্রকটের পর আবার ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় শ্রীমদাচার্য্যপ্রভু, শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীমদাচার্য্য শ্যামানন্দ পাদ প্রভৃতি ও শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ প্রমুখ আচার্য্যগণ জগতে প্রকট হইয়া গ্লানি দূর করতঃ শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের কৃপায় কিছুদিন ব্যাপিয়া জগতে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মামৃতের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া জীবগণকে প্লাবিত করিয়া তাহাদের ত্রিতাপ জ্বালা অপনোদন করতঃ প্রেমধামের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই জীবের এই সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয়। আবার কলির কৃপায় জগতে অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্বাকারে অভিনব ভাবাবলম্বী প্রচ্ছন্নবেশী কৃষ্ণ অভক্তগণের আবির্ভাব ও প্রাবল্য হইল। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মী অদ্বৈতজ্ঞানী প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বনামপ্রসিদ্ধ ভক্তিবিরোধীরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত সুতরাং বৈষ্ণব সমাজ হইতে পৃথক্ থাকায় ভক্তিশ্রদ্ধাবানগণ ইহাদের কুহকে মুগ্ধ হইতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা পরম ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ হইতে পারিল না। তাহা দেখিয়া কলিদেব ভক্তি বিরোধী কর্ম্মী জ্ঞানী (অদ্বৈতবাদী) প্রভৃতিকে প্রচ্ছন্নবেশে অর্থাৎ তত্তৎ সম্প্রদায়ের বাহ্যাকার ভাবভঙ্গী গোপন করাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের ন্যায় বাহ্যাকারে আকারিত করতঃ* বৈষ্ণব ধর্ম্মে

ষ্টানি প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত জগতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মী জ্ঞানী স্বনামপ্রসিদ্ধ ভক্তিবিরোধী থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে চিনিয়া স্বসম্প্রদায় হইতে অনায়াসে পৃথক্ করিতে পারিতেন। তাই শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সরল ভাষায় গাহিলেন।

কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।

কিন্তু এবারে তাঁহারা বাহ্যে বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বুলি গুলি মুখে আওড়াইয়া জনগণকে মুগ্ধ করতঃ ভিতরে ভিতরে নিজ নিজ পাষণ্ড মত প্রচার করিয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধি করিতে থাকায় খুব বুদ্ধিমান ও ভজনবলে বলীয়ান্ শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। কাজেই বালিশ (সাধারণ অনভিজ্ঞজনগণ) ও কোমলশ্রদ্ধ ভক্তেরত কথাই নাই, প্রায় অধিকাংশ শ্রদ্ধাবান্ ভক্তও ইহাদের কুহকে মজিয়া গেলেন। এইরূপে ইহাঁরা (ভক্তবেশধারী কর্ম্মী জ্ঞানীগণ) কৌশলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে শুদ্ধভক্তির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধাভক্তিকে জগত হইতে অন্তর্দ্ধান করাইলেন। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, কিশোরীভজা, ব্যবসায়ী প্রাকৃতঅর্থগৃধ্নু গোস্বামী নামধারী অধিকারী, মর্কটবৈরাগী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। পরস্ব ও পরস্ত্রী আহরণ করতঃ উদর ও উপস্থচারণই ইহাদের লক্ষ্য। ইহারা নিজেরাতো অন্যাভিলাষ শূন্য ও কর্ম্মজ্ঞানাবৃত শুদ্ধাভক্তি আচরণ করিলেন না, পরন্তু নিজনিজ অনুগত জনগণকেও শুদ্ধাভক্তি উপদেশ না দিয়া প্রচুর পরিমাণে অন্যাভিলাষও জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহারা অবৈধ স্ত্রী, স্ত্রৈণসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত সঙ্গত্যাগত করিলেনই না, পরন্তু প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলেন। ইহারা শ্রীগৌরশিক্ষাসার "শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন"কে সর্ব্বভক্তি সাধনাঙ্গের সম্রাটরূপে

আশ্রয় ত করিলেনই না, পরন্তু শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া শুধু ভজনের ভাণ করিয়া উদরোপস্থচারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শুদ্ধ-ভক্তি জগতের অবস্থা সাধুজন উক্তিতে নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইল।

অন্য অভিলাষ আর জ্ঞান কর্ম্ম, পরিত্যক্ত যেই শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম।
বহু দুষ্ট লোকে ঢেকেছিল তাকে, কনককামিনী লাভের আশায়॥
কচিৎ শুদ্ধ ভক্ত যদি বা মিলিত, ভক্তি শ্রেষ্ঠ নাম কেহ না বলিত।
গৌণাঙ্গে আদর মুখ্যে অনাদর, না করিত কেহ হরি নামাশ্রয়॥
সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত পণ্ডিত, ভক্ত পরিচয়ে ঘৃণাই করিত। ইত্যাদি

শ্রীরসতত্ত্ব গীতাবলী।

জগতে শুদ্ধাভক্তির যখন এইরূপ অবস্থা তখন করুণাময়ের আবার আবির্ভাবের সময় আসিল। তখন তিনি আত্মস্বরূপ, পার্ষদবর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন প্রকট হয়েন তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের অতি দুরবস্থা। সে অবস্থা বর্ণন করিতে গেলে এস্থলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়। দুএকটী কথাতে পাঠক তাহার পরিচয় পাবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের শত শত আচার্য্য বংশ, সহস্র সহস্র ভেকধারী বৈরাগী, লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবচিহ্নধারী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের একমাত্র মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার স্থানসমূহ, এমন কি তাঁহার জন্মভিটার চিহ্নমাত্রও লোপ হইয়াছিল। বড় বড় দিগ্গজ গোস্বামী বৈরাগী বৈষ্ণব নামধারীগণ তাঁহাদের একমাত্র মহাপ্রভুর লীলাকথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমন কি একজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত লিখিয়াছেন যে একজন বড় পণ্ডিত গোস্বামী বংশীয়কে শ্রীগৌরাঙ্গের "কয় বিবাহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার কে" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। অথচ এতাদৃশ শ্রেণীর জীবগণই শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের মহোপদেশকরূপে জগতে মহা আড়ম্বরে

বিরাজ করিতেছিলেন। এই সময়ে জগতে একখানি বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হন নাই। এমনকি হস্তলিখিত বিশুদ্ধ পুস্তক ও সুদুর্ল্লভ ছিল। শ্রীগৌর প্রিয়তম শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এহেন দুঃসময়ে জগতে সগণে আবির্ভূত হইয়া করিলেন কি, না ভক্তের ভাষায় শুনুন।

হেন দুঃসময়ে অবতীর্ণ হ'য়ে
উড়ালে ভক্তির নিশান বিজয়।
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা সজ্জন তোষণী
স্মরণ মঙ্গল নাম চিন্তামণি
শিক্ষামৃত আদি সিদ্ধান্তের খনি
বহুগ্রন্থে জীবের শোধিলে হৃদয়॥
নাম বিনা কলি-কালে নাহি ধর্ম্ম।
জানালে সবারে এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
নাম হট্ট করে গিয়া ঘরে ঘরে
উদ্ধারিলে যত পাষণ্ড নিচয়॥
যোগপীঠ গৌরাঙ্গের জন্মস্থান।
কে জানিত সেই মায়াপুর নাম
(পঞ্চ) যোজন প্রমাণ নবদ্বীপ ধাম
ক্রোশেকের মধ্যে হ'ত পরিচয় ইত্যাদি॥

(শ্রীরসতত্ত্বগীতাবলী)

সজ্জন তোষণী।

আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার কাল, একালে সমস্ত বিষয়ই বক্তৃতা ও সংবাদ পত্র সাহায্যে আলোচিত ও প্রচারিত হয়। তাই সভ্য জগতের শিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বক্তৃতা ও সংবাদপত্র দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু

শিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। দেশে দেশে গিয়া সভা সমিতি আহ্বান পূর্ব্বক বক্তৃতা এবং সজ্জনতোষণী নাম্নী সজ্জনানন্দদায়িনী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া পাষণ্ড মত খণ্ডন ও শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভু ঠাকুর স্বয়ং ও স্বীয় অনুগত শিক্ষিত ভক্তগণ দ্বারা সজ্জন তোষণীতে নিরপেক্ষ ভাবে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সজ্জন-বৃন্দের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতে লাগিল, বহু বহু নাস্তিক আস্তিক হইলেন, কত পাষণ্ডের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তি আবির্ভূত হইলেন, অল্প বা খণ্ডবিশ্বাসীর হৃদয় ভক্তিতত্ত্বে দৃঢ় হইল।

এইরূপে বহুকাল চলিল, তারপরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্জ্জন ভজন ও শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকবৎসর একান্তে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি জীবের দুর্ভাগ্য লক্ষ্য করিয়া "সজ্জন তোষণী"র যথা কালে প্রকট হইবার শক্তি রুদ্ধ রাখিলেন তাহাতে আবার মৃতকল্প পাষণ্ড মত গুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। সম্প্রতি জীবের বন্ধু, সজ্জন সমাশ্রয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভু স্বধামগমন করায় সজ্জনগণ নিরাশ্রয়, হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, পাষণ্ডগণের হুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শ্রীপ্রভু ঠাকুরের বিশেষ আদেশ ও প্রেরণাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ও তদীয় অনুকম্পিত শ্রীমদ্ বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয় প্রমুখ বিদ্বদ্বর, ঠাকুরের অনুগ, নিরপেক্ষ, ভাগবতোত্তমগণ, পাষণ্ড-গণের হুঙ্কার নিবারণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত সংস্থাপনার্থ পুনরায় "সজ্জন তোষণী"কে লোক লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি সংস্থা-পনকারিণী শ্রীপত্রিকায় পুনরাবির্ভাবে পাষণ্ড পীড়িত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হইয়াছে, আশা হইয়াছে যে আবার বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-

মৃত শ্রবণ বিবর দ্বারা পান করিয়া তাপিত আত্মা শীতল হইবে।

তিন তত্ত্ব।

তত্ত্ব নির্ণয় অতি কঠিন। তত্ত্ব বিচারকে সুবোধ্য করিবার জন্য বেদ-শাস্ত্র তত্ত্ব বিচারকে তিন প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, যথা সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

শ্রীচৈঃ চঃ।

এই তিন তত্ত্বে জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত অজ্ঞান দূরীভূত হয় না। যাঁহারা এই তিন তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার থাকে না।

* * * এই তিন জ্ঞান।

যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ চৈঃ চঃ

এই তিন তত্ত্বের প্রত্যেকটী সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় গোস্বামী-বৃন্দের সিদ্ধান্ত আলোচনা করতঃ পাষণ্ডমত নিরসন করিবার চেষ্টা পাইব। প্রথমে সম্বন্ধ তত্ত্বের আলোচনা করা যাউক।

সম্বন্ধ তত্ত্ব।

কে আমি?

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রায়।

শ্রীজয়তীর্থ।

ইনি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী আচার্য্য। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধোণ্ডরঘুনাথ পন্থ, পিতার নাম রঘুনাথরাও; মাতার নাম রুক্মা বাই। পাণ্ডেরপুরের নিকট মঙ্গলাবেড় নামক স্থানে ১১৪৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রঘুনাথ ভীমাবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত কলহ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপত্তন নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করেন। একদিন অশ্বারোহণে নদী পার হইতে গিয়া অক্ষোভ্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজ বৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ১১৬৭ শকাব্দায় অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ক্রম কালে হাইদ্রাবাদের ওয়াডি নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী মালখেড় স্টেশনে ১১৯০ শকাব্দায় আষাঢ় কৃষ্ণাপঞ্চমীদিনে সমাধি লাভ করেন। মধ্বসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়া জয়তীর্থমুনি ২২ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরু পরম্পরার মধ্যে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়।

জয়তীর্থ রচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে ১। প্রমাণ পদ্ধতি ২। বাদাবলী ৩। শতাপরাধ স্তোত্র ও ৪। পদ্মমালা ব্যতীত নিম্নলিখিত টীকা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১। মাধ্বভাষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকা। ২। সুধা, মাধ্বভাষ্যের অনুব্যাখ্যান ৩। ন্যায় বিবরণ টীকা ৪। প্রমেয় দীপিকা টীকা ৫। ন্যায়দীপিকা টীকা ৬। তত্ত্বসংখ্যান টীকা ৭। তত্ত্ববিবেক টীকা ৮। উপাধিখণ্ডন টীকা ৯। মায়াবাদখণ্ডন টীকা ১০। মিথ্যানুমানখণ্ডনটীকা ১১। তত্ত্বনির্ণয়টীকা ১২। ন্যায়কল্পতরু প্রমাণ লক্ষণ

টীকা ১৩। কথা লক্ষণ টীকা ১৪। তত্ত্বদ্যোত টীকা ১৫। কর্ম্মনির্ণয় টীকা ১৬। ষট্‌প্রশ্নভাষ্য টীকা ১৭। ঈশাবাস্যভাষ্য টীকা ১৮। ঋগ্‌ভাষ্য টীকা।

পূর্ব্ব গুরুপরম্পরা :—১। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ২। পদ্মনাভ ১১২০ ৩। নরহরি তীর্থ ১১২৭ ৪। মাধবতীর্থ ১১৩৬ ৫। অক্ষোভ্যতীর্থ ১১৫০. ৬। জয়তীর্থ ১১৬৭

শিষ্য পরম্পরা :—(উডীপি মঠের তীর্থোপাধিক উত্তরাঢ়ী মঠের তত্ত্ববাদী শাখা)

১। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ ২। কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৪ ৩। বাগীশতীর্থ ১২৬১. ৪। রামচন্দ্র ১২৬৯ ৫। বিদ্যানিধি ১২৯৮ ৬। রঘুনাথ ১৩৬৬. ৭। রঘুবর্য্য ১৪২৪ ৮। রঘূত্তম ১৪৭১ ৯। বেদব্যাস ১৫১৭. ১০। বিদ্যাধীশ ১৫৪১ ১১। বেদনিধি ১৫৫৩ ১২। সত্যব্রত ১৫৫৭. ১৩। সত্যনিধি ১৫৬০ ১৪। সত্যনাথ ১৫৮২ ১৫। সত্যাভিনব১৫৯৫ ১৬। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ ১৭। সত্যবিজয় ১৬৪৮ ১৮। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯. ১৯। সত্যবোধ ১৬৬৬ ২০। সত্যসন্ধ ১৭০৫ ২১। সত্যবর ১৭১৬. ২২। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ ২৩। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ ২৪। সত্যসন্তুষ্ট ১৭৬৩. ২৫। সত্যপরায়ণ১৭৬৩ ২৬। সত্যকাম ১৭৮৫ ২৭। সত্যেষ্ট ১৭৯৩. ২৮। সত্যপরাক্রম১৭৯৪ ২৯। সত্যবীর ১৮০১ ৩০। সত্যধীর ১৮০৮.

(গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখা)

১। জ্ঞানসিন্ধু ২। দয়ানিধি ৩। বিদ্যানিধি
৪। রাজেন্দ্র ৫। জয়ধর্ম্ম ৬। পুরুষোত্তম ও বিষ্ণুপুরী
৭। ব্রহ্মণ্য ৮। ব্যাসতীর্থ ৯। লক্ষ্মীপতি
১০। মাধবেন্দ্রপুরী১১। ঈশ্বরপুরী ১২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪২৬

জয়তীর্থ বিজয় নামক গ্রন্থে জয়তীর্থের জীবন চরিত্র লিখিত আছে।

পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার রচিত গ্রন্থে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে বিদ্যারণ্য ভারতী, বেদান্তদেশিক এবং জয়তীর্থ এক সময়ের লোক।

শ্রীধাম মায়াপুর।

সেই নবদ্বীপ ধাম, সিতদ্বীপ যার নাম,
দেবের দুর্লভ এই স্থান।
দীপ্তিময় নবদ্বীপ, তার মধ্যে অন্তর্দ্বীপ,
যথা জন্মে গৌর ভগবান॥ ১॥

নববিধ ভক্তি তত্ত্ব, শাস্ত্র বাক্য সুমহত্ত্ব,
পূর্ব্ব বিজ্ঞে করিলা বর্ণন।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ, মায়াপুর অন্তর্দ্বীপ,
চিন্ময় অভিন্ন বৃন্দাবন॥ ২॥

এইস্থানে গৌরচন্দ্র, শ্রীবাসাদি নিত্যানন্দ,
সবা লঞা করিলা কীর্ত্তন।
নামামৃত বিতরণে, ধন্য কৈল সর্ব্বজনে,
ভক্ত সঙ্গে নগর ভ্রমণ॥ ৩॥

সর্ব্ব দেব পূজে যাঁরে, যথায় আসিয়া হেরে,
এই সেই নবদ্বীপ ধাম।
সেই নিরুপম গোরা, রাধা প্রেমে হয়ে ভোরা,
সাধিলা মনের নিজ কাম॥ ৪॥

এইস্থানে শচীসুত, ব্রজরসে বিভাবিত,
অযাচকে ভক্তি দিল দান।
সবে হরিনাম দিয়া, প্রেমরসে নাচাইয়া,
জগাই মাধাই পরিত্রাণ॥ ৫॥

নামানন্দে ভক্তগণ, গোবিন্দ শ্রীনারায়ণ,
এই স্থানে উচ্চ হরিধ্বনি।
কীর্ত্তন আনন্দ রসে, সাত্ত্বিকাদি ভাবাবেশে,
গায় সবে হরি হরি বাণী ॥ ৬ ॥
এই গঙ্গা পার হই, ওপার কাটোয়া যাই,
সন্ন্যাস করিলা ভগবান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
তেয়াগিয়া নিজ জন্মস্থান ॥ ৭ ॥
এই চিদানন্দ ধাম শ্রীবাস অঙ্গন নাম।
উঠিত মঙ্গলধ্বনি, গোপাল গোবিন্দ রাম ॥ ৮ ॥
রত্নাচার্য্য গৃহ হেতা মহালক্ষ্মী জগন্মাতা।
প্রকাশিয়া নিজৈশ্বর্য্য, নারায়ণী নামদাতা ॥ ৯ ॥
নদীয়া বিহার ছলে ম্লেচ্ছে কৃষ্ণ নাম বলে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শুনে কাজী পুণ্যফলে ॥ ১০ ॥
কাজীর নগর হয় অদ্যাপি সমাধি রয়।
মাতুল সম্বন্ধ ধরি, গৌররায় উদ্ধারয় ॥ ১১ ॥
শিশুকালে এইখানে তালি দিয়া নারীগণে।
ভাল করি নাচ বাপ, বলে হরিনাম শুনে ॥ ১২ ॥
ক্রন্দনের ছলে প্রভু জগত জনারে কভু
হরিনাম শিখাইলা, ভকত হৃদয় বিভু ॥ ১৩ ॥
বিশ্বম্ভর নাম ধরি নাম প্রেমে বিশ্ব ভরি।
আজ্ঞা দিলা সর্ব্বজনে, করিবে নির্ব্বন্ধ করি ॥ ১৪ ॥
গৌর শিক্ষা সারাৎসার নাম বিনা নাহি আর।
অন্যথা যে মানে তার, নাহিক নিস্তার আর ॥ ১৫ ॥

মহাজন গ্রন্থ মতে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে।
প্রাচীন নদীয়া এই দীপ্তিমান এ জগতে॥ ১৬॥
ভক্তি রত্নাকর পুঁথি পড়িলে জানিবে তথি।
মায়াপুরে মিশ্রগৃহে জন্মিলা বৈকুণ্ঠপতি॥ ১৭॥
বড়্গাছী থানাকুলে নিতাই ভ্রমিয়া বুলে।
ওপার কুলিয়া ধন্য অবধুত পদমূলে॥ ১৮॥
গৌরাঙ্গের নিজজন ভকতিবিনোদ হন।
মায়াপুর প্রকাশিয়া জানাইলা জগজনে॥ ১৮॥
মহাজন পথ ধরি মন্দির নির্ম্মাণ করি।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বসাইলা গৌরহরি॥ ২০॥
শুদ্ধভক্তি প্রচারিয়া দীন হীনে ভক্তি দিয়া।
গেলা প্রভু ব্রজে চলি, রাধা কৃষ্ণ নাম দিয়া॥ ২১॥

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ।
বনগ্রাম।

শ্রীগোদাদেবী।

শ্রীবিল্লিপুত্তর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বারের স্বহস্তকর্ষিত তুলসী কাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন পালন করিতেন।

৯৭ কলিগতাব্দে নলবর্ষে বৈশাখমাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থলমাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে গরুড় বিষ্ণুচিত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়া-রূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায়

সম্মত হইয়া তাঁহার গোদা মূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মীর গোদা নাম্নী অর্চ্চার উপাসনাবলে শ্রীবৈষ্ণবগণ মোক্ষ লাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছা শক্তি অন্যতমা। ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আল্‌বর্‌। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আলবর্‌ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আলবর্‌ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটী আল্‌বর্‌ স্বীকার করেন।

বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্পতুলসী কানন রচনা করিয়া কাননজপুষ্পতুলসী সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবানকে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বালোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে সকল পুষ্পতুলসী ও মালাদি ভগবান্‌ বটশায়ীর জন্য পবিত্রভাবে সঞ্চয় করিতেন বালস্বভাবক্রমে গোদা সেই গুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগ্যজ্ঞানে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন। ভগবানের জন্য পুষ্পতুলসী তাঁহাকে দিবার অগ্রে তুমি ঐগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ কর ইহাতে মহা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্‌ নির্ম্মাল্যই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তাবশেষ দ্রব্য আমি ভগবানকে জ্ঞাতসারে দিতে পারিব না। বিষ্ণুচিত্ত সেইদিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দিরে গেলেন ও নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন গোদা মাল্যাদিধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় হয় জানিবে। তোমার কন্যা মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয়কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্মীর অবতার জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্পতুলস্যাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

গোদার বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাবভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্গতাভিপ্রায় সংগ্রহ মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্যমানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পায় সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে তদ্ভাবনায়

বিষ্ণুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদার করগ্রহণ প্রস্তার করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ও প্রধান সেবক, ভগবদাদেশে তত্রস্থ সেবকমণ্ডলী, ছত্র আড়ানি প্রভৃতি শ্রীবিল্লিপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদাদেবীকে রাজকীয় সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্ত ও বটশায়ীর নিকট সকলকথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্য মানবের পরিদর্শনের যোগ্য বস্তু নাই। শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মহাকোলাহলে গীতবাদ্যভাণ্ডাদিদ্বারা দিক্ সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষশয্যারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

তখন দৈববাণী হইল বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি। পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্ট কাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা চরিত্র।

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে গোদা-দেবী শকাব্দের দশমশতাব্দিতে শ্রীরঙ্গে আসিয়া ছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে গোদার ন্যায় কুলশেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইহাঁদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী রচিত তামিলভাষায় তিরুপ্পাভই নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন তাঁহার রচিত তামিল গ্রন্থের নাম নাচ্ছিয়ার তিরুমড়ি।

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার।

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগকে দ্বাদশটী ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নাম ভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচর স্বরূপে পঞ্চদেবোপাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসকী, নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণববিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গানুসরণে ভাগবত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ মতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৮ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি।

এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

পঞ্চরাত্র শব্দে পাঁচটী জ্ঞান বিষয়ক প্রণালী। রা ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞানবচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

প্রথম সাত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয় সত্ত্বপর জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিক জ্ঞান, এবং পঞ্চম তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজ শিষ্য কূরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বূর বরদরাজ। ইঁহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি অর্থ পঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থ পঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধি স্বরূপ এই পঞ্চ স্বরূপজ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু বিষয়ে পঞ্চভেদ জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রকৃতি ও পুরুষ পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চশুদ্ধজ্ঞান ও পঞ্চ

মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকীগণ পঞ্চ-রাত্র আখ্যা দেন।

পঞ্চরাত্র সাতটি। ১। ব্রাহ্ম ২। শৈব। ৩। কৌমার ৪। বাশিষ্ঠ ৫। কাপিল ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে পাঁচটি পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণমাহাত্ম্যবর্ণন পূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় এই পাঁচটি সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব, প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যে ও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্রবিহিত তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানপ্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্যব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদি পঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠানভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিন প্রকার শাস্ত্রে কথিত আছে।

অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণে শাস্ত্র বলেন।

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদ্যাত্মলক্ষণং।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন ধারণ এবং ললাটাদি উর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস লক্ষণে অবগত।

আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়। অর্চ্চনপর মধ্যম বৈষ্ণব লক্ষণে শাস্ত্র বলেন।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যোগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযোগ এই পঞ্চসংস্কার বিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব, পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জন তোষণীতে আলোচিত হইয়াছে। অর্চ্চনপর উত্তম বৈষ্ণব লক্ষণে শাস্ত্র বলেন।

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ এই পঞ্চসংস্কার বিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্মসম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন। এজন্য গুরুলক্ষণে শাস্ত্রবচন সমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
অধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ॥
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদাবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
স গুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যাকর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন।

অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনং।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥

১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্র পঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ ৫। বন্দন ৬। নামসঙ্কীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণব পূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নবকর্ম্মবিধানে ভগবদর্চ্চন ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা বিধেয় জানিতে হইবে।

শ্রীজীবপ্রভু অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় এরূপ লিখিয়াছেন।

অর্থপঞ্চকবিত্ত্বঞ্চ উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং তদ্দ্রব্যং তন্মন্ত্রঃ জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বং। তচ্চ হয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষ-কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ। বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া॥ স্বর্ণ-কান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব ইত্যাদি।

তৎপরমংপদং। স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ং। শুদ্ধসত্ত্ব-ময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্। চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতং।

তদ্দ্রব্যং। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥ ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্বকাপি তাদৃশং। গন্ধ-রূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ। হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ॥ ত্বগ্ বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ। সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ যৎ। রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকস্বাদুবদ্ভবেৎ। তস্মাৎ সাধ্যঃ রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ ব্যাপকঃ পরঃ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্র-সরূপকমিতি।

তন্মন্ত্রঃ। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতমন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিত ইত্যাদি।

জীবাত্মা। মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎ স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥ আশ্রেয়াদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ। ইত্যাদ্যপি কিন্তু ভগবদাবিৰ্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ স্বপক্ষোপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমহাপ্রভু তাহা বলেন না।

প্রাপ্তি স্বীকার।

গোস্বামিমতে ব্রতোপবাসাদি দিননির্ণয়। শকাবনীপতেরতীতাব্দাঃ ১৮৩৭। সন ১৩২২। ইহাতে শ্রীচৈতন্যাব্দের উল্লেখ নাই। বঙ্গরাঢ়ীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত কুলিয়া নিবাসী শ্রীল ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় বংশীয় পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামী কর্ত্তৃক এই দিন সমূহ নির্ণীত হইয়াছে। ২রা মাঘের বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস কথাও হস্তলিপিতে শোধিত আছে।

শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী বা ভক্তিপ্রভা দশমখণ্ড ৭।৮।৯ খণ্ড। কল্পিত সম্ভোগবাদের গন্ধ না থাকিলে এই পত্রিকার আদর বাড়িতে পারে।

শ্রীজীব দয়াজ্ঞান প্রসারক ভাণ্ডারের চতুর্থ বার্ষিকবিবরণী। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সমিতির স্থাপন, উদ্দেশ্য, আবশ্যকতা, সদনুষ্ঠান, নিরামিষ ভোজনের আনুকূল্য, কার্য্যাবলী, ছগনলালের অনুষ্ঠানের উপাদেয়তা গ্রহণ, ভারতীয় জীবদয়া সমিতি সমূহ, ভারতীয় গায়কগণের সহানুভূতি, প্রশংসা, আয়ব্যয় এবং পরিশেষে জীবদয়া বিষয়ে ভারত সম্রাটের মহত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সহ ১৯১৪ সালের ১২১৫৯।৶৮ টাকার আয়ব্যয়ের তালিকা এবং পাঁচটী পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে। ইহাঁদের সদনুষ্ঠান সকল সৎকর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিকগণের অনুকরণীয়।

তারকব্রহ্ম নাম।

আত্মপরিচয়।

মনুষ্য ভগবানের দাস। ভগবানের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আয়ু শতবর্ষ ধরা গেলেও যে সময়টীতে ভগবানের সেবা হইল না, সেই সময়টী বৃথায় গেল জানিতে হইবেক। দিবা অর্থচেষ্টায় অতিবাহিত হইল, রাত্রি নিদ্রায় গেল। ভগবানের সেবা কখন করিলাম।

আমি জীবনের পুনরালোচনা করিয়া দেখিতেছি যে জীবনটী বৃথায় নষ্ট করিয়াছি। সাক্ষাৎ ভাবে বা ব্যতিরেক ভাবে কেবল মায়ার সেবাই করিয়াছি। পঠদ্দশাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাকার ব্রহ্মের অনুশীলন করিয়াছিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হওয়ার প্রধান কারণ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রাপ্ত হই নাই। কেবল আউল, বাউল, দরবেশ, কর্ত্তাভজা ও আকৃড়াধারী বাবাজী-দের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং অধর্ম্ম আচরণ দেখিয়া মনে করিলাম যদি বিষ্ণু উপাসকদের এইরূপ পরিণাম তবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নির্দ্দোষ নয়। সেই সময় কোন ব্রাহ্ম আচার্য্যের সঙ্গ হওয়ায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। তাহাতে আমার নৈতিক কিছু উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিছু মাত্র হয় নাই। শেষ শ্রীযুক্ত পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনে এবং তাঁহার উপদেশ ও সেবায় তাঁহার পুস্তক পাঠে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত যে অপ্রাকৃত তাহা বুঝিলাম। তথাপি সংসার সেবায় দিন যাপন করিতাম। ১৩১৯ সালে মাঘ মাসে, শ্রীপঞ্চমী দিনে শ্রীবাস অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মনের বৈরাগ্য হইল এবং শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২। ১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ ও লিখি। শ্রীশ্রী-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপদেশ পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং তারকব্রহ্ম নাম সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি মনুষ্যের ধর্ম্মভাবের যেরূপ অধিকার হইয়াছে, যুগে যুগে ভাবে-রও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভাব জীবহৃদয়ে একবারে উদয় হয় নাই; ক্রমে শান্ত, তার পর দাস্য, তার পর সখ্য, তার পর বাৎসল্য, তার পর মধুর রসের উদয় হইয়াছে। ইহা তারকব্রহ্ম নাম সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগের তারকব্রহ্ম নাম আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী বা ভক্তিপ্রভা দশমখণ্ড ৭।৮।৯ খণ্ড। কল্পিত সম্ভোগবাদের গন্ধ না থাকিলে এই পত্রিকার আদর বাড়িতে পারে।

শ্রীজীব দয়াজ্ঞান প্রসারক ভাণ্ডারের চতুর্থ বার্ষিকবিবরণী। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সমিতির স্থাপন, উদ্দেশ্য, আবশ্যকতা, সদনুষ্ঠান, নিরামিষ ভোজনের আনুকূল্য, কার্য্যাবলী, ছগনলালের অনুষ্ঠানের উপাদেয়তা গ্রহণ, ভারতীয় জীবদয়া সমিতি সমূহ, ভারতীয় গায়কগণের সহানুভূতি, প্রশংসা, আয়ব্যয় এবং পরিশেষে জীবদয়া বিষয়ে ভারত সম্রাটের মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সহ ১৯১৪ সালের ১২১৫৯।৶৮ টাকার আয়ব্যয়ের তালিকা এবং পাঁচটী পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে। ইহাঁদের সদনুষ্ঠান সকল সৎকর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিকগণের অনুকরণীয়।

তারকব্রহ্ম নাম।

আত্মপরিচয়।

মনুষ্য ভগবানের দাস। ভগবানের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আয়ু শতবর্ষ ধরা গেলেও যে সময়টীতে ভগবানের সেবা হইল না, সেই সময়টী বৃথায় গেল জানিতে হইবেক। দিবা অর্থচেষ্টায় অতিবাহিত হইল, রাত্রি নিদ্রায় গেল। ভগবানের সেবা কখন করিলাম।

আমি জীবনের পুনরালোচনা করিয়া দেখিতেছি যে জীবনটী বৃথায় নষ্ট করিয়াছি। সাক্ষাৎ ভাবে বা ব্যতিরেক ভাবে কেবল মায়ার সেবাই করিয়াছি। পঠদ্দশাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাকার ব্রহ্মের অনুশীলন করিয়াছিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হওয়ার প্রধান কারণ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রাপ্ত হই নাই। কেবল আউল, বাউল, দরবেশ, কর্ত্তাভজা ও আক্ড়াধারী বাবাজী-দের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং অধর্ম্ম আচরণ দেখিয়া মনে করিলাম যদি বিষ্ণু উপাসকদের এইরূপ পরিণাম তবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নির্দ্দোষ নয়। সেই সময় কোন ব্রাহ্ম আচার্য্যের সঙ্গ হওয়ায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। তাহাতে আমার নৈতিক কিছু উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিছু মাত্র হয় নাই। শেষ শ্রীযুক্ত পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনে এবং তাঁহার উপদেশ ও সেবায় তাঁহার পুস্তক পাঠে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত যে অপ্রাকৃত তাহা বুঝিলাম। তথাপি সংসার সেবায় দিন যাপন করিতাম। ১৩১৯ সালে মাঘ মাসে, শ্রীপঞ্চমী দিনে শ্রীবাস অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মনের বৈরাগ্য হইল এবং শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ ও লিখি। শ্রীশ্রী-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপদেশ পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং তারকব্রহ্ম নাম সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি মনুষ্যের ধর্ম্মভাবের যেরূপ অধিকার হইয়াছে, যুগে যুগে ভাবে-রও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভাব জীবহৃদয়ে একবারে উদয় হয় নাই; ক্রমে শান্ত, তার পর দাস্য, তার পর সখ্য, তার পর বাৎসল্য, তার পর মধুর রসের উদয় হইয়াছে। ইহা তারকব্রহ্ম নাম সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগের তারকব্রহ্ম নাম আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম যথা

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।

নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ।

ইহার ভাব এই যে বিজ্ঞান, ভাব, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম ভগবান নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদ সকলের কথা যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছেন তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভাবেরই উপলব্ধি হয়। এই মন্ত্রে শান্ত রস ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্য রসের উদয় দেখা যায়।

ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এই মন্ত্রটীতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্য রসাত্মক ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস প্রকাশ করিতেছে।

দ্বাপর যুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে নিরাশ্রিত প্রাকৃত বদ্ধাভিমানী জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম। ইহাতে কোন কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ নাই। অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া এই নামকীর্ত্তন করিলে প্রেমের উদয় হয়। মূল প্রবন্ধে তাহার কথাই আছে। অতএব ভাই সব যদি ভগবানের চরণে রতি চাও যদি প্রেম চাও তবে এই প্রবন্ধের লিখিত উপদেশ সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধনা কর। ঐগুলি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী অতএব বেদবাণী। পরীক্ষা করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

হরি নাম।

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
ইহা বই কলিকালে গতি নাই আর॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই তারক ব্রহ্ম নামে জীবাত্মার সহিত কৃষ্ণের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশক বা ভয় প্রদর্শক কোন ভাব নাই। কেবল মাধুর্য্যভাব প্রকাশক যে সম্বন্ধ আছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাহাদের দৃঢ়মতি আছে তাহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা॥
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।
তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ॥
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যস্থ পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ।
ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টং ন কারয়েৎ॥
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা স্পৃহৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ॥

তুলসীকাষ্ঠের কিম্বা মণির জপমালা করিতে হইবে। গোপুচ্ছ বা সর্পাকৃতি করিয়া একধার মোটা ক্রমে সরু করিয়া গ্রন্থন করিতে হইবে। প্রত্যেক মালায় মালায় স্পর্শ না হয় এজন্য দুই মালার মধ্যে একটী গ্রন্থি দিতে হইবে। তর্জ্জনী দ্বারা সূত্র স্পর্শ করিবে না। জপিবার সময় কম্পন কিম্বা ঝাকার দিবে না। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের মধ্যভাগ দ্বারা মালা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বাম হস্তে মালা স্পর্শ করিবে না; কোন প্রকারে করভ্রষ্ট করিবে না। ভুক্তি বা মুক্তি স্পৃহা মনে যেন স্থান না পায়, মধ্যমায় জপ করিতে হইবে।

মনকে সংযম করিতে হইবে। অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ রাখিতে হইবে। মৌন অর্থাৎ কথা কহিবে না। মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে হইবেক। জপের সম্পত্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে না।

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনং।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বিণ্ণঃ জপসম্পত্তিহেতবঃ॥

জপের সম্পত্তি যথা। ১ হরি, ২ কৃষ্ণ, ৩ রাম, প্রত্যেকের অর্থ॥

হরি। ভগবৎ তত্ত্ব জড় নয়, চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ ইহা জানাইয়া যিনি অবিদ্যা হরণ করেন, তিনিই হরি।

কৃষ্ণ। আনন্দময়ী রাধা কৃষ্ণের মন হরণ করেন, কৃষ্ণ রাধার মন হরণ করেন। কমললোচন শ্যাম আনন্দময়ী রাধার কান্ত। গোকুলের আনন্দনন্দ তাহার নন্দন।

রাম। রসিক শিরোমণি লীলাময় মূর্ত্তি রাম। সর্ব্বদা রাধিকার সহিত রমণ করেন।

হরি। বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

হরা। হরতি শ্রীকৃষ্ণ মনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা।

কৃষ্ণ। আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমল-লোচনঃ।
গোকুলানন্দনন্দেস্ত কারণং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥

রাম। বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তির্লীলাধিদৈবতং।
রাধিকাং রময়ন্ নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

ভয়শূন্য হইয়া দিবারাত্রি নাম জপ করিতে হইবে। বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তমনে মিতভোজী হইয়া নিজের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি ভগবানে মন অনুরক্ত না হয় তথাপি নির্লজ্জ হইয়া নাম পাঠ করিতে করিতে নামে রতি হইবে।

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিন্ন ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি সমনাঃ ন সজ্জেৎ
নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেৎ বিলজ্জঃ ॥

ভগবানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। ভগবানে শরণাপত্তি করিলে আর কোন ভয় থাকে না। শরণাপত্তির ছয়টী লক্ষণ যথা (১) প্রাতিকূল্য বর্জ্জন, (২) আনুকূল্য মাত্র স্বীকার (৩) একমাত্র কৃষ্ণকে

রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা (৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের (৬) আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন। প্রাতিকূল্য বর্জ্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না।

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যং ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

প্রাতিকূল্য অনেক প্রকার তন্মধ্যে প্রথমে নামাপরাধ বর্জ্জন।

শ্রীললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিনোদ।

বৈষ্ণব স্মৃতি।

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল ভোগীর ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয় সমূহকে পাপপুণ্যাতীত জ্ঞানী ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহারকুশল কর্ম্মীগণকে অর্থী ও বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ কামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অর্থী জানিয়া কামনা রহিত শান্তবৈষ্ণবগণকে পরমার্থী সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকল গুলিই ফলান্তর্গত সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতামাত্র। ভক্তের নিখিল চেষ্টা সমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা

জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ নিজ ফল কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মী জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতিবিধানের বশীভূত অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধ হীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান কৃষ্ণ-সেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য নিজ মায়িক অনুভূতির ফল সাধন, অপরের উদ্দেশ্য অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবা।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারীত মত অপর গুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণ সমূহে কথিত বিধান সমূহও বৈদিক প্রয়োগ পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার কুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগগ্রন্থ ও পুরাণ সমূহে তাঁহা-দের উপযোগী অনুষ্ঠান সমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্বস্বসম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব জীবনের জন্য বিধি বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার কুশল স্মার্ত্ত গণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহার উপযোগী স্মৃতি নিবন্ধ রচিত হইয়াছে দেখা যায়।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে যখন স্মৃতিলেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল। তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে বৈষ্ণব স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য সেবক এবং কর্ম্মফলবাদী স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্যাকচিও বিশ্বাস নাই এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধান অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নন। পরমার্থীগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষা প্রভাবে নিজ সংশায়ে ও নিজ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন তখন আর তাহা-দিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থীগণ বৈষ্ণবস্মৃতি অনু-সারে কৃষ্ণসংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান হইবেন না।

বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থনিষ্ঠার শিথিলতা জ্ঞাপক। প্রাকৃতবলে যাহারা বলী সেই অপ্রাকৃত বিচার রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য

পন্থা মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব স্মৃতির অনুগমন করিবেন আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

শ্রীভক্তিবিনোদাষ্টক।

গৌণ জড় ছল-ধর্ম্ম অসার কামনা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মায়ার সাধনা॥
মায়া বিড়ম্বনা যত জীবের যাতনা।
ঘুচাইতে গ্রন্থরত্ন যাঁহার রচনা॥ ১॥

জড় অন্ধতম জীব কিছুই না জানে।
নিত্য জৈব ধর্ম্ম সূর্য্য উদিল গগনে॥
পাষণ্ড হৃদয় গুহার তমের ধ্বংসনে।
সুধন্য মানব নব সূর্য্য আগমনে॥ ২॥

নবদ্বীপ মায়াপুর শ্রীগোদ্রুমালয়।
মায়াপুর ধাম প্রেমে মত্ত মহাশয়॥
গৌর জন্মলীলা ভূমি যাঁহার কৃপায়।
জানিল গৌরাঙ্গ ভক্ত স্বকীয় আলয়॥ ৩॥

নবদ্বীপ ভাবে বিভাবিত নিরন্তর।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা পুষ্ট যাঁহার অন্তর।
নাম লীলা গানে সদা যাঁহার অধর।
প্রেমে মাতি নৃত্য করে আহা! কি সুন্দর॥ ৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যলীলা রসের উল্লাসে।

যাঁর চিত্তবৃত্তি সদা প্রেমানন্দে ভাসে ॥
কভু গৌর প্রেমরসে মৃদু মধু হাসে।
করেন ক্রন্দন কভু গৌর প্রেম রসে ॥ ৫ ॥
আহা ! কি মধুর দেখ বদন সুষমা।
ভক্তিমাধুর্য্যের শোভা বদন চন্দ্রমা ॥
কৃষ্ণভক্তি মাধুর্য্যের কি দিব উপমা।
অনির্ব্বচনীয় এই ভক্তির মহিমা ॥ ৬ ॥
ভক্তিতে যাঁহার চিত্ত সদা বিনোদন।
ভক্তি মাখা দেহখানি সুন্দর গঠন ॥
প্রেম ভক্তি মাখা সুধা মধুর ভাষণ।
আহা ! কি মাধুর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণভক্তানন ॥ ৭ ॥
গৌর পাদপদ্ম মকরন্দ মধুকর।
কৃষ্ণপ্রেম ভাবভক্তি মাধুর্য্য আকর ॥
কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ কোটি লাবণ্য সুন্দর।
ভকতিবিনোদ গৌর-প্রেম-সুধাকর ॥ ৮ ॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে লীন আমি জড়মতি।
জড়াসক্ত চিত্ত মম জড় কার্য্যে রতি ॥
হায় ! কি দুর্দ্দৈব মম কর্ম্মচক্রগতি।
দয়া কর প্রভু মোর হউক সুমতি ॥ ইতি

শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

সজ্জন তোষণী।

শ্রীপত্রিকার কথা।

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার পাঠকবর্গ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে নদীয়া জেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই পত্রিকার জন্য নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইনের বিধানমতে প্রকাশককে আমানতি দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

ডাকঘর বিষয়ক আইন মতে সংবাদপত্রের সংজ্ঞা এরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতি প্রকাশিত সংখ্যার সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ রাজনৈতিক অথবা অন্য (অর্থাৎ ধর্ম্মাদি বিষয়ক) সংবাদ অথবা সংবাদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী অথবা অন্যান্য প্রচলিত প্রসঙ্গ বিজ্ঞাপন যুক্ত বা রহিত হইলেও সংবাদ পত্র বলিয়া গণিত হইবে। তবে তাদৃশ সাময়িক পত্র একত্রিংশ দিনের অনধিক কালমধ্যে প্রকাশ হওয়া আবশ্যক ও সাময়িক পত্রের বৈধ গ্রাহক তালিকা থাকা আবশ্যক। এই প্রকার রেজিষ্টার্ড সংবাদ পত্র আট তোলার অনধিক হইলে অর্দ্ধ আনা ডাকমাশুলের পরিবর্ত্তে এক পয়সার ডাকমাশুলে প্রেরিত হইতে পারিবে। বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরাল মহোদয় এই পত্রিকা রেজিষ্টারী করিয়া সি ৭৮১ নং দিয়াছেন।

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্র। সুতরাং শুদ্ধ ভক্তগণের সদা-সেব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুই সজ্জনতোষণী

পত্রিকার বর্ত্তমানকালে সত্ত্বাধিকারী। কোন ভক্তবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। শ্রীপত্রিকায় শ্রীসভার অধিবেশন ও কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। তাহাতে কোন পাঠকের ক্ষুণ্ণ হইবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান কালের শ্রীসভার বিবরণ প্রাচীন কথা নহে সত্য কিন্তু সাময়িক পত্রে ভক্ত সমাজের কথা বাদ দিয়া ভক্তের প্রতিকূল প্রাচীন বিষয় কথার স্থান দেওয়াও সজ্জনতোষণীর উদ্দেশ্যের অনুকূল নহে। প্রচলিত কথা আধুনিক হইলেও সজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত হরিকথা বা হরিজন কথা শুদ্ধ ভক্তেরই উপযোগী। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব বা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় শুদ্ধ গৌরভক্ত তাঁহাদেরই সন্তোষ বিধানের জন্য সজ্জন তোষণীর পুনরাবির্ভাব। শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীপার্ষদ গোস্বামীগণের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ জৈবধর্ম্ম যাহা শ্রীপ্রভুর বিশেষ প্রেরণাক্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ পরমহংস ঠাকুর স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহা আধুনিক কালের বিকৃত ব্যবহারযুক্ত অশুদ্ধ উপধর্ম্মের সহিত এক নহে সত্য, যেহেতু প্রাকৃত কৈতবযুক্ত মতবাদ সমূহ প্রাচীন হইলেও কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের আদরের বস্তু নহে।

ভগবানের লীলাকথা ও ঐকান্তিক ভক্তগণের চরিত্র শ্রবণ করিলে সৎসঙ্গ ক্রমে শুদ্ধভক্তিপ্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে। ভক্তজীবনে ভক্তির প্রতিকূল বিষয় সমূহ সুষ্ঠুরূপে পরিলক্ষিত হইবে। এই সকল কারণে বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ ভক্ত সঙ্গ ও শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনই বৈষ্ণবের প্রধান প্রয়োজন। যাঁহারা সনাতন শুদ্ধভক্তি কথাকে আধুনিক মনে করিয়া প্রাকৃতবুদ্ধিবলে বৈষ্ণবাপরাধক্রমে প্রাচীন মনে করিয়া উপধর্ম্মযাজনকে অধিক শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা সজ্জনতোষণী পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না তাহা আমরা জানি। তাঁহাদের মতে সম্ভোগবাদাশ্রয়ে অনর্থপূর্ণ কাল্পনিক প্রাকৃত রসকথা বা নিত্যলীলার নামে শ্রবণরসায়ন প্রাকৃত ভোগপর রসকথা

সজ্জনতোষণীতে অধিক স্থান পাওয়া উচিত। কিন্তু তাদৃশ রসগান ও রসিকতা অনর্থযুক্তব্যক্তিতে কোন সুফল উৎপন্ন করে নাই দেখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পরমহংসঠাকুর ও শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী, অনর্থনিবৃত্ত পুরুষোত্তম গোস্বামীগণের সঙ্গ ব্যতীত অন্য সাধন-ভক্ত্যাশ্রিত অনর্থময় কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠাধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রকটকালের অব্যবহিত পরেই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের রসগান ও নিত্যলীলা বিষয়ক ধারণা অযোগ্য পাত্রে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন করিয়া ভোগী জগতে প্রাকৃত ভাব আনিয়া কিরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের বাধা দিয়াছে তাহা প্রত্যেক শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তের চক্ষে জ্বলন্ত প্রতীয়মান হইতেছে।

ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষা কোন কোন দলে আমরা কোথাও কোথাও অষ্টকাল লীলাগান, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম প্রভৃতি রসগ্রন্থই ব্যবধান রহিত প্রারম্ভিক পাঠ্য, স্মরণীয় ও অনুশীলনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে শুনিয়াছি এবং অদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ শ্লোকদ্বারা তাঁহাদের ক্রিয়ার যথার্থতা সমর্থন করিতে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহারা বলেন ভাগবত ষট্সন্দর্ভাদি অপ্রাকৃত গ্রন্থের অথবা প্রমেয় রত্নাবলী গোবিন্দভাষ্যাদি অপ্রাকৃত বেদান্তশাস্ত্রের অনাদর করিয়াও অন্যাভিলাষ কর্ম্ম জ্ঞান গহ্বরাশ্রিত অজাতরুচি গৃহব্রত ব্যক্তিগণ প্রথম মুখেই রাধারস সুধানিধি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় শেখর, শশী শেখর ও লোচনদাসের কবিতা পড়িয়াই রসিক হইতে পারেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণ সম্পত্তিযুক্ত মহাপুরুষের রসানুশীলন সর্ব্বোপরি এজন্য কোমলশ্রদ্ধ অযোগ্য ব্যক্তিকে সদ্য সদ্য যোগ্য মহাভাগবত পদবী প্রদান করিলে যে বৈকুণ্ঠবোধ হয় তাহা হইতে উপদেষ্টগণ কিরূপে রক্ষা পাইবেন? সাধুসঙ্গের প্রথমাবস্থায় শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ

শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। দ্বিতীয়াবস্থায় ভজনরীতি শিক্ষা নিবন্ধন সঙ্গ। তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি। নিষ্ঠায় অচঞ্চল নৈরন্তর্য্য। বুদ্ধি পূর্ব্বিকা ইচ্ছাই রুচি এবং পরে স্বারসিকী আসক্তি। পরে ভাব ও প্রেমভক্তি।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ভক্তিতত্ত্ব যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহাতে যে ক্রমপন্থা লিখিত আছে তাহাতে আমরা জানি যে শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করেন। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া স্বীয় অপ্রাকৃত সঙ্গপ্রভাবে পতিত শিষ্যকে প্রাকৃত অনুভূতি হইতে উত্তোলন করেন। তখনই অনুকম্পিত জীব মায়ার প্রভুত্ব বা ভোগ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত হরিসেবায় প্রবৃত্ত হন। হরিসেবা করিতে করিতে তাঁহার অনর্থে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থের নিষ্ঠা রুচি প্রভৃতি ভূমিকা আরোহণ বর্ণিত আছে। প্রাকৃত নিজ সুখদুঃখ ভোগময় উপাধি থাকা কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধ জীব কখনই প্রেমভক্তির অধিকারী হন না। এইকালে তাঁহাকে বড় বড় কথা বলিয়া বিপন্ন করা আমাদের উচিত নহে, বরং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিতে বলিলে তিনি লাভবান হইতে পারেন এবং নিজযোগ্যাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার রাজ্যে বিচরণ করিয়া ভ্রান্ত হন না। গৃহব্রত প্রাকৃতবুদ্ধিময় অজাতরতি গোদাসগণের রসালোচনায় আদৌ অধিকার থাকে না। নিরপরাধে শ্রীহরিনাম ভজন করিতে করিতে গোস্বামীগণেরই রসবোধ ঘটে সুতরাং সজ্জন তোষণীর পাঠকগণের ও অধিকারগত তারতম্য আছে। সকলেই যে মহাভাগবত তাহা নহেন। এজন্য সাধন ও ভাব ভক্তিকথার আলোচনা প্রভাবে ফলস্বরূপ ভক্তি রসকথার উদ্দেশ এবং পরিচয় ও সজ্জন তোষণীতে থাকিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সজ্জন তোষণী কোন কালে অপ্রাকৃত রসবিরোধিনী নহেন, অপ্রাকৃতরস প্রদায়িনী [illegible] মূর্ত্তিমান বিপ্রলম্ভ শ্রীগৌরহরির সঙ্গিনী।

শ্রীমায়াপুরে

গৌরাঙ্গন দর্শনে ।

আজি কি মধুর সুদিন উদয়,
হয়েছে ভকত অদৃষ্ট বশে ।
শ্রীগৌর ভবন প্রকট বিরাজ,
ভকতিবিনোদ প্রভু প্রয়াসে ॥
পরমা বৈষ্ণবী শ্রীজাহ্নবী দেবী
(প্রভু) পদরেণু লাগি হয়েছে দেশ ।
মাত্র কৃপা করি ভাবী ভক্ত লাগি,
(প্রভু) জন্মভূমি টুকু রেখেছে শেষ ॥
তবু কভু কভু কল কল নাদে,
প্রভু অঙ্গনের শ্রীপাদমূলে ।
ধৌত করে হর- মৌলি নিবাসিনী,
যাহা আছে তাও ল'বার ছলে ॥
ক্ষমা দে জাহ্নবি শিব সোহাগিনী,
আর নিস্‌নি গো চরণে মাগি ।
প্রভু পদরেণু সকলই কি তোর ?
আমরা কি তার নহি গো ভাগী ?
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তুই সর্ব্বগ্রাসী,
প্রায়ই সমূহ লীলার স্থলী !
করিয়াছিস ক্রমে সব আত্মসাৎ
রেখেছিস মাত্র সে অল্পগুলি ॥

হয়েছিস প্রভু বাল্যক্রীড়া-স্থলী,
প্রতিবাসী সব বাসের স্থানে।
পৌগণ্ড যৌবনে তোমারই পুলিনে,
বিস্তারস যথা শিষ্যের সনে॥
কোথা এবে সেই পবিত্র ভূভাগ,
কেশব কাশ্মিরী হারিল যথা।
ব্রাহ্মী বরপুত্র প্রভু বিদ্যা বলে,
মানিল বিস্ময় অপূর্ব্ব কথা॥
যে তোর পুলিনে লয়ে শিষ্যগণে,
বসিতেন প্রভু উজলি দিশি।
কোথা এবে তাই বল গো জাহ্নবি,
না দেখি যেন এ আঁধার নিশি॥
কোথা রেখেছিস গঙ্গাদাস গৃহ,
জগৎ আনন্দ মধুর ধাম।
সে জগদানন্দ গদাধরাঙ্গন,
মুকুন্দ সঞ্জয় (বিদ্যা) বিলাস স্থান॥
সকলই চিন্ময়ি ! তোমার ইচ্ছায়,
তিরোহিত এবে দেখিতে নারি।
এবে অবশিষ্ট শ্রীবাস অঙ্গন,
"খোল ভাঙ্গা ডাঙা" নাম যাহারই॥
চন্দ্র শেখরের বাস্ত ভিটা খানি,
প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজপত্তন নাম।
শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাসের,
পূত অপ্রাকৃত ভজন ধাম॥

শান্তিপুর নাথ বসিত যথায়,
সেই স্থান টুকু পড়িয়া আছে।
মায়াপুর রাস- বিলাসের স্থলী,
শ্রীবাস অঙ্গন তাহারই কাছে॥
যেখানে উঠিত সুমধুর রোল,
গোপাল গোবিন্দ যাদব নাম।
তার কাছে দেখি সে পূত ভূখণ্ড,
মুরারীগুপ্তের বসতি স্থান॥
প্রভু সনে যত সঙ্গের পার্ষদ,
করেছেন লীলা এ সব স্থলে।
এ হেন মধুর অপ্রাকৃত স্থান,
কাহার কৃপায় কোথায় মিলে॥
সে লীলা এখনও করিছেন তথা,
পতিতপাবন শ্রীগৌররায়।
অপ্রাকৃত আঁখি পাইলে সে দেখি,
ভাগ্যবান যাহে দেখিতে পায়॥
এসব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ,
যথা দেখি শাখা শশাঙ্ক ন্যায়।
শুধু আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র,
সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্ব বেদে সে গায়॥
অপ্রাকৃত এই মায়াপুর ধাম,
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম কারণে মরি।
শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর অতি,
শ্রীভক্তিবিনোদ কৃপায় হেরি॥

সৰ্ব্বদর্শী তুমি ভজন প্রভাবে,
দেখা'লে এদীনে শ্রীগৌরধাম।
কর কৃপা প্রভু ভকতি বিনোদ,
পূরে যেন মোর মনের কাম॥
বড় আশা ছিল হে ভকতবর,
হেরিব বলিয়া চরণ খানি।
কেমন সে হয় কমনীয়াকৃতি,
চিন্ময় গৌরাঙ্গ পার্ষদমণি॥
না পূরিল আশা না পেনু দেখিতে,
অভাব রহিল জীবনে মম।
কভু যে পূরিবে সে আশা জলধি,
সে আশা দুরাশা নিশ্চয়তম॥
তোমার চরণ সেবন লাগিয়া,
দর্শন প্রার্থনা করিনু যবে।
শুনি সেই কথা পরম উৎসাহে
স্নেহভরে তুমি ডাকিলে তবে॥
আমার উপর তোমার করুণা,
ছিলো গো প্রচুর শুনেছি প্রভু।
সেই আশাবন্ধ হৃদয়ে জাগিছে
অবশ্য পাইব চরণ কভু॥
গোলোক কমল তুমি ভক্তবর,
ফুটেছিলে গৌড় কানন মাঝে।
কুবিষয় গর্ত্ত কীটাণু সে আমি,
আমার কি কভু পাইতে সাজে॥

তুমি ত দয়াল স্বরূপাবতার,
তুমি অহৈতুকী কৃপার খনি।
কৃপারজ্জু বাঁধি গলদেশে মোর,
বিষকুণ্ড হ'তে লও হে টানি ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার,
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু।

(ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তামিল নাম তোণ্ডারডিপ্পড়ি আল্বর।)

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্বনাম বিপ্রনারায়ণ। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নারায়ণের বনমালার অবতার। বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশ শোভা করে।

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার

মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্য রূপ অষ্ট প্রকার মানস পুষ্পার্চ্চন স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতিজন্য চেষ্টা করিতেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিলেন। তিরুক্করম্বান্নুর নিবাসিনী অতুল্য রূপযৌবনসম্পন্না দেবদেবী নাম্নী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ প্রাসাদে যাতায়াত করিত। এক দিন সেই স্ত্রীলোকটী নিজভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমনকালে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পুষ্পতুলসী কানন সন্দর্শন পূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে কানন মধ্যে বৃক্ষাদির সেবানিরত দেখিতে পাইল।

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল এই লোকটী কি পাগল? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্য্যায় এতাদৃশ ব্যস্ত যে আমাদের আকর্ষণ ইঁহার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন? তদুত্তরে সে বলিল ভগবদ্ভক্তের বাহ্যবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে। তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল তুমি যদি উহাকে স্বীয় রূপলাবণ্যে মোহিত করিতে সক্ষম হও তাহা হইলে আমি তোমার ৬ মাস বিনা বেতনে পরিচর্য্যা করিব। দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে উহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপ ভাবে সেবা করিব। এইরূপ কথোপকথনান্তে ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশ-ভূষা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুর চরণে আসিয়া নানা দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনি

ও তাহার কথায় সম্মত হইলেন। কিছু দিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্রবসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। *অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত* হইল। দেবদেবী ও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্পার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। বিপ্রনারায়ণ ও নিজ দুর্ব্বলতাবশে দেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল। একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ লক্ষ্মী সহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত দাস। কালনৈগুণ্যে এরূপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয়দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজদাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্রা হইয়া অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্যমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষ পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ ব্যবহার্য্য একটী স্বর্ণপাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভৃত্যবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঙ্গনাথ কহিলেন আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটী দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্য বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন। স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহ সহকারে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথ দেবও অদর্শন হইলেন। প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না

পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী, মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্র নারায়ণ কর্ত্তৃক ঐপ্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায়, রাজাদেশ বশে তাহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহুসমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলি দ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ অভিলাষমতে তাহার নাম ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডরড়িপ্পড়ি নাম প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বহুতীর্থ স্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনো মধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি তিরুমলই নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহাতে ও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু তিরুমলই নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্বগ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম তিরুপ পল্লি যেড়ুচ্চি অর্থাৎ পরমাত্মার

জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

তিরুমঙ্গই নামক দাতা ভক্ত যে কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাণ করেন তখন তিনি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তুলসীকানন রক্ষা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি তিরুমঙ্গইকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা গুরু পরম্পরাই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

— —

আসনাদি যোগাঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন "যোগঃ আসনপ্রাণায়ামাদিঃ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইত্যগ্রিমবাক্যেনৈকার্থ্যাং যোগাদয়ো ন মৎপ্রাপ্ত্যুপায়াঃ ইত্যতো নোপায়ো বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বোক্তিরেব দৃঢ়ীকৃতা। ভক্তিরেব তত্তৎফলদায়িনী ইত্যতোঽন্য উপায়ো অজাগলস্তনন্যায়েনৈবেতি কেচিদাহুঃ।"

শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বলেন "তৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বশয়ন্ ন উন্মুখং করোতি যথা উর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা। শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া কেবলয়া ভক্ত্যা অহমেব গ্রাহ্যঃ।" দুর্গম সঙ্গমনী টীকায় বলেন সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা। সাধনশব্দেন ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিযুক্তকর্ম্মাদিকং এব উচ্যতে। তৎ সাহস্রৈরপি সুদুর্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি।

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ও আসনাদি যোগপন্থার উল্লেখ নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট যে আসনাদি কর্ম্মপন্থা অপরিচিত ছিল

তাহা আবার রূপানুগ ভক্তের নিকট আদর পাইবে কি প্রকারে? আসনাদি যোগযুক্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যে কালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অনুকূল অনুশীলনের বস্তু ছিল উহা কর্ম্মবাদের প্রকার ভেদ জানিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের সময় হইতে বিদায় লাভ করিয়াছে শ্রীসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পাঠ করিলে উহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইবে। চিঞ্চামূলে যে কালে পরাঙ্কুশ দাস আসন যোগ বিশেষ পন্থা স্বীকার করিয়া ভক্তির অনুকূল জানিয়াছিলেন, মধুরকবিগণ সেই পন্থা কিরূপে তাদৃশ অনুকূল নহে প্রচার করিয়াছিলেন এবং যামুনের সময়ে সেই পথের আদর কিরূপে শ্লথ হইয়াছিল এবং শ্রীরামানুজের প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মে তাদৃশ কর্ম্ম ফল প্রয়াসের অকর্ম্মণ্যতা কিরূপ ভাবে সুদৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছে এই সকল সম্প্রদায় বৈভব অবগত হইলে নবীন আসনাদিপন্থাকে লোক সংগ্রহের জন্য ভক্তির অঙ্গ বলিয়া প্রবেশ করাইতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে বাসুদেবপরো যোগঃ। ভক্তি সন্দর্ভে লিখিয়াছেন যোগা যোগশাস্ত্রাণি। তেষামপ্যাসনপ্রাণায়ামাদি-ক্রিয়াপরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ তৎপরত্বমুক্তম্। ননু তেষাং মখযোগক্রিয়াদিনান্যার্থপরত্বাৎ ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদি-নামপি তৎপরত্বমুক্তম্ ইতি দ্রষ্টব্যং। অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিৎ ভক্তি-সচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যং। যজ্ঞ, যোগ প্রভৃতি পন্থা নানা প্রকার প্রাকৃত নিজভোগপর ফল প্রসব করে বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে আসনপ্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসমূহ অপ্রাকৃত বাসুদেবপর হইতে পারে না। এস্থলে যোগ শব্দে কথঞ্চিৎ ভক্তিসচিবত্ববিধায় বাসুদেব পরত্ব প্রধানতঃ জানিতে হইবে। কেবলা ভক্তি অনুশীলন করিতে হইলে তাহাতে মনের সঙ্কল্প বিকল্প আসিয়া ভক্তিধর্ম্মে ব্যভিচার না ঘটায় এজন্য ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে আপনা হইতেই মন নিরুদ্ধ হয়।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি শ্লোকদ্বারা ভাগবত তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধ ৫১ অধ্যায় যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে কচিদুত্থিতং। ভগবান্ মুচুকন্দকে বলিয়াছেন হে রাজন্ প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ দ্বারা অভক্ত মানবগণের বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় কোন কোন স্থলে পুনরায় তাহাদের বিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে। ব্যাসের প্রতি নারদোক্তিতে যমাদিভিঃ শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়। যেরূপ কেবলা ভক্তি দ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ সমতা প্রাপ্ত হন সেই প্রকার ভক্তিমিশ্র জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা হয় না। শ্রীভগবদ্ভক্তিদ্বারা সাক্ষাৎ যে প্রকার প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ উৎপন্ন হয় আসনাদি-যোগাঙ্গ, ভক্তিমিশ্র হইলেও তাদৃশ শান্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। যদিও সেই আসনাদি যোগাঙ্গদ্বারা যোগমিশ্রা ভক্তি অনুশীলনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যেটুকু শান্তি লভ্য হয় তাহাও আসনাদি যোগাঙ্গের সাহায্য সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করিয়াও কেবলা ভক্তি দ্বারা তাদৃশ শান্তি সাক্ষাৎ লাভ হয়। ভক্তিতে কেবলতা, প্রাধান্য ও গুণভাব এই তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং" "অহংপুরাতীত" এই শ্লোকদ্বয়ে কেবলা। "কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি" শ্লোকে প্রাধান্য এবং "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম" শ্লোকে গুণভাব উদাহরণ স্বরূপ কথিত হয়। কেবলা ভক্তি নিষ্কাম অধিকারীর সেব্য। তাহা অনন্যা, শুদ্ধা, নির্গুণা, উত্তমা ও অকিঞ্চনা এই ভক্তি প্রেমফল উৎপন্ন করে। প্রাধান্যে কর্ম্মমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা নামধারিণী ভক্তি, শান্ত-রসাধিকারীর রতিফল প্রসব করে। কাহারও বা তাদৃশ ভক্তি দ্বারা মোক্ষফল লাভ ঘটে। দাস্যাদি ভাবের ন্যায় সাধুসঙ্গপ্রভাবে কোন দাস্যাদি অভিলাষীর ঐশ্বর্য্য প্রধান দাস্যাদি-ভাবপ্রদ-প্রেমফল লাভ পর্য্যন্ত ঘটে। গুণভাব ভক্তিতে ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-যোগাদি দ্বারা ফল সাধনে সম্যক্ অসমর্থ হইয়া সেইস্থলে সাহায্য মাত্র করিয়া ভক্তিদেবী স্বয়ং উচ্চা

হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তিমিশ্র-যোগ, মোক্ষ সাধন করে এজন্য ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তি কেবলা ও প্রধানীভূতা দ্বিবিধা বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীনাম ভজনে দশাপরাধের মধ্যে আসনাদি অন্য শুভক্রিয়া সাম্য অপরাধের অন্তর্গত। শ্রীমহাপ্রভু খাইতে শুইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। আসনার্থী কালের দাস। কিন্তু মহাপ্রভু হরিনাম গ্রহণে কোন কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। "স্মরণে ন কালঃ" এই শ্রীমুখবাক্য হইতে আসনাদির যোগে যোগমিশ্রা ভক্তি অনুশীলন করিতে হইবে এই উপদেশ মহাপ্রভুর নহে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উদ্ধৃত "শোকা-মর্ষাদি দ্বারা অভিভূত চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই" এই অভিপ্রায় হইতে মিশ্রভক্তি যাজন করিবার উপদেশ পাওয়া যায় না। কেবলা উত্তমা ভক্তি শ্রীগৌরপদাশ্রিত ভক্তের সেব্য। শরণাগত অকিঞ্চন গৌর-ভক্ত কখনই প্রাকৃত কৃত্রিম উপায় সমূহকে ভক্তির অনুকূল উপায় মনে করেন না। ঐ সকল উপায় কখনই উপেয় নহে। কেবলা ভক্তি নিজেই উপায় এবং নিজেই উপেয়।

অধুনা কোন নামাশ্রিত ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আসনাদি ব্যবধান-রূপযোগপন্থা-বিশেষকে শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গমধ্যে গণনা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে স্থিরভাবে উপবেশন করিবার প্রণালী অভ্যস্ত থাকিলে অচঞ্চল ভাবে ভজন হইতে পারে কিন্তু কেবল অচঞ্চলতা ও হরিভক্তি এক বস্তু নহে।

সাক্ষাৎ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট কালে নিজ আচরণ দ্বারা এবং তদনুগ শ্রীগোস্বামী প্রভুপাদগণ নিজ নিজ জীবন ব্যাপী আচার প্রচার দ্বারা জগতে শুদ্ধভক্তির ও তৎসাধনাদির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সেই পূতপদাঙ্ক অনুসরণই শ্রীগৌরজন দাসাভিমানী শুদ্ধভক্তিপ্রয়াসী

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দের পরম উপাদেয় ও এক মাত্র সাধন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ ও অনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ ও অন্য অন্য যুগের শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্য মনিষীকুল কলিযুগে শ্রীনামকেই এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাগ্যবান্ জীব শ্রদ্ধা বলে সাধুগুরুকৃষ্ণপ্রসাদে সম্বন্ধাদি বৈদিক অপ্রাকৃত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিলে শ্রীনাম নামী অভিন্ন বোধে একান্ত মনে পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনামাশ্রয় করেন। শ্রীনামাশ্রয়ে ভজন পরিপাক, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ক্রমানুসারে আসনাদি আপনা আপনি স্থির হয়। শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে। "নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" ইহা আমাদের প্রাণগৌরের শ্রীমুখবাণী। এই ভগবদ্বাক্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, এই ভগবদ্বাক্যের গূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া যিনি অনাবশ্যকীয় অকর্ম্মণ্য বৃথা যোগপন্থা বিশেষকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল উপায়-বিশেষ বলিয়া স্থাপন মনন ও মাননরূপ বিবর্ত্ত বুদ্ধি করেন, তিনি অজাগলস্তনে বৃথা দুগ্ধপ্রাপ্তি বুদ্ধি করিতেছেন কি না, শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাহা বিচার করুন্। অন্ধকার তিরোহিত হইলেই সূর্য্যোদয় হইবে সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। পরন্তু সূর্য্যের উদয় হইলেই অন্ধকার স্বয়ং তিরোহিত হইবে ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। ভানুমণ্ডল লক্ষীকরণকল্পে দীপপ্রজ্বালন ইতর মূঢ় ও বাতুল চেষ্টা বিশেষ মাত্র সুতরাং নিষ্প্রয়োজন, বৃথা ও অকর্ম্মণ্য। দিনমণি, তদভেদ রশ্মিসাহায্যেই পরিদৃশ্যমান ইহাই সিদ্ধান্ত। উপেয় স্বরূপ শ্রীনাম ভাস্কর, উপায় স্বরূপ শ্রীনামাশ্রয়েই গোচরীভূত হয়েন, উপায় ও উপেয় একই বস্তু, ইহা অচিন্ত্য ভাব। ইহাতে তর্ক যোজনা করা অবৈধ। সাধু গুরু কৃপায় যাঁহার যে পরিমাণ ভজন পরিপাক হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তর্কে তাহা প্রাপ্য নহে। অপ্রাকৃত চিদ্বৃত্তি প্রাপ্তির পূর্ব্বে,

প্রাকৃত অনধিকার অবস্থায়, কেবল তর্কসাহায্যে অচিন্ত্য ভাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন আমাদিগের পক্ষে বাতুলের চেষ্টার ন্যায় হেয় ও গর্হণীয়।

আদৌ" আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ" শরণাগতির প্রকার বিশেষ। শ্রীজীবপাদ নির্ণীত প্রথানুসারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে আনুকূল্য ত্রিবিধ। শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইবে, কিন্তু তাহা আসনাদি সাধন রূপ শারীরিক সাধন ব্যায়াম নহে। হস্ত পদাদি শরীরকে ভক্ত্যনুকূল করিতে হইলে শরণাগত হইয়া তত্তৎঅঙ্গ দ্বারা অম্বরীষের ন্যায় এইরূপ সাধন করিতে হইবে যথা শ্রীভাগবত নবমে :—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে॥
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শনেঽঙ্গ সঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

শ্রীগোস্বামী প্রভুপাদগণের বহু বহু উপদেশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্যগতানি বৈ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারজীবচঞ্চলে॥"

সকলেই মুখ্য ও গৌণ ভাবে ঐরূপ সিদ্ধান্ত উপদেশ করিতেছেন, বেদ বলিতেছেন :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

এইরূপে সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়েই ধৈর্য্যাদি লাভ উপদেশ করিয়াছেন। নাম, সেবা ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবাপরাধ বর্জ্জিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরু কৃপায় নিশ্চয়ই আমরা এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবরোধ

করিব। শ্রীনামেরই জয় হউক। শ্রীনাম যে কলি জীবের এক মাত্র অবলম্ব্য যিনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা একান্ত প্রতীত করাইয়াছেন সেই শ্রীগৌর সুন্দর প্রকাশ স্বরূপ দীন দয়াল শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাগ্রে জয় হউক।

বৈষ্ণব দাসানুদাসাধম

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

শ্রীভক্তিবিনোদ স্তুতি।

১

মিথ্যাজড় ফল ধর্ম্ম অসার বাসনা।
ভক্তি বিনা ভুক্তি মুক্তি মায়ার কামনা॥
অবিদ্যা ভ্রমেতে জীব তাহাতে বন্ধন।
কৃষ্ণের ভজন কৈলে হয়ত মোচন॥

২

হরিনাম চিন্তামণি যাঁহার রচন।
জৈবধর্ম্ম শিক্ষামৃত কল্পতরুগণ॥
দেখে না সকলে তাহা মায়ার কারণ।
কল্পপ্রায় অর্থ করে তার্কিকাদিগণ॥

৩

অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে জগন্নাথালয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর বিরাজে তথায়॥

গৌর জন্মলীলাভূমি তোমার কৃপায়।
জানিল বিশুদ্ধ ভক্ত স্বকীয় আলয়॥

৪

গোদ্রুমে ভজন তব জাহ্নবী নিকট।
আনন্দ সুখদ কুঞ্জ সরস্বতী তট॥
কৃষ্ণনাম গুণ লীলা সর্ব্বদা অধরে।
প্রেমে নাম করিতে গো অতি উচ্চৈঃস্বরে॥

৫

নামরূপ গুণ লীলা প্রেমানন্দ রসে।
মগ্ন ছিল তব বৃত্তি ভাবের বিবশে॥
কভু ভাগবত পাঠ ভক্তজন সঙ্গে।
গৌর-প্রেমামৃতে প্রভু ভাসিতে তরঙ্গে॥

৬

আহা কি সুন্দর সেই দেহের গঠন।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম প্রসন্ন বদন॥
তোমার ভক্তির কথা তোমাতে উপমা।
বচনীয় নহে সেই ভক্তির মহিমা॥

৭

ভাবেতে যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিভোর।
সংখ্যানাম লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তন সুন্দর॥
নামরসে ভাগবত কর্ণামৃত গান।
শুনিলেই পূর্ণানন্দে পূর্ণ হতো প্রাণ॥

৮

গৌরপাদপদ্মরসে তুমি মধুকর।
নাম প্রেম ভাব ভক্তি তোমার গোচর॥
শুষ্ক রুটী শাক অন্নে প্রসাদ ভোজন।
সুখ ছাড়ি দীনভাবে করিতে যাপন॥

৯

রাজকার্য্য ছাড়ি তুমি লয়ে অবসর।
বিংশ বর্ষ অষ্টযাম ভজন সুন্দর॥
পুরীধামে ভক্তিকুটী করিয়া নির্ম্মাণ।
কভু ক্ষেত্রে বাস কভু নবদ্বীপে স্থান॥

১০

গৌর গদাধর আর শ্রীরাধা মাধব।
সদা সেবা রত, ছাড়ি মায়ার বৈভব॥
দশ দণ্ড রাত্রিগতে প্রভাত পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ সেবা কৃষ্ণ নাম করিতে একান্ত॥

১১

আলস্য কখন প্রভু দেখিনি তোমার।
বৃদ্ধ কালে পরিশ্রম করিতে অপার॥
খড়িয়া হইয়া পার উৎসাহ সহিত।
মায়াপুর শ্রীমন্দিরে হতে উপনীত॥

১২

মায়াপুর চন্দ্র তথা করি দরশন।
তখনি আসিতে ফিরে নিজ নিকেতন॥

কত যে উত্তম তব নামানন্দ রসে।
বাহ্যসুখ তুচ্ছ ছিল কৃষ্ণ প্রেম বশে॥

১৩

স্বনাম পুরুষো ধন্য তুমিগো তাহাই।
স্বার্থত্যাগে অর্থ ব্যয় করিতে সদাই॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর অকিঞ্চন জন।
তোমার অন্নেতে কত হইত পালন॥

১৪

তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি।
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত তব অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রূপের অনুগ হয়ে করিয়া ভজন।
পুলকে গোলোকে গেলে মিলিতে স্বগণ॥

১৫

তোমাসম বৈষ্ণব না দেখি ধরাতলে।
কৃষ্ণনামে পুলকাঙ্গ চক্ষু ভাসে জলে॥
কখন সাত্ত্বিকভাবে মগ্ন কলেবরে।
পড়িতে কৃষ্ণের লীলা সুমধুর স্বরে॥

১৬

মায়াপুর সন্নিকটে গাদিগাছা গ্রামে।
স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ নবদ্বীপ ধামে॥
হএগাছে তোমার সেথা সমাধি ভবন।
প্রভু সঙ্গে স্বীয় স্থানে করহ কীর্ত্তন॥

১৭

ভকতি বিনোদ স্মৃতি চিরদিন তরে।
শ্রীসমাধি শ্রীগোদ্রুমে সরস্বতী তীরে॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত অষ্টাবিংশ শেষে।
সমাহিত হলে প্রভু নারায়ণ মাসে॥

১৮

আনন্দে দর্শন করি শ্রীবৈষ্ণবগণ।
হরি হরি ধ্বনি দেন সমাধি ভবন॥
কখন বিরহে তব ব্যথিত পরাণ।
ভকতি বিনোদ জয় বলে ভাগ্যবান॥

১৯

সকল বৈভব আছে সেই মায়াপুর।
জগন্নাথ শচীমাতা শ্রীখোকা ঠাকুর॥
শ্রীধাম প্রকাশ যাতে সেই সভাগণ।
তোমার সুকীর্ত্তি সবে করিছে কীর্ত্তন॥

২০

কিন্তু প্রভু তোমা বিনা দেখি শূন্যময়।
শ্রীগৌর সন্ন্যাসে যথা শচীর আলয়॥
আনন্দ উৎসব যত দেখিয়ে মলিন।
উৎসাহ নাহিক মনে কাঁদিছে সুদীন॥

২১

ভকতি বিনোদ তুমি ভক্তিরত্ন ধন।
বৈষ্ণবগগন রবি আচার্য্য রতন॥

সর্ব্বদা পড়য়ে মনে করুণা তোমার।
তোমার শাসন বাক্য শ্রুতি স্মৃতি সার॥

২২

অধমে শাসনবাক্যে সর্ব্বদা তুষিতে।
দুর্ভাগা মানব আমি নারিনু বুঝিতে॥
কটু অম্ল খাও কেন প্রাকৃত কুমতি।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল ছাড়িয়া দুর্ম্মতি॥

২৩

কে চিনে বৈষ্ণব জন এ মায়াসংসারে।
দেবতা আরাধ্য বস্তু ভক্তিহীনে নারে॥
বৈষ্ণবকুলের মণি তুমি হে ঠাকুর।
আচারে আচার্য্য তুমি প্রচারে প্রচুর॥

২৪

নামাচার্য্য হরিদাস বিজয় উৎসবে।
শ্রীহস্তে ছিলেন বালু সেই ভক্ত এবে॥
এই সে বিজয়োৎসব নবদ্বীপ পুর।
সেই রূপ নামাচার্য্য বিনোদ ঠাকুর॥

২৫

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাদি গণ।
গদাধর নরহরি ভাগবত জন॥
তোমা লয়ে নিত্যধামে কীর্ত্তন বিলাসে।
লয়ে নাচে প্রেমাবেশে শ্রীবাস আবাসে॥

২৬

সিন্ধুতীরে হরিদাস সমাধি সুন্দর।
অদ্যাপি দর্শন করে গৌরভক্তবর॥
আনন্দ সুখদ কুঞ্জ গোদ্রুম কাননে।
দেখিবে সমাধি তথা ভাবী ভক্তগণে॥

২৭

অধম পাপিষ্ঠ আমি জড় কর্ম্মে মতি।
ভক্তিহীন চিত্ত মম জড় কার্য্যে রতি॥
অহৈতুকী কৃপা প্রভু করিয়া বিস্তার।
প্রেমে নাম স্ফূর্ত্তি হউ সেবক তোমার॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ
বনগ্রাম।

শ্রীকুলশেখর।

কল্যব্দ ২৭ বর্ষে কুলশেখর আলবর পরাভব বৎসরে পুনর্বসু নক্ষত্রে কল্লিভূমিতে শের রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহুতপস্যাফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কৌস্তুভ মণির অবতার বলিয়া কুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালম্ বা মালাবর প্রদেশের অন্তর্গত। শের রাজ বা কের রাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর

রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে। কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন এরূপ নয় তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতিপ্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজন্যোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিবরাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানব বলের ক্ষুদ্রতা ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বললাভ সিদ্ধান্ত করিলেন। সত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীনশাস্ত্র সমূহ আলোচনা পূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্য ক্রমশঃই হৃদয় মহাব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীব্যেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎ ক্ষেত্র সমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টাসমূহ ক্রমশই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল। শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পার্থিব জ্ঞান বিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য দ্বারা সেবাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পার্ষদনিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার প্রীতির অভাব হয় তদ্বিষয়ে যত্নের কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না। কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে

বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রীবর্গের কুচক্রে ফলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটী হার অপহৃত হইল। তাহারা রাজসমক্ষে এই অপহরণ কার্য্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল। কুলশেখর তাহাদিগের নিকট ভক্তবল দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্রগরল বিশিষ্ট ভুজঙ্গ আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্প সমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজহস্ত সর্প বিবরান্তর্গত করিয়া মন্ত্রীবর্গকে বলিলেন যে যদি মদীয়বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না। রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রী সমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজদোষ স্বীকার করিলেন। তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসং॥

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া পুত্র দৃঢ়ব্রতকে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহ মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধিও শ্রীরঙ্গম্ নগরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

শ্রীকুলশেখর তামিলভাষায় পেরুমাল্ তিরুমলি নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় মুকুন্দ মালা স্তোত্র নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্ত্যুদ্দীপক ভাবগ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দ মালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর

আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে।

কুলশেখরের কাল সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারা ও নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কুলশেখর নিজ কন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি সমূহ রঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২৭শে আষাঢ় শ্রীধাম নবদ্বীপ গোদ্রুম দ্বীপে শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম বার্ষিক বিজয় তিথির আরাধনা মহোৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে অনেকগুলি শুদ্ধ ভক্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ঠাকুরের সমাধি কুঞ্জে সমবেত হইয়া হরিভজন সেবায় যোগদান করেন। ঠাকুরের স্নিগ্ধ শিষ্য একান্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ *সন্ন্যাশ্রম নিজের নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ও আগমন করতঃ ভক্তগণের* আনন্দ বিধান করেন। শুদ্ধভক্তবর শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহোদয়গণের উদ্যোগে ন্যূনাধিক ৪০০ চারিশত ধাম বাসী ভক্ত সন্তর্পিত হইয়াছিলেন। প্রথম বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সুশৃঙ্খলে সমাধান হওয়ায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পরম প্রীতি উৎপন্ন করিয়াছিল। কোন কোন ভক্ত স্নিগ্ধ

নিজ বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিভ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা করিতে না পারিলে ও মনে বা নিজ স্থানে ঠাকুরের অপ্রকট তিথির পূজা করেন। কেহ কুতর্ক করিয়া মনে করেন যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট তিথি মুখ্য জ্যৈষ্ঠীয় বা গৌণ আষাঢ়ীয় অমাবস্যা নহে। তাঁহাদের বিতর্কের কারণ এই যে পঞ্জিকা গুলিতে ভ্রমক্রমে গদাধর স্থানে গঙ্গাধর লিখিত ছিল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালেই পি এম্ বাক্‌চী প্রমুখ কোন কোন শুদ্ধ পঞ্জিকাকার সেই ভ্রম শোধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরোও বিস্মিত হইতে পারেন যে শ্রীভক্তিবিনোদ আচার্য্য প্রভু ঠাকুরের বিজয় দিবসেই শ্রীগদাধর শাখার প্রধান স্থান শ্রীপাট ভরতপুর ও কালিকাপুরে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন হয়।

বিগত ৬ই আষাঢ় হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অধীন রামজীবনপুর গ্রামে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার অধীন সাউরী নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় স্বীয় অনুগত ২৫ জন ভক্তসহ তথায় গমন করিয়া নাম প্রচারে ৫ দিবস অতিবাহিত করেন। এই স্থানে ১৮৯১খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সহরদার রামসেবক বাবু, পতাকাধারী সীতানাথ বাবু এবং শীতল নামক ভৃত্যের সহিত কলিকাতা হইতে নাম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তথায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শাখা শুদ্ধভক্ত গোলোকগত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহোদয়ের চেষ্টায় শ্রীনামহট্টের কার্য্য চলিতেছিল। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত নিজ চরিতে উল্লেখ আছে "রামজীবনপুরের অনেক স্থানে নাম প্রচার করিয়া, আনন্দ লাভ করিলাম''। এক্ষণে শ্রীযুক্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের চেষ্টায় সেইস্থানে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কতিপয় ধনাঢ্য ভক্ত তাঁহার নাম প্রচারের সহায়তা করেন।

অখিল বৈষ্ণব গুণমণ্ডিত বদান্যবর আচার্য্য প্রভু শাখা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী পাইন মহাশয়, ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের ও তৎসঙ্গীগণের সন্তর্পণভার গ্রহণ করিয়া রামজীবনপুরের অধিবাসীগণকে হরিকথা শ্রবণের অবসর দেন। স্থানীয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বংশীয় শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন গোস্বামী মহাশয়, ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের নগর কীর্ত্তনের গীতের আহ্বানক্রমে পর দিবস নগর কীর্ত্তন বাহির করেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয় ও গোস্বামী মহাশয়ের নগর কীর্ত্তনের আনুষ্ঠানিক পার্থক্য এই যে ভক্তের দলে নগ্নপদে নিচ্ছত্র হইয়া কীর্ত্তন এবং গোস্বামী মহাশয়ের পাদুকা শোভিত পুষ্প মাল্যাদি-বেশভূষিত সছত্র হইয়া কীর্ত্তনাভিযান। গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তনে সপুত্রক ও ভক্তিতীর্থ মহাশয় স্বজন বেষ্টিত। ভক্তবর ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুপম অনুরাগ দেখিয়া রামজীবনপুরের শুদ্ধ ভক্তগণ বিশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ আচার্য্য প্রভু ঠাকুরের রাম-জীবনপুর শুভাগমনের পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া তাঁহার তথায় তাৎকালিক বাসস্থানের পদাঙ্কিত ভূমিতে ও ভক্তবর পাইন মহোদয়ের বাটীতে যে স্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত পদাঙ্ক অঙ্গে ধরিয়াছিল সেই সেই স্থানে লুণ্ঠিত হইয়া ধূলি গ্রহণ রূপ সদাচার শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রকাশক। এই শুদ্ধভক্তের উৎসাহে তথায় শুদ্ধ ভাগবত সভা স্থাপিতা হইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিতীর্থের কৃপায় অসংখ্য স্থানীয় ভক্ত ও ভক্তপদবী গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ শুক্লাচতুর্থী দিবসে প্রাতঃকালে খুলনাবাসী শুদ্ধ-ভক্তগণের শান্তির কেন্দ্র, যশোহরবাসী ভক্তগণের পরম গৌরব পাত্র শুদ্ধ-ভক্তবর মন্মথ নাথ রায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় ভক্তগণকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্বধাম গমন করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধভক্তিপ্রবৃত্তি দেখিয়া অনেকেই গৌরভক্তের অলৌকিক মহিমায় বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহার

হৃদয়কে অপ্রাকৃত করিবার মূল কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু। মন্মথ বাবুর শুদ্ধভক্তির পরিচয় সজ্জন তোষণীর পুরাতন পাঠক অনেকেই সুবিদিত আছেন। যাঁহারা এই ভক্তবরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা গান করিতে কেহই বিরত হইবেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অলৌকিক ভক্তিকথা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং আচার্য্য প্রভু ঠাকুরের আনুগত্য করিলে জীব কিরূপ শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন তাহার আদর্শই ভক্তিপ্রকাশ। এই ক্লেশের দিনে শ্রীগৌরসুন্দর, ভক্তিপ্রকাশের অনুকম্পিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাঁহার ন্যায় শুদ্ধভক্তির প্রকাশ করিয়া কল্যাণ করুন্। বারান্তরে আমরা এই ভক্তশ্রেষ্ঠের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

বিগত বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে নড়াইল নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বিশ্বাস ভক্তানন্দ স্বধাম গমন করেন। ইনি বিনয়ের আধার হইয়া সাধু সেবায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ধৃতিবৈষ্ণবচিহ্নানাং সংযুক্ত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম ইঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল। সজ্জন তোষণীর প্রথম বর্ষের প্রকাশকাল হইতে তিনি শ্রীআচার্য্য প্রভু ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ পরমহংস গোস্বামীর পঞ্চত্রিংশ বর্ষ সহচর থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব কালে ভক্তগণের তৃষ্ণা নিবারণ সেবায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ভক্তিসার ও মতবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত (৩২) ১৮ পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের সাময়িক উপসর্গ বা বহির্লক্ষণ সমূহের চিকিৎসা করেন না, তাঁহারা অগ্রে রোগের নিদানতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া

চিকিৎসা করেন। রোগের জড় (মূল) বিনষ্ট না হইলে রোগ সারিবে কেন ? সেইরূপ জীবের ভবরোগের মূল কি তাহা আগে নির্ণয় করা আবশ্যক। ত্রিতাপ, ভয়, শোক, মোহ, মৃত্যু, ক্ষুধা. তৃষ্ণা, দারিদ্র, রোগ ইত্যাদি জন্য জীবের যে ক্লেশ তাহা আবার ভবরোগেরই উপসর্গ। এসকল উপসর্গের চিকিৎসা করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অধ্যাত্মজগতের যত চিকিৎসক আছেন, তন্মধ্যে ভক্তিযোগী (ভাগবত) ছাড়া সকলেই প্রায় উপসর্গের চিকিৎসক। প্রায় কেহই রোগের নিদানতত্ত্ব ধরিয়া চিকিৎসা করেন না, এজন্য ইঁহাদের চিকিৎসায় জীবের মূলরোগ সারে না, উপসর্গের সাময়িক নিবৃত্তি হয় মাত্র। বৈষ্ণবগণই বৈদ্যরাজ, তাঁহারাই রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। বৈদ্যরাজ বৈষ্ণবগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে "কে আমি" এই বিষয়ে অজ্ঞতাই জীবের ভবরোগের নিদান। যতক্ষণ "আমি কে" এই তত্ত্ব যথার্থরূপে নির্ণীত হইতেছে না ততক্ষণ রোগ সারিতেছে না কোন হিতই হইতেছে না। তাই বিজ্ঞচূড়ামণি বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি গোস্বামিরাজ শ্রীপাদ সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রথমেই বলিয়াছেন।

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ ১০২ সংখ্যা।

বাস্তবিক সকলেই বিচার করিয়া দেখিবেন জীবের নিকট "কে আমি" এই প্রশ্নের যখন যেরূপ উত্তর পাওয়া যায়, তখন তাহার নিজ হিত-সাধনাও তদনুসারেই হইয়া থাকে। এই "কে আমি" প্রশ্নের উত্তরে জীব নিজেকে যখন যেরূপ পরিচিত করিবেন বা যেরূপ অভিমান করিবেন তখন তাঁহার আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম কর্ম্ম সেইরূপ পরিচয় বা অভিমান

অনুসারেই নির্ব্বাহিত হইবে। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত মঙ্গল সাধনা ও হইবে না।

যাহা হউক "কে আমি"র উত্তরে জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া কত প্রকার ভ্রমময় অসত্য পরিচয়ে নিজেকে অহরহ পরিচিত করিতেছেন ও তদভিমানবশে অজস্র কত ভ্রমময় অসত্য অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। এস্থলে সকলগুলি ভ্রান্ত অসত্য অপ্রকৃত পরিচয়ের পরিচয় দেওয়ার স্থান নাই। "কে আমি"র প্রকৃত স্বরূপ ও ভ্রমময় পরিচয় সম্বন্ধে যাবতীয় বিচার বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ ও মহাজন উক্তি অনুসারেই লিখিত হইবে।

জীবের স্বরূপ বিচার করিতে হইলে অগ্রে শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক, কারণ জীব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তাঁহারই অংশ (বিভিন্নাংশ)।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতসনাতনঃ। ইতি শ্রীভাগবতম্।

সুতরাং ভগবৎ স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান না হইলে জীব স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না কি ভগবান ও জীবের সম্বন্ধই নির্ণীত হইতে পারেনা। সুতরাং আগে পরম তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

পরম তত্ত্ব।

পরম তত্ত্ব এক অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ও সচ্চিদানন্দময়।

একমেবাদ্বিতীয়ং ইতি শ্রুতিঃ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ইতি শ্রীভাগবতম্।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতিঃ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতিঃ।

বেদ বেদান্ত পুরাণেতিহাসে ত্রিবিধ সাধক (জ্ঞানী যোগী ও ভক্ত) কর্ত্তৃক এই এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমতত্ত্ব ত্রিবিধ রূপে আখ্যাত ও উপাসিত হইয়াছেন, যথা ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এক অদ্বয় তত্ত্বই উপাসকত্রয়ের উপাসনানুসারেই ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভাগবত।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি কিং তৎ জ্ঞানং নাম অদ্বয়মিতি তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈঃ ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈঃ ভগবানিতি অভিধীয়তে॥ অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, সেই অদ্বয়জ্ঞানই বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভ (যোগী) গণ কর্ত্তৃক পরমাত্মা ও সাত্বতগণ (ভক্তগণ) কর্ত্তৃক ভগবান নামে অভিহিত হয়েন।

ক্রমশঃ

শ্রীত্রৈলোক্য নাথরায়, সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।

শ্রীভাগবত মণিমালা।

[৭]

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধং॥২।৩।২৩।

কৃষ্ণ ভক্তজন, অমানী সজ্জন,
তাঁহার অমল যুগল চরণে।
শরণ লইতে, সে রজ মাখিতে,
যাহার সৌভাগ্য নহিল কখনে॥
বৃথায় সে জন, কাটায় জীবন,
কি কায তাহার জীবন ধারণে।
বৃথা জনমিল, হিত না লভিল,
সমান তাহার জীবনে মরণে॥
শ্রীবিষ্ণু চরণ- তুলসীর ঘ্রাণ,
যেই জড়মতি কভু না লইল।
থাকিতে জীবন, মৃতক সে জন,
জনমিয়া কেন সে নাহি মরিল॥

[৮]

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ২।৩।২৪॥

বহু কৃষ্ণনামে, যাহার হৃদয়,
দ্রবীভূত নাহি হইল।
অশ্রু পুলকাদি, সাত্ত্বিক বিকারে,
যে জন ভূষিত নহিল।

শ্রীনাম নিকটে, সে জন নিশ্চয়,
নাম অপরাধী আছিল।
দশ অপরাধ, নাহি তেয়াগিয়া,
অপরাধ মাঝে মজিল॥
নিসর্গ পিচ্ছিল, হৃদয়েতে যেই,
ভাব সমুদিত হইল।
কপট সে ভাব, ভাবাভাস যাহে,
পূর্ব্ব কবিগণ গাইল॥
কৃষ্ণনামে কোন, ভকত জনের,
চিত্ত দ্রবীভূত হইল।
কিন্তু বাহ্য অঙ্গে, সাত্ত্বিক বিকার,
যদি প্রকাশিত নহিল॥
গম্ভীর মহান, শুদ্ধ হরিজন,
বাহিরের ভাব ঢাকিলে।
ভক্তজনে কভু, দোষ না পরশে,
বিকার অঙ্গে না হেরিলে॥
কিন্তু নাম গানে, কৃষ্ণানুশীলনে,
যাহার হৃদি না দ্রবিল।
অথচ যদ্যপি, অশ্রু পুলকাদি,
প্রচুর প্রকাশ হইল॥
তাহার হৃদয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,
অশ্মসারময় জানিবে।
কৃত্রিম ভাবের, অভিনয় করি,
শুধু জড়মান লভিবে॥

নির্ম্মৎসরগণে, শ্রীনাম গ্রহণে,
মাধুর্য্য আস্বাদ পাইল।
তাহারি কারণে, অশ্রু পুলকাদি,
লক্ষণ প্রকাশ হইল॥
চিত্তদ্রব হলে, শ্রীনাম গ্রহণে,
শকতি হয়েছে জানিবে।
অন্যথা হইলে শ্রীনাম চরণে
অপরাধী বলি বুঝিবে॥
কনিষ্ঠাধিকারী সমৎসর গণে
অপরাধময় হৃদয়ে।
ভাবের আবেশ বিকার লক্ষণ
অশ্রুপুলকাদি উদয়ে॥
তাদের হৃদয় শুষ্ক, লৌহময়,
নিন্দনীয় বলি জানিবে।
সে কঠিন হৃদে ভক্তিবীজ কভু
অঙ্কুরিত নাহি হইবে॥
সাধুসঙ্গ ক্রমে অনর্থ নিবৃত্তি
নিষ্ঠারুচি আদি উদয়ে।
হৃদয় দ্রাবিলে পুলকাদি হলে
চিত্তবড়িশ খুলয়ে॥
তাঁদের হৃদয় সুকোমল হয়
অশ্মসারময় ঘুচয়ে।
ভাব পক্ক হয়ে আনন্দ উদয়ে
পুলকাদি অঙ্গে বাড়য়ে॥

কৃষ্ণ ভক্তি ধন লাভে যদি মন
সাধু সঙ্গে ধাও মাতিয়া।
সাধু সমাগমে নিষ্ঠারুচি আদি,
ক্রমে ভাব মিলে আসিয়া॥

(৯)

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে॥ ৯।৪।১৫॥

অম্বরীষ নামে এক ছিল ভক্ত মহাজন।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা কৈল সেই আচরণ॥
কৃষ্ণ পাদ পদ্মে মন নিয়োজিল সেই জন
আনভাব ছাড়ি কৈল কৃষ্ণসেবা অনুক্ষণ।
মনকে পরিয়ে দিল কৃষ্ণসেবা আভরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত আর যাহা হয় কৃষ্ণময়।
তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলি জানিবেক সুনিশ্চয়॥
এহেন বৈকুণ্ঠগুণ বাক্যদ্বারা পুনঃ পুন
গানকরি বাক্যে কৃষ্ণ সেবিলেন নিরন্তর।
আহা, ভকতের কিবা কৃষ্ণ সেবা মনোহর॥
মন্দিরে মুরতি রূপে গোবিন্দের অবস্থান।
আর ভকত হৃদয়ে সদা তাঁর বাসস্থান॥

এই দুই কৃষ্ণালয় সদা অপ্রাকৃত হয়
তাহার সেবন তরে করদ্বয় নিয়োজিলা।
এই রূপে শ্রীমন্দির আর ভকত সেবিলা॥

অচ্যুত গুণানুবাদ বিনা নাহি শুনে কান।
নিরন্তর কৃষ্ণকথা কর্ণ দ্বারা করে পান॥
শ্রীকৃষ্ণভজন আশে গিয়া কৃষ্ণ ভক্ত পাশে
শুনিতেন কৃষ্ণকথা অতীব যতন করি।
প্রাকৃত বিষয় কথা সব দূরে পরিহরি॥

(১০)

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ-
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ ৯।৪।১৬॥

মুকুন্দের শ্রীবিগ্রহ আর তাঁর প্রিয়জন।
যেই স্থানে থাকে সদা সেইস্থান বৃন্দাবন॥
খুলি হৃদি আচ্ছাদন শ্রীমূরতি বৃন্দাবন
প্রেমাঞ্জন মাখা চোখে দেখিতেন সর্ব্বক্ষণ।
আহা, ভকতের কিবা ভক্তিমাখা দরশন॥

মুকুন্দ সেবক পদ সদা করি সুসেবন।
বিষয় সেবন কথা সব করি বিসর্জ্জন॥

পরশি বৈষ্ণব দেহ ত্যজিয়া বিষয় স্নেহ
স্পর্শেন্দ্রিয় এইরূপে করিলেন অনুকূল।
প্রাকৃত মানব কিন্তু নাহি বুঝে নিজ ভুল ॥

গোবিন্দ পদারবিন্দ সৌরভে সৌরভময়।
তুলসী আঘ্রাণে তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় ॥
শ্রীগোবিন্দে নিবেদিত ভগবদধরামৃত
গ্রহণে রসনা তাঁর সদাই উন্মুখ রয়।
মহাপ্রসাদান্ন বিনা কভু কিছু নাহি লয় ॥

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

তারকব্রহ্ম নাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ (৮৪) পৃষ্ঠার পর)

নামাপরাধ দশ প্রকার। যথা ১। সাধুনিন্দা ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ দেবতা জ্ঞান। ভগবান এক বই দুই নহেন। অন্যান্য দেবতা হয় তাঁহার শক্তি কিম্বা তাঁহার ভক্ত। ৩। গুরুকে অবজ্ঞা ৪। শাস্ত্র নিন্দা (সৎশাস্ত্র নিন্দা) ৫। নামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা বলিয়া জানা. ৬। অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সমতা জ্ঞান। ৭। নামে অর্থবাদ ৮। নামবলে পাপাচরণ ৯। অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা ১০। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে রুচি না জন্মিয়া অনিত্য দেহকে আমি এবং অনিত্য সংসারকে আমার এই বিবেচনা করিয়া তাহাতেই আসক্ত হওয়া। এই দশটি অপরাধ ত্যাগ না করিতে পারিলে নামের ফল যে প্রেম তাহা কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আর কয়েকটী প্রাতিকূল্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কল্যাণ লাভের উপদেশ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃতে আছে যথা—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ ও মনের বেগ এই ছয়টী যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সক্ষম হন তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।

অত্যাহার অর্থাৎ অধিক আহার বা সঞ্চয় চেষ্টা। প্রয়াস, ভক্তি বিরোধী চেষ্টা। প্রজল্প, অর্থাৎ গ্রাম্য কথা কিম্বা ভক্তি ভিন্ন অন্য কথা। নিয়মাগ্রহ ভক্তিপোষক নিয়ম গ্রহণ না করিয়া অন্য নিয়মের আগ্রহ, জ্ঞান কর্ম্মাদি নিয়মের আগ্রহ। জনসঙ্গ, শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ ভিন্ন অন্য জনসঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত সঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ। লৌল্য অর্থাৎ নানা মতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত। এইগুলি ভক্তির বিরোধী অতএব ত্যাজ্য।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

গঙ্গাজলে যদি বুদ্‌বুদ ফেন পঙ্ক থাকে কিম্বা মৃত্তিকা মিশ্রণ দ্বারা মলিন হয় তথাপি তাহার ব্রহ্মদ্রবত্বরূপ পবিত্রতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ ভক্তজনের যদি স্বভাবজনিত বা শরীরের কোন দোষ থাকে তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবেক না। অর্থাৎ যদি নীচ কুলে জন্ম হয় কিম্বা কোন দুরারোগ্য পীড়া থাকে তাঁহাকে অপ্রাকৃত বোধে বিশেষ আদর করিতে হইবেক।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত রসনাবিশিষ্ট বিষয়ীর নিকট কৃষ্ণনাম চরিতাদি কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। এইজন্য নামের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু আদরের সহিত নাম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে অবিদ্যা ক্ষয় হয় তখন শ্রীনাম পরম স্বাদু হইয়া উঠেন। নামেই অবিদ্যা ক্ষয় করিয়া ফেলে। দৃষ্টান্ত পিত্তোপতপ্তরসনায় প্রথমে মিছরি ভাল লাগে না ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে যত পিত্ত নাশ হয় ততই মিছরি ভাল লাগে। অতএব শ্রীনাম অনর্থময় ব্যক্তির নিকট প্রতিকূল বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে হইবেক না।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

ভক্তিপোষক বা ভক্তির অনুকূল ব্যবহার। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান এইগুলি ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল। সঙ্গত্যাগ (অসৎ সঙ্গ) সদাচার সদ্বৃত্তি দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণং॥

ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি গ্রহণই ভক্তদের কর্ত্তব্য এই জন্যই ভক্তসঙ্গ প্রার্থনীয়। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয়টী প্রীতির লক্ষণ। সাধুর সহিত এইরূপ প্রীতির ব্যবহার করিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। অসাধুর সহিত এইরূপ প্রীতির ব্যবহার করিলে ভক্তি ক্ষয় হয়।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।

যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবে তাঁহাকে স্বসম্পর্ক বোধে মনে মনে আদর করিবে। কৃষ্ণনামে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি হরি ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবে। অন্য নিন্দাশূন্য মহা-ভাগবতগণকে ঈপ্সিত সঙ্গ জানিয়া কৃতার্থ বোধে শুশ্রূষা করিবে। এই প্রকার বৈষ্ণব সেবাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির মূল।

তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা মনসি নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ॥

মানসে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজজনের অনুরাগ অনুকরণ করিয়া তাঁহারা যেমন কৃষ্ণসেবা করেন সেইরূপ মানসে সেবা করিবার উপদেশ এই শ্লোকটীতে আছে।

নামরূপ চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ বিধিযোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা। মানস সেবায় এই কয়েকটী কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া সাধনা করিতে হইবে। যথা স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি। স্মরণে চিত্তের বিক্ষেপ থাকে, মন বশ না থাকায় অন্যদিকে ধাবিত হয়। তাহাকে বশ করিয়া ইচ্ছামত চিন্তা করিতে পারিলে অর্থাৎ বিক্ষেপ শূন্য হইতে পারিলে দ্বিতীয় ধারণা হয়। ৩য় ধ্যান বিক্ষেপশূন্য হইয়া ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভাবনাই ধ্যান। ৪র্থ সর্ব্বকালে ধ্যানই অনুস্মৃতি। ৫ম ব্যবধান রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। সমাধিতে ধ্যাত বিষয়ের সহিত তন্ময় হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মস্মৃতি থাকে না।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

ভজন স্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করা ও পূর্ব্বোক্ত ভজন প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। কেবল স্থূলদেহে বাস করিয়া মন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন করিলে রাধাকুণ্ড বাস করিলেও ভজন হইবে না। অন্যত্র থাকিয়াও মানসে লিঙ্গদেহে রাধাকুণ্ডে অবস্থিতি করিলেও ভজন হইবেক। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের মানস ভজন চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষতঃ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

ক্রমশঃ

শ্রীললিত লাল ভক্তিবিলাস্।
শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

সজ্জন তোষণী ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী ।



জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদগৃহ ছাবিলী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

পরমেশ্বর তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার সাপেক্ষ ও সীমাবাধ্য। শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া তথায় গৌর নাই।

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর অভক্তিমার্গাশ্রিত অন্যের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয়জ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটী সেই কথার প্রমাণ করিবে।

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন॥
স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যথা তথা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

রস, রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞী শরীরী মহাধীর॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধবচন॥
আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই গতি॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংসমধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

সেই কবি সর্ব্বত্যাগি রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে॥

গৌরভক্তসমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন আবার তাহাদের অন্যায় আচরণ গৌরভক্তি নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধ ভক্তি স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীগৌরদর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন গৌরকান্তিধারী কৃষ্ণচৈতন্য নামক কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা। এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় কি এই গৌর বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি বিশিষ্ট নহেন তিনি গৌরত্বিট্। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।

(চরিতামৃত আদি ৩য় পরি ৩৪ সংখ্যা।)

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহকান্ত্যা হয় তিহোঁ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ॥

পাঠক শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি

মাধুর্য্যরসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়া-গুণধর। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণমধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত হেয় খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা।

চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

অন্যান্য দাতৃবর্গের দান সমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গোরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটির দাতৃত্ব শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন অপরের দয়ায় মন্দ উদয় করায় কিন্তু গৌরহরির দয়া অমন্দোদয়া কৃপা অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। ফল্গু চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী দয়া গৌরকৃপার নিকট তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তিরূপা গৌরদয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাকক্রমে ভ্রমময় মার্গে বিচরণ করেন তিনি ভক্তিবিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে ধনজ্ঞানে যত্ন করিয়া যিনি গৌরসেবা বিমুখ সেই ভাগ্যহীন আত্ম-বঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন লাভে কৃতকার্য্য হন না। শ্রীগৌরের [illegible] কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরের রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরের গুণ মহা কৃপাময়। [illegible] গৌরলীলার কথা শুনুন্। তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা। স্বয়ং [illegible] নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণভক্ত। [illegible] গুণে কৃষ্ণ-ভক্তির প্রচারক। সেব্য বস্তু হইলেও সেবক হইয়া [illegible] প্রচারই তাঁহার লীলা। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া এই চার[illegible] পরস্পর ভেদ প্রাকৃত বস্তু মাত্রে আছে, অপ্রাকৃত শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ব্রজেন্দ্র নন্দন বলিয়া তাঁহাতেও ঐ চারিটী অভিন্ন ভাবে অ[illegible]। অন্যের

মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম রূপ গুণ লীলায় কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য নাম সম্বন্ধ, গৌরকৃপা কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় ও গৌর দেয় কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন। ভগবদ্ রূপবিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ পথত্যাগ করিয়া বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাতিবৈষ্ণব, গোঁসাই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি শুদ্ধভক্ত পাঠক শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিপ্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। সাধনভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল বস্তু রতি, প্রেম ভক্তির মূল বস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থানে লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন্ নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক দলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখি[illegible] হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌরবস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত [illegible] দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ স্তব।

হে দেব হে প্রিয়বন্ধো, তুমি হে করুণা-সিন্ধো,
হে দেব হে রমণ সুন্দর।
হে কৃষ্ণ নয়নমণি, হে চপল-চূড়ামণি,
হে নাথ জগত মনোহর॥
আহা! হরি দয়া করি, যুগল চরণ তরি,
কবে নাথ দিবে হে আমায়।
সে চরণ নিরখিয়া, ভবার্ণব পার হয়া,
গিয়া নাথ হেরিব তোমায়॥
স্কন্ধদেশ বিলম্বিত, দ্বিকুণ্ডল সুশোভিত,
ভুরু দুটি কামের কামান।
ফুট নীল পদ্ম জিনি, আয়ত লোচন খানি,
শোভিতেছে কেমন বয়ান॥
পক্ক বিম্বাধর দুটি, শ্রীমুখে রয়েছে ফুটি,
তুলনা কি আছে কভু তার।
এই মনোহররূপ, অপ্রাকৃত রসকূপ,
প্রেমনেত্রে দৃষ্টি হয় যার॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম সাজে, ওই কদম্ব বৃক্ষ মাঝে,
কি ভাবে বা দাঁড়ায়েছে হায়।
কোমল অঙ্গুলী দিয়ে, করবংশী ওষ্ঠে নিয়ে,
বাজাইয়া জগত মাতায়॥
ওহে কংসান্তক হরি, গজেন্দ্রকরুণাকারি,
কৃপাজলনিধি হে গোপাল।

ওহে ত্রিজগত গুরু, রামানুজ কল্পতরু,
কৃপা করি সদা মোরে পাল ॥
ওহে গোপীজননাথ, তুমিত মোদের নাথ,
তোমা বিনা মোরা নাহি জানি।
তুমি মোরে কৃপা করি, অঙ্গীকার কর হরি,
তোমার চরণ আমি মানি ॥
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি, ললাটে তিলক খানি,
গজমতি মুক্তা নাকে দোলে।
হাতেতে হীরার বালা, কণ্ঠে দোলে মুক্তামালা,
বেণু শোভে আর করতলে ॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পরি, গোপ স্ত্রী বেষ্টিত হরি,
দাঁড়ায়েছে কদম্ব নিকটে।
আনন্দে মাতিয়া এবে, জয়ধ্বনি দাও সবে,
মনোহর গোকুল কপটে ॥
গোপালের বংশীরবে, আনন্দিত বৃক্ষ সবে,
মৃগগণ বিবশ শুনিয়া।
জগবাসী নরনারী, বংশীরবে মুগ্ধ করি,
ছাড়িতেছে উন্মাদ করিয়া ॥
গরুগণ উর্দ্ধমুখে, বংশীরব শুনে সুখে,
মুনিগণ করে বেদগান।
প্রণবের অর্থ সব, প্রকাশিছে বংশীরব,
সপ্তস্বর লয় তাল মান ॥
কল্পতরু বৃক্ষমূলে, দাঁড়াইয়া কুতূহলে,
যে বীর ধরেছে হেন গান।

সে বাল গোপাল জয়,　　　হেন গুণ যার হয়,
বেণুধর সেই ভগবান ॥
তাঁহারই চরণ তলে,　　　কিঙ্করী প্রার্থনা বলে,
সে পদ সেবিতে সদা চায়।
ব্রজেন্দ্রের সে নন্দনে,　　　যেন ভজে একমনে,
আন ছাড়ি, বাক্যে মনে কায় ॥

শ্রীমতী শ্যাম সরোজিনী।
৪ নং ক্রিকলেন, কলিকাতা।

অভক্তি মার্গ।

যে পথে কৃষ্ণ সেবার কথা নাই তাহাই অভক্তি মার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি মার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অনু শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান রহিত। শীল্ ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্যসম্বন্ধীয় তত্তচ্চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন হয়।

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্য্য দাতা, ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয় তত্ত্ব বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতার সমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার, প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপা রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ প্রেম সেবা লাভ করিতেছেন উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত, ভক্তি দ্বারা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তি বৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে পরমাত্মা কখনও বা

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন সুতরাং যোগীগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানীগণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশ বিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্ম ফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন। আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবনই হরিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘবক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীগণ প্রতিকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূল ভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবাজন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন

উদ্দেশে ভক্ত, সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত অন্যাভিলাষ শব্দ বাচ্য। যথেচ্ছাচারী কুকর্ম্ম-কারী বা অজ্ঞান সেবী কুজ্ঞানীগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয় তর্পণাশা সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য প্রতিভা বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্য বংশ বা বর্ণগত সম্মান লাভে তৎপর, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখভোগরত, বেশ বা আশ্রমের মাহাত্ম্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতা যুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষ যুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তি পথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ভক্তবৈষ্ণব-গণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম ও শিথিলতার

হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি মায়ায় অগ্রসর হইয়াছে এরূপ কখনও হয় না। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষঃত্রিক এককালঃ। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিস্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। কৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধাভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধভক্তিকে তাহার বর্ণিপ্রবৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐপ্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ব বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গু বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত না হয়। কৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্ত

উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে॥ যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব সে জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈত জ্ঞান॥ জ্ঞানীর অজ্ঞান বিজৃম্ভিত মায়িক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি কথিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি ফলপ্রদ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে সৎকর্ম্ম প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল, জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফল-ভোগ নহে ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি পিশাচিনী, ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে হে দেবর্ষে হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা।

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী চিত্ত কাঠিন্যের হেতু তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার প্রয়োজন নাই আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গ সমূহই অভক্তিমার্গ।

বিচক্ষণ সজ্জন তোষণীর পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তি মার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্ত ও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয়, সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ পংক্তিকে ভক্ত অন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

শ্রীবিষ্ণু চিত্ত।

ভট্টনাথ (নামান্তর) তামিল পেরি আলবর্। বিষ্ণুচিত্ত আলবর্, দশ জন প্রাচীন দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতম। তিনি গরুড়ের অবতার বলিয়া খ্যাত। ইনি দক্ষিণ মথুরা নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তরে ব্রাহ্মণ কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪৬ কলি গতাব্দ বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাতী নক্ষত্রে ইহাঁর জন্ম প্রসিদ্ধি। এই মহাত্মার ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গোদাদেবীকে কন্যারূপে পালনাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি বেয়ার জাতীয় পবিত্র "বংশ" বংশ সম্ভূত। আলবরের পিতার নাম মুকুন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাদেবী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শ্রীনারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবৃত্তি ছিল। সেবা প্রবৃত্তি ক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন। শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটশায়ী ভগবানের পুষ্প সেবাব্রত গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে দক্ষিণ মথুরা প্রদেশে কূড়াল ভূমিতে পাণ্ড্যরাজ বংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন। একদা রাত্রকালে তিনি অপরিচিত-বেশে মথুরা নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ তনয়কে পথিমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে জাগরণ করাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি উত্তর দেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে যাইতেছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে তদ্বিষয় সদুপদেশ প্রদান করুন। ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী তদুত্তরে রাজাকে কহিলেন

বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
বার্দ্ধক্যহেতোর্বয়সা নবেন পরত্রহেতোরিহ জন্মনা চ॥

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে।
পরিশ্রম করি আমি অষ্টমাস ধ'রে॥
রজনী সুখেতে আমি বঞ্চিবার লাগি।
অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রমভাগী॥
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস আশে।
যুবাকালে করি শ্রম বিবিধ প্রয়াসে॥
এই সব হতে ভাই লহ এই সার।
পরত্র কল্যাণ তরে জীবন তোমার॥

এই হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী শুনিয়া অবধি বল্লভদেব চিন্তামগ্ন হইয়া শিবনমী নামক মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধু কোবিদ গণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিতসমূহ আহূত হইলেন। বিষ্ণুচিত্ত দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত সুতরাং পণ্ডিতকুলরাজ। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে বল্লভদেবের সভায় যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন কিন্তু বিষ্ণুচিত্ত মহাশয় নিজের কৃতিত্বের সম্যক্ অভাব সন্দর্শনে রাজাহূত পণ্ডিত সভায় গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী তাহাতে অভিমতি না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু ভক্ত সাধুর অবশ্যই যাইতে হইবে। আদেশ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুচিত্ত রাজসভা প্রবেশ করিতেছেন। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ, অবৈদান্তিক মালাকারে পণ্ডিত যোগ্য সম্মান দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে সাধুকে প্রণত্যাদি আহ্বান সহকারে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য্য উপদেশ কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদগণ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। শ্রোতৃবর্গ রাজা প্রভৃতি সকলেই সাধুর ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরস্কারার্থ

তাঁহারা বিষ্ণুচিত্তকে সুভূষিত গজোপরি চড়াইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পুঙ্গব বা "ভট্টর পিরাণ" উপাধি মণ্ডিত করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত তিরুপল্লাণ্ডু নামক স্তবপাঠে জন সাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলে বিষ্ণু চিত্তের সর্ব্বজ্ঞতা ও বেদরহস্যজ্ঞতার উল্লেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি সহ বহু সম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্তুরে প্রত্যাগত হইলেন। উপায়নপুঞ্জ বটশায়ী ভগবানের সমক্ষে সংরক্ষণ পূর্ব্বক সমস্তই তাঁহাকে বরণ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মালিকা সেবাদ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধপরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ কৃষ্ণ-সেবানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন। গোদাকন্যার চরিত্রে ইহাঁর নিজাংশ সেই প্রবন্ধে পাঠ্য। অনুকার বা মানস সিদ্ধ পরিচয়ে গোপসখা হইয়া কৃষ্ণলীলা প্রবিষ্ট জনের ন্যায় ব্যবহার সমূহ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। তিনি তিরুমড়ি নামক কৃষ্ণলীলার তামিল কবিতামালা রচনা করেন।

পরিষদে শ্রীঠাকুর।

বিগত ১৮ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫।।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় ভক্তি সাহিত্যের জন্মদাতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার জীবন

চরিত ও সাহিত্যে কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনাময়ী সভা হইয়াছিল। বিষয়-মদমত্ত ভগবদ্‌বিরোধী কতিপয় নিরীশ্বর সাহিত্যসেবীর মিথ্যা বিতণ্ডা পূর্ণ প্রস্তাব অবহেলন করিয়া বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ অনেকগুলি গণ্য-মান্য বক্তা পরিষদের এই কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে হৃদয়ের সহিত যোগদান করেন। মৎসরতা প্রাকৃত সাহিত্য লইয়াই আবদ্ধ কিন্তু সকল সাহিত্যের সার, সাহিত্যদুগ্ধসিন্ধুর নবনীত, কাব্য মধুরিমার আশ্রয় ভক্তিসাহিত্য কখন ও কোন সাম্প্রদায়িকদলে বিকার উৎপন্ন করিতে পারে না। তাই বর্ষীয়ান্ কর্ম্মজ্ঞানবৃদ্ধ বেদান্ত ও গণিত শাস্ত্রে পরম সমুন্নত সর্ব্বজনমান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচান্সলার হাইকোর্টের মাননীয় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার গুরু-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি মহোদয়, মাননীয় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সাহিত্য জগতের অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল পি আর এস্ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ ডি, নবদ্বীপের বিখ্যাতকীর্ত্তি কবিকুমুদ কলানিধি পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন, সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ঐতিহাসিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্ এস্ সি, মহারাজ সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ পি আর এস্, শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি আর এস, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, শুদ্ধ বিপ্র-কুলতিলক পণ্ডিত শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, পণ্ডিত প্রবোধ-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল পণ্ডিত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নৈহাটি কাগনারি নিবাসী আনন্দবাজার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর বংশধর শ্রীযুত কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, অমৃতবাজার সম্পাদক

বাবু মতিলাল ঘোষ, হাইকোর্টের উকিল শিশির বাবুর ভক্ত বাবু সত্যচরণ চন্দ্র এবং শ্রীযুত কিশোরীলাল সরকার এম্ এ বি এল প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য সাহিত্যিক মহারথীগণকে সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতে দেখিয়া পতিত বঙ্গের নৈতিক অভ্যুত্থান আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি আই ই মহাশয় সভাপতির কার্য্য এবং সম্পাদক শ্রীযুত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল এই সভার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভার প্রারম্ভে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার রচিত দুই একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি। তাহাতে ন্যায়রত্ন স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মহিমা ও গুণ বর্ণন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সংক্ষেপ সাহিত্যিক জীবনের চরিতাবলী পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এতাদৃশ ভক্তি সাহিত্য লেখকের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ প্রদর্শন করেন। তিনি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদই যে বঙ্গ সাহিত্য জগতে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূল প্রচারক, তাহা স্পষ্টতঃ জানাইয়া দেন তাঁহার মুখ হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বর্গ সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

পরমবিজ্ঞ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন সকল বস্তু অপেক্ষা ভগবান বড়, সেই ভগবানের ভক্ত তদপেক্ষা বড় সুতরাং ভক্তিই জ্ঞান অপেক্ষা বড়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ সমূহ কর্ম্মবীরের চক্ষে বড় হইতে পারে, ভক্তিবিনোদের গ্রন্থে কথিত বিষয় জ্ঞানবীরের চক্ষে বড় হইতে পারে কিন্তু তাঁহার একমাত্র মূল লক্ষ্য নিজকৃত সাহিত্য দ্বারা ভগবদ্ভক্তের কথা কীর্ত্তন। ভক্তিবিরোধি সম্প্রদায় যে অজ্ঞান বা অন্ধভক্তির কথা বলেন তাহাতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান

ভগবদ্ভক্তে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের তাদৃশ উক্তি। কিন্তু ভক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় ভগবজ্ জ্ঞান প্রকটিত থাকে বলিয়া অনন্তত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞেয় লোকাতীত ঐশী শক্তি সমূহ ঐশ্বর্য্যপ্রধান হইলেও ভগবানে সর্ব্বকাল নিহিত আছে। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যাবতীয় গ্রন্থ রচনাদি ক্রিয়াই ভগবদ্ভক্তিময়

শ্রীযুত গুরুদাস বাবুর কথা শেষ হইলে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সম্পাদক চিকিৎসকবর শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত তাঁহার নিজ পরিচয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট তিনি ভক্তি বিস্তার বিস্তৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বক্তা নিজে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী সূত্রে মেদিনীপুর জিলার ভক্তগণের উদ্দেশে স্বকপোল কল্পিত পূর্ব্বাচারের উল্লেখে নিন্দা করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় হইতে যে প্রবল ভক্তি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তদঙ্কুর যোগে বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাই জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিবে। জগতে কতিপয় পুরুষগণের মধ্যে ও ভগবদ্ভক্তের স্থান সর্ব্বোচ্চ। এজন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরিত প্রিয়জন ভক্তাবতার রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ সংজ্ঞা দিয়া ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে বর্ত্তমানকালের জগতের উপকর্ত্তা জানাইয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

মহারাজা সার মণীন্দ্র চন্দ্র বাহাদুর বলেন যে বহুদিন পূর্ব্বে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অলৌকিক হরিজনোচিত স্বভাব দর্শন করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত বর্ত্তমানকালের ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাকে মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার সরল স্বভাব ও অলৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্য দেখিয়া মহারাজ বিমুগ্ধ হন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দ্বারা বঙ্গদেশে শিক্ষিত ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিকথা সূক্ষ্ম

রূপে প্রচারিত হইবার আশা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হয়। পূজনীয় ভক্তি বিনোদ মহাশয়ের চত্বারিংশ বর্ষ ব্যাপী ভক্তি প্রচারের উত্তম ফলে কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুর দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর বিষয়ে সামাজিক চেষ্টার ফল বঙ্গবাসী সাধারণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি মহারাজের আন্তরিক নিষ্কপট শ্রদ্ধার অনেক পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করেন।

কুমিল্লা-প্রবাসী গণককুলোদ্ভূত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রকট কাল। সে সময়ে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইংরাজী বিদ্যার চর্চা অধিক হইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অন্য কোন শিক্ষিত ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপকের সাহায্য লাভ না করিয়া নিজ নিসর্গগত রুচিক্রমে প্রেমভক্তির কথা আলোচনা করেন এবং তাহার ফলস্বরূপ তাঁহার এই সুবিস্তৃত ভক্তিসাহিত্য সম্মুখেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তিপথ ব্যতীত অন্যান্য পথে ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই ধাবমান হইয়াছেন কিন্তু সাহিত্যিক গগনে বিরল প্রচার ভক্তিসাহিত্য লেখকের যথাযোগ্য সমাদর করে সাহিত্য পরিষদের বর্ষে বর্ষে এইরূপ অলৌকিক অদ্বিতীয় ধর্ম্ম প্রচারক ভক্তের চরিত্রানুশীলনী সম্মিলনী হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে সতীশ বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত কৃতিপুরুষের সত্যের বিরুদ্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণা থাকা উচিত নহে। আমরা আশা করি সত্যপ্রিয় সতীশ বাবু অচিরেই প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে স্বীয় প্রতিভাপূর্ণ গবেষণা ও গভীর আলোচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ বলেন তাঁহার দাদা শিশির বাবু অনেক সময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে গৌর সম্বন্ধে কথা শ্রবণ করিতেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন

তাঁহার দাদার দাদা তখন ঠাকুরের সহিত ও তাঁহার সেই সম্বন্ধ। ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের পদরেণু তিনি মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন বলিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় বলেন যে তিনি অনেক দিন হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কপটতা রহিত উন্নতভাবই তাঁহার পবিত্র চরিত্রের অলৌকিকতা। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার পারমহংস্য ধর্ম্ম বিচার করতঃ বঙ্গদেশবাসী ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে তুর্য্যাশ্রমোচিত সমাধির ব্যবস্থা করেন এজন্য সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণ কমলে স্বীয় মানসী ভক্তির পরিচয় স্বরূপ বাক্‌পুষ্প দ্বারা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুত কিশোরীলাল সরকার এম্ এ বি এল মহোদয় বলেন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গোদ্রুম আশ্রমে তিনি কয়েকবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পরমার্থময় অলৌকিক সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জের সংলগ্ন ভূমিতে বক্তা স্বয়ং বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট হৃদয়, নিরন্তর কৃষ্ণনামশংসী অধর দ্বয়, কৃষ্ণ প্রেম পুলকিত সৌম্যবদনমণ্ডলের প্রিয়দর্শন শান্তিপ্রিয় জীবের সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।

মেদিনীপুরবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র মহাশয় বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদয়ের চারিশত বৎসর গত হইলে তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ মত ঠাকুর ভক্তি বিনোদ" পৃথিবীতে আছে যত দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" এই কবিতার সার্থকতা সম্পাদন করেন। এইকার্য্যে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বন্ধুর ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। ঠাকুর ভক্তি বিনোদের উপদেশ সমূহ বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই সুচারুরূপে গ্রহণীয়। তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত তত্ত্ব সমূহে প্রবিষ্ট হইলে জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। ভগবান গৌর

হরির বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রচারের জন্য এবং তাঁহার ধাম প্রকাশের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগমনে জীবের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন উপলব্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনন্ত সদ্‌গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান কথা বলিতে ভুলিয়াছেন। তাহা এই যে এই মহাপুরুষ অশুদ্ধ উপধর্ম্ম গুলিকে ভক্তের শুদ্ধ জীবন হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম যাজনই জীবের কর্ত্তব্য এই মহাবাক্যের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা এই যে অশুদ্ধ ভজনের ছলনা কখনই ভক্তিশব্দে বাচ্য হইতে পারে না। অশুদ্ধ ভক্তি বিরুদ্ধ পন্থাগুলি আমি তাঁহার উপদেশ মত লিপিবদ্ধ করিয়া রচনা কুশল প্রদর্শন করায় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছি।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সভাপতি পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ঠাকুর কেদার নাথের শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি চেষ্টার অনেক কথাই অনেক সুবিজ্ঞ বক্তৃগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি শ্রোতৃগণের অবিচলিত যামৈকব্যাপী হৃদয়াকৃষ্টি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের মূল্যবান সময় আর অধিক অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে তাঁহার নির্ভীকতা ও বিচারে ন্যায়পরায়ণতার স্বীয় প্রত্যক্ষীকৃত কাহিনী দ্বয় উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চিত্রের উন্মোচনানুষ্ঠান সমাপন পূর্ব্বক একটী হরিগীতির পর সভার কার্য্য শেষ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী।
দেহেরগাতি, বরিশাল।

শ্রীভাগবত মণিমালা।

(১১)

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৯।৪।১৭॥

মুকুন্দবসতিস্থল মথুরাদি ধামচয়।
ভ্রমিবারে নিয়োজন করিলেন পদদ্বয়॥
মস্তক করিয়া নত,　　করিতেন দণ্ডবত,
হৃষীকেশ পদে আর তাঁহার সেবক পায়।
এহেন সৌভাগ্য কৃষ্ণভক্ত বিনা কেবা পায়॥
নিজভোগ ইচ্ছা আর কামনারহিত কাম।
কৃষ্ণদাস্যে লাগাইলা ছাড়িয়া বিষয় দাম॥
এরূপে হৃষীকগণ,　　কৃষ্ণে করে সমর্পণ,
যাহে হরিজনাশ্রয়া রতির উদয় হয়।
বিদূরিত হয় যাহে প্রাকৃত বিষয়চয়॥

(১২)

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।

অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥ ৭।৫।২৩ ॥

এজড় সংসারে আসক্ত যত, স্ত্রী-পুত্র-পোষণে নিয়ত রত।
যদি গুরু পাশে লভিয়ে দীক্ষা, করয়ে সতত সুশাস্ত্র শিক্ষা।
অথবা আপনে যতন করি, শাস্ত্র পড়ে বলে মুখেতে হরি।
কিম্বা পরস্পর করয়ে চর্চ্চা, পূজে ভগবানে স্থাপিয়ে অর্চ্চা।
তবু গৃহব্রত বিষয়ী জন, নাহি পায় কভু ভকতি ধন।
শ্রীকৃষ্ণ যুগল চরণ প্রতি, হয় না কখন তাদের মতি।
অদান্ত ইন্দ্রিয় প্রাকৃত নর, কভু নাহি বুঝে আপন পর।
চালিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারে, ভক্তিপথে মতি রাখিতে নারে
নির্গমন পথ হীন যে গেহ, তাহার মাঝারে পড়িয়া সেহ।
পুনঃ পুনঃ ভ্রমে সে তমো মাঝে, পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি সাজে।
চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করে, মায়ার সেবায় সময় হরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিহীন যারা, মায়ার কারায় কয়েদী তারা।

(১৩)

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৭।৫।২৪ ॥

প্রাকৃত বিষয়ে যাদের চিত, সকল সময় থাকে জড়িত।
রূপ রস আদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ধর্ম্ম অর্থ আদি বিষয় বাহ্য।
এ সব জড়ীয় তুচ্ছ বিষয়ে, যে সব মানব জড়িত রহে।

তাহারা নিজার্থ না বুঝে কভু, বিষ্ণু ভগবানে আপন প্রভু।
অনর্থ স্বরূপ ইন্দ্রিয় তুষ্টি, স্বর্গ আদি যত মায়ার পুষ্টি।
এ সব বিষয়ে তাদের মতি, ইহা ছাড়া আর না বুঝে গতি।
অপ্রাকৃত চিৎ স্বরূপে হরি, মায়িক বিচারে তাঁহে আবরি।
তাঁর অনুভব কভু না পায়, প্রাকৃত বিষয়ে সদাই ধায়।
বিষয় সকলে গুরু করিলে, তাদের কর্ষণে বিপথে চলে।
অন্ধজন যেন অপর অন্ধে, পথ দেখাইতে করয়ে স্কন্ধে।
বিপথে যাইয়া পথ না পায়, কাঁটাতে পড়িয়া আঘাত খায়।
স্কন্ধোপরি থাকি সে অন্ধজনে নানা আশা দেয় তাহার মনে।
সে আশা আশ্বাসে বিশ্বাস ক'রে, দুস্তর কূপের মাঝারে পড়ে।
সেরূপ বিষয়ী গুরুর কাছে, যে যায় তার কি নিস্তার আছে?
সে গুরূপদেশে চালিত হয়ে, কাম্য কর্ম্ম মাঝে ডুবিয়া রহে।
কাম্য কর্ম্মরূপ মায়ার দামে, দৃঢ় বদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ না মানে।
পশ্চিম দিকেতে যে জন ধায়, সে কি কভু পূর্ব্ব দেখিতে পায়।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদস্মৃতিসভার

প্রস্তাবিত নিয়মাবলী।

১। সভার নাম—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিসভা।

২। স্থাপন—২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৪। ১১ই পৌষ ১৩২১।

৩। স্থান—শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ। স্বরূপগঞ্জ, জিলা নদীয়া। এতদ্ব্যতীত আবশ্যক বোধে সমিতি যে কোন স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

৪। সভার উদ্দেশ্য—

ক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ।

খ। জীবনীসহ তল্লিখিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ।

গ। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত "নিত্য জীবনের নিমিত্ত ইহ জগতে জীবের সাধনা" প্রচার ও তৎ প্রকাশিত ধাম প্রকাশ।

ঘ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার স্থায়ী আসন সংগ্রহ।

৫। গঠন—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ শিক্ষাবিশিষ্ট শুদ্ধ বৈষ্ণব মাত্রেই সভার সভ্য। একটী সমিতি সভার পক্ষ হইতে কার্য্য করিবেন। ঐ সমিতিতে ৭ জন সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ৩ জন উপস্থিত থাকিলে সমিতির অধিবেশন হইয়া কার্য্য হইতে পারিবে, কিন্তু অধিবেশনের সংবাদ সকল সভ্যের নিকট অগ্রে পাঠাইতে হইবে। ঐ সভ্যদিগের মধ্যে একজন সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন হিসাবরক্ষক হইবেন। সভ্যেরা সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবাচারে সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন। আবশ্যক বোধে অন্যের দ্বারা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির দ্বারা সভার কার্য্যগুলি সম্পন্ন করাইবেন। ঐ প্রধান সমিতি হইতে স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি সভার সম্পত্তির ট্রাষ্টি হইবেন এবং তাঁহারা সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

সমিতির কোন এক সভ্যের অবর্ত্তমানে বা কেহ সভ্যপদ অঙ্গীকার না করিলে তাঁহার স্থানে অন্য সভ্য নিযুক্ত হইবেন। কোন ব্যক্তি সভার উদ্দেশ্যে বাধিত হইবার জন্য সভাকে এককালীন ৫০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ নগদে বা সম্পত্তিতে দান করিলে তিনি সমিতির অতিরিক্ত আজীবন সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং সভ্যের অন্য সকল কার্য্য করিবেন। বৎসরান্তে সমিতি সভার আয়ব্যয়ের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করিবেন।

সভ্যগণের কর্ত্তব্য—সভার অধিবেশনে সভার উদ্দেশে কার্য্যগুলি যাহাতে পরিণত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। সভ্যদিগের মধ্যে একজন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অধিকাংশের মতগ্রহণে কার্য্য হইবে। যদি কোন সময়ে মতদ্বৈধে সম সংখ্যা হয় তাহা হইলে সভাপতি যে দিকে মত দিবেন তাহাই গৃহীত হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব মত ব্যতীত কোন মতই কখনও গ্রাহ্য হইবে না।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য—যে সকল বিষয় সভায় আলোচিত হইবে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। সভা আহ্বান করিবেন। সভার স্থিরীকৃত বিষয়গুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি ও ব্যবস্থা করিবেন।

কোষাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য—সভার অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষা করিবেন এবং সভার অনুমতি অনুসারে ট্রাষ্টি দিগের হস্তে অর্থ প্রদান করিবেন ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া সভার ইচ্ছা ও ব্যবস্থানুযায়ী খরচ করিবেন।

হিসাব রক্ষকের কর্ত্তব্য—সভার যাবতীয় আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন। ট্রাষ্টি দিগের নিকট হইতে বৎসরের শেষে হিসাব সংগ্রহ করিয়া সভার হিসাব সহ সভাতে পেশ করিবেন।

ট্রাষ্টির কর্ত্তব্য—সভার যে সকল সম্পত্তি হইবে তাহা তাঁহারা রক্ষা করিবেন এবং ঐ সকল সম্পত্তি হইতে সমিতির ব্যবস্থানুযায়ী খরচ করিবেন।

সভ্যের নিয়োগ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শাখা দুই প্রকার; সন্তান ও শিষ্য এবং এতদুভয়ের অধস্তনগণ। সন্তানদিগের মধ্যে দুই জন শিষ্যগণের মধ্যে চারিজন এবং অনুগত জনের মধ্যে একজন সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত হইবেন। যাঁহারা সমিতির সভ্য পদ প্রার্থী হইবেন অথবা সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারা সকলেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতাবলম্বী হওয়া চাই। তাহা হইতে বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইলে তিনি সভ্যপদে নিযুক্ত হইতে অথবা থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার স্থলে সাধারণ সভার অনুমতি ক্রমে অন্য সভ্য নিযুক্ত হইবেন। সন্তান ও শিষ্য দিগের মধ্যে যাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিবেন বা সভ্যের কার্য্য করিতে উৎসাহবিশিষ্ট থাকিবেন তাঁহারাই সভ্য হইতে পারিবেন। তাহাদিগের মধ্যে সংখ্যায় ন্যূনতানিবন্ধন নির্ব্বাচনের অসুবিধা হইলে অধস্তন পর্য্যায় অর্থাৎ সন্তানের সন্তান এবং শিষ্যের শিষ্য ব্যক্তিগণ সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়া নিযুক্ত হইতে পারিবেন। সন্তান, শিষ্য ও অনুগত জনের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণী হইতে যিনি উচ্চতম সংখ্যক অনুমোদন (ভোট) সংগ্রহ করিতে পারিবেন তিনি সভ্যপদে নিযুক্ত হইবেন। কোন স্ত্রীলোক কখনই সভ্যপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না অথবা তজ্জন্য ভোট দিতে পারিবেন না।

সমিতি আবশ্যক বিবেচনা করিলে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উপরিউক্ত নিয়মাবলীর অধীনে সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

সম্পাদক শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিসভা।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিসভার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শ্রীস্মৃতি সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্মৃতিসভার সদস্যবর্গের প্রার্থনা এই যে শুদ্ধভক্ত পাঠকগণ এতদ্বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশরূপ হরিজন-সেবা করিবার অভিপ্রায় করিলে উহা সজ্জন তোষণী সম্পাদকের নিকট জানাইতে পারেন। তাদৃশ অভিপ্রায় আগত হইলে সম্পাদক যথাস্থানে উহা প্রেরণ করিবেন। সজ্জন তোষণী সম্পাদক।

প্রতিকূল মতবাদ।

এক মাননীয় পত্র লেখক লিখিয়াছেন "আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোন-রূপ সভা সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ উহাদ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার। তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণে প্রেম, হরিজনে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ

জনে অনুগ্রহ ও বিদ্বেষীর উপেক্ষাই ভাগবত জীবনের আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ মুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং সুশিক্ষিত অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গ দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ কল্পিত সাপেক্ষ বিচার সমস্ত ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দ্দয় হইয়া মনে না করেন যে কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচার দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মান্যের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যম ভাগবতাধিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে অনভিজ্ঞ জনে উপেক্ষার বিধান নাই পরন্তু জীবের ভক্তিবাধক অজ্ঞান সমূহের অপসারণ কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখবাক্য হইতে আমরা জানি যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্ম্মফল প্রসূ ভোগাবরণ ও বৈশিষ্ট্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধ অহৈতুকী উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণ প্রেম লাভ রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও

প্রেমাবস্থা। সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থ গুলি অন্যাভিলাষ, ফল ভোগময় কর্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণ সেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কত প্রকার রোগমুক্তির কল্পনাসমূহ নিজ চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক্ উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা, গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধুসঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদ্বৈত পন্থীর নির্ভেদ ব্রহ্ম জ্ঞান, যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কর্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গ প্রভাবে অপসারিত হয়। তাদৃশ অনর্থের মল সমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন পন্থারোধ করত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ নাই। নীরব বা নির্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবান্তর ফল রবরাহিত্য বা জনরাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধন সমূহের অকর্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তিপথে স্বীকৃত হয় নাই। অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কর্ম্মীগণের আড়ম্বর ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা, হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তি-বিরোধী জীব রবরহিত মূকধর্ম্ম এবং জনরহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে। নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত জনসঙ্গ ও প্রাকৃত উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত

হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপপর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না কেননা উভয়ধর্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুব্ধ তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়। সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী হঠকারিতার আশ্রয়ে যে সকল মতবাদ প্রচার করেন তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ শ্লোক, এবং আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ এতৎ প্রসঙ্গে ধীর ভাবে অনুশীলনীয়।

জগতে সভা সমিতির যদি কোন ফল থাকে তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশেই হওয়া উচিত। সভা সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাদৃশ সভা সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সে কেলে ফলকামী কর্ম্মীগণ মনে করেন যে সভা সমিতি পূর্ব্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ভাগবত শ্রবণ সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু এত কথা শুনিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্ব্বিশেষবাদী বিষয়মদান্ধ তার্কিকগণের পন্থাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

মূক ও জড় হইয়াই যে কেবল ভক্তি হয় একথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। নীরব ও নির্জ্জন উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। তজ্জন্য পরমোচ্চস্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। "আমি জ্ঞানী বিচারক" এতাদৃশ নিজভোগপর অব্যক্ত বাগেগন্ধপ বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা॥"

শ্রীজীব গোস্বামী পাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন। নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামাজ্ঞনন্তস্ত ইত্যপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি। যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তং।

হরিকথা কীর্ত্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই সেই স্থানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয় কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ জীবের সঙ্গময় সভা সমিতি। যেখানে কীর্ত্তন নাই, শ্রবণ নাই পক্ষান্তরে ফল্গু বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে সেখানে অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য নাই। ফল্গুবৈরাগ্য প্রাকৃত

বিষয় সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গুবৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে। ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তিপ্রচার ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে? ভক্ত ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ভাবময়। নিত্য ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্য নৈমিত্তিক ভোগ্য কর্ম্মবাদ ও সেবা-শৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগবদ্বিরোধী আত্মম্ভরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধসাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেক বলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্ষু, বুভুক্ষু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাকৃত শ্রবণ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রতিকূল ভাবহৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন

বৈষ্ণব চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥

মহাত্মা শ্রীল কৃষ্ণদাস।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয়তম সেবক শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী বিগত ১০ ই আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্থীদিবসে বেলা দুইটার সময় ভৌমলোক ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলোদ্দেশে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ঠাকুরের অনুগতমণ্ডলীর দুঃখ ভাষায় বর্ণনীয় নহে। শ্রীল কৃষ্ণদাসের পরম পবিত্র গুরুসেবাময় আদর্শ জীবনের সৌন্দর্য্য দ্রষ্টামাত্রেই অভিনব আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীঠাকুরের অভাব জনিত দুঃখভার-রুদ্ধ ভক্ত জগৎ কৃষ্ণদাসের প্রসন্ন সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়াই কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতেন। আজ সেই যাযাবরের নির্যাণে তাঁহাদের হৃদয়ের ক্লেশ একমাত্র শ্রীগৌরহরিই বুঝিতে পারিতেছেন। কৃষ্ণদাস যে লোকে গিয়াছেন তাহাই রূপানুগভক্তগণের সেব্য গোলোকের অন্তঃ প্রকোষ্ঠ।

যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার মধ্যে ছাতড়া নামক গ্রামে ১২৯৪ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতে আটটার সময় মহানুভব কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, কৃষ্ণদাসের বাল্যকালেই সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হৃষীকেশে ভগবানের ভজনোদ্দেশে, সন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার প্রদত্ত নাম ইন্দ্র চন্দ্র। ইন্দ্র চন্দ্রের আর দুইটী ভ্রাতা ছিলেন এবং দুইটী ভগিনী বর্ত্তমান আছেন। বিনোদপুর নামক গ্রামে ইন্দ্রচন্দ্র মাতুলালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পিতৃদেব গৃহ ত্যাগ করায় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রচন্দ্র পাঠাভ্যাসে বঞ্চিত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। পিতৃকুলবিত্ত ও নিজ সামান্য ব্যবসায়ের উপার্জ্জনদ্বারা ইন্দ্রচন্দ্র গৃহের ব্যয় নির্ব্বাহ ও মধ্যম ভ্রাতার শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় ভ্রাতাটি প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার গৃহত্যাগ,

শ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সুচতুর ইন্দ্রচন্দ্রের সংসারের অকর্ম্মণ্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার উপলব্ধি হইল। তিনি শুদ্ধ পরমার্থপথের অনুসন্ধানে ব্রতী হইলেন। এই নিষ্কপট অনুসন্ধান ফলে তিনি জানিতে পারিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুই জীবের একমাত্র নিরুপাধিক কৃপার দাতা। সেই মহাবদান্যের আশ্রয়ে জীব কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রয়ীতে যাঁহারা আবদ্ধ তাঁহাদের প্রাপ্য অবস্থায় অভাব দেখিবার চক্ষু মুমুক্ষুগণের ও আছে। আবার মুমুক্ষুগণের ফল কামনা বা কৈতব শান্তিলাভ না হইলে কাহার ও দেখিবার নয়ন উন্মীলিত হয় না। তদ্দেশ প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রণালীর স্থূলতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে তাঁহার চিত্ত পরমোচ্চ সোপানের যোগ্যতায় নীত হইল। তিনি এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হরপ্রাণময় মহান্ত গুরুর পদাশ্রয়ের বাসনা করেন। ইন্দ্রচন্দ্র অপর দুই বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া পদব্রজে দুইবার শ্রীধাম নবদ্বীপ আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য ইন্দ্রচন্দ্রের বন্ধুদ্বয় ও সরলান্তঃকরণে মহান্ত গুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া ১৩১৪ সালে ও ১৩১৫ সালের প্রারম্ভে তাঁহারা পরমহংস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণু সেবা-নিরত পাদপদ্ম দর্শন করেন। তাঁহার করুণাবলে ও উপদেশমতে ইন্দ্রচন্দ্র ও অপর দুই কৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় লাভ করেন। ইন্দ্র চন্দ্রের ভাবি কল্যাণ অবগত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন। নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণভজন করাইবার উদ্দেশে ঠাকুর মহাশয়, ইন্দ্রচন্দ্রের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রকে ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে পারমহংস্য সংস্কার প্রদান করেন। এইকাল হইতে ইন্দ্রচন্দ্র শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় নামে বৈষ্ণব জগতে পরিচিত হলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী ডোর কৌপীন লাভ করিয়া বিষয়ী ও বিষয় সমূহকে হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন। উচ্চকীর্ত্তন করিলেও নিবন্ধ করিয়া সংখ্যা নাম কীর্ত্তনেরই সম্মান করিতেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিলে অনবধানের জন্ত হইতে জীবের ভজনের বাধা ঘটে না শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের এই উপদেশ কৃষ্ণদাসের হৃদয়দেশ অধিকার করে। কৃষ্ণদাসের মধুর কণ্ঠে গীত সংখ্যান্বিত কৃষ্ণনাম যাঁহাদের কর্ণ পবিত্র করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে সাধুমুখোচ্চারিত সুমধুর হরে কৃষ্ণ নামের বল কত? কর্ম্মনিষ্ঠের মুখোচ্চারিত কৃত্রিম কৃষ্ণ নামের সহিত প্রকৃত কৃষ্ণনামের পার্থক্য আসল ও নকল বস্তুর মধ্যে ভেদের সহিত উপমেয়। ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে বাবাজী মহাশয় শ্রীআচার্য্য প্রভুঠাকুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীক্ষেত্রে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি দেড় বৎসর কাল ক্ষেত্রবাসী ছিলেন। শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর এতাদৃশ হার্দ্দী করুণা কে কোন পার্থিব বিষয়ীর সঙ্গ কৃষ্ণদাসের হৃদয়কে কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিষয়ী ভেকধারীর ন্যায় তিনি কোন দিন বিষয়ীর নিমন্ত্রণ বা দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। মাধুকরী বৃত্তিতে ও বিষয়ী পুরুষের অন্ন বিস্তর বিষয় বীজ আছে জানিয়া অবৈষ্ণবের নিকট হইতে কোন বস্তু ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। নিমন্ত্রণ রত বেশধারী উদাসীনগণ যেরূপ দক্ষিণা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যমদণ্ড্য হন, পঙ্গৎ প্রভৃতি দলবদ্ধ ক্রিয়ার আবাহন করেন, অবৈষ্ণবসমাজের গৃহব্রতগণ হইতে মাধুকরী প্রভৃতি বৃত্তির গ্রহণ প্রশংসা করেন তাদৃশ ভ্রম কখনই বাবাজীমহাশয়কে স্পর্শ করে নাই। শ্রীগৌরহরি একদিন বাবাজী মহাশয়কে পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রাকৃত ভক্তবেশধারী কপট উদাসীনকে তাঁহার নিকট শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে কপটভক্ত সমাজে মিশিতে পরামর্শ দেয় এবং পদব্রজে বন-

পথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার লোভ প্রদর্শন করে। আরোও বলে যে সম্প্রদায় পরিচর্য্যা বা গুরুদেবের আশ্রম রক্ষণ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভক্তিকৃত্যও কৃষ্ণদাসের নিজ বিরূপ বিষয়ের অন্যতম। কিন্তু শ্রীগৌরচরির শুদ্ধকৃপাবলে যখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শুদ্ধবৈভববিলোপকারী ফল্গুবৈরাগ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বা নিজ ফল ভোগপর পরব্রজে ভৌমযাত্রা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক জীবের ভোগপর উন্নতি বিধানকারী কর্ম্ম সমূহ, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা নামক অঙ্গের বিরোধী এবং শ্রীগুরু দেবের সেবা অপর প্রাকৃত বস্তু সেবার সহিত তুল্য নহে, তখনই নির্ব্বোধ কপট বৈষ্ণবের কাপট্যের মূল্য নাই জানিতে পারিলেন। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিয়াও তদুদ্দেশে আলোকচিত্রমূর্ত্তির সেবানুষ্ঠান কৃষ্ণদাসের ক্ষেত্রকৃত্যের অন্যতমতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া একনিষ্ঠ হইয়া বাবাজীমহাশয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালাবধি তাঁহার অহর্নিশ যষ্টিনগুকাল সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে জীব যে রূপ কায়মনো বাক্যে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ সেবায় নিজ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির নিয়োগ করেন তাহার সম্পূর্ণ আদর্শ স্বীকার করিয়া আচার্য্য প্রভুকেই সর্ব্বভক্তিমতাং গুরু জানিয়া তাঁহার সেবাই কৃষ্ণভক্তির আকর জগৎকে দেখাইলেন। এই সেবাই বীজস্বরূপে বাবাজীমহাশয়ের ভক্তিলতাকে আজ রাধাকুণ্ডতটস্থিত স্বানন্দ সুখদকুঞ্জের অধীশ্বর এবং নিজাধীশ্বরীর চরণ সেবাকুঞ্জের নিত্য পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। এই সেবাই শ্রীঠাকুরের আশ্রিত অপর ভজন-শীল ভক্তদিগের প্রতি কৃষ্ণদাসের অপ্রাকৃত স্নেহের ও তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণের উপায়স্বরূপ দয়ার মূর্ত্তিরূপে হৃদয়ে দেখা দিল। শ্রীঠাকুরের অপ্রকট কালে তাঁহার সর্ব্ব প্রধান শিষ্যোচিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম অনুকম্পিত জনের নিশ্চয় কৃত্য সমূহ শ্রীল কৃষ্ণদাসের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঠাকুরের প্রকট কালীয় সেবাফলে কৃষ্ণদাসের আবিদ্যা-নদী প্রবাহিত

হইয়া তাঁহাকে ভক্তিরস সমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবতে পারঙ্গত করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট জীবন তাঁহাতে দৃষ্ট হয় এবং ভাগবতোচিত হরিসেবা ফলে তিনি আজ শ্রীরূপানুগ ভক্ত শ্রেণীতে অধিকার লাভ করিলেন। গুরু কৃপায় তিনি বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের সূক্ষ্ম পরিচয় বুঝিতেন, সম্ভোগবাদের হেয়ত্ব ভক্তে স্পৃষ্ট হইলে তিনি আতঙ্কিত হইতেন, কর্ম্মীর ভোগপিপাসায় রস সম্ভোগেচ্ছা ভক্তির বিরোধী, জ্ঞানীর ত্যাগ পিপাসায় হরিনামের ফল শমন দমন প্রভৃতি মুমুক্ষুর বাণীর হেয়তা ভক্তির বিরোধী, মিছাভক্তের প্রতিষ্ঠাশাস্ত্রে গুরুভিমান ও ভক্তি প্রচার ভক্তির অনুশীলনে বিরোধী, ক্রমপন্থা ছাড়িয়া হঠাৎ রস লাভ বা প্রেমাপ্তির অসম্ভাবনা, জগতে বিদ্যা অর্থ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজ ভোগ বা জড়শরীরের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশে তাহাদের নিয়োগে ভক্তির ন্যূনতা প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সমূহে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল কিন্তু ভক্ত সেই গুণ গুলি অন্তরে জানিয়া অধিকারী না দেখিলে ব্যক্ত করিতেন না। তিনি কাহারো মনে কোন ক্লেশজনক অপ্রিয় বাক্য কোন দিন বলেন নাই। কাহাকেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন নাই বা কাহারও শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান পর্য্যন্ত করেন নাই। আবার শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি দিব্যসূরিগণের অসংখ্য অনুকম্পিত ব্যক্তি দেখিয়া ও তাদৃশ সঙ্গ তাঁহাদের ভাল হয় নাই এরূপ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের তাহাই কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন।

আমাদের সহিত এই ভক্তবরের ২০শে ভাদ্র তারিখে শেষ সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি শারীরিক অসুখের কথা জানাইলেন। তাঁহার ন্যায় আত্মীয়জনের ক্লেশের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা অন্যত্র চলিয়া আসি। বাবাজী মহাশয় স্বীয় জন্মস্থানে পিতা মাতার সমক্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত শরীর তাঁহাদের নিকট রাখিয়া অষ্টাবিংশ বর্ষ দ্বিমাস পূর্ণ করিয়া

নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইবার দিবসে তাঁহার প্রভু তাঁহার নিকট হইতে অপ্রকট হন। ভক্ত ঠিক এক বর্ষ দুই মাস পরে স্বীয় প্রভুর সমীপে গেলেন। শরীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই কথা প্রকাশ করেন যে তাঁহার কলেবরের অবশেষাংশ শ্রীধামে প্রেরিত হয় এবং তাঁহার সম্পর্কিত কোন কৃতো বিষয়ীর কোন অর্থ যেন কোনপ্রকারে কোনদিন গৃহীত না হয়।

বাবাজী মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীল নরোত্তম দাস যতিবর, শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি অনুষ্ঠান স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে একাদশ দিবসে শ্রীঠাকুরের সমাধির সন্নিকট প্রদেশে পারমহংস্য বিধানানুসারে সম্পন্ন করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাসের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস তুমি আজ নিত্যধামে, আমরা তোমার সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া জড়বুদ্ধিতে ও প্রপঞ্চে। তুমি আজ কৃষ্ণ সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য, আমরা বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া অধন্য। তোমার প্রকটকালে তোমার আন্তরিক স্নেহ যেমন আমাদের ভক্তিপথের সোপান ছিল এখনও যেন তোমার তাদৃশ নিত্য অহৈতুকী কৃপা আমাদের ন্যায় হরিবিমুখ জীবে থাকে। তোমার জনক ধন্য ও গর্ভধারিণী ধন্যা। তাঁহারা তোমার ন্যায় শুদ্ধ হরিজন বৈষ্ণবের পিতা মাতা তাঁহাদের গৃহধর্ম্মও ধন্য, অন্যের হরিবিমুখ সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার জন্ম ও অপ্রকটস্থান তোমার জন্যই ধন্য হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ৬ঠা আশ্বিন মঙ্গলবারে শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত সজ্জনতোষণী কার্য্যালয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মতিথি ভাদ্রগৌর ত্রয়োদশীর আরাধনোৎসব হইয়াছিল।

বিগত ১৩ই আশ্বিন বৃহস্পতিবারে নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগৌরভক্ত রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ বাটীতে দেহ রাখিয়াছেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সদস্যরূপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীভগবদ্গৃহাদি ও বর্ত্মাদি প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার সহৃদয় যত্নে উৎকলদেশে ঢেঙ্কানলে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জের দক্ষিণাংশে এই ভক্তবরের একটী উদ্যান আছে।

বিগত শ্রাবণ মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনান্তর্গত কালীয়দহ নিবাসী উদাসীন মহাত্মা জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয় ১০৩ বর্ষ বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মা কালনাপ্রবাসী নামৈকনিষ্ঠ সিদ্ধাবস্থার শ্রীল ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র ছিলেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে বা[illegible] শাক্রদ্বীপ্রকুলে উদ্ভূত হন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক দিবস শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভক্তের আশ্রিত পরিচয়ে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী মাননীয় ইংরাজী শিক্ষিত মহোদয়গণ বাবাজী মহাশয়ের অনুগত পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু মহাত্মের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব যে তাঁহার প্রিয়তম প্রধান শিষ্যাদি পরিচয় দিয়াও ভিন্নমার্গীয় ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। মহাভাগবতের তাদৃশ সঙ্গ, ভক্তের ভক্তিহানি করিতে সমর্থ হয় না আবার পক্ষান্তরে অভক্তিমার্গাশ্রিত প্রতিষ্ঠাপরায়ণ প্রত্যেক জনেরও তাদৃশ পরিচয়ে নিবৃত্তির উদয় বা কোন মঙ্গল হয় না। কেবলাদ্বৈতবাদীর সেবক, অর্চ্চনমার্গীয় সেবানিরত পাঞ্চরাত্রিক কোমলশ্রদ্ধ প্রাকৃত বৈষ্ণবগণ এবং তুলসীকাষ্ঠিধানে ভূষিত হুজুগপ্রিয় নানা উদাসীন ও গৃহব্রতগণও বাবাজী মহাশয়ের দোহাই দিয়া শ্রীরূপানুগমার্গ ত্যাগ করিয়াও আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া বহু মানন করেন এবং নিগ্রহগুরুসকে প্রাকৃত অভাবময় জ্ঞা[illegible]

করিয়া প্রাকৃত সম্ভোগরসের পুষ্টি সাধিত হইল মনে করেন এবং উহাই বাবাজী মহাশয়ের সুশিক্ষা বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু আমরা কোন দিন মহাত্মা জগদীশ দাসকে শ্রীরূপানুগের বিরোধী বা বিপ্রলম্ভরসবিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

গোলোকগত-শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে

স্মরণার্থ-সঙ্গীত।

(সাহিত্য পরিষদে গীত।)

ইমন-কল্যাণ।

স্মরিতে তোমারে, মিলে হে হেথা, আজি এ আনন্দ সভাতে।
এসেছিলে তুমি, আজি এই দিনে, ধন্য করিতে জগতে॥
চলে গেছ তুমি অমাটীয়া দেশে, জরামৃত্যু ভয় তথা নাহি পশে,
সদা সুখে সেব মাধবের পদ, যাহা নাহি পায় মরতে।
থাকিয়ে সংসারে ত্যজে ছিলে মায়া, ত্যজে ছিলে গৃহপুত্রকন্যা জায়া,
রাজার সম্পদ্ ত্যজিয়ে হে তুমি, কৌপীন বসনে ভূষিতে॥
বংশ পূত আজ তোমারি জনমে, তোমার অভাব বুঝেছি মরমে,
প্রচারিতে তুমি নিমাইয়ের নীতি, তৃণাদপি ভাবে মোহিতে।
[illegible] পারিজাত সাহিত্য-কাননে, সৌরভে তুলনা নাহি ত্রিভুবনে,
কাঁ[illegible]ৎ তোমার বিহনে, গোলোকনিবাসী হে।
আ[illegible]ছি আমরা, জানি না কি দিয়ে তোমা জনে হয় তুষিতে।
[illegible]ই প্রেমেতে, থাকিব মজিয়া, পারিব না কভু ভুলিতে॥

আহিরীটোলা কলিকাতা। রচয়িতা—শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।
১৮ই ভাদ্র ১৩২২ সাল। গায়ক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপা[illegible]য়।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

সজ্জন তোষণী।

তোষণীর কথা।

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জন-তোষণী॥

যিনি সজ্জনবৃন্দের সন্তোষবিধানার্থ সজ্জনতোষণীর আবির্ভাব করাইয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

সজ্জন বলিলে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শৈথিল্যবাদী নিজ নিজ বিচারানুকূলে সংজ্ঞা কল্পনা করিবেন সত্য কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব থাকিবে। সজ্জন শব্দে ভগবান্‌ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায় অর্থাৎ যে বস্তু নিত্য সেব্য সেবক ভাবরূপ অনুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুণ্ঠতা জনিত অবস্থান্তর লক্ষিত হয়না তাহাই সদ্বস্তু। সজ্জন বস্তু বৈকুণ্ঠ বলিয়া তাহার প্রতি মায়ার কোন অধিকার নাই;

সজ্জন তোষণী মহাপ্রভুর নিজ বস্তু সুতরাং প্রপঞ্চে প্রকট হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত বিষয় বাহিনী পত্রিকা মাত্র নহেন। বিষয়ীগণ বিষয় জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ নির্ম্মল শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রসময় ভগবানের নিত্য উপাদানের অন্যতম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সজ্জন তোষণী রূপানুগ স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে তাঁহারাও তোষণীর শুদ্ধ নিরপেক্ষ শিবদ নির্ম্মৎসর প্রোজ্ঝিত-কৈতব সাধুগণের পরম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই গুণষট্‌কের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যক নাই সুতরাং তোষণী কখনই এই গুলির সঙ্গ করেন না বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি পথই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। ভক্তি পথের প্রারম্ভে দুইটী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বিচার প্রধান ও অপরটী রুচি প্রধান। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। যাঁহাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রথম মুখে রুচি দেখা যায় না তাঁহাদের এই ভক্তি মার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধা গুলির নাম অবিচার বা সম্বন্ধজ্ঞানাভাব। সম্বন্ধজ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষে লক্ষিত হইলে তিনি নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ অনুশীলন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন। যিনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ, মহাপ্রেমময় হইয়া জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগ ভক্তিমার্গের আচার্য্য স্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গৌর সংসারে উদয় হইয়াছিলেন তাঁহার শ্রীচরণকমলে অপরাধরূপ বুদ্ধি যেন কোন শ্রীরূপানুগ মার্গের পথিককে স্পর্শ না করে। শ্রীজীব গোস্বামীর

অপারি করুণাবলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তি ধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ হইতেই রূপানুগ পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তি ধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূল গুরু শ্রীপাদ জীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচিপ্রধানমার্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন মার্গের সুগমপথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস গোস্বামীর আনুগত্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন যে স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় সেস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে রুচিপ্রধানমার্গী জীবা তাদৃশ পথিকও বিপথগামী। রুচি প্রধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন কোন অর্ব্বাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্যপাদের অনুষ্ঠান শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে জানাইয়া গুর্ব্বপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় রসিক শেখর অপ্রাকৃত জীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায় বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয় তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। রূপানুগ শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত জীব প্রভুকে শুদ্ধ ব্যতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মর্ত্ত্য বুদ্ধি করেন না। রাগানুগগণও বলেন আচার্য্য গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাঁহাকে অবমাননা করিতে নাই।

রুচিপ্রধানমার্গেও শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভজন ক্রিয়া প্রভৃতি ক্রম পদ্ধতি অনাদৃত হয় নাই। আবার যেখানে ক্রম পদ্ধতির অনাদর

সেখানে যে রুচিপ্রধানমার্গে গমনশীল পথিকের আত্মম্ভরিতা তাহা তাঁহাকে ভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া পথভ্রান্তি উৎপন্ন করাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেকে আপনাদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া জীবপ্রভুর গুরুত্বে শৈথিল্য ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা স্বকীয় পারকীয়াদি বিচার উত্থাপন করিয়া শ্রীবপাদের চরণে অপরাধী পর্য্যন্ত হন। সজ্জন তোষণী তাদৃশ গুরববমাননা করিবার প্রশ্রয় দেন না। যে স্থলে বৈষ্ণবাভিমানীর জাতরতি ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই সে স্থলে রূপানুগ ক্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। ভক্তি, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত বস্তু শুনিয়াই অনেক অভক্ত সম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্ম্মে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ করেন তাহাতে অভক্ত সম্প্রদায়গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে থাক সিদ্ধান্ত বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া গুলিকে মানব সমাজের অত্যন্ত নিম্ন স্তরে পাপী মূঢ় জানিয়া আসন প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতরুচিগণের বৃত্তি তাহা কখনই নহে। সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের রুচি উচ্ছ্বসিত তাঁহারা জাতরুচি। সিদ্ধান্ত বিরোধী রুচি কখনই কৃষ্ণপ্রেমধন প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের যদশ্মসারং শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজ নিজ প্রাকৃত চতুরতায় নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারে না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ।
ফোটাদীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাহ তাহে তোমার বিরাগ॥

কি আর বলিব তোরে মন

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন

অঁখ্যানিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এলোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল অনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি, দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥
ভুমিত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়।
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়॥

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।

চর্ম্মমাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ ●|
শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা রুচি আসক্তি উদয়॥
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভাব, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।
ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

বৈষ্ণব নিন্দা।

ভগবদ্ভজন প্রয়াসী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব নিন্দা হইতে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন কেন না বৈষ্ণব নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয় যথা :—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয় তাহার পক্ষে এই ছুইটী সহিত আচার পতনের কারণ হয়। অধঃপতন অপরাধের ফল যথা :—

যদি উঠে বৈষ্ণবাপরাধ হাতি মাথা।
উপাড়িঞা যায় কিম্বা ছিঁড়ি যায় লতা॥

বৈষ্ণব অপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে হইলে এই কয়েকটী বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক যথা :—

১। কি করিলে বৈষ্ণব নিন্দা হয়?

২। নিন্দা কাহাকে বলে?

৩। সর্ব্বসদ্গুণ সম্পন্ন বৈষ্ণবে নিন্দনীয় কার্য্যই বা কিরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে?

শ্রীনামতত্ত্ব রত্নমালায় উক্ত তিনটি বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা দৃষ্ট হয় যথা :—

প্রাগ্‌ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ ক্ষয়াবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন॥
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধুনিন্দকোঽধমঃ॥

প্রথমতঃ :— ভক্তের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বাচরিত দোষ সমূহ, পূর্ব্বদোষের ক্ষয়াবশেষ, এবং দৈবোৎপন্ন দোষ সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে সাধুনিন্দক হইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ :—উক্তশ্লোকাবলীর 'সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু' ইত্যাদি বাক্যে নিন্দার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সদুদ্দেশ্য কাহাকে বলা যায়? তদুত্তরে শাস্ত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে চিদ্ব্যাপার মাত্রেই সৎ এবং চিদিতর সমস্তই অসৎ। এরূপস্থলে ভক্তে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ভক্তের দোষ গুণাবলীর আলোচনা অথবা ভক্তাভক্ত নিরূপণ করিবার জন্য দোষগুণাবলীর যে আলোচনা তাহা ভক্তিলাভচেষ্টা হওয়ায় সৎ এবং নিন্দা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুর মহিমা জ্ঞান না হইলে শ্রদ্ধা দৃঢ়া হইবেন কেন? মহিমাজ্ঞানে

চেষ্টাতে আলোচনাই একমাত্র অবলম্বনীয়। এরূপক্ষেত্রে আলোচনা নিন্দার পার্থক্য যথাযথ বুঝা আবশ্যক। অজ্ঞতা প্রযুক্ত আলোচনাকে নিন্দাশ্রেণী ভুক্ত করিয়া আলোচনা ত্যাগ করিলে শুভফল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি বলা যায় যে আলোচনা করিবার শক্তি কৈ? তদুত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে:—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোনও ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥

সুতরাং যিনি ভক্তিলাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টাপর তিনি অবশ্যই আলোচনা করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। চিত্তদৌর্ব্বল্য-ক্রমে কেহ কেহ আলোচনায় নিন্দার ভয় করেন এরূপস্থলে জানিতে হইবে যে তত্ত্ব জ্ঞানাভাবই চিত্তদৌর্ব্বল্যের জনক। যতই তত্ত্বালোচনা করা যাইবে ততই হৃদয়দৌর্ব্বল্য অপসারিত হইবে। মৌখিক কতক গুলি মিষ্টবাক্য স্তুতি হইতে পারে না। অন্তরনিষ্ঠ প্রীতিই প্রীতি। জীব বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দা বা স্তুতি দুইই একরূপ। বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী নহেন। এজন্য তাঁহারা কাহার ও নিন্দা করেন না যথা:—

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

নিন্দা ও সদুদ্দেশ্যে আলোচনা বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলে ও ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ কেননা একটী বহির্ম্মুখ জীবের নৈমিত্তিক স্বভাবনিষ্ঠ অন্যটী ভক্তিলাভেচ্ছুগণের চিন্ময়ী চেষ্টা। সুতরাং সম্পূর্ণ পৃথক্।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন বৈষ্ণবে দোষ দেখা যাইবে কিরূপে? বাস্তবিক কথা যিনি ঐকান্তিক চিত্তে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেছেন তিনিই প্রকৃত সাধু। যম নিয়ম আদি মূলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে যিনি যতটুকু ভজন বল লাভ করিতেছেন তাঁহার অসচ্চেষ্টাও তত টুকু খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। অসচ্চেষ্টা ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেরই গর্হণীয়। ক্ষয়াবশিষ্ট এবং দৈবোৎপন্ন দোষ ভক্তে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে যাঁহার ঐরূপ দোষ আছে বা উৎপন্ন হয় তিনিও যেরূপ ঐ দোষাবলীকে ঘৃণা করেন অন্যান্য ভক্তগণ ও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবতারই আদর; দোষের আদর ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের মধ্যে কদাপি দেখা যাইবে না। ভক্তের হৃদয় বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। ভক্ত্যনুকুল বিষয় স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত এবং ভক্তি প্রতিকূল ব্যাপার ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। যতটুকু ভজন বল ততটুকু দোষ আপনা হইতেই দূর হয়, বাকি টুকু তিনি গর্হণ করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। দৈবোৎপন্নই হউক আর ক্ষয়াবশিষ্টই হউক বৈষ্ণব মাত্রেই দোষকে সর্ব্বদা ঘৃণা করিবেন। দোষ এইরূপ অবস্থায় ভক্তে লক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীকিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়।

ভক্তবর শ্রীমন্মথ নাথ রায় ভক্তিপ্রকাশের

বিয়োগে আর্ত্তি।

পড়িল অশনি যশোর ক্ষেত্রে, সহসা ভরিল সলিল নেত্রে,
এমন দিনেতে কি কার্য্য তরে, বলনা আমাকে বিরাগ ভরে॥ ১॥
আমি যে আকুল কিছু না জানি, তোমা বিনা আমি কিছু না মানি,
তবু ও তোমার এই কি খেলা, আমার চোখেতে ফেলিলে ধুলা॥২॥

একটী জীবন খেলিতেছিল, হঠাৎ কাঁদিয়ে কোথায় গেল,
নিশিদিন খুঁজি পাব না আর, হয়েছে, বুঝিবা, ভবের পার। ৩ ॥
সকলের গম্য সে নহে স্থান, যেথানে সে গেছে করিয়া মান,
সাধকের তনু রাখিয়া হেথা, সেবক রূপেতে গিয়াছে সেথা ॥ ৪ ॥
মানব হিতেতে দিছিল মন, সবাকে ভাবিত আপন জন,
তাহাদের তরে সদাই কত, ডেকেছে তোমারে, পেরেছে যত ॥ ৫ ॥
হরি নাম দিয়া করিল ধন্য, জাতি ভেদ তাহে না করি গণ্য,
রসাল যশোর খুলনা দেশ, পরাল সবারে বৈষ্ণব বেশ ॥ ৬ ॥
ঝুমঝুমপুর গ্রামের রাজ, তানা হলে তথা জন্মেছে আজ,
এমন মানব, যাহার বরে, হরি নাম সবে কীর্ত্তন করে ॥ ৭ ॥
বিদ্যা শিক্ষা যবে করিতেছিল, ভকতি বিনোদ আশ্রয় নিল,
বিনোদের কৃপা অগাধ জল, গাছ বড় হয়ে ফলিল ফল ॥ ৮ ॥
সে দিনের কথা পড়িছে মনে, প্রথম মিলন আমার সনে,
ভকতি ভবনে সংকোচ আশে, লইয়া গেলাম ঠাকুর পাশে ॥ ৯ ॥
গুরু কৃপা পেয়ে আনন্দে ভোর, সংসারে মাতিল করিয়া জোর,
গোপনে রাখিল গুপতধন, প্রথিত করিল যুড়িয়া বন ॥ ১০ ॥
বিনোদ দেখিল গুপত ভার, আদেশিল তারে করিতে বার,
একে একে তাহা উদ্ধার করি, উত্তম পাত্রেতে রাখিল বার ॥ ১১ ॥
বিনোদের পদ ধরিয়া মাথে, চৈতন্যের শিক্ষা করিয়া সাথে,
জগতের কায করিল যত, একমুখে তাহা গাইব কত ॥ ১২ ॥
কায়স্থকুলের প্রদীপ সেই, মনমথ নাম পেয়েছে যেই,
স্বার্থক জীবন সফল করি, আনন্দ সাগরে ভাসাল তরি ॥ ১৩ ॥
ধাম প্রচারিণী জানিয়া তাহা, ভকতি প্রকাশ বলিয়া, আহা!
ডাকিল তাহাকে মধুর স্বরে, প্রতিধ্বনি হ'লো সবার ঘরে ॥ ১৪ ॥

ধন্য সেই জীব যাহার তরে, গাইতেছি আমি দুঃখের ভরে,
হইয়াছে আজি বিমুক্ত বিধি, হরি বিনা কিছু জানেনা নিধি।। ১৫ ।।
তাহারি উদ্দেশে করিছে ভিক্ষা, ললিতা প্রসাদ চৈতন্য শিক্ষা,
প্রচার হউক দেশ বিদেশে, জীব উদ্ধারিতে, এইটী শেষে।। ১৬ ।।

শ্রীললিতা প্রসাদ দত্ত।

শ্রীগুরু স্বরূপ।

নোয়াখালি বিজয়নগর হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল লিখিয়াছেন "শ্রী শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধায় তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করায় আপনি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা আমার আশা ও পিপাসা নিবারণ না হওয়ায় অদ্য এই দীনহীন ভজনবিহীন অজ্ঞান নিতান্ত বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে শরণাগত হইল। আপনি যে এক জন দয়াল, পরদুঃখ কাতর, পাপীর সহায় ও দরিদ্রের বন্ধু, তাহা আপনার ভূত ও বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এই নরাধম ও ঘোর পাপীর উদ্ধার সাধনে বাঞ্ছা হয় তবে নিজ কার্য্যে একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও নিম্ন লিখিত প্রশ্নটীর বিস্তৃত মীমাংসা জানাইয়া প্রতিপালিত উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটে আমরা আপনার আদেশ, উপদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইব বলিয়া স্থির সংকল্প হইয়া রহিয়াছি তাহাতেই এই প্রশ্নের বিস্তৃত মীমাংসা (বিরুদ্ধ বাদখণ্ডন পূর্ব্বক) জানিবার জন্য মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। এই ক্ষণ আপনার স্নেহ ও দয়ার উপর নির্ভর।

শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুই পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটী মত ও বাক্ বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বড়ই বিপদ ঘটিয়াছে। কোন্ পথ সত্য সুতরাং কোন্ পথ অবলম্বন করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যাখ্যাকার গণের ভাব ও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং যাই কোথা? কাঁহার কথা বিশ্বাস করি?

কেহ বলেন শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলেই বাঞ্ছিত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন তাহাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিলে অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীভগবানের পার্ষদ বা প্রিয়-তম ভক্ত জ্ঞান করিয়া ভজন করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত বহুতর শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছি না।

এই ক্ষণ মহোদয়ের নিকট নিতান্ত বিনয় ও কাকুতিভরে প্রার্থনা এই যে এসম্বন্ধে আপনার বিশুদ্ধ মতটী (যাহা আমরা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য্য করিয়া লইব) বিস্তৃত মীমাংসা সহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাক্যের সাহায্যে জানাইলে পরমোপকৃত হইব। তর্ক করিয়া বিরুদ্ধবাদীকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রার্থী হইলাম। শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়া-ছেন তদ্দ্বারা বিরুদ্ধবাদ খণ্ডাইয়া কাহাকে ও কিছু প্রবোধ দিতে পারি না।

সুতরাং এইবার আর ঐরূপ গ্রন্থ দেখিবার আদেশ না দিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেক গুলি মূর্খ ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তির অপার উপকার করা হইবে।

এ পত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এ স্থানের অনেক লোকই বিশেষ রূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ পানে চাহিয়া রহিল।

অতএব কৃপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয় ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।"

সদুত্তর।

শাস্ত্র সকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম বিচার, জ্ঞান বিচার ও ভক্তি বিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীগণ বস্তু মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইহারা উপাসনা বা ভক্তি মার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তি মার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই কিন্তু শক্তি গত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথক ধর্ম্ম বিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানীগণ তত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণা করেন তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্ব জ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। ১। গুরু তত্ত্ব ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত তত্ত্ব ৩। অংশাবতার অদ্বৈত তত্ত্ব ৪। স্বরূপ প্রকাশ নিত্যানন্দ তত্ত্ব ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তিতত্ত্ব ৬। স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাহা হইলে গুরু তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্ব ভগবান কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ স্বরূপ এবং গুরুদেব এই পঞ্চ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই

পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস। শ্রীগুরুদেব চৈতন্য দেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশ স্বরূপ ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রেষ্ঠতম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাস রূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। "কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন। কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ" "ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে, সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে" নানা ভক্ত ভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।" "আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।" সেই অভিমানে সুখে আপনা পাশরে। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু" "দুই যে চৈতন্য দাস আর নিত্যানন্দ। দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ" "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর" এই সকল পদ্য, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধে ও আলোচনা করিবেন। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরু দেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না উহা নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞান মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করেন নাই কিন্তু ভগবদ্ বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন। "শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ

দৃষ্টিব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ স্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই "বয়ং তু সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাস্ম" "তব যঃ প্রিয় সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসাঃ শ্রীমদ্ অষ্টভুজং পুরুষং॥ প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন "হে ভগবন্ আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম মৃত্যু রূপ সংসারের ভিষক্ শ্রেষ্ঠ আত্ম গতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাহাদের গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয় সখা বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ জনের রাগানুগা মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু। শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ অর্থাৎ হে মন তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্ম সমূহ বা বেদ নিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যায় এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণ প্রিয়তম সর্ব্বদা জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীপাদ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্য দেবের প্রকাশ। শুদ্ধ ভক্ত জগতের গুরু চৈতন্য দেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণু তত্ত্বের মূল বস্তু হইলেও দাস দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ সেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন "সুবর্ণের ঝারি করি, রাধা কুণ্ডে জল পুরি, দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব। গুরু রূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চামরের বাতাস করিব॥ হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়। সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা গেল জন্ম তার, সেই পশু বড় দুরাচার॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ- রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং। অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক জানিতে হইবে তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান হইলেও ভগবানের প্রিয় কৃষ্ণের প্রকাশ স্বরূপ তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌর পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যান চন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন শ্রীমহাপ্রভুশেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌর নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর প্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেব প্রভৃতি ভক্তগণের ভক্তিসহকারে পূজা করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন "গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু। গুরু, কৃষ্ণ শক্তি, কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু" "গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত; শুদ্ধ

বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।"

এসম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই পত্র সম্বন্ধে কোনস্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামীগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ। তদ্ভিন্ন অদ্বৈতের নবীন মত একটী আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীগুরুতত্ত্ব (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বোধ হয় পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামীগণ জানিতেন না। তাহা এই "সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।" কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাস বাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তি বিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়া ও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন জানা গেল।

পারমার্থিকশাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার। শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণগুরু অনেকস্থলে ভজন

শিক্ষাগুরু একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তত্ত্ববাদীগণ মায়াবাদীগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"তস্মিং শ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বাহশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্‌ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষা-স্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষা ন ক্ষমন্তে ইত্যাদ্বয়সবৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" শ্রীগুরুদেবকে মায়া-বাদবুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয় কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন বন্দে গুরূন্ প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপ করেন বিলাস॥

এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগতভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন কিন্তু শ্রীভগবদ্দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার

করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্ যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীবহিংসাপর, লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ অমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্ত্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদি চিৎকার কখনই সুফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরম প্রিয়। সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনায় নিতাই পদকমল প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান কেবল সম্বিৎশক্তি পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী পাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে।

শ্রীমহাপ্রভু-শেষ নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তরৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।

এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব ভিত্তি

স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীপ্রবোধানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে ভারতের দাক্ষিণাত্যে তীর্থ পর্য্যটনচ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী সঙ্গমে, পরে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। আষাঢ় শুক্লা একাদশী তিথিতে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দশনামী সন্ন্যাসীগণের বিধি অনুসারে, চাতুর্ম্মাস্য আগত দেখিয়া ভগবান্ চৈতন্য চন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথ ক্ষেত্রে চারিমাস কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের সদাচারনিষ্ঠা প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রাম সমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত্ত বিপ্রগণ কোন মতে বাস করিতে সুবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গম্ তৎকালে কেবল শ্রীবৈষ্ণব সেবিত তীর্থ ছিল। সুতরাং ভগবান, বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত আচার সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস কাল অতিবাহিত করিয়া কৃষ্ণ কথা প্রচার ও শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন, জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহীশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে সেই সময়ে তিরুমলয়, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ নামক তিনটী ভ্রাতা ও মধ্যম বেঙ্কটের পোগণ্ড পুত্র গোপাল ভট্ট বাস করিতেন। ইঁহারা উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। মহাপ্রভু এই বিপ্রবংশের অত্যন্ত নিতান্ত প্রসন্ন হয়। তাঁহাদের গৃহে চারিমাসকাল অতিবাহিত করেন।

শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনা প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক দয়াগুণে এই ভট্ট পরিবার শ্রীকৃষ্ণরসলাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। ত্রিমল্লের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনি ও শ্রীচৈতন্য-গত প্রাণ ছিলেন এরূপ বুঝিতে পারা যায়। বেঙ্কটের সহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রহস্য চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্য নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয়। শ্রীপ্রবোধানন্দের সংশিক্ষা প্রভাবে বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট শ্রীগৌড়ীয়গণের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীপ্রবোধা-নন্দ সরস্বতীকে তুঙ্গবিদ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রারম্ভে লিখিত আছে যে ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট, শ্রীরূপসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ দাসকে সন্তোষ করিতে হরিভক্তি বিলাস রচনা করিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে।

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।
তাঁর প্রিয় তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥
পরম বৈরাগ্য স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি গীতবাদ্য নৃত্যে অনুপম॥
যাঁর কাব্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার॥

শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী, মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদগত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সংকল্প করতঃ শ্রীগৌরচরণাশ্রয়ে

কাল বিলম্ব না করিয়া মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন। শ্রীগোপাল ভট্টের ও ক্রমশঃ ব্রজধাম লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

অনেকের নিকট এরূপ প্রশ্ন উদয় হয় যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ প্রিয়জন থাকা সত্ত্বে তাঁহার বিবরণ ও মহিমা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভক্ত পাঠকের প্রীতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে ভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বোধ হয়। শ্রীঘনশ্যাম বলেন

শ্রীগোপাল ভট্টের এসব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে কেহো না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চরে॥
পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে॥
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে॥

কেহ কেহ বলেন শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত কাব্যাবলী হইতে স্বকীয় বাদের পুষ্টি দেখা যায়, এজন্য শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণ পারকীয় ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর অধিক আলোচনা করেন না। যাহা হউক শ্রীনরহরি দাসের ন্যায় নিরপেক্ষ শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত

জন্মমাত্রেই ভাগ্যবন্ত সুতরাং তাঁহারা কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরানুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয় দাস্য মাধুরী নিরন্তর আস্বাদন করুন্।

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ পরম পরিস্ফুট। ভাষায় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই প্রবোধানন্দের শ্রীবৃন্দাবনশতক নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতি লাভ করেন। শ্রীনবদ্বীপ শতক গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবনশতকের ন্যায়। শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীরাধারসসুধানিধি কাব্য গ্রন্থ জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। সাধারণ কাব্যপ্রিয় পাঠকের এই গ্রন্থ পাঠে তাদৃশ সুখানুভূতি না হইলেও হরিরসমিগ্ধ নিষ্কপট ভক্তজনের পরম প্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস বৃদ্ধি। এজন্য পাঠকের সুকৃতির উপর এই লোকাতীত ভাব গুলি কার্য্য করিবে। বিবেক শতক বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অন্যান্যের গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়। বহরমপুরের মৃত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থ খানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌরবিরোধিগণ ইহা পাঠ করিলে চিত্তের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করিবেন। শ্রীগৌরানুগগণ পড়িলেও পরমানন্দে অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে নিমগ্ন হইবেন। শ্রীগোলোকপতি চারিমাস ধরিয়া যাঁহাদের গ্রহণীয় বিষয় হইয়া দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য দ্রব্যে ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী অবশ্যই কিছু অংশ লাভের প্রত্যাশা রাখে। সঙ্গীত মাধব নামক সরস্বতীগোস্বামীর একখানি গীতি গ্রন্থ আছে।

কেহ কেহ প্রকাশানন্দের সহিত প্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপনে প্রয়াস পান আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য তৃতীয়াধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে।

এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব অনুচর॥
একদিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি॥
গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হই বরাহ ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥
হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে এই মত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥

এইঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীরঙ্গে মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দপাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা শ্রীসাম্প্রদায়িক রামানুজীয় বৈষ্ণব সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য নারায়ণ বিগ্রহের সেবক। আর প্রকাশানন্দ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবক। এই দুই ব্যক্তিকে এক করিবার চেষ্টা বা সাম্য প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ২০ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ আছে।

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড় মড়ি করি বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সেই যায় নাশ॥
সত্য মোর লীলাকর্ম্ম সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান॥
যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥

প্রকাশানন্দ কাশীবাসী মায়াবাদী, প্রবোধানন্দ কাম্যবনবাসী ভক্ত। একজন আর্য্যাবর্ত্তবাসী অপর জন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব। একজন নির্ব্বিশেষবাদী অপরটী বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষবাদী পরে অচিন্ত্যাদ্বৈতা-দ্বৈত মতাশ্রিত। একজন বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া পরে ভক্ত অপর জন বৈষ্ণবাচার্য্য গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ও গুরুদেবকে ভক্ত না বলিয়া পূর্ব্বে মায়াবাদী বলিয়া লাঞ্ছিত করিলে অপরাধ হয়।

মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলায় পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদে ও আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া রামানুজীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় মায়াবাদী কিরূপে হন বুঝা যায় না। প্রকাশানন্দের সহিত প্রবোধানন্দের একত্র প্রয়াস নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। এইরূপ ঐতিহ্যসমূহের উৎপাটন প্রবৃত্তি অল্পদুঃখের বিষয় নহে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া গোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার কথা চরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায় কবিরাজ গোস্বামী আদেশলঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে তাঁহাকে অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভাবিকালে এই বিষমভ্রম উৎপন্ন হইবে তাহা হইলে গোপালের দ্বারা কবিরাজ গোস্বামীকে সেরূপ ভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে।

তিরুমলয় বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌর চন্দ্র॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ তিন পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥
তিরুমলয় বেঙ্কট প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥
মোসবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে।

চারিমাস পরে প্রভু হৈলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিল অনেকরূপ প্রবোধ বচন ॥
কেহ কহে শ্রীবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

অধ্যাপক অফ্রেতের তালিকায় সঙ্গীত মাধব নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এ গ্রন্থ খানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। স্থানান্তরে উহা প্রকাশ করিলাম।

শ্রীসম্প্রদায়ের গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন ক্রমে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়ার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন। শ্রী প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের আলোচনা পূর্ব্বক কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করেন কিন্তু বিশিষ্টপ্রমাণাভাবে ঐরূপ স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয়।

শ্রীভক্তি মার্গ।

অভক্তি মার্গের সংক্ষেপ পরিচয় তন্নামশীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি এক্ষণে ভক্তিমার্গের কথা পাঠকগণকে জানাইতেছি।

যাহা অভক্তি পথ নহে যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে তাহাই শুদ্ধভক্তি পথ। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরি সেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই।

নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূল ভাবে সর্ব্বোপাধি মুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে। মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম ভক্তি জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, অপ্রাকৃত রূপ রসগন্ধ শব্দ স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ দুরাশাবশে ব্যতিরেকভাবে মায়ায় বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয় তখনই তাঁহার স্বরূপ বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে মা শব্দে নহে বা নিন্দনীয়া, যা শব্দে যাহা অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা মীয়তে অনয়া অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতি জাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ অন্বয়ক্রমে কৃষ্ণাশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয় যাহা ভোগীগণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মস্তরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ সেবন প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তির কথা কথিত হয় তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের ভক্তি শব্দ বাচ্য নহে। অপবর্গ লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যে স্থলে বৈকুণ্ঠ বস্তুকে স্বীয় ভোক্তা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম; সেখানে মায়াসহ এক ভগবান বস্তু যোষা, ও জীব পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মাধাব ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, থিয়সফি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তি ধর্ম্ম নহে। শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদি রস উপদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য মাতৃত্ব, কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেন না তাদৃশ সত্তা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদীগণ মুখে গৌর ভক্ত হইয়া কৃষ্ণ বস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণ সহ মায়ৈকত্ব আরোপ করিতে গিয়া ভক্তি ধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয় তর্পণ প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তর্পণরত হইয়া কর্ম্ম ফল বশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকার ভেদ মনে করে তাহারা একপ্রকার সহজিয়া। অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই প্রাকৃত। স্ত্রৈণ ভাব পোষণ করিলা গৃহব্রত ধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব নাশে কৃষ্ণ প্রেম উদিত হয়। ইহাঁদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধন ভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণ প্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ইহাঁরা আহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন।

স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিতে চান না। কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্মুখী বিষয় প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়ামমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন। ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধ ভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য প্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহ ধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয় তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়ীগণ স্বজাতিতে স্বদেশে স্বদলে থাকিয়া রসগান শুনিয়া ও ভক্তকে পার্থিব মাটিয়া বা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন এসকল কথা সুন্দর ভাবে নিম্নে কৃষ্ণে শ্লোকত্রয় দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর সম্ভোগরসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়। শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০১ সংখ্যা

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে কপিল মাতাকে বলিলেন, নির্হেতুক ব্যবধান রহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে তাঁহারা আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্যলাভ ও আমার

সামীপ্য লাভ এই চারিপ্রকার মুক্তি সম্ভোগ দিলে ও উহা গ্রহণ করেন না তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এবিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তি সাধকগণের নিদর্শন স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভাব সমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগা-সাধক নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আবাহন না করিয়া বসেন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতৃর্ক না নিজাশ্রিতজনগণকে সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে গিয়াছেন আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই।

আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
নিজদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ॥
তাঁসবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃতকাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

নিজসুখ মানে লাভ, পড়ুক তার শিরেবাজ, কৃষ্ণের মাত্রচাহিয়ে সন্তোষ।

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই তাঁহারা ভগবৎপ্রেষ্ঠ বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথমমুখে দেখিতে পান না তজ্জন্যই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজনপ্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান তাঁহাদের নিষ্ঠা নাম্নী অবস্থা সাধন ভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আবার রুচির উদয় হইয়াছে বিষয় প্রবৃত্তিরূপ অনর্থ ও প্রবল আছে এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নির্ব্যলীকত্বের ব্যাঘাত। যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন বাহ্যান্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান্। যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান তখন অথবা ই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগীয় বাহ্য সাধন শ্রবণ কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধ দ্বারা উপড়াইয়া, ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ী দিগের ন্যায়

শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন। শ্রুতি স্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগামার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারী ও রাগানুগা মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধী ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচার প্রধানমার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্রধানমার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর স্বরূপ বিভ্রান্তি হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগামার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবত সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ গুণশ্রবণ ও লীলা শ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনের ও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু বাহ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগামার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্যবিশেষ।

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন :— তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি। সম্যক্ উদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ং। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং সন্মাহাত্ম্যং জাতরুচানাং পরমসুখদং। যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণ বৈশিষ্ট্য লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপাদ করিবে।

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধ ভক্ত নিজ পরিচয় সুষ্ঠু রূপে জানিতে পারেন। নাম ভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল প্রতিকূল বিচারে তাঁহার যুক্ত বৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই তবে জড় গৃহাসক্ত বা স্ত্রৈণ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গু বৈরাগ্যাশ্রয়ে ও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

সঙ্গীতমাধব-মহাকাব্যম্।

প্রথমঃ সর্গঃ—বৃন্দাবনোৎসবঃ।

সদানন্দে বৃন্দাবননিবিড়কুঞ্জে নবতড়িদ্
ঘনজ্যোতিঃপুঞ্জং কিমপি কলগুঞ্জং মধুকরে।
নবোন্মীলৎ কৈশোরকললিতলীলারসময়ং
সদা তন্মে জীয়ান্মধুরমধুরং ধামযুগলং॥ ১॥
নবচম্পক-গৌরকান্তিভিঃ কৃতবৃন্দাবনরূপহেমতাং।
ভজ কামপি বিশ্বমোহিনীং মধুরপ্রেমরসাধিদেবতাং॥ ২॥
মহাপ্রেমরসজ্যোতিরপারাবারবারিধেঃ।
রাধামোহনকৈশোরং সারং রাধাভিধং স্তুমঃ॥ ৩॥
পরমরতিরসাম্ভোরাশিকল্লোলমালা-
তরলিতস্মকুমারঃ শ্যামসম্মোহনাঙ্গঃ।
ব্রজললিতকিশোরীলম্পটঃ কোপি জীয়াৎ
প্রমদমদনলীলামুগ্ধমুগ্ধঃ কিশোরঃ॥ ৪॥

উত্তরঙ্গমহানঙ্গরসাঙ্কিতরলং মহঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গং ভজ রাধাঙ্গভূষণং॥ ৫ ॥
পরমরসবিভূত্যৈ দৈবতাস্তাবতারং
জগতি কৃতরহস্যং প্রেমভক্তিঃ প্রচারং।
লবণজলধিকূলে কল্পিতানল্পলীলং
স্ফুরদরুণদুকূলং ধামগৌরং স্মরামি॥ ৬ ॥
নিত্যোন্মদানন্দরসৈককন্দং কন্দর্পলীলাদ্ভুতকেলিবৃন্দং।
শ্রীরাধিকামাধবয়োর্দিদৃক্ষুস্তষ্টাব বৃন্দাবনমেব কাচিৎ॥ ৭ ॥

বসন্ত রাগেণ গীয়তে যথা,—

অদ্ভুতসুরভিসময়সমীরণরসময় মধুরলতাতরুজালং।
নবমকরন্দমহাদ্ভুতপরিমলমত্তবিচলদলিমালং॥
বন্দে বৃন্দাবনবিপিনমমন্দং।
প্রেমমহারসবেগবিজৃম্ভিতমদনমহোৎসবকন্দং॥ ধ্রু ॥
বিকসদশোকবকুল-কুল-চম্পক-মাধবিকাভিরনূনং।
সহ নিজবল্লভয়া ব্রজনাগরলূনবিচিত্রবিশূনং॥ ২ ॥
সুললিতকলিন্দসুতালহরীকৃতমৃদুমৃদু শীকরবর্ষং।
ভূমুলরতিশ্রমিতালসতনুবররসিকমিথুনকৃতহর্ষং॥ ৩ ॥
অদ্ভুতরসসরসীলসদুৎপলমুকুলিতকনকসরোজং।
প্রাণসমা কুচলোচনকোণকসংস্মৃতিকৃতিহরিতীব্রমনোজং॥ ৪ ॥
আশ্রিতকুসুমঘটিতমধুশাসনমঞ্জুলকুঞ্জকুটীরং।
রাধামাধব নবরতিলীলাগানসততমুদাকুলকীরং॥ ৫ ॥
কুসুমিতসুফলিতকল্পলতাবৃতসুরতরুকৃতপরভাবং।
বিবিধমণীবৃতভূতলনিপতিতনবকর্পূরপরাগং॥ ৬ ॥

শিখিকুলনটনমৃগীচকিতেক্ষণপিকপঞ্চমকৃতশোভং।
প্রেমসুধাম্বুধিবিদলিতখগপশুগণমঙ্গমহামণিলোভং॥ ৭॥
নীলতমালতালবনান্তরনিধুবনকৌতুকিপিঙ্গরতুংসং।
পরিমলহারমৃদুমলয়ানিলতরুকৃতরাধাপথশংসং॥ ৮॥
ললিতকদম্বতলে ধৃতভঙ্গিমমোহনবাদিতবংশং।
নিরবধি নিজসুখসার-রসোন্মদহরিকৃতপরমপ্রশংসং॥ ৯॥
প্রিয়রসমত্তসরস্বতিবর্ণিতবৃন্দাবনমহিমানং।
পিবত বুধাঃ শ্রবণেন সুধারসসারসুধাকরগানং॥ ১০॥
সান্দ্রপ্রেমরসামৃতৈকলহরীস্যন্দীনিমন্দীকৃত
ব্রহ্মানন্দসমাধিসন্মুনিমনোহার্য্যৈককেলিস্থলী।
ঈশেনাপ্যবিতর্ক্য দিব্যমহিমন্যাবির্ভূতি শ্রেয়সে
ভূয়ান্নঃ পশুপক্ষিভূরুহলতা বৃন্দানি বৃন্দাটবী॥ ১১॥
মহদদ্ভুত সৎ প্রভাবতস্তব বৃন্দাবন কেবলং কন্দং।
ত্বয়ি নিত্য বিহরতিতন্মহারসিকদ্বন্দমহং বিলোকয়ে॥ ১২॥

অথ রসময় রাধাকৃষ্ণদাস্যৈকলুব্ধা
নিরবধি মৃগয়ন্তী কুঞ্জগেহাবলীষু।
তদতিমধুরলীলানন্দিরাধা সখীনা-
মিদমকলয়দারাৎ কীর্ত্তনং সা মৃগাক্ষী॥ ১৩॥

যথা মঙ্গলঃ। তথাহি গুঞ্জরিরাগেণ গীয়তে।

প্রণতসকলসুখদায়ক ব্রজনায়ক হে বল্লভরাজকুমার।
স্ফুটসরসীরুহ-লোচন ভয়মোচন হে পালিতনিজপরিবার॥ ১॥
জয় জয় প্রাণসখে॥ ধ্রু॥
ব্রজতরুনীলনবনাগররসসাগর হে রতিচিত্তমহারতিরঙ্গ।
রসিক যুবতি পরিহারক কৃতরাসক হে ললিতানঙ্গতরঙ্গ॥ ২॥

মণিময়বেণু-লসন্মুখ হে মৃদুমৃদুহাসবিলাস।
কুলবনিতাব্রতভঞ্জন রিপুগঞ্জন হে নবরতিকেলিবিলাস॥ ৩॥
মধুরমধুররসনৃত্তনহতপূতন হে নবঘননীলশরীর।
তপনসুতাতট সলুটরতিলম্পট হে ধৃত বরমণিগণহারি॥ ৪॥
স্ফুরদরুণাধরপল্লব ব্রজবল্লভ হে রাধামানসহংস।
শ্রীল সরস্বতিগীতকং হরিভাবদং মঙ্গলমিহ বিদধত্তে॥ ৫॥
রাধায়াঃ স্তনহেমকুম্ভযুগলে দত্বাকরং পল্লবা-
ভাসং কোমলমূরুচারুকদলীকাণ্ডঞ্চ রুম্ভোদিতং।
নির্ম্মায় প্রতিবাধিহস্তবলয়ধ্বানঞ্চ তূর্য্যাদ্বলং
গোবিন্দঃ কৃতমঙ্গলো রতিরণারম্ভে সমুজ্জৃম্ভতে॥ ৬॥
মধুরং মধুরং মধুদ্বিষস্তদিদং গীতমতীবমঙ্গলং।
শ্রবণাঞ্জলিভির্নিপীয়সাম্বৃতগোবিন্দপদেদমুজ্জগৌ॥ ৭॥

তথাহি বসন্তরাগেণ গীয়তে।

মদশিখিপিঞ্ছমুকুটপরিলাঞ্ছিতকুঞ্চিতকচনিকুরম্বে।
মুখরিতবেণুকসততপরাবধি নবনবকেলিকদম্বে॥ ১॥
বসতু মনো মম মদন-গোপালে।
নবরতিকেলিবিলাসপরাবধিরাধাসু[illegible]রমালে॥ ধ্রু॥
কলিতকলিন্দসুতা-পুলিনোজ্জ্বলকল্পমহীরুহমূলে।
কিঙ্কিণীকলরবরঞ্জিতকটিতটকোমলপীতদুকূলে॥ ২॥
মুরলীমনোহরমধুরতরাধরঘনরুচিচোরকিশোরে।
শ্রীবৃষভানুকুমারী হরিমোহনরুচি শ্রীমুখচন্দ্রচকোরে॥ ৩॥
গুঞ্জাহারকমকরমণিকুণ্ডল সুকঙ্কণনূপুরশোভে।
মৃদুরমধুরস্মিতচারুবিলোকনরসিকবধূকৃতলোভে॥ ৪॥

মত্তমধুব্রতগুঞ্জিতরঞ্জিত গলদলিত বনমালে।
গন্ধাঘর্ণিতসুবলিতসুন্দরপুলকিতবাহুবিশালে ॥ ৫ ॥

উজ্জ্বলরত্ন সুললিতালিত সকলককামবিলাসে।
শারদকোটিসুধাকিরণোজ্জ্বল-শ্রীমুখকমলবিলাসে ॥ ৬ ॥

গ্রীবাকটিপদভঙ্গিমনোহর-নবসুকুমারশরীরে।
বৃন্দাবননবকুঞ্জগৃহান্তররতিরণরঙ্গসুধীরে ॥ ৭ ॥

পরিমলসারসকেশরচন্দনচর্চ্চিততরলসদঙ্গে।
পরমানন্দরসৈকঘনাকৃতিপ্রবহদনঙ্গতরঙ্গে ॥ ৮ ॥

পদনখচন্দ্রমণিচ্ছবিলজ্জিতমনসিজকোটীসমাজে।
অদ্ভুত-কেলিবিলাস-বিশারদব্রজপুরনবযুবরাজে ॥ ৯ ॥

সরস সরস্বতিবর্ণিতমাধবরূপসুধারসসারে।
রময়ত সাধুবুধা নিজ হৃদয়ং ভ্রমথ সুধা কিমসারে ॥ ১০ ॥

তথা তত্রৈব।

কুবলয়দলনীলঃ কোটিকন্দর্পলীলঃ কনকরুচিদুকূলঃ কেলিপিঞ্ছাবচূলঃ।
মম হৃদি কুলবালানীবিবিশ্রংসিবংশীধ্বনিরুদয়তু রাধা পদ্মিনী রাজহংসঃ ॥

অত্যাবৃত্তপয়োধরাদিযুগলং বিভ্রৎকরাভ্যাং নিজং
ত্রাত্বা গোকুলমাত্মযোনিবিষয়াসারৈর্হতং মাধবঃ।
রাধামিত্যভিসারিণীং চতুরয়া সখ্যা ভয়োৎকম্পিতাং
নীত্বৈকান্ত বনান্তরে রতিকলাহৃষ্টো হরিঃ পাতু বঃ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে বৃন্দাবনোৎসবো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

সমালোচনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শেঠ প্রভৃতি গৌরভক্তগণ এই গ্রন্থের প্রকাশক। মূল্য চারি আনা। ইহাতে প্রকাশ আছে যে এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের ১॥/০ পত্রে মুদ্রিত আছে। পরে শেঠ মহাশয়ের লিখিত কবিতা পরিশিষ্ট প্রমাণাদি ২৩ পৃষ্ঠা; সিদ্ধান্ত সমন্বয় ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র গোস্বামি কলিত সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণম্ ৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ছাপা ও বিষয় ভাল।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধারম্ভে লিখিত আছে যে বহু পুণ্য ও সাধনার ফলে মানুষের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস উপজাত হয়। কিন্তু বিশ্বাস শব্দে শ্রদ্ধাকে বুঝিতে হয়। তাহা সাধন ভক্তির প্রথম মুখ উহা জন্মকোটী সুকৃতৈর্ন লভ্যতে বলিয়া পদ্যাবলীতে লিখিত আছে। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা বলিয়াও একটি শ্লোক শাস্ত্রে আছে। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ। পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, এই কবিতা সমূহ এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীগৌরমন্ত্রে গৌরাঙ্গের অর্চ্চনার আবশ্যকতা এবং গৌরমূর্ত্তির অর্চ্চনার পূর্ব্বানুষ্ঠান সমূহ প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। প্রমাণ বলিয়া কয়েকটী আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাদৃশ কাহিনীর প্রমাণের মূল উল্লেখ না করায় উদ্দেশ্য কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। ভগবানের অংশ লইয়া যে বিচার দেখাইয়াছেন তাহাতে ভগবদ্বিগ্রহ কখনই মায়া নির্ম্মিত

নহে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। মৎস্য কূর্ম্মাদি ভগবদ্বিগ্রহ সমূহ "মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দ ময়" জানাইবার পরিবর্ত্তে অংশ ও পূর্ণ বিষয়ক বিচারটী সম্যক্ নহে। পাঠককে মায়াকর্ত্তৃক বস্তু খণ্ডিত হইয়া অংশ-হওয়ার ন্যায় বিষ্ণুতত্ত্বে মায়াবশ যোগ্যতা না থাকায় বিষ্ণুতত্ত্ব খণ্ডিত হইতে পারেন না বুঝান হয় নাই। এই বিচার পাঠ করিয়া কেহ এরূপ মনে না করেন যে কৃষ্ণ হইতে গৌরাঙ্গ অধিকতর পূর্ণ যেহেতু গৌরাঙ্গে যখন কৃষ্ণও আছেন তখন গৌরাঙ্গের সহিত কৃষ্ণের তুলনা, কৃষ্ণের সহ রামাদি অবতারের তুলনার মত। পূর্ব্ববিজ্ঞ লেখকগণ এরূপ অসংযত ভাবে কোথাও কোন দিন লেখেন নাই।

প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দের সাম্যপ্রয়াস বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় লেখকের ঐতিহ্যে প্রবেশাভাব জ্ঞাপন করে।

কবিতার মধ্যে আমরা একয়েকটীর অর্থ পাঠ করিয়া ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

নারোজী উদ্ধার জান না কি ভ্রাতা।

গৌর অঙ্গে দেখে শ্রীগৌরবাদী।
গৌর মানাইবে শ্রীগৌর বাদী।

পূরবে দেখহ কালের বশে। বৃন্দাবন বন হইল শেষে॥
তাহা প্রকাশিলা গৌরাঙ্গ পুনঃ। নগর করিলা করি যতন॥
গৌর অবতারে গোস্বামী হন। তাঁদের বংশধর সব এবে রন॥
গৌরাঙ্গ যদি স্থাবর রয়। তবুও ভক্তিতে ঈশ্বর হয়॥
গৌরলীলাস্থান সবই আছে। যদিও ধামে বাড়ী গিয়াছে মুছে॥
গৌরকে কৃষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ বুঝে। যদি কেউ কভু একান্ত ভজে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক অনেক গুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা আশাকরি সন্দেহবাদীগণ এই গুলি পাঠ করিয়া লাভবান্ হইবেন।

শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণে আমরা পাঠ করিলাম নতু শ্রীশিবাবতারশঙ্করাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মণাবতার শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীজয়দেবাদীনামর্চ্চাস্থাপনং কুত্রাপি দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ। কিন্তু শঙ্করের অর্চ্চামূর্ত্তি শৃঙ্গেরিতে এবং বর্ত্তমানকালে পুরুষোত্তম ও ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরামানুজের অর্চ্চা স্থাপিত আছেন এবং পেরম্বেদুর বা মহাভূত পুরীতে বিস্তর মূর্ত্তি সহ স্থাপিত সুপ্রাচীন রামানুজার্চ্চার যথাবিধি পূজা দেখিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের এসকল সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীতারকব্রহ্ম নাম।

জগতে যত প্রকার সাধক আছে সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজন কারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণ প্রিয়। অর্থাৎ যাঁহারা রাধাকুণ্ড তটস্থিত যুগলে একাগ্রমনে সাক্ষাৎ ভজন করেন তাঁহারাই কৃষ্ণ প্রিয়। স্থূল শরীরে অন্যত্র অবস্থানেও যদি রাধাকুণ্ডতটবাসী মনে করিয়া মানসে রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন তাহারাও কৃষ্ণপ্রিয়। ভজনের ক্রম যথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ড ও কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

সুতরাং যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে তিনি অবশ্য রাধাকুণ্ডে বাস করতঃ কৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥

রাধিকা কৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধন ভক্তদিগের ত কথাই নাই যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষে দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন পরায়ণদিগের শ্রেষ্ঠতম বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া রাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই মধুর রসাশ্রিত শ্রীচৈতন্য চরণানুগ ব্যক্তির ভজন চাতুরী। রাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা।

ক্রমশঃ

শ্রীললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস।
শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীমায়াপুর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভাদ্র মাসের প্রারম্ভে গোবর্দ্ধনবাসী নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী দেহ রাখিয়াছেন। ইনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট দীক্ষিত হইয়া হরি নাম করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম কবিরাজ সুরেন্দ্র নাথ হালদার; নিবাস যশোহরের অন্তর্গত নওয়াপাড়ার সন্নিহিত একটী পল্লীতে। গৃহ প্রতিকূল বিবেচনা করিয়া ১৩১৬ সালের শেষভাগে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে কয়েক দিন বাস করেন পরে তথায় তাঁহার মাতুল ও মাতা তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে পদব্রজে চলিয়া যান। তথা হইতে হরিদ্বার ও নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কয়েকবর্ষ গোবর্দ্ধনে বাস করিতেছিলেন। এখানেই তাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভাগবত সুলেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুমোদিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে "সজ্জন তোষণীর" মত একখানি সাময়িক পত্রের প্রকাশ প্রয়োজন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সাময়িক পত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা মহাপ্রভুর অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিলে উপধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এসময়ে সজ্জন তোষণীর আবির্ভাব উপযুক্তই হইয়াছে। এজন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। সজ্জন তোষণী পাইতেছি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাণিহাটীতে আগমন উপলক্ষে ২১ শে কার্ত্তিক রবিবার স্মরণ মহোৎসব হইয়াছে। নানাশ্রেণীর ব্যক্তিগণের ইহাতে যোগ ছিল।

ষ্টেশন মাষ্টার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উদয় চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন "ইতি পূর্ব্বে যখনই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতাম তখন হৃদয়ে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিধারা প্রবাহিত হইত। সমস্ত বৈষ্ণব জগত তাঁহার অভাবে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছেন। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জনতোষণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার লাঘব করি।"

শ্রীগৌড়মণ্ডল আঁধার করিয়া শ্রীঠাকুরভক্তিবিনোদের অভিন্ন হৃদয় সুহৃৎ শ্রীব্রজবাসীগণের প্রিয় মহাত্মা শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী পরমহংস বাবাজী মহোদয় বিগত ৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রশেষে বুধবারি অরুণোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বীয় পারমহংস্য কলেবর শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে রাখিয়া নিত্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কুলিয়াতে উত্থান একাদশী দিবসে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জ্বর হয়। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় তাঁহার ও বামাঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। শেষ পাঁচ দিবস নিরন্তর মৌনভাবে সমাধিস্থ হইয়া ভজন করিতে ছিলেন। এই কালে নানা দ্বিজাতীয় সঙ্গীগণ আসিয়া তাঁহার কৃপার্থী হন। মহান্তের অতি অপূর্ব্ব স্বভাব। যাঁহারা তাঁহার প্রকট কালে ভজনের কোন অংশ গ্রহণ করিবার কোন রুচি লাভ করেন নাই তাঁহারা সকলেই এই মহাপুরুষের সমাধি সেবায় যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত্যে বিষয়ী ও নির্ব্বিষয়ী উভয়েই একত্রে যোগদান, তাঁহার প্রিয়জনগণকে অলৌকিক ভাবে আকর্ষণ এবং চাতুর্ম্মাস্যাবসানে ঊর্দ্ধ্বকৃত্য সমাধিদিনে প্রয়াণ দর্শনে ভক্তাধিরাজের ঐশ্বর্য্য অনেকের নিকট আলোচ্য বিষয়।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

সজ্জন তোষণী।

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জন-তোষণী ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

যাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম শুনিয়াছেন বা তাঁহাকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার মহত্ত্ব ও অনুষ্ঠানাবলীর বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন তাঁহাদের এই মহাত্মার সম্বন্ধে অধিক পরিচয় পাইবার কৌতূহল স্বাভাবিক। আজ আমরা এই মহাপুরুষের বিষয় যে টুকু জানিতে পারিয়াছি তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। ইহাঁর জীবনের অনুষ্ঠান সমূহ আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই জীবন পথের পথিকের কল্যাণ হইবে।

ভক্তিবিনোদ মহাশয় বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আদিলীলা ভূমি নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর (উলা) নামক পল্লীতে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রকটকালাতীতাব্দের ৩৫২ বর্ষে হৃষীকেশ মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বাসুদেব বারে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের পরম প্রিয় প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র আন্দুল নিবাসী (রাজা) কৃষ্ণানন্দ দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহজ তে, দ্বিজ সংজ্ঞা দ্বারা নিজ..রে

পরিচয় দিয়াছেন। সংসার রত জগৎকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তিতেই জীব মাত্রের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় এবং ইহ ও পরজগতে নির্ম্মল শুদ্ধ জীবাত্মা ও সবিশেষ পরমাত্মা উভয়েই ভক্তিবিনোদ রূপে নিত্য অবস্থিত জানাইয়াছেন।

প্রশংসিত মহাপুরুষ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশের কিছু পূর্ব্ব পরিচয় দিতেছি। বিশাল হিন্দু জাতীয় বিশ্বাস ও বিচার মতে ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ ভারতবর্ষে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া প্রথিত হন। চিত্রগুপ্ত হইতে ৮৭ পর্য্যায়ে ভরত, ৮৮ পর্য্যায়ে ভরদ্বাজ, তদধস্তন অঙ্গিরা তদধস্তন বৃহস্পতি উদ্ভূত হন এবং ১৪৯ আধস্তনিক পর্য্যায়ে শিবদত্তের পুত্র পুরুষোত্তম বঙ্গরাজ আদিশূর কর্ত্তৃক আহুত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তনয় কনক দণ্ডী নাম লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তদ্রচিত সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহিমাষ্টক নামে একটী সটীক অষ্টক আজও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তন বিনায়ক ও তৎপুত্র নারায়ণ দত্ত উভয়েই রাজ মন্ত্রীত্ব করেন এবং পঞ্চদশ পর্য্যায়ে কামদেবের পুত্র রাজা কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণ নামে অনুত্তমা রুচি সম্পন্ন হন। ইঁহার মণ্ডপে অবধূত প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে কৃপা করেন। কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম পুরুষে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্ত্তি মদন মোহন দত্ত উদ্ভূত হন। তিনি বঙ্গবাসী বিশেষতঃ কলিকাতা বাসী সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৌরবের পাত্র ছিলেন। তিনি বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি এবং বহু স্থানে জলাশয়াদি খনন করাইয়া দেন এবং গয়ায় প্রেতশিলার সোপান সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরব পোষণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তনুর বদান্যতা ও সৌখ্য কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতাবাসীর নিত্য গৃহকথার অন্যতমতা লাভ করিয়াছিল। মদন মোহনের প্রপৌত্র

৺ আনন্দ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জনক। তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র আমাদের ঠাকুরের নাম রাখিয়াছিলেন কেদার নাথ।

আনন্দ চন্দ্রের মাতামহ রায় রাইয়া ৺ জগন্নাথ প্রসাদ ঘোষ, মহারাজ রাজবল্লভের পিতৃস্বসা তনয়। ঠাকুরের মাতামহ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফি তৎকালে নদীয়া জেলার একজন সর্ব্বপ্রধান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, দিবাপতিয়ার রাজা তখন তাঁহার প্রজা ছিলেন। আনন্দ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়কালী কেদার নাথের জন্মের পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং মধ্যম পুত্র কালী প্রসন্ন ও কনিষ্ঠ পুত্র দ্বয় হরিদাস ও গৌরীদাস, ঠাকুরের জ্ঞানের প্রথম বিকাশ কালেই ইহজগৎ ত্যাগ করেন। আনন্দ চন্দ্রের পিতা রাজবল্লভ কলিকাতার অধিবাসী হইলে ও জ্ঞাতির কঠোর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শক্তি উপাসনা প্রভাবে সন্ন্যাস ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া উৎকল দেশে কটক জেলার ছুটী নামক গ্রামে ঠাকুরের জন্মের পূর্ব্ব হইতে বাস করিতে ছিলেন। সুতরাং পিতা আনন্দ চন্দ্র কলিকাতা বাস ছাড়িয়া ঠাকুরের মাতামহালয়ে কিছু কাল বাস করেন। এই উলা গ্রামেই মাতুলাবাসে ঠাকুর মহাশয় ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন।

কেদার নাথের পিতৃকুলে কৃষ্ণানন্দের ন্যায় হরিপরায়ণ জন্ম গ্রহণ করিলে বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিলেও পঞ্চোপাসকী বিশ্বাসক্রমে তাঁহার বংশে প্রচলিত অবৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রবল ছিল। পুণ্যময় মদন মোহন পদ্মাক্ষেত্রে প্রেতশিলায় শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের প্রণতি, শিলায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া বা তাঁহাদের বংশে নিত্যানন্দ বংশীয় আচার্য্যগণের বিশেষ সম্মান প্রদর্শনরীতি বংশানুক্রমে প্রচলিত থাকা সত্ত্বে বা জীবব্যাদি পন্থার অনুমোদন না থাকিলেও দত্ত বংশের কুলগত আচারে

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতা কোন দিনই প্রবল ছিল না। মাতৃকুলেও হরি ভক্তির কোন আদর ছিল না। তাঁহারাও তৎকাল প্রচলিত শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ও বিষয়সুখসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং কৌলিকসঙ্গের কোন ক্রিয়াই ঠাকুরের কোন দিনই সঙ্গ লাভ করে নাই। এই কারণে পূর্ব্ব যুগে যেরূপ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন তদনুসারে দত্তবংশীয় প্রাজ্ঞগণ ও অন্যান্য বর্ষীয়সী মহিলাগণ অনেক সময় ঠাকুরকে দত্তকুলের প্রহ্লাদ বলিয়া রহস্যাভিধান করিতেন।

মুস্তৌফী মহাশয়ের সুবিশাল প্রাসাদাধিক হর্ম্ম্যে, বহু দাসদাসীসেবিত পরিচর্য্যার অন্তরালে, আত্মীয় স্বজনের স্নেহের মধ্যে, অতুলৈশ্বর্য্যজুষ্ট বসনালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবর্ণ রজতাদি পাত্র পুঞ্জ ব্যবহার করিতে করিতে কেদার বাবুর শৈশব পোগণ্ডে পরিণত হয়। বাল্যেই গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইল। মাতামহের আলয়ে ফরাসডাঙ্গা নিবাসী ডিজারবারেট নামক এক ফরাসী তৎকালে ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করায়, তিনি তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং মাতামহের প্রতিষ্ঠিত জগত্তারিণী ও দীনদয়াময়ী প্রভৃতি ঠাকুরাণী গণের সেবা, গৃহস্থিত কবিরাজ গণের ঔষধ প্রস্তুতীকরণ, উলার নানা প্রকার পর্ব্ব, পিতায় পালিত নানা প্রকার পোকার প্রজাপতি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ ও নিজ স্বভাব সুলভ ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সপ্তম বর্ষে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হওয়ায় নদীয়া রাজের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে মাতামহ তাঁহার বাটীর ৫। ৬ জন বালককে কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইলেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। ইতি পূর্ব্বে বীর নগর হইতে অন্যত্র গমন বা পরিচারিকার অবলম্বন রহিত হইয়া স্বতন্ত্র বাস ঘটে নাই তজ্জন্য সঙ্গে কৃষ্ণনগরে দাসীও প্রেরিত হইল। উলা হইতে প্রেরিত সহাধ্যায়ীগণ পাঠে কোন উন্নতি করিতে পারিলেন না। বর্ষাদের

কেদারনাথ ঊর্দ্ধ শ্রেণীতে উন্নত হইলেন এবং পুরস্কার লাভ করিলেন। পরে কিছুদিন তাঁহার পাঠে অমনোযোগ ঘটিল। অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণনগরে বিসূচিকা হইয়া উলায় আসিয়াই পরলোক গমন করায় বিদেশে থাকিয়া পাঠ বন্ধ হইল। গ্রামে একটী নবস্থাপিত স্কুলে ৩। ৪ মাস পাঠ বন্ধের পর তৃতীয় নম্বর রিডার পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ঘটিল।

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতার পরলোক হইল। মাতামহের অতুল ঐশ্বর্য্যে অভাব দেখা দিল। সুতরাং সাংসারিক চিন্তা আসিয়া পৌগণ্ড কাল অতিক্রম করাইল।

পৌগণ্ডে ইঁহার নানা প্রকার চিন্তার অস্ফুট বিকাশ লক্ষিত হয়, কখন বা প্রেতযোনির অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নে চিত্ত উদ্বেলিত, কখন বা জগৎ সৃষ্টির কথায় সাধারণ বিশ্বাসের অনুসন্ধান, কখন বা প্রাণীগণের উৎপত্তি-ক্রম বিকাশময় নিরীশ্বর মতের সমালোচন শ্রবণে কেদার নাথের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে পঞ্চম রিডার ও ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ হইলে ও পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠের অনুরূপ সাহায্যাভাবে তাদৃশ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। এই বয়সে কুসঙ্গ প্রভাবে বালকগণের যেরূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, সেরূপ কোন কুসঙ্গ ঠাকুরকে আশ্রয় করিতে পারে নাই। এই কালে "উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য" নামক একখানি কাব্য রচনা করায় তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার প্রথম উদ্যম লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই।

সহজগণের অকাল মৃত্যুতে, মাতামহের বিপুল ঐশ্বর্য্যক্ষয়ে, পিতার পরলোক গমনে, পিতৃকুলবিত্ত প্রাপ্তির অসম্ভাবনায়, মাতামহ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণাভাবে হস্তান্তরিত হওয়ায় কেদারনাথের জীবনে হতাশ হইয়া তাঁহার জননী সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা ও দ্বাদশ বর্ষীয় ভাগ্যহীন বালকের সহ পরামর্শ গ্রহণ অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ঠাকুরের বিবাহ দিবার

জন্য ব্যস্ত হন এবং রাণাঘাট নিবাসী ৺ মধুসূদন মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তির পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা সহ উদ্বাহক্রিয়া বিধিমত সম্পন্ন করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে মাতামহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জননীর সহিত নৌকাযোগে ভবানীপুর আসেন ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন কিন্তু তাৎকালিক দুর্গন্ধপূর্ণ কলিকাতা বিশেষ অপ্রীতকর মনে হইল। কেদারনাথের মেশো মহাশয় ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ তৎকালে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহাকে সাহিত্যিকরাজ্যে অতি উন্নত আসন দিয়াছিল। ইনি এই সময়ে উলায় আসেন ও বালক কেদারনাথের ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। মাতার অনিচ্ছাসত্ত্বে সুযোগের অভাবে কলিকাতা আসিয়া শিক্ষা প্রাপ্তির কয়েকমাস প্রতিবন্ধক হইলেও জননী ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে উলায় রাখিয়া কেদারনাথ কতিপয় অপর আত্মীয়ের সহ নৌকাযোগে কলিকাতা আসিয়া কাশীপ্রসাদ বাবুর হেদুয়ার বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। হিন্দু চ্যারিটেবল ইনিষ্টিটিউসনে চারি বৎসর কাল বিদ্যাভ্যাস করিয়া ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভ করেন। কলিকাতায় থাকায় নোনা লাগিয়া জ্বর ও উদরের পীড়া হয় তজ্জন্য উলা যাইতে বাধ্য হন। সেখানে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নিম্নজাতীয় ফকিরের পরামর্শ অনুসারে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হন। ইহাঁদের পরামর্শ মতে মৎস্য মাংসাদি ব্যবহার ত্যাগ, নানা দেবদেবীর উপাসনায় আস্থা বর্জ্জন, ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তির সর্ব্বোচ্চতায় বিশ্বাস, নিশিচর্য্যার যোগ্যাবধি পালন, পরোপকার ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণ সমূহে আদর করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেদারনাথ অচিরেই ভগবত্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন এবং সমৃদ্ধিশালী উলা গ্রাম কিছুদিনের মধ্যে বিজন গ্রামে পরিণত হইবে ফকিরের এই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয়ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

হিন্দু চ্যারিটেবল বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত বিদ্যাভ্যাসের ফলে পুরস্কার ও মেডেলাদি প্রাপ্তি ও শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট হইতে যথোচিত স্নেহ সমাদরাদি লাভ করেন। কাশীপ্রসাদ বাবুর "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার" কাগজে প্রবন্ধাদি রচনা, ইংরাজী সাহিত্যের গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা ও ডিবেটিং ক্লাবাদিতে যোগদান প্রভৃতি উত্তম সমূহ ভাবী কালের কৃতিপুরুষের পরিচায়ক হইল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কেদার নাথ হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি। কেশব বাবু তদুচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন। এই কালে কেদারনাথের ইংরাজি কবিতা রচনা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ ক্লিন্ট সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বিদ্যাধিকারে তাঁহার ইচ্ছা বলবতী হইল। মেটকাফহলের সাধারণ পুস্তকাগারে অনেক সময় অধ্যয়নে দিনপাত কথন ও বা সভা সমিতিতে বক্তা স্বরূপে বাগ্মিতার সেবা আবার কখনও বা পাদরী ডাল সাহেব ও পার্লামেন্টের সভ্য প্রসিদ্ধ বক্তা টম্‌সনের নিকট বিদ্যাভ্যাস ও বাগ্মিতা শিক্ষা করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কেদার নাথ পুরুরাজের আখ্যান অবলম্বনে ইংরাজি ভাষায় পোরিয়েড্ নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহা পাঠ করিয়া রেভ ডাফ্ সন্তোষ লাভ করেন এবং বালককবিকে বঙ্গীয় জমিদারগণের অত্যাচার কাহিনী তাদৃশ কবিতাবলীতে রচনা করিবার পরামর্শ দেন। লিটারারি গেজেটে এ, বি, সি সংজ্ঞায় ইঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে একটী কবিতা পাঠ করিয়া মিশেস্ লক্ ডাল সাহেবের যোগে কেদারনাথকে ডাকিয়া পাঠান। এই বিদুষী মহিলার নামেই পোরিয়েড গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয়।

এই বৎসর উলায় মহামারী হইয়া গ্রামের অধিকাংশ লোক কালের করালকবলে নিপতিত হন। তৎসঙ্গে কেদারনাথের একমাত্র ভগিনীও জীবন হারাইয়া ছিলেন। জননী ও পিতামহীকে লইয়া কলিকাতা আসেন। কেদারনাথ সামান্য অর্জ্জন করিলেও প্রয়োজনীয় ব্যয় তাহাতে নির্ব্বাহ হয় না। এই কালে গৃহশূন্য, অর্থশূন্য, সহায়হীন ও নিজ পীড়ায় কাতর হইয়া এই মহাত্মা জীবন সংগ্রামে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। নিজের অভাবের কথা কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সভা সমিতিতে যোগদান করা বা বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্কোচের সহিত সম্মিলিত হইবার কারণ থাকিলেও তাহা হইতে এরূপ অসময়েও নিবৃত্ত হন নাই। ব্রাহ্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়বন্ধু থাকেন তবে বড় দাদা দ্বিজেন্দ্র বাবুই আমার হৃদয়বন্ধু। তাঁহার উদার চরিত্র, স্বচ্ছ প্রেম ও সরলতা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত বিষয় দুঃখ ভুলিয়া যাই। তিনি নির্ব্বিষয়া তাঁহার সহ বাস আমার ভাল লাগিত। কেদার নাথ এই সময়ে পাশ্চাত্য পরমার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থ আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সহায়। এই আলোচনা ফলে দ্রব্যসত্ত্বা গুণের দ্বারা অভিব্যক্তমাত্র। এইরূপ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। সার্ তারক নাথ পালিত, কেদার নাথের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটীতে এই সম্বন্ধে কেদারনাথের দ্বারা একটী বক্তৃতা করাইলেন। অনেক সাহেব বিচার বিষয়ে গাম্ভীর্য্যের প্রশংসা করিলেন বটে কিন্তু পাদরী ডাল সাহেব বলিলেন এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া মানবের কোন ফল নাই। কেদার নাথ এক্ষণে তার্কিক বলিয়া জগতে প্রতিপন্ন হন। ব্রাহ্মগণের বক্তৃতা ও পুস্তক পাঠে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তা ভাল লাগিলেও তাহাদের

বিচার প্রণালী ও উপাসনার প্রকারে তাঁহার কখনও কিছুমাত্র রুচি হয় নাই। খ্রীষ্টিয় গ্রন্থের সহ চানিং সাহেবের, থিয়োডর পার্কারের ও রিউমেনের গ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভাবে ব্রাহ্ম প্রণালী অপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টিয় প্রণালীতে তাহার অধিক রুচি উৎপন্ন করিয়াছিল। এই কালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া তাহাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমধিক আলোচ্যের বিষয় হইয়াছিল। কেদার নাথ একদিন বৰ্দ্ধমান গিয়া তথাকার মহারাজের নিকট তাঁহার রচিত পোরিয়েড্ গ্রন্থ উপহার দিলেন। মহারাজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পিতামহীর কাল হইল। কেদার নাথের অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রবল হইলেও তিনি কেবল চিত্ত বলে বিপন্ন হইলেন না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থার্জ্জনের উপায় হইল বটে কিন্তু তাহাতে নৈতিক দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেন। অধর্ম্ম অসত্য প্রভৃতি দুর্নীতি জীবনের অবলম্বনীয় নহে জানিয়া শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল।

পিতামহের অভিপ্রায় মতে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। তৎকালে পথ বিষম দুর্গম। ছুটী গ্রামে পিতামহের নিকট কিছুদিন থাকিয়া পল্লীগ্রাম বাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। প্রবলভূম্যধিকারীগণ কিরূপ বলহীন ব্যক্তিগণের উপর অযথা বিক্রম প্রকাশ করে তাহা জানিয়া ছুটী গ্রামের নিকটস্থ কেন্দ্রাপাড়া মহকুমায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পিতামহের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে কেদার নাথ তথা হইতে পুরী যাত্রা করেন। তথায় শিক্ষকদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং কটক স্কুলে একটী শিক্ষকের পদ লাভ করিলেন। পরে ভদ্রক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়া মেদিনী পুর স্কুলের শিক্ষক হইলেন। ভদ্রকে অবস্থান কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

জন্মগ্রহণ করেন। এইকালে তিনি উৎকলের মঠ সমূহের বৃত্তান্ত রচনা করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সার উইলিয়াম হা‌ণ্টার নিজকৃত উড়িষ্যানামক গ্রন্থে এই পুস্তিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে উড়িষ্যামঠ প্রণেতা কেদার নাথের অন্তর্নিহিত সমুন্নত নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে গিয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেখিলেন তথাকার সমাজে তিন প্রকার লোক। কতকগুলি নীতিরহিত মাদকদ্রব্য-সেবী ধর্ম্মহীন, কতকগুলি রাজনারায়ণ বসুর অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও কতিপয় হিন্দু। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের উক্তিতে অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তিমার্গে বালককাল হইতেই স্বাভাবিক অধিক অনুরাগ ছিল। যখন খৃষ্টীয় গ্রন্থ সমূহ পাঠ করেন সেই ভক্তিবৃত্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহার বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্ত রসহীন সুতরাং তাহা জীবের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। বৈষ্ণব বিশ্বাস বা ভক্তিরহিত হিন্দু ধর্ম্মে নানা অপকর্ম্ম জড়িত। ধর্ম্মে কখন কোন দুর্নীতি প্রবেশ করিলে তাদৃশ ধার্ম্মিকের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ধর্ম্মে জীবহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুরতা প্রবেশ করিয়া সুনীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে অথবা মাদক দ্রব্য ব্যবহারপ্রথা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অন্তর্গত দাঁড়াইয়াছে তত্তদ্ধর্ম্মে উগ্র অপরস ব্যতীত ভক্তিরস থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সময়ে সভ্যসমাজে ভক্তিধর্ম্মের কোন অনুসন্ধানই ছিল না। তাঁহার নিজ স্বভাব সুলভ প্রকৃতি হইতে এই সময়ে তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে চৈতন্য প্রভু বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের মত ও বিবরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সেকালে বটতলায় বা অন্য কোথাও ঐ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ হয় নাই। সুতরাং শ্রীচরিতামৃত তৎকালে পান নাই।

কিছুদিনের মধ্যে কেদারনাথের পত্নী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। মেদিনীপুরের বন্ধু বান্ধবগণের সহায়তায় তিনি সন্নিহিত বকপুর গ্রামে অচিরেই দার পরিগ্রহ করেন। ইহার পরেই শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে জজের নাজির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পেয়াদা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর সহিত সংস্রব থাকা রুচিপ্রদ না হওয়ায় উহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া কালেক্টরী আফিসের দ্বিতীয় এসিষ্টেণ্টের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী নামক বঙ্গীয় কবিতা দুইটী রচনা করেন। তথাকার ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরাশের যত্ন করিয়া ও কোন সুফল আনয়ন করিতে পারেন নাই। পরে তিনি বর্দ্ধমানে ভ্রাতৃসমাজ স্থাপন করেন। বৈষ্ণব গণের শুদ্ধধর্ম্ম কি তাহা আলোচনা না করিয়া একটী কবিতা লেখেন। "আউয়ার ওয়াণ্টস্" নামক একখানি ইংরাজি পুস্তিকা এই সময়ে প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমান কালেক্টরীর কর্ম্মত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার স্মল কজকোর্ট জজের হেডক্লার্ক পদ গ্রহণ করিয়া তথায় দেড় বৎসর কাল কর্ম্ম করেন। এখানে থাকা কালে রাণাঘাটে একটী বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করেন ও তথায় বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। চুয়াডাঙ্গা হইতে বিদায়কালে ম্যাজিষ্ট্রেট টাউয়ার্স সাহেব যে প্রশংসা পত্র দেন তাহাতে কেদারনাথের সত্যপ্রিয়তা, সাধু আদর্শ জীবন, পরোপকার, স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য অকৃত্রিম যত্ন প্রভৃতির কথা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। চুয়াডাঙ্গার অস্থায়ী কর্ম্মের অবসানে রাণাঘাটে নিজ গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন। পরে অনতিবিলম্বে ১৮৬৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে ছাপরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা সহ ডেপুটী রেজিষ্ট্রার অফ এসিওরেন্স পদে নিযুক্ত করেন। ছাপরায় গিয়া কেদারনাথ নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অবকাশ

ষত উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করেন। তাঁহার গোতম স্পির্ট নামক একটী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এই সময়ে প্রকাশ হয়। এই গোতম আশ্রম গোদানায় কেদার বাবুর বন্ধু রায় তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের যত্নে পরে ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কতিপয় ঘটনায় নীলকর সাহেবগণ এবং অন্যান্য সাহেবগণ কেদার বাবুর বিরুদ্ধ হইলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সদ্‌গুণাবলী ও অমায়িকতায় পরে পরম মিত্র হইলেন। জীবহত্যা নীতিবিরুদ্ধ তাহা তিনি জানিতেন ও ব্যবহার কালে ঐ সকল অমেধ্য বস্তু প্রীতিপ্রদ না হইলেও স্বীকার করিতেন। এতদ্ব্যতীত তরকারীর পরিবর্ত্তে লঙ্কা মিশ্রিত পর্য্যুষিত পশ্চিমদেশীয় নানাপ্রকার আচার ব্যবহারের ফলে উদরে দারুন শূল রোগের সঞ্চার হইল। একবৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঔষধ সেবন করিয়া সেই কষ্টকর ব্যাধি হইতে মুক্ত হন। ছাপরায় অবস্থিতি কালে একটী প্রেতযোনি অধিষ্ঠিত বৃক্ষতলে পণ্ডিতা রমা বাইর পিতা দ্বারা ভাগবত পাঠ করাইলে সেই বৃক্ষ ব্রহ্মদৈত্য সহ উৎপাটিত হয়। তাহাতে অনেকের হৃদয়ে ভাগবতের মর্য্যাদা দৃঢ় হইয়াছিল।

এই কালে স্থান পরিবর্ত্তনের বাসনা বলবতী হইলে কেদারনাথ পশ্চিম প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভ্রমণের ফলে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া ত্রয়োদশ দিবসেই ছাপরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে কালে তাঁহার ভক্তি জ্ঞান মিশ্রা থাকায় বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত সুখানুভব লাভ সম্যক্ ঘটে নাই। বৃন্দাবনে রাজা স্যার রাধাকান্তের সহিত দেখা হয়। ছাপরায় ফিরিয়া শূলরোগের ঔষধ প্রস্তুতের চেষ্টা, পাটনায় বিভাগীয় পরীক্ষা প্রদান ও স্থান পরিবর্ত্তনের প্রার্থনায় পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জে বদলী হইলেন। রেজিষ্টারী বিভাগ পৃথক্ হওয়ায় ১৮৬৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিচার ও শাসন বিভাগে অধিকৃ

যোগ্য বিবেচনা করিয়া পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেন।

দিনাজপুরে থাকাকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুবাদ কলিকাতা হইতে পাইলেন। সেই সময় দিনাজপুরে রায় কমল লোচন রায় সাহেবের ধর্ম্মোৎসাহিতায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বিরক্ত বৈষ্ণব ও মন্ত্রাচার্য্য কতিপয় অশিক্ষিত গোস্বামী বংশীয় গণের উক্ত রায় সাহেবের নিকট গমনাগমন ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মালোচনাকারী কতিপয় ভদ্রলোক ও সেইকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট আসিতেন। শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। একবার চরিতামৃত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুতে কিছু শ্রদ্ধা হইল। দ্বিতীয়বার পাঠে চৈতন্য দেবের প্রেম ও পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন এবং চৈতন্যদেবের ন্যায় বিমল চরিত্র প্রেমময় জগতের অনুপম শিক্ষকের দ্বারা দুর্নীতিপুষ্ট কৃষ্ণ চরিত্র উপাস্যত্বে অঙ্গীকৃত হইবার কারণ সমূহ তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয় হইল। হৃদয়ে পরম আর্ত্তি সহকারে ভগবানের নিকট তাঁহার জিজ্ঞাসা নিবেদন করিলেন ও ভগবৎ কৃপা ক্রমে বুদ্ধিযোগ বলে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই ভগবত্তত্ত্বের চরম প্রভাব উপলব্ধি করিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন "ঐ সময় হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে আমার ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিল। আমার বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবীজ হৃদয়ে প্রোথিত ছিল তাহা সময় পাইয়া অঙ্কুরিত হইল। আমি দিন রাত্রই কৃষ্ণতত্ত্ব শাস্ত্র পড়িতে ভালবাসি।" তাঁহার চৈতন্যচরিত সহ চৈতন্যগীতা সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার নাম দিয়া এই সময়ে প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। হিন্দু সভায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় ভাগবত স্পীচ্ নামক একটি ইংরাজী বক্তৃতা প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইল। কয়েকটী সাহেব সে বক্তৃতা শুনিয়া

সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনোহর সাহী গীত শ্রবণে আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীকান্তজীর দর্শন লাভ ঘটিল। দিনাজপুর হইতে চম্পারণ্যে বদলী হইলেন এই সময় তাঁহার পুত্র রাধিকা প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। চম্পারণ্যে কালেক্টর মেটকাফ সাহেবের আগ্রহাতিশয্য অতিক্রম করিয়াও পুরীতে কর্ম্ম পাইলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন কালে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাব সমূহ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশ অধিকার করিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত সুখ সাগরে নিমগ্ন করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বৈষ্ণবগণের নিকট অবগত হইলেন যে যাজপুর নিবাসী জগন্নাথ দাস নামক এক উৎকল ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের সম সাময়িক এবং তাঁহার অনুগত ছিলেন। পরে প্রভুর আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া ভক্তিবিরোধী হইয়াছিলেন এবং উৎকলে একটি সুবিশাল সম্প্রদায়ের মূল পুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া অতিবাড়ী মতবাদ প্রচার করেন। সেই সময় এই মতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তি আপনাদিগকে অভিনব অবতার কল্পনা করিয়া রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণাদি মূলে স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত হন। বিষ কিষন্ তাঁহাদের প্রধান। ইহার নানাপ্রকার যোগসিদ্ধি দেখা গিয়াছে। বিষকিষন্ যাহাকে যে ঔষধ প্রদান করিতেন বা যাহাকে যাহা বলিতেন তাহা প্রায়ই অব্যর্থ ছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতি এই ব্যাপার সংঘটিত অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হয়। তদনুসারে বিশেষ কৃতিত্ব সহ তিনি অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া পুরীতে বিষকিষণের বিচার করেন। বিচারফলে বিষকিষন্ দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ লাভ করেন। এই ঘটনায় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ের দৃঢ়তা, ঈশ্বরানুরাগ, প্রতারক দমনে কর্ত্তব্যপরতা মূলে ঐশী শক্তি লক্ষ্য

করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধ হন। বিষকিষন্ কারাগারে ক্রোধ পরবশ হইয়া ২১ দিন জলবিন্দুমাত্র গ্রহণ না করিয়াও জীবিত ছিলেন। পরে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনীত হইলে কারাগারেই অপরাধীর মৃত্যু হয়। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যথাবিধি অধ্যাপকের নিকট পাঠ করেন এবং সমগ্র ষট্‌সন্দর্ভ স্বহস্তে লিখিয়া লইয়া ভক্তি রসামৃত সিন্ধু সহ সবিশেষ আলোচনা করেন। দত্ত কৌস্তুভ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই কালেই রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, তত্ত্বসূত্র, তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা কবিতায় কল্যাণকল্পতরু রচনা করেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নির্জ্জনে অনেক সময় কৃষ্ণনাম ভজনে কালযাপন করিতেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের ভজনস্থলী শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ভাগবত সংসৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিকথা আলোচনার উদ্যোগ করেন। এই সংহতিতে তাৎকালিক হরিপরায়ণ ছোট বড় পণ্ডিত মহাত্ম সকল বৈষ্ণব যোগদান করিয়াছিলেন। কেবল সিদ্ধপুরুষ কান্থাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী যোগদান করেন নাই এবং তদধীন বৈষ্ণবগণকে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে হরিকথা আলাপনে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। তাহার কারণ এই যে তৎকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গলদেশে বৈষ্ণবচিহ্ন ধৃতির লক্ষণ মালা বা উর্দ্ধ পুণ্ড্রাদি তিলক সুশোভিত ছিল না এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের অভাব ছিল। এই মহাত্মা কিছু দিনের মধ্যে জ্বর পীড়ায় সাতিশয় কাতর হন এবং একদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখের আজ্ঞা বলে তাঁহার অপরাধের কারণ অবগত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপণ মানসে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুগ্রহার্থী হইয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রদত্ত বস্তুতে রোগোপশান্তি হইলে তদবধি তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের

বৈষ্ণব গুণ গ্রহণে সমর্থ হন। এই সময়ে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী নামে আর একজন নির্ম্মৎসর মহাপুরুষ সমুদ্রকূলে সপ্তাসনে ভজন করিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীমহাপ্রভুর পদচিহ্ন সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে, শ্রীটোটা গোপীনাথে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠে ও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে বসিয়া অনেক সময় কৃষ্ণনাম ও হরিকথা আলোচনায় সময় যাপন করিতেন। শ্রীমন্দির সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলতা অপনোদন কল্পে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মন্দিরের অধ্যক্ষতারূপ সেবায় তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান হরি সেবায় পরিণত হয় এবং জগন্নাথ দেবের মনোহারিণী লীলা সমূহে তাঁহার চিত্ত অপ্রাকৃত সেবাপর হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলা প্রসাদ এবং বিমলা প্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং কলিকাতা প্রদেশে না আসিলে তাহা সম্পন্ন হইবার অসুবিধা হইবে জানিয়া কিছুদিন অবকাশ গ্রহণের আবশ্যক হয়। পুরী হইতে অবকাশ গ্রহণে বঙ্গদেশে আসিলেন। ভক্তিচেষ্টায় শ্রীনবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা প্রভৃতি দর্শন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও সে সময়ে সঙ্গে একটী নাস্তিক আত্মীয় সহযাত্রী থাকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের তৎকালে এই সকল স্থান দর্শন জন্য ভক্তি সুখের উদয় হয় নাই।

অবকাশান্তে উড়িষ্যার কমিশনর কেদার বাবুর পুরীতে পুনরায় থাকিবার জন্য গভর্মেণ্টে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের কার্য্য সমাধান না হওয়ায় দুর্গম উড়িষ্যা বিভাগে কর্ম্মকরায় বিশেষ অসুবিধা জানাইলে তাঁহাকে পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমার ভার প্রদত্ত হয়। সেখানে থাকা কালে কেদার বাবুর অশেষ শাস্ত্রীয় গবেষণা,

চিন্তা ও প্রচুর শ্রমে বহুমূত্র পীড়ার সঞ্চার হয়। ১৮৭৭ সালে নবেম্বর মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হাওড়া জেলার মহিষরেখা মহকুমার কিছু দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন ও পরে ভদ্রক মহকুমার ভারলাভ করেন। ৭৮ সালের আগষ্ট মাসে ভদ্রক মহকুমা হইতে নড়াইল মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বরদাপ্রসাদ ৭৭ সালে ও বিরজাপ্রসাদ ৭৮ সালে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন।

নড়ালে থাকাকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে এবং তৎপর বর্ষে কল্যাণকল্পতরু প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাতকীর্ত্তি বিলাতের পণ্ডিতবর রষ্টসাহেব শ্রীকৃষ্ণসংহিতা পাঠে লিখিলেন যে "কৃষ্ণ চরিত্র ও কৃষ্ণপূজা একাল পর্য্যন্ত কেবল যে ভাবে আদৃত হইবার প্রথায় লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও অপ্রাকৃত ভাবে আপনি রচনা করায় আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন।" এতদ্দেশেও পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কেহ বা অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অনুযোগ করিয়া নিজ নিজ দুর্ব্বল বিচারের ও ধারণার পরিচয় দেন। "অপ্রাকৃত" শব্দের অর্থ ধারণা করিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষবাদীগণ অপ্রাকৃত শব্দে আধ্যাত্মিক মনে করিয়া লেখকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হন। কল্যাণকল্পতরুর পদগুলি বড়ই হৃদয়স্পর্শী ও নিরপেক্ষ সমুন্নত মানব জীবনের ভাব সমূহে ভূষিত।

বিধিশাস্ত্রের আদেশে বৈধভক্ত জীবনে একমাত্র দীক্ষাগুরুর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবৎ প্রসাদ প্রাপ্তিকেই মহান্তদর্শন, দিব্যজ্ঞান লাভ, গুরুকৃপা বা দীক্ষা বলে। অতএব কি ভক্ত হইলেও গোস্বামী

স্বার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাদৃশ সাম্প্রদায়িক পরিচয় গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি গোলোকনাথ গৌরসুন্দর একদিন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামিকে মহান্ত গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্তকিঙ্কর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ দাস প্রমুখ গোস্বামী ষট্‌কের জনৈক নিত্য ভৃত্য ও সদাচার রত গুরু মহাশয়কে রূপানুগ জানিয়া শ্রীজাহ্নবা শাখায় মহান্ত গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরু পাদপদ্মে মানবের যেরূপ অটল দৃঢ় ভক্তি থাকা উচিত তাহার পূর্ণতম আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। এই দীক্ষাগুরু পুরী হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীরূপানুগ হরিভজন অনুসন্ধান করেন। তিনি সূক্ষ্ম বিদ্বদ্দর্শনে অপরের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতায়, বয়সে, শাস্ত্রদর্শনে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায়, ব্যবহারে, উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণে নানা অংশে ঠাকুরের তুল্য বিচারিত না হইলেও বৈষ্ণব ঠাকুরে অসামান্য বিনয় দৈন্যপূর্ণ তৃণাদপি সুনীচ ভাবে প্রভুত্বে নিজে অমানী হইয়া অন্যে মান দিবার নৈসর্গিক প্রবৃত্তি ক্রমে গুরুত্বে বরিত হইয়াছিলেন। দীক্ষার কিছুদিন পরেই তাঁহার পুত্র ললিতাপ্রসাদ রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। নড়ালে অনেক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু কাহাকেও শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিণী সজ্জন তোষণী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। নড়াল হইতে তিন মাস বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়া তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করেন।

শ্রীবৃন্দাবন গিয়া ভজনানন্দী সাধুগণের সঙ্গ লাভ হয়। দিব্যসূরি মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর প্রথম দর্শন পাইলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাদি স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া তথায় কঞ্জড় নামক দস্যুবৃত্তিজীবি দলের দৌরাত্ম্যের কথা ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইল। পরে তিনি বিপুল চেষ্টা দ্বারা ঐ প্রবল বিক্রমবিশিষ্ট সমাজের অকল্যাণ

বাড়ী সম্প্রদায়কে ন্যায় পথে আনিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকটি তীর্থস্থান ও এই যাত্রায় দর্শন করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। অবকাশ শেষ হইলে যশোহরে কর্ম্ম পাইলেন। এইকালে তাঁহার চক্ষুরোগ দেখা দিল। তজ্জন্য পুনরায় মেডিকেল বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। যশোহর থাকা কালে অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইয়াছিল। কলিকাতা রামবাগানে ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাটী ক্রয় করিয়া উহাতে ব্যবহারোপযোগী সংস্কার বিধান পূর্ব্বক তথায় বাস করিলেন। চক্ষু পীড়ার জন্য চিকিৎসক ও আত্মীয়গণের বিশেষ আগ্রহ ছাড়াইতে না পারিয়া কিছুদিনের জন্য অমেধ্য ব্যবহার স্বীকার করেন। নানাপ্রকার ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিয়া ফল না হইলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র বাবুর ঔষধে রোগের উপশম হইল। এই সময়ে বারাসত মহকুমার ভার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। হরিকথা প্রচার করে সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রেমপ্রদীপ উপন্যাস ও নিত্যরূপ সংস্থাপন নামক নবীন তত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় সমালোচনা প্রকাশ হইল। বারাসতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মেলা ও নানাপ্রকার আনন্দ হইত। বারাসত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সূত্রে তাদৃশ লোকরঞ্জন ব্যাপারেও ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সংস্রব ছিল কিন্তু স্বার্থান্ধ কতিপয় ব্যক্তির তাহাতে ব্যক্তিগত অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা লোকপ্রিয় ন্যায়নিষ্ঠ কৃতিপুরুষের উপরও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বারাসত মহকুমার অধীন নৈহাটীতেও মিউনিসিপালিটি ও আত্মশাসন ব্যাপারে দুইটী প্রবলদলের বিবাদ ভঞ্জন কার্য্যে তাঁহার অনেক মূল্যবান্ সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল। বারাসতে থাকাকালে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করেন।

তন্মধ্যে তাঁহার বহুদিনের ঈপ্সিত শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিমতের অনুবর্ত্তী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত গীতার টিকা ছিল। টীকাসহ ঐ গ্রন্থের অনুবাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয় পরে প্রচার করেন। গীতা প্রকাশ কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশে পণ্ডিত ৺ কৈলাসচন্দ্র বসু কিছুদিন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এইকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ভক্তিবৃত্তি বর্দ্ধনের প্রয়াস করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রংপুরে সবরেজিষ্টারের কর্ম্ম করিতেন। তিনি এই সময় চিত্তপীড়া গ্রস্ত হন।

বারাসত হইতে শ্রীরামপুরে পরিবর্ত্তিত হইলেন। শ্রীরামপুরে কর্ম্মকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জননী ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলে তিনি ছয়মাস পরেই গয়াকৃত্য সমাধান করেন। সজ্জনতোষণী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের বাধা হইতেছিল এক্ষণে যথাবিধি প্রকাশ হইতে লাগিল। ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ পার্ষদ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্থান, খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের স্থান, এবং কুলীনগ্রামে বসু রামানন্দের স্থান দর্শন করেন। এইখানে থাকা কালে প্রথমেই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, গীতার শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকানুগত্যে বঙ্গানুবাদ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। পরে চৈতন্যোপনিষৎ ভাষ্য ও ভাষা, আম্নায় সূত্র, শ্রীচরিতামৃতের ভাষ্য রচনা ও ভক্তিপ্রচার কল্পে কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য যন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রচার কার্য্যে তৎকালে বিদ্যোৎসাহী [illegible] শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র... চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় অর্থ সাহায্য করিলেও কয়েকটী কারণের জন্য ঐ সংস্করণের প্রকাশ স্থগিত আছে। মান্দ্রাজের বন্ধুবর্গ কতীন্দ্

বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদনে শ্রীচৈতন্য যন্ত্র হইতে প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতাস্থ কতিপয় ভক্ত দ্বারা বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের প্রশস্তি কল্পে বিবিধ অনুষ্ঠান করেন। বিশ্ব বৈষ্ণব কল্পাটবী নামক পুস্তিকা সভার অনুষ্ঠানাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই সময়েই ৺দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যাব্দের প্রচলন করেন এবং শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা প্রচারে যথোচিত সহায়তা করেন। নানা হরিসভায় ও বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে বক্তৃতাদি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের কোন অনুষ্ঠানেরই অনাদর করেন নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অহৈতুকী চেষ্টা ফলে সেই সময় হইতেই শ্রীগৌরজন্মোৎসব বঙ্গদেশে জাতীয় পর্ব্বের অন্তর্ভুক্তত্ব লাভ করিয়াছে। তাঁহারই ঐকান্তিক আন্তরিক চেষ্টা ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গৌরজয়ন্তীর এরূপ সমাদর বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। গৌরাঙ্গের চতুঃশতাব্দীয় অব্দে কলিকাতায় যে মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীগৌর আলোচনার প্রবৃত্তি করায় তাহার একমাত্র সজীব মূল কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। যদিও বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তের অভাবে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া সজ্জন তোষণীর পরিচর্য্যায় অসমর্থ হন তথাপি সেই সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু ব্যাখ্যায় অনেকের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই কালেই আমাদের ঠাকুর পাঞ্চরাত্রিক গুরুকুলের নিকট হইতে নিজ ভক্তিবিনোদ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। এরূপ মানসিক পরিশ্রম ফলে শিরঃপীড়ায় ক্লিষ্ট থাকিয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয় কিছুদিন নিজ মানস চেষ্টানুরূপ গৌর সেবা করিতে সমর্থ হন নাই। হিন্দু হেরল্ড নামক ইংরাজী

সাময়িক পত্রে ভক্তিবিনোদ মহাশয় মহাপ্রভুর চরিত্র বিস্তৃত ভাবে রচনা করেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

১৮৮৭ সালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন যে শীঘ্র কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের সহ জীবনের শেষ ভাগ মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন পুলিনময় বনে নির্জ্জনে ভজন করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে গেলেন। তথায় রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছেন শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিতেছেন "তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য্য আছে তাহার কি করিবে?" ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে শ্রীরামপুর হইতে নবদ্বীপে কার্য্যোপলক্ষে বদলী হইবার পরামর্শ দিলেন। এতদুদ্দেশে অনেক চেষ্টা হইল কিন্তু বাসনা ফলবতী না হওয়ায় পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি মতে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাধামাধব বসুর সহিত পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। কৃষ্ণনগর যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই প্রবল জ্বর উপস্থিত হইল। জ্বরের মধ্যে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলেন কিন্তু দেড় মাসকাল জ্বর কষ্ট দিল। রোগের কিঞ্চিদুপশম না হইতে হইতেই রবিবারগুলি শ্রীমহাপ্রভুর স্থান শ্রীনবদ্বীপে কাটিতে লাগিল। প্রভুর লীলাস্থান সমস্ত দেখিবার জন্য নানারূপ অনুসন্ধান করেন কিন্তু তথাকার অধিবাসীবর্গ স্বস্ব উদরাদি চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিয়া সে সকল বিষয় কোন মনোযোগ দেন না। এক দিন সন্ধ্যার পর গভীর অন্ধকারময় রজনীতে গঙ্গাতীরে একটী বাড়ীর ছাতে উঠিয়া গঙ্গার উত্তরাংশে একটী আলোকময় অলৌকিক অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তাঁহার পুত্র কমলাপ্রসাদ বাবুও তাহা দর্শন করিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে সেই দিকে বল্লালদিঘী নামক গ্রাম আছে।

পর সপ্তাহে বল্লালদিঘীতে রাত যাপন করিয়া গভীর রজনীতেও পদব্রজে ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় স্থান দর্শন করেন এবং পুরাতন লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহাই শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি। পরে নরহরি পরিক্রমা, ভক্তিরত্নাকর, ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত আলোচনা করিতে গিয়াও ঐ সমস্ত পল্লীর উল্লেখ দেখিলেন। আলোচনা ফলে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থ রচিত হয়। কৃষ্ণনগরে থাকাকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ জন্মভূমি উলার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তাঁহার টন্সিলাইটিস্ বা গলদেশের অভ্যন্তরে স্ফীতিরোগ দেখা যায়। এই সময়ে আড়াই মাস অবকাশ পাইলেন এবং অবকাশ লাভের পূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে স্বরূপগঞ্জ বাজারের নিকট সুরভি কুঞ্জ নামক স্থান ক্রয় করেন।

অবকাশান্তে শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী প্রার্থনা করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ময়মনসিংহের নেত্রকোণা মহকুমার ভার দিলেন। নেত্রকোণার নিকটে গ্যারোহিল্স্ দেখিতে গিয়া সুসঙ্গের রাজবাটী হইতে তাঁহার বিশেষ যত্ন হয়। গ্যারো গিরির হাজঙ্গণের ভগবান্ গৌরহরির প্রতি বেশ অচলা ভক্তি ও কীর্ত্তনে প্রীতি দেখিয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রচুর সুখলাভ করেন তিন মাস পরে নেত্রকোণা হইতে টাঙ্গাইল মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হইলেন। টাঙ্গাইলে অবস্থানকালে ঢাকা হইতে আনীত বোটেই বর্ষাকালে মফঃস্বলের কার্য্য চলিয়াছিল। পরে বর্দ্ধমান সদরে বদলী হইলেন। তথায় থাকাকালে আম্লাজোড়ায় ভক্তগণ আসিয়া সর্ব্বদাই হরি কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় শোকশাতন প্রভৃতি কবিতা রচিত হয়। ১৮৯০ সালের মার্চ্চ মাস হইতে তিন মাস কাল্না মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া কয়েকবার গোদ্রুমে সুরভিকুঞ্জ, কুলিয়া, চুপী, কৃষ্ণশালী

ইছাপুর, বাগ্‌নাপাড়া, পিয়ারীগঞ্জে নকুল ব্রহ্মচারীর পাট, দেনুড়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট প্রভৃতি দর্শন করেন। বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া তথায় অবস্থানকালে আমলাজোড়া ও গোপালপুরে নামহট্টের কার্য্যে হরি নাম প্রচার করেন। কিছু দিনের জন্য রাণীগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় দুর্গাপুর ষ্টেশনে নিকটস্থ বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দ বিধান করেন। এখান হইতে দিনাজপুর গেলেন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শৈলজাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তথায় থাকাকালে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত ভাষ্য ও তাহার বিদ্বদ্রঞ্জন অনুবাদ প্রকাশ করেন। দিনাজপুর গিয়াই নামহট্টের কার্য্য অগ্রসর হয়। এই সময়ে দুই বৎসর কার্য্যে বিদায় লইয়া নাম প্রচারের যত্ন করেন। ঘাটাল রামজীবনপুর প্রদেশে অনেকগুলি সভা ও বক্তৃতা হয় তাহাতে সেই প্রদেশের অনেকেই নামাশ্রয় করেন। গোদ্রুমেও নাম হট্টের কার্য্য যথেষ্ট চলিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে কয়েকটী মহতী সভা হইয়া শ্রীগৌরকথা ও নাম প্রচার হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতিপয় ভক্ত সহ বসিরহাট প্রদেশে অনেক স্থানে নাম প্রচার করেন। তথা হইতে ফিরিয়া ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে আমলাজোড়ায় জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহ হরিবাসর উৎসব করেন। বৃন্দাবন হইতে বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন, মান সরোবর, গোকুল, মধুবন, কৃষ্ণকুণ্ড, তালব , কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, বহুলা বন, রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনগিরি প্রভৃতি দর্শন করিয়া কয়েকদিন মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানাস্থানে নাম প্রচার বক্তৃতাদি করিতে লাগিলেন। এই সময় সজ্জন তোষণীর পুনঃ প্রচার আরম্ভ হয়। বিদায়ান্তে আরা জেলায় সাসারাম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তথায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতি হইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সেই

অনেক কালব্যাপী বৃহৎ মকদ্দমার বিচার সুনিষ্পত্তি করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ কৃতিত্বের ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তথা হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় পুনরায় কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম পাইলেন। ১৩০০ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে একটী সভা হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং ভক্ত সাধারণের অর্থে শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশ হইবে স্থির হয়। এই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি মহা সমারোহের সহিত শ্রীপ্রভুর জন্ম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশ হওয়ায় কুলিয়াবাসী অনেক লোকেরই হিংসার উদয় হইল কিন্তু তাদৃশ বৃথা চেষ্টা সত্যের কোন অংশে অপলাপ করিতে সমর্থ হয় নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয় গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট কর্ম্ম করেন সুতরাং কর্ম্মে থাকা কাল পর্য্যন্ত ভক্ত সাধারণের নিকট তাঁহার ঐ ভগবৎ সেবা কার্য্যে অর্থ সংগ্রহ সম্ভবপর নহে দেখিয়া এবং তাহাতে মহাপ্রভুর কার্য্যের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষের ও আত্মীয় স্বজনের অনিচ্ছাসত্ত্বে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে স্বতঃই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অবসর লাভ করিয়া শ্রীসুরভিকুঞ্জে নিজভজনোপযোগী স্থান সমূহ গঠন ও সংস্কার করাইয়া লইলেন।

শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীভগবন্মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে একটী প্রতিনিধি-সমিতি গঠিত হইল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সমিতির কার্য্যপতি হইয়া সাধারণের দ্বারে দ্বারে উপনীত হইয়া সংগৃহীত অর্থদ্বারা শ্রীসভার সম্পাদক কর্তৃক শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাইলেন। হরিসেবা বিরোধী স্বার্থপর সম্প্রদায় শ্রীমায়াপুরের স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিত্তিহীন মিথ্যাসন্দেহ জনক কুতর্ক উত্থাপন করিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নানা প্রকার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক

অন্বেষণা দ্বারা বৃথা বিতণ্ডাকারী দিগের ভ্রান্ত অসদুদ্দেশ্য সমূহ নিরস্ত করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে ত্রিপুরার বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ আগ্রহক্রমে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গমন করিয়া তথায় তিন চারি দিবস শ্রীহরিনাম প্রচার করেন। প্রথম দিবসে অসংখ্য অশ্রুতপূর্ব্ব বৈদিক প্রমাণ সম্বলিত শ্রীহরিনামের স্বরূপ ও দার্শনিক বৈভব পূর্ণ ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী ও বিদ্বজ্জন সমূহ বিস্ময়ান্বিত হইয়া হরিভক্তির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেন। পরে দুই তিন দিবস তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীগৌরলীলা কথা শ্রবণ করিয়া রাজন্যবর্গ ও সাধারণে পরমানন্দ লাভ করেন। ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীসুরভি কুঞ্জে শ্রীনামহট্টের কার্য্য হইতে থাকে মধ্যে মধ্যে কুমার হট্ট প্রভৃতি স্থানে ও কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে হরিকথা প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গলের সংস্কৃত টীকা ও ইংরাজী ভূমিকা লিখিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এইকালে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লণ্ডনের রাজকীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটি নামক বিদ্বৎ সংসদের সভ্য পদে মনোনীত হওয়ায় ঐপদ স্বীকার করেন। বর্ষাকালে ত্রিপুরা রাজের ইচ্ছাক্রমে কিছুদিন কার্শিয়াং ও দার্জ্জিলিং এ অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও তৎসন্নিহিত অনেক গুলি জনপদে এবং কাঁথি মহকুমার সাউরী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করে ভ্রমণ করেন। শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের দাক্ষিণাত্য বাসী শ্রীরাঘবাচার্য্য নামক একজন প্রধান পণ্ডিত এই সময়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হরিকথা আলোচনা প্রসঙ্গে যাতায়াত করিয়া পরমানন্দ পাইতেন। একদিন রাঘবাচারীর সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের অনেক আলাপ হয়। শ্রীরামানুজীয় অনুশাসনক্রমে রাঘবাচারী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনই ভক্তির সাধন ও ভগবৎ সন্তুষ্টির হেতু

এই কথা স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়া ব্যর্থ হইলে পণ্ডিত মহাশয় দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে পরমার্থ সংগ্রহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বিবদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন কিন্তু রাঘবাচারী সুপণ্ডিত হইয়াও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাগবতস্পিচ, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ শিশির কুমার ঘোষ এই সময়ের বিংশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অলৌকিক ভগবদ্ভক্তির প্রগাঢ় অনুরাগী হন। শিশির বাবু, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি কাল হইতে পত্র দ্বারা এবং সুযোগ হইলে সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন ও শ্রীমহাপ্রভুকে স্বীয় একমাত্র প্রভু বলিয়া ধারণা করেন। এই সময়ে এই মহাত্মার নাম প্রচারে সবিশেষ উৎসাহ কলিকাতাবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। শিশির বাবুর বিশেষ আগ্রহে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের প্রবন্ধে কলিকাতা নগরীতে ও কয়েকটী হরিকথা মূলে বক্তৃতা করেন।

যদি ও শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ মহোদয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহার ব্রজনিকুঞ্জকালাবধি নিজহৃদকাম শ্রীগৌর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনন্তভাবে অপ্রাকৃত মানস রস-সেবায় অষ্টযাম নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি প্রথম বাদশ বর্ষে তাঁহার শ্রীকরকমল হইতে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী অনেকগুলি শ্রীগ্রন্থ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জৈবধর্ম্ম নামক সন্দর্ভ বর্ত্তমান কালে আপামর পণ্ডিত মূর্খে সকলশ্রেণীর ভক্তগণের সর্ব্বদা পাঠ্যগ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে যিনি জৈবধর্ম্মের মর্ম্ম পাঠ করেন নাই তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে নানা প্রকার বিকার থাকা বিশেষ সম্ভব। ভাগবতার্ক মরীচিমালা শুদ্ধ ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রচুর হিত সাধন করিতেছে। কৃষ্ণ কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা

ত ভজনামৃত প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ শুদ্ধ হরিকথাপ্রিয় পাঠকের কিরূপ হৃদয়ের বস্তু তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, ভজনরহস্য শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্যারাধ্য বস্তু। এই গ্রন্থদ্বয় যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের কিরূপ প্রিয়জন। গৌরহরি তাঁহার নিজজনকে কি উদ্দেশ্যে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। আজ কাল সমুন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিশ্বাসমূহ ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবার পর ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা ও ভজনরাজ্যে কিরূপ অবস্থার পার্থক্য ঘটাইয়াছে এবং সেই প্রাকৃত সুখস্রোতের প্রতি-কূলে কিরূপে বিষয়গন্ধহীন হরিভজনের অবস্থিতি হইতে পারে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। হরি ভজন বলিলে কোন কোন অশিক্ষিত দলে আনুষ্ঠানিক ভোগপর কতকগুলি কার্য্য সমষ্টিকে লক্ষ্য করেন। কোন কোন দলে বিচার পূর্ণ নির্ব্বিশেষপর আধ্যাত্মিক ভাবকেই হরিভজন বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। শ্রীগৌরদাসানুদাস বুদ্ধিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমল চরিত্র ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ দ্বারা দেখাই-য়াছেন যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপরকোন বস্তুর বাসনা করিলে জীবের কোন অপ্রাকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত সবিশেষ পরমেশ্বর পর্য্যায়ে অখিল রসামৃত সিন্ধু কৃষ্ণ, গৌর, নারায়ণ, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধাত্মক বিষ্ণু, হরি, পরমাত্মা, পুরুষাবতার নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার, অর্চ্চাবতার, শাস্ত্রাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মহান্ত গুর্ব্ববতার, ভক্তাবতার প্রভৃতি ত্রিগুণাতীত বস্তু প্রতীতি সমূহ; নির্গুণ পর্য্যায়ে কৃষ্ণ ব্যতীত যোগীগণের আরাধ্য পরমাত্মা নির্ব্বিশেষবাদীর লক্ষ্য ব্রহ্ম প্রভৃতি তট প্রদেশাবর্ত্তিত বস্তুগুলি; প্রাকৃত ঈশ্বর পর্য্যায়ে কৃষ্ণব্যতীত সদসদুভয়ের অনির্ব্বচনীয় মিশ্রভাবযুক্ত জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ অজ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা,

সদসৎ ব্যক্ত জীব সমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ, শিবব্রহ্মাদি দেব সকল, ইন্দ্রাদিদেব সমূহ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিঃশক্তিক, ভূমা, পঞ্চোপাসক গণের আরাধ্য পঞ্চদেবতা, পৃথিবীপতি, দেশাধিপ, রাজা, প্রাদেশিক মণ্ডল, গ্রামাধিপমণ্ডল, রূপবান্ সৎকুল প্রসূত, ঐশ্বর্য্যাধিপ, বিদ্যাপতি, বলী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীধামান্তর্গত বস্তু সকল লক্ষিত হয়। অপ্রাকৃত সবিশেষ পরমেশ্বর পর্য্যায়ে উল্লিখিত বস্তু সমূহ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উহা কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তু নহে। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ পর্য্যায়ের বস্তু সমূহে অপূর্ণ কৃষ্ণসম্বন্ধ বলিয়া বাহ্য ভাব মিশ্র। প্রাকৃত ঈশ্বর পর্য্যায়ে কথিত বস্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নহে বলিয়া উহারা সর্ব্বকারণ কারণ কৃষ্ণের অধীন এবং মায়ার বিচিত্র দর্শনে উচ্চাবচ ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের প্রাকৃত জ্ঞান চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। উহারা দুর্ব্বল অবর বস্তুর আপেক্ষিক ঈশ্বর বলিয়া প্রাকৃত ধারণায় ঈশ্বর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাত্র। বাস্তবিক ঈশ্বর বস্তু নহে। মায়া বিচিত্রতা প্রভাবে দ্রষ্টার নিকট প্রতিভাত মাত্র। প্রাকৃত ঈশ্বরত্বে ত্রিবিধ গুণ বিরাজমান। সত্ত্বগুণে প্রাকৃত আপেক্ষিক আনন্দ ও কল্যাণ, রজোগুণে চেষ্টা ও তমোগুণে দুঃখ বা মঙ্গলাভাব আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময়, কৃষ্ণদাসানুদাস জীব যে কালে ভগবান্ কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুকে আপনার পরমেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করেন সে কালে তিনি নিত্য মুক্ত অর্থাৎ মায়ার অধীন, স্বয়ং প্রভু, বোদ্ধা বা ভোক্তা অভিমান করেন না। আবার যখন নিজত্বে কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার ঈশ্বর বলিয়া নিজ অজ্ঞানআক্রমে পরম বুদ্ধিমান মনে করেন তখন তিনি নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া কৃষ্ণেতর বাসনাময়। কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণ বিমুখ ভাবদ্বয় জীবে নিত্য বিরাজমান। একটী ভাব সুপ্ত থাকিলে অপরটী জাগ্রত বা প্রবল। অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই জীবের শুদ্ধ ধর্ম্ম। প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনে হরিসেবা হয় না। কর্ম্ম এবং জ্ঞান মার্গীয় বিবাদের আনুগত্যে

হরি ভজন সম্ভাবনা নাই। কর্ম্ম শব্দে নিত্য নৈমিত্তিকাদি স্মৃতি কথিত কর্ম্মকে বুঝায়। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম শব্দ বাচ্য নহে। হরি কর্ম্মকেই কৃষ্ণানুশীলন বলে। জ্ঞান শব্দে এখানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাকে বুঝায়। ভজনীয় কৃষ্ণানুসন্ধান জ্ঞান শব্দ বাচ্য নহে যেহেতু কৃষ্ণজ্ঞানই কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিমার্গে তাহার নিশ্চয়ই আবশ্যকতা আছে। নিজ ভোগপর কর্ম্ম বা ভোগাতীত জ্ঞান কখনই ভক্তির উপযোগী নহে। নিজ স্বার্থ বর্জ্জিত, হেতু রহিত, কৃষ্ণ সেবা কখনই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গের স্বার্থ তাৎপর্য্য বিশিষ্ট ফলের সহিত ঐক্য হইতে পারে না। অভক্ত দলে যেরূপ অজ্ঞানভক্তি বা নৈষ্কর্ম্ম ভক্তির ধারণা, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ রহিত ভক্তি শব্দে তাহা উদ্দিষ্ট নহে। কৃষ্ণ কর্ম্ম ও কৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞানকর্ম্মাবরণের কখনই অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্য ও অজ্ঞান ভক্তির কথা ভক্তের অজ্ঞাত।

ভগবদুদ্দেশে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি সাধিত হয়। তবে ভক্ত প্রাকৃতভাব রহিত হইয়া আপনাকে অপ্রাকৃত শরণাগত বুদ্ধিতে ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন। প্রাকৃত বুদ্ধিতে এই গুলি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাত্মক প্রাকৃত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য বিহিত হইলে উহা পার্থিব অর্থাৎ নিজভোগপর মেটিরিয়াল সেবা, চলিত ভাষায় "মেটে ভক্তি"। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন দিন কর্ম্মমার্গীয় মেটে ভক্তির বা জ্ঞানমার্গীয় আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন মেটে ভক্তির দ্বারা ভক্তির স্বরূপানুভূতি দূরে যাক্ ভক্তির বিপরীত প্রাকৃত সহজিয়াগণের মেকিভক্তি অনুষ্ঠানে অভ্যাভিনিবেশ উত্তরোত্তর প্রবল হইবে তাহাতে হরিভজনের সম্ভাবনা নাই। আবার অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানী-

পক্ষে নিত্য অদ্বয়জ্ঞানময় কৃষ্ণলীলার উপলব্ধি না থাকায় তাঁহারা নিজ কুতর্কজাত স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাজ্ঞানে জ্ঞানী। চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, কৃষ্ণধামে বাস, কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনাম এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শিক্ষায় শ্রীহরিনামের ভক্ত্যঙ্গত্বে সর্ব্বপ্রাধান্য তাহাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একমাত্র অনুষ্ঠেয় ছিল। শ্রীনাম ও শ্রীনামী উভয়েই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। মায়িক মেটে বুদ্ধিতে যেরূপ পার্থিব বস্তুর নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর পার্থক্য পরিমিত হয় সেইরূপ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীনামী ও নামের, শ্রীরূপবান্ কৃষ্ণের, শ্রীগুণধর নন্দনন্দনের ও লীলাময় কৃষ্ণচন্দ্রে ভেদ নাই। কৃষ্ণেতর বস্তুতে দ্বৈতজ্ঞান ভেদ উৎপন্ন করে। কর্ম্ম বাসনাবলে কর্ম্মী ভোগীজীব মরণান্তে যেরূপ কর্ম্মফল ভোগযোগ্য কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তির আশ্রিত জড়দেহ প্রাপ্ত হন ত্যাগী জ্ঞানী জীব মরণান্তে যেরূপ কর্ম্মভোগ ফলবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অশরীরী শুদ্ধ তটস্থ ধর্ম্মলাভ করেন অর্থাৎ যুগপৎ নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া শান্তরসাশ্রয়ের উদ্দেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা বা বহিরঙ্গা উভয়শক্তির আশ্রিত উভয় শরীরের কোন প্রকার শরীর লাভ করেন না, ভোগবাসনারূপ কর্ম্মপথ বা ত্যাগবাসনারূপ জ্ঞানমার্গ পরিবর্জ্জন করিয়া ভক্ত ইহজগতেই তটস্থ স্বরূপ লাভ করিয়া ভাগবত পারমহংস্য কলেবর বহিরঙ্গ জগতে রাখিয়া অন্তরঙ্গ হরিলীলায় হরিসেবোপযোগী নিজ নিত্যমুক্ত চিৎশরীরে সর্ব্বশক্তিমান্ রসিকশেখর কৃষ্ণের প্রীতির বিষয় হন। সৌভাগ্যবান্ জীব প্রথম সাধু সঙ্গে বেদপ্রমুখ হরিশাস্ত্র শ্রবণদ্বারা তদর্থে বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন। যাঁহাদের শাস্ত্রোক্তিতে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অভাব হয় তাঁহাদের বিধিমার্গাবলম্বনে ভক্তির প্রাকট্য সাধন করিতে হয়। যাঁহারা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহাতে

স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট তাঁহাদের রাগানুগত পথে সাধন ভক্তির ক্রম সমূহ উদিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ জাতরুচি ব্যক্তি দ্বিতীয় সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনরীতি শিক্ষা করেন। ভজন প্রভাবে প্রাকৃত অনর্থ সমূহ নিবৃত্তি লাভ করে। নিবৃত্তনার্থ সাধক কৃষ্ণে অবিচলিত অবিচ্ছেদ বুদ্ধিপূর্ব্বিকা কৃষ্ণলাভে অভিলাষ এবং নিজ রস সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ সেবায় উন্নত হন এইরূপ অবস্থায় অন্তরঙ্গ শক্তির সংবিৎ নাম্নী বৃত্তির আত্মস্বরূপা, কৃষ্ণপ্রেম ভাস্করের কিরণতুল্যা, কৃষ্ণাভিলাষ দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতাকারিণী হরি সেবার উদয় হয় পরে কৃষ্ণে অত্যন্ত মমতাময় সম্যক্ আর্দ্রান্তঃকরণের ঘনভাব কৃষ্ণপ্রেমা ভক্তে প্রকট হয়।

বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠের নিকটে থাকিয়া ভজন করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তিনি ভজনকুটীরের অন্যতম শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী মঠের সংস্কার সাধন করিয়া তথায় থাকিয়া কিছুদিন ভজন করেন। কতকগুলি বিষয়ী লোক তাহাদের ভোগ প্রবৃত্তির তাড়নায় সেইকালে তাদৃশ মরুভূমিতে ও বিষয়সুখান্বেষী হন এবং নিজভোগপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুরী নগরের সীমা বর্দ্ধন করেন। তাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃষ্ণান্বেষণপর ভাব অনুসরণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকারে ঠাকুরের ভজনে ব্যাঘাত করেন। কিছুদিনের মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মঠের উপলক্ষণে বিষয়ীগণের চেষ্টা নিরীক্ষণ করিয়া সে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভক্তিকুটী নির্ম্মাণ করেন। ভক্তিকুটীতে থাকিয়া বিষয়ীগণের উপদ্রবে অনেক সময়ে ভজনাদির বাধা হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে নির্জ্জন ভজন করিতেন। এই কালে গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত সংক্রিয়া সারদীপিকা গ্রন্থের সঙ্কলন প্রচার এবং সংস্কার দীপিকা গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সাধারণ লোকসঙ্গ

এবং ভক্তিপথের নামধারী সামাজিকগণের সঙ্গ ও তাঁহার অনুক্ষণ ভজনের ব্যাঘাত বলিয়া ধারণা হয়। ইহাঁদের সঙ্গ পরিবর্জ্জনমানসে ও জড়বিষয়াসক্ত প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিষয় প্রবৃত্তি নিরাস কল্পে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভাগবত পারমহংস্য ধর্ম্ম প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কালে স্বনিয়ম দ্বাদশক নামক গ্রন্থ লিখেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় লোক চক্ষে পক্ষবধ নামক বাতাময় প্রাপ্ত হন। কতিপয় বিষয়ী লোক এই সুযোগে তাঁহাদের অজ্ঞতাক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশ্বাসে কর্ম্মবাদ প্রচার করিবার অবসর লাভ করেন কেহ বা শ্রীরূপানুগ বিশ্বাসের প্রতিকূলে গৌরমন্ত্র বিরোধবাদ কেহ বা গৌরনাগরী নাম্নী প্রকৃতিবাদ প্রসারণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে এসময়ে সামাজিক কার্য্যে যোগদান করা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত না হওয়ায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা হইতে নিবৃত্ত হন এবং তদীয় অনুগগণের প্রতি এই সকল কুমত নিরাসের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" এই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পদ্যার্থ আস্বাদন করিয়া প্রেমে আপ্লুত হইতেন এবং ভাগবত পারমহংস্য ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। ন্যূনাধিকারীর খর্ব্ব দর্শনে পরমহংসাধিকার বিচারের বস্তু নহে ইহাও পরিনিষ্ঠিত ভক্তের জ্ঞাতব্য তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঠাকুর মহাশয় স্বাধিকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সকল অনুষ্ঠান বিবদভাবে বিবৃত করিতে হইলে সংক্ষেপ বিবরণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এ জন্য সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১৯১৪ সালের ২৩ শে জুন ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগদাধরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার পারমহংস্য ভাগবত কলেবর রাখিয়া বস্তুসিদ্ধিক্রমে শ্রীরূপানুগজনের একান্ত পোষিত রাধানন্দীতটাহিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জ নামক নাম্যাহ্নিক কৃষ্ণবিহারস্থলীতে

যাত্রা করেন। তখন শুদ্ধ ভক্ত জগৎ দেখিলেন শ্রীগৌরপ্রিয়তম সুধাকরের অন্তর্দ্ধানে কালবিচারে গৌণ আষাঢ়ীয় অমাবস্যা তিথি ও সায়নমতে অয়ন সন্ধিকাল পার্থিব জগতে আগত হইয়াছে।

সায়ন উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইলে শ্রীঠাকুরের অভাবে বিরহকাতর শুদ্ধভক্তমণ্ডলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটাভিন্ন শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নারায়ণ মাসে তাঁহার সমাধি সেবা বিধান করিয়াছেন।

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।



সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।—রাধামাধবমহোৎসবঃ।

অথ সা ব্রজভীরুরগ্রতঃ পরমপ্রেমরসাবশাকৃতিঃ।
সমুদীক্ষ্য নিজেশ্বরী সখী পদমূলে ন্বপতৎ প্রহর্ষতঃ॥
দূরে তব প্রাণধনং কিশোরদ্বন্দ্বং মুদা ক্রীড়তি কুত্র মোহনং।
ইত্থং সমুৎকণ্ঠিতয়া তয়োক্তেস্তাঃ স্নেহপূর্ণা কথয়াম্বভূব॥

যথা গুর্জ্জরি রাগেণ গীয়তে।

নীলজলদরুচির কলেবর বিরাজিত চম্পকদাম।
বিমলনিজায়ুধপরিবৃতনবহরিমণিময়গুনধাম॥ ১॥
তীরে তপনদুহিতুরবিরামং খেলতি মিথুনমহো অভিরামং॥ ধ্রু॥
উন্মদমদনং মহারসবিহ্বল-মোহনদিব্যকিশোরং।
অদ্ভুতরূপবিলাসচমৎকৃতিসিদ্ধহৃদয়ধৃতি-চোরং॥ ২॥
বৃন্দাবননবকুঞ্জগৃহোদরদুর্জ্জয়রতিরণলোলং।
স্নিগ্ধতিলকপরিখণ্ডিতমর্শিশরশ্রমজলগলিতকপোলং॥ ৩॥
মিথ উপধায় লসৎকদলীনিভকোমলমুরুমুদারং।
স্বপিতি কদাপি চ গুম্ফতি বনজৈঃ কমপি মনোহরহারং॥ ৪॥
চুম্বতি গুপ্তকথা-ছলতঃ কচিদবলম্ব্য শ্রুতিমূলং।
কচন পরস্পরমতিশয়রুচি পরিধায় যাতি দুকূলং॥ ৫॥
কাপি মিথঃ পরিলুম্পতি মণ্ডতি পশ্যতি নিজ প্রতিবিম্বং।
হংসমিথুনগতি যাতি করোতি চ নটশিখিযুগ্মবিড়ম্বং॥ ৬॥
কাপি পরস্পর-বেণি-বিভূষণ রচিতোদ্দামবিলাসং।
অয়তি নৃত্যতি হসতি বিচলতি প্রতিপদমদনবিকাশং॥ ৭॥

কচন গতাম্বরবিলুলিতকুন্তলত্রুটিত-মৌক্তিকহারং।
কৃতপরিরম্ভন চুম্বনশতশত যমুনা-নীরবিহারং॥ ৮॥
রাধামাধব-কেলিমহোৎসবমতিরসমধুরিমসারং।
গায়তি রসিক সরস্বতি বর্ণিতমুজ্জ্বলভাববিকারং॥ ৯॥

নিখিল নিগমদূরং প্রেমমাধ্বীকপূরং ন খলু ভগবদীয়ে নাপি লব্ধোপলম্ভং।
তদতি মধুরধামদ্বন্দমানন্দকন্দং কনকমকরতাভং ভাতি বৃন্দাবনেঽস্মিন্॥ ১০॥

প্রথম মুরলিরন্ধ্রে রঞ্জিতাকুঞ্চিবিম্বাধরমিহ সখি রাধাং ভাতি গায়ন্মুরারিঃ।
ইতি চ বিরবচঞ্চচ্চারুমুদ্রাং গুণীনাং নখমণি রুচিবীচিমুদ্রিকালিচ্ছটাভিঃ॥ ১১॥

শ্রুত্বা রাধা মধুপতি মহানন্দসাম্রাজ্যসারে
দোরাস্ফারামৃতরসময়ানঙ্গলীলাবিহারং।
তৃপ্তিং নৈব ব্রজমৃগদৃশঃ প্রাপ্য সপ্রেমভূয়াঃ
শ্রীরাধায়াশ্চরিতমমৃতং পৃষ্টমানাং জগুস্তাঃ॥ ১২॥

তথাহি ভৈরবীরাগেণ গীয়তে।

অভিমতমনু প্রতিকূলকচরিতা। খেদমিবাভজদতিসুখভরিতা॥
রাধা বিলসতি সহ মধুরিপুণা। নবনবরতিরস-কেলিষু নিপুণা॥ ধ্রু॥
কিমপি মৃষা ভয় বেপথুবলিতা। ভবতি রসজ্ঞ ভুজান্তরমিলিতা॥ ১॥
রমণমহেতুক রোষণ-হৃদয়া। ক্ষিপতি চলতি পদমথসদয়া॥ ২॥
মধুমারুতহৃৎ নিজতনুবসনা। ভবতি দয়িত পীতাম্বরবসনা॥ ৪॥
তরুবিটপার্পিত পল্লবকলিতা। প্রিয়কৃত হিন্দোল নবনবচলিতা॥ ৫॥
প্রিয়কুসুমাদিকয়া চলবিরতা। পুনরুপনতমনু হেলন নিরতা॥ ৬॥
কুচমকর-লিখনে মদমহসা। প্রিয়মচতুর ইতি নিন্দতি সহসা॥ ৭॥
শ্রুতিরসভবিত সরস্বতি-ভণিতা। মুহুরুপযাতু পরামিহ জনতা॥ ৮॥

তথাহি।

অহো মুখরনূপুর প্রকর-কিঙ্কিণী-ডিণ্ডিম
স্বনাদিবরতাড়নৈর্নখরদন্তঘাতৈর্যুতং।
মুহুর্দ্ধরমদান্ধয়োর্নবনিকুঞ্জপুঞ্জাদিকে
তদদ্ভুতকিশোরয়োঃ সুরতসঙ্গরো জৃম্ভতে॥ ৯॥
তদাশ্চর্য্য প্রাণাধিকদয়িতয়োঃ কেলিবিভবং
নিলীনঃ পশ্যন্ত্যোভয়মপিরসাম্ভোধি পতিতাঃ।
ক্ষণাদপ্যা যস্যাঃ পদকমলসম্বাহনপরাঃ
প্রিয়ং তৎসংবীজাদ্বয়মহহ ভূয়ঃ সমুদিতা॥ ১০॥
যদিত্বমিন্দীবরসুন্দরাক্ষি দিদৃক্ষসেন প্রিয়য়োর্বিলাসং।
সদ্ধাত্মনা প্রেমরসেন রাধা পদারবিন্দং স্মর তদ্রসোদয়ং॥ ২৩॥
অথ সা মৃগসারলোচনা ধৃতরাধাপদদাস্যলালসা।
সরসং নিজজীবিতেশ্বরী চরণধ্যান পরেদনুজ্জগৌ॥ ২৪॥

তথাহি বসন্তরাগেণ গীয়তে।

বরসীমন্তরসামৃতসারিণী ধৃতসিন্দুরসুরেখাং।
শ্রীবৃষভানুকুলাম্বুধিসম্ভব সুভগসুধাকরলেখাং॥ ১॥
স্মরতি মনো মম নিরবধি রাধাং।
মধুপতি রূপগুণশ্রবণোদিত সহজ মনোভববাধাং॥ ১॥
সুরুচিরকবরিবিরাজিত কোমল পরিমল মল্লিস্রমালাং।
মদচলখঞ্জন-খেলনগঞ্জন লোচনকমলবিশালাং॥ ২॥
মদকরিরাজ বিরাজদনুত্তম চলিতললিতগতিভঙ্গীং।
অতিসুকুমার কলকনকচম্পক-গৌরমধুরমধুরাঙ্গীং॥ ৩॥
মণিকেয়ূরললিতবলয়াবলিমণ্ডিতমৃদু ভুজবল্লীং।
প্রতিপদমদ্ভুতরূপচমৎকৃতি মোহন-যুবতিমতল্লীং॥ ৪॥

মৃদুমৃদুহাসললিতমুখমণ্ডলকৃতশশিবিম্ববিড়ম্বং।
কিঙ্কিণী জাল খচিত পৃথুসুন্দর নবরসরাশি নিতম্বাং॥ ৫ ॥
চিত্রিতকঞ্চুলিকা স্থগিদোদ্ভট কুচহাটকঘটশোভাং।
স্ফুরদরুণাধর সীধু সুধারস কৃতহারমানসলোভাং॥ ৬ ॥
সুন্দরচিবুকবিরাজিতমোহন মেচকবিন্দুবিলাসাং।
সকনকরত্নখচিত-পৃথু-মৌক্তিকরুচিরুচিরোজ্জ্বলনাসাং॥ ৭ ॥
উজ্জ্বলকান্তি রসামৃতসাগর সারতনুসুখরূপাং।
নিপতিত মাধব মুগ্ধমনো মৃগনাভি সুধারসকূপাং॥ ৮ ॥
নূপুরহারমনোহরকুণ্ডল কৃতরুচিমরুণ দুকূলাং।
পথি পথি মদনমদাকুল গোকুলচন্দ্র কলিতপদমূলাং॥ ৯ ॥
রসিক রসবতি পীতমহাদ্ভুতরাধারূপরহস্যং।
বৃন্দাবনরসলালসমনসামিদমুপগেয়মবশ্যং॥ ১০ ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

সুভগ শিখরলক্ষ্মী কোটিকাম্যৈকপাদাবৃতনখমণিচন্দ্রজ্যোতিরামোদমাত্রা।
অতিমধুরচরিত্রানঙ্গলীলা বিলাসা মম হৃদি রসমূর্ত্তিঃ স্ফুর্ত্তিমায়াতু রাধা॥১১॥
নবরসমদঘূর্ণন্মাধবপ্রাণকোটী প্রিয়নখমণিশোভা সর্ব্বসৌভাগ্যভূমিঃ।
স্ফুরতু হৃদি সদা মে কাপি কাশ্মীর রোচি ব্রজনগরকিশোরীবৃন্দসীমন্তভূষা॥১২॥
গোবিন্দপ্রাণসর্ব্বস্বং নখচন্দ্রেণ চন্দ্রিকা।
কাপি প্রেমরসোদারা কিশোরীং মম জীবনং॥ ১৩ ॥
চেতঃ কামপি কুন্দসুন্দরসুধা নিস্যন্দিমন্দস্মিত
জ্যোতির্মোহন বক্রচন্দ্র বিলসৎ প্রেমামৃতাম্ভোনিধিং।
প্রত্যঙ্গোচ্ছলিতানুরাগ সহজানঙ্গোৎসবৈকাবধি
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রদুর্মদমনশ্চোরীং কিশোরীং স্মর॥ ১৪ ॥

মুক্তাদামদামনিলপ্রসারকবয়ং দামোদরস্তং যতো
গোপীতাম্বর শম্বরারি সুভগ ত্বং মে গৃহাণাম্বরং।
হস্তং ন স্তনয়োর্নিধেহি যমজৌ ভগ্নৌ সুতুঙ্গৌ যতো
রাধায়াঃ দ্যুতিবাক্যভঙ্গীবিততস্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধামাধবমহোৎসবো নাম দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ।

শ্রীতারকব্রহ্ম নাম।

এই মানস সেবাই ভজনের চরম উপদেশ। নিত্য বৃন্দাবনে স্থূলদেহ পতনের পর যেরূপ ভাবে শুদ্ধ অন্তরঙ্গভক্ত কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হইবেন তাহারই আরম্ভ এই মানস সেবা। এই মানস সেবার তাৎপর্য্য এই যে বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক রহিত হইয়া আত্মাকে অপ্রাকৃত সখীর অনুগত করিয়া যুগল সেবায় নিযুক্ত করা। এই মানস সেবার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহা প্রাকৃত স্থূল দেহের দ্বারা সেবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পদ্মপুরাণে কথিত আছে এক জন ব্রাহ্মণ মানসে পরমান্ন রাঁধিয়া কৃষ্ণের ভোগ দিবার কালীন উত্তপ্ত পরমান্নে তাঁহার অঙ্গুলী স্পৃষ্ট হয়। তাহাতে গরম বোধ হওয়ায় ধ্যান ভঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার অঙ্গুলিতে গরম লাগায় ফোস্কা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঐ মানস সেবার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন নকুল ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত মানসে উত্তম মনোমত রাস্তা করিয়া প্রভুকে লইয়া যাইতেছিলেন রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ ফুল গাছ, প্রভুর পদে ক্লেশ হইবে বলিয়া রাস্তায় ফুল ছড়ান। এই রূপে কানাই নাটশালায়

পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন, পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল আর রাস্তা হইল না। তখন তিনি সকলকে বলিলেন প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। প্রভুর সেবার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই সনাতনকে ও রূপকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। স্থূল দেহে যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা অপ্রাকৃত অনুভবের অভাব হইলে তাহাও অভ্যাসমাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বহির্বিষয় অনুশীলন করিয়া থাকে বলিয়া কৃষ্ণানুশীলনে অক্ষম। সেই ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ে যদি পরেশানুভূতি হয় তবে তদ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং একই উদ্যমে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার হয়। এইরূপ করিতে করিতে বাহ্যানুশীলন খর্ব্ব হইলে মানস সেবা সুন্দররূপে হইবে। দৃষ্টান্ত যথা বালিকারা পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, ভোজ করে, অন্নপ্রাশন করে এইরূপে খেলা করে। বিবাহ হইলে যখন স্বামীর ঘর করে তখন পুতুল খেলায় যে কার্য্যগুলি করিত, গৃহে আসিয়া সেইগুলিই প্রকৃতরূপে করে। বাল্যাবস্থায় যে গুলি খেলা ছিল বড় হইলে প্রকৃত-রূপে সেইগুলিই করিতে হয়। মানস সেবাও তদনুরূপ। স্থূল দেহে অপ্রাকৃত অনুভব সহ যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করা যায় তদ্রূপ মানস সিদ্ধ দেহে চিদ্ধামে চিন্ময় সঙ্গিনীর সহিত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়।

নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি নাম করিবার পূর্ব্বে এবং নাম করিবার সময় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ইহার ভাবার্থ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে এবং ইহার সত্যতার বিষয় যদি সন্দেহ থাকে উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

১। পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ বিভু চৈতন্য। জীবাত্মা তদ্রশ্মি পরমাণুস্বরূপ অণু চৈতন্য॥

২। ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব রূপবিশেষ নামে কোন অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যগত নিত্যধর্ম্মের দ্বারা বিভু চৈতন্য অণু চৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণু চৈতন্য সকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যের অবস্থানোপযোগী পীঠ স্থাপন এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়াত্মক জগত ভিন্ন হইয়াছে।

৩। জড়াত্মক জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ এবং শুদ্ধানন্দের বিপরীত কোন প্রকার আভাস রূপ সুখ দুঃখের পীঠ স্বরূপ।

৪। জড়জগতে জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ নাই। কেবল বদ্ধাবস্থায় উহা জীবাভাস মাত্র। অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্ত্তৃক বদ্ধজীবগণ জড়ামুযন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়সুখে আবদ্ধ আছেন কেহ বা চিৎসুখে।

৫। স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগ রূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় বিষয় রাগরূপ ঐ স্বধর্ম্মের বিকৃত ভাবটী শোচনীয়।

৬। স্বধর্ম্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। স্বালোচন কার্য্য অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা তাহা সাধিত হয়।

৭। অধিকার ভেদে স্বধর্ম্মানুশীলন বিবিধরূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ ও কতকগুলি গৌণ।

৮। স্বরূপ প্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই, তাহারা সাক্ষাৎ।

৯। যে সকল অনুশীলন কার্য্যদ্বারা দেহ সম্বন্ধে কোন অবান্তর ফল প্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ।

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাৎ অনুশীলন। তৎপোষক জীবন নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম সকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবেক।

১১। সমাধি যোগে ব্রজভাবগত রসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের চরম কর্ত্তব্য।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে, প্রথম চারিটি তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধ জ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটী তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের উদ্দেশ আছে।

১০ দশম তত্ত্বে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে তাহার সাধনাই উপাসনা ধর্ম্মের চরম প্রয়োজন। প্রত্যাহার বা বৈরাগ্যের দ্বারা জড়াসক্তি হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাকে পরমাত্মতত্ত্বে স্থাপন অর্থাৎ ব্যবধান রহিত করিতে পারিলে অনেক গুলি সত্য সমাধি দ্বারা নির্ণীত হয়। সাধকেরা আপনাপন আত্মায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে সত্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। ঐ আত্ম প্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধি দ্বারা জীবের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্য ক্রিয়া কৃষ্ণ দাস্য সতত্ই সাধু দিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয় বোধ, চতুর্থে আশ্রয়ও আশ্রিতের সম্বন্ধ বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণ কর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য বোধ। ষষ্ঠে আশ্রিত গণের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত কাল বোধ, নবমে আশ্রিত গণের ভাবগত নানাত্ব বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য লীলা বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি বোধ, দ্বাদশে আশ্রয় শক্তি দ্বারা আশ্রিত গণের উন্নতি ও অবনতি বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিত গণের স্বরূপ ভ্রম বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতি করণ রূপ আশ্রয়ানুশীলন বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্য

তত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয় জ্ঞান মিশ্রিত থাকে তিনি তত অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয় জ্ঞানের মন্ত্রী যুক্তির সাহায্য লইতে গেলে সমাধির সত্য সকল দেখিতে পাইবে না। অতএব যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া যিনি যত দূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সমর্থ হন, তিনি ততদূর সত্য ভাণ্ডার খুলিয়া অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন।

ব্রহ্মসংহিতায় শেষ পাঁচটি শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন হে বৎস যদি মহত্ত্ব বিজ্ঞানে প্রজাসৃষ্টি করিবে তবে নিম্নের পাঁচটি শ্লোকের অর্থ উত্তম রূপ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন

ব্রহ্মন্ মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজা সর্গেচ চেন্মতিঃ।
পঞ্চ শ্লোকীমিমাং বিদ্যাং বৎস দত্তাং নিবোধ মে॥

১। প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমাভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা॥

২। প্রমাণৈস্তৎ সদাচারৈস্তদভ্যাসৈর্নিরন্তরং।
বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ॥

৩। যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ॥

৪। ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥
কুর্ব্বন্নিরন্তরং কর্ম্ম লোকোঽয়মনুবর্ত্ততে।
তেনৈব কর্ম্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি॥

৫। অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য বীজং প্রধানং প্রকৃতেঃ পুমাংশ্চ
ময়া হি তং তেজ ইদং বিভর্ষি বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি॥

১। শ্লোকানুবাদ সম্বন্ধ জ্ঞান ও সাধন ভক্তি দ্বারা স্বস্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে আত্মাতে অনুত্তমা চিন্ময়ী ভক্তির উদয় হইবে।

২। প্রমাণ (অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ বা সাধু মুখের প্রমাণ) সদাচার সাধুদের আচার, সেই সব সদাচার পালনের দ্বারা অভ্যাস করিয়া, আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে, উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

৩। সাধন ভক্তির সাধন করিতে করিতে যখন জড়াসক্তি রহিত হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তখন প্রেম ভক্তির উদয় হয় এবং পরানন্দ লাভ করে এবং আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। প্রেমই জীবকে ভগবানের সহিত সংযুক্ত করে।

৪। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের ভজন কর; যেরূপ যেরূপ শ্রদ্ধার উন্নতি হইবে কার্য্য সিদ্ধি সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচি পরে আসক্তি পরে ভাব তার পর প্রেম। এইরূপে ক্রমে উদয় হইবে। লোক সকল কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের অনুগমন করে। কিন্তু সেই কর্ম্ম করিবার সময় যদি আমাকে বিস্মৃত না হয়, অর্থাৎ ভগবানকে না ভুলা যায় অর্থাৎ ভগবানের তুষ্টির জন্য এই কর্ম্ম করিতেছি এইটী স্মরণ থাকে তবে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি লাভ করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করে।

৫। আমিই এই চরাচর বিশ্বের বীজ, আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, আমিই প্রধান, তুমি যে তেজ বা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমিই তোমাকে দিয়াছি, সেই তেজ বা শক্তি দ্বারায় জগৎ বিধান কর।।

শ্রীললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস।
শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীমায়াপুর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

সজ্জন তোষণী।

তোষণী প্রসঙ্গ।

বেরিলি হইতে পরম মাননীয় ভাগবত সুলেখক শ্রীযুক্ত অশ্বিনী মহাশয় লিখিয়াছেন। পরম পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জন তোষণী যে রূপানুগ ভক্তগণের হৃদয়ের হার তাহা লেখাই বাহুল্য। পরম দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কলিহত জীবের অশেষ কল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়াছেন তাহা এত অল্প দিনের মধ্যেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার প্রভাবে যেরূপ উপধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে, প্রাণ ব্যথিত হয় ও চক্ষে জল আসে। শুদ্ধ কৃষ্ণদাসের এ দুঃখ অনুভব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় অনুচর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী চালনা করিয়া যে সমুদয় অমল বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাগ্যবান্ ভক্তগণ তাঁহাদের হৃদয় সম্পুটে অমূল্য রত্নের ন্যায় চির দিন সযত্নে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "আমি যাহা বলি তাহা কর, আমি যাহা-করি তাহা করিও না" এরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। তিনি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিলে ভাগ্যবান জীব সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ পথ পাইবে। সজ্জন তোষণীতে হরিভক্তির বিষয় আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইতেছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তবে এক কথা এই—

গোলোকের কথা আমাদের ন্যায় ভজনবিমুখ জনের নিকট গোলোকধাঁধা বিশেষ। গোলোকধাঁধাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা "ভুল-ভুলইয়া" বলে। তাহার কারণ লোক গোলোকধাঁধার নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার সময় সোপানে এমত পথ ভ্রান্ত হয় যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিপথে যাইয়া পড়ে, গন্তব্য স্থানে তাহার যাইয়া উঠা ঘটে না। যদি কোনও পথপ্রদর্শক সোপানের যে যে স্থানে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা সেই সেই স্থানে কোনও সতর্কতার চিহ্ন রাখিয়া যান তাহা হইলে সকলেই সহজে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারেন।

শ্রীসজ্জন তোষণীতে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভজনরহস্য প্রকাশিত হইতেছেন তাহা আরও সরল ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েন এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, মায়াবাদ ও তাহার নিরসন, অচিন্ত্য ভেদাভেদ, বিধি ও রাগমার্গ, তিলক ও মালাধারণ বিধি, চারি সম্প্রদায় এবং তাহার বিধি কথন, সম্প্রদায় ও পরিবার ভেদে তিলক গঠনের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলি ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইলে শ্রীবৈষ্ণবগণের বড় আনন্দের বিষয় হয়।

পাইকমাজ্জিটা হইতে নিষ্কপট শুদ্ধ ভাগবত শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তিমার্গ ও শ্রীগুরুস্বরূপ প্রবন্ধদ্বয় আলোচনা করিয়া অত্রস্থ ভক্তমণ্ডলী সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আপনার অনুভাষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম প্রীতিদায়ক এবং উহা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে।

শ্রীধামবৃন্দাবন রাধারমণঘেরা হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রিকা পত্রিকার ষষ্ঠভাগ সপ্তম অষ্টম সংখ্যায় হিন্দিভাষাভিজ্ঞ ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ সজ্জনতোষণীর অষ্টাদশবর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "অভক্তি মার্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ সর্ব্বজনবোধ্য সুললিত হিন্দিভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। অভক্তিমার্গ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরূপ প্রচারিত ভক্তিপথের বিরূপ পথসমূহ সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে।

মুদ্রা ধারণ।

কেহ কেহ মুদ্রা ধারণকে (ছাপ দ্বারা শংখ চক্র গদা পদ্ম ও ভগবানের নাম অঙ্কনকে) গোঁড়ামি ও নিষ্ফল মনে করেন। কেহ কেহ বলেন "অঙ্গে যত দিন ঘর্ম্ম হয়, ততদিন নামাঙ্কন করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে পাপ হয়। শূদ্রগণের পক্ষে অধিক পাপ।" ইত্যাদি। তাঁহাদের ঐ উক্তি যে অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, মহাজনগণের অসম্মত ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ঐ সকল প্রলাপ বাক্য বলেন, তাঁহারা এবিষয়ে নিজ মতের পোষক শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দিতে কদাপি পারেন না। কেহ কেহ "হরি ভক্তি বিলাসে নামাঙ্কন করিতে নাই প্রমাণ আছে" বলেন। শুনিয়া হাস্য সম্বরন করা যায় না। হরিভক্তি বিলাসে মুদ্রাধারণের বিরুদ্ধে প্রমাণ একটী ও নাই। কিন্তু মুদ্রাধারণ না করিলে দেবার্চ্চন, শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যে অধিকার হয় না। মুদ্রা ধারণ না করিয়া অর্চ্চনাদি করিলে, উহা নিষ্ফল হয়, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই মুদ্রা ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বিষয়েই ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ আছে। আমি উহা হইতে কয়েকটী বচন মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥ ১॥

উভয় বাহু মূলে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত করিয়া হরির অর্চ্চন করিবে। শংখ চক্র ধারণ না করিলে পূজা নিষ্ফল হইবে ইতি স্মৃতি।

অদি পুরাণে—

শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্।
গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥ ২॥

যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শঙ্খ চক্র চিহ্ন এবং হরি নামাঙ্কন না করিবেন, সেই ব্রাহ্মণাধমকে রাজা, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিবেন।

গরুড় পুরাণে শ্রীভগবদুক্তৌ—

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্ মদীয়ায়ুধধারণাৎ॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, শুচি ব্যক্তিরই অর্চ্চন, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দানাদি সকল কর্ম্মে অধিকার হয়; আমার আয়ুধ (শঙ্খ চক্রাদি, আমার নামাদি) ধারণেই শুচিত্ব হয়। অন্যথা হয় না।

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে—

শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ॥ ৪॥

যে ব্রাহ্মণ হরির প্রিয়তম শঙ্খচক্র, গদা, পদ্ম ও হরির নামাদি নিজ অঙ্গে অঙ্কিত না করেন তিনি সকল ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হইয়া নরকে গমন করেন।

শ্রুতৌচ যজুঃকঠশাখায়াম্—

হুতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদি স্থিতং পরাৎ পরং যন্ মহতো মহান্তম্॥ ৫॥

অথর্ব্বণি চ।

এভির্ব্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেমঃ।
তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতা ইত্যাদি॥ ৬॥

যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদেও উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ এবং চক্রাদি চিহ্ন ও হরিনাম অঙ্কন করিতে তারস্বরে উপদেশ (আদেশ) দিয়াছেন। উপরের বেদ বাক্যদ্বয়ের সরলার্থ এই উরুক্রমের এই সকল চিহ্ন (সংখাদি হরিকৃষ্ণাদি নাম প্রভৃতি) দ্বারা চিহ্নিত হইয়া আমরা সৌভাগ্যশালী হইব। ঐ চিহ্নে চিহ্নিতগণ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।

ব্রহ্ম পুরাণে।

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ।
দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং চাফলায়োপগচ্ছতি॥ ৭॥

কৃষ্ণশাস্ত্র ও কৃষ্ণনামাদি চিহ্নে অঙ্কিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সম্মান না করিলে দ্বাদশ বৎসরের সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়। (অবজ্ঞা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ বশত নরকাদি প্রাপ্তি হয়)।

স্কন্দ পুরাণে—

নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যস্য বিগ্রহম্।
পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ॥ ৮॥

যাঁহার দেহ নারায়ণের অস্ত্র ও নাম অঙ্কনে ভূষিত, তিনি কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত হন। যম তাঁর কি করিতে পারেন?

স্কন্দ পুরাণে—

শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ।
তৎফলং লিখিতে শঙ্খে প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে॥ ৯॥
যৎফলং পুষ্করে নিত্যং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে।
শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০॥
বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ।
গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি॥ ১১॥
যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামিসমীপতঃ।
গদাধো লিখিতে চক্রে তৎফলং কৃষ্ণদর্শনে॥ ১২॥

শঙ্খোদ্ধার তীর্থে কোটি বর্ষ বাস করিলে যে ফল হয়, দক্ষিণ ভুজে শঙ্খ অঙ্কিত করিলে প্রত্যহ সেই ফললাভ হয়॥ ৯॥

শঙ্খের উপরে পদ্ম অঙ্কন করিলে পুষ্করে বাস পূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষ দর্শনের ফল নিত্য হয়॥ ১০॥

বামভুজে গদাচিহ্ন ধারণ করিলে প্রত্যহ গয়াপুণ্য লাভ হয়॥ ১১॥

গদার নিম্নে চক্র চিহ্ন ধারন করিলে আনন্দপুরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল প্রত্যহ হয়॥ ১২॥

স্কান্দে

শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য॥ ১৩॥

শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম, ও মৎস্য কূর্ম্মাদির চিহ্ন (এবং ভগবানের নামাদি) অঙ্গে নিত্য ধারণ করিলে সুকৃতির বৃদ্ধি ও অনাদি অসংখ্য জন্মের পাপ ক্ষয় হয়।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে

কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্ককবচং দুর্ভেদ্যং দেবদানবৈঃ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং সুরানাং রাক্ষসামপি॥ ১৪॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরবল্লভা।
নিত্যং তস্য বসেদ্দেহে যস্য শংখাঙ্কিকা তনুঃ॥ ১৫॥
গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করাদি চ।
নিত্যং তস্য সদা তিষ্ঠেদ্ যস্য পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ॥ ১৬॥
যস্য কৌমোদকী চিহ্নং ভুজে বাথ কলিপ্রিয়।
প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ॥ ১৭॥
সব্যে করে গদাধস্যাদ্ রথাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি।
কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ১৮॥
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
নিবসন্তি সদা তস্য যস্য দেহে সুদর্শনম্॥ ১৯॥
কৃষ্ণমুদ্রা প্রযুক্তস্তু দৈবং পৈত্র্যং করোতি যঃ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং বাক্ষয়ং ভবেৎ॥ ২০॥

ঐ সকল বাক্যের সারার্থ এই—যাঁহার অঙ্গে শঙ্খাদি চিহ্ন এবং হরিনামাঙ্কন থাকে, তাঁহার শরীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেব দেবী, গয়া গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ এবং সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বাস করেন।

ব্রহ্ম পুরাণে—

যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ॥ ২১॥

কৃষ্ণের নামাস্ত্রাদি চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চন করিলে অসংখ্য অপরাধ শ্রীকৃষ্ণ মার্জ্জনা করেন।

ব্রাহ্মে—

পাষণ্ডপতিতব্রাত্যৈর্নাস্তিকালাপপাতকৈঃ।
ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ॥ ২২ ॥

শঙ্খাদি চিহ্ন ও কৃষ্ণাদি নাম দেহে অঙ্কিত থাকিলে পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য ও নাস্তিকাদি আলাপ জনিত এবং কলিকৃত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না।

ব্রহ্ম পুরাণে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে—

ধৃতা নারায়ণীমুদ্রা প্রহ্লাদেন পুরা কৃতা।
বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেন চ শুকেন চ ॥ ২৩ ॥
মান্ধাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ডপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহে কৃত্বা কলিপ্রিয়া ॥
আরাধ্য কেশবাৎ প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ॥ ২৪ ॥

× × × ×

গোপীচন্দন মৃৎস্নায়া লিখিতং যস্য বিগ্রহে।
শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তস্য দেহে বসেদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ, বিভীষণ, বলি, ধ্রুব, শুকদেব, মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মাদি ও শ্রীহরির নাম মুদ্রা (ছাপ) ধারণ করিয়া নিজ নিজ উপাসনার অভীষ্টফলসমূহ সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

গোপীচন্দন দ্বারা শঙ্খাদি ও হরিনামাদি অঙ্কন করিলে, দেহে হরির বাস হয়।

হরি সদা সর্ব্বত্র বাস করেন। কিন্তু সে বাস সাধারণ। তুলসীমালা শিখা, তিলক ও হরিনামাদি ধারণ করিলে দেহে ও মনে হরির বিশেষ

বাস হয়। যেমন সূর্য্য জগতে সকল পদার্থে সাধারণ ভাবে কিরণ দান করেন। কিন্তু স্বচ্ছ পদার্থে বিশেষভাবে পতিত হইয়া নিজ প্রতিবিম্ব প্রকাশ করেন। কাষ্ঠাদিতে কিরণ পড়ে কিন্তু প্রতিবিম্ব হয় না। আবার সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে অর্থাৎ সূর্য্য স্বয়ং ঐ মণিতে আবির্ভূত হন। তদ্রূপ জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিতে ও বস্তুতে সত্তা ব্রহ্মরূপে হরির বাস। মালা তিলকাদি ধারীর দেহে বিশিষ্টরূপে বাস। আবার উপাসনাকারীর দেহে সম্পূর্ণ স্ফুর্ত্তির সহিত বাস।

ব্রাহ্মে সনৎকুমারোক্তৌ—

যস্য নারায়ণীমুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা॥ ২৬॥
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥ ২৭॥

যিনি কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠমালা ও ধাত্রী (আমলকী ফল) মালা ধারণ করেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, শঙ্খাদিচিহ্ন ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (শ্রীহরির নামাদি দেহে অঙ্কিত করেন, তিনি সনৎকুমার তুল্য বৈষ্ণব হয়েন॥

নারদ পঞ্চরাত্রে—

যথা মুদ্রা শীতলাখ্যা তথা তপ্তা ন সংশয়ঃ।
তপ্তায়াঃ শীতলায়াশ্চ বিভেদো নৈব বর্ত্ততে॥ ২৮॥
নামচিহ্নাদিনা দেহে বহ্নিনা বা মৃদাঙ্কনম্।
সা দীক্ষা প্রোচ্যতে ভূপ বাহ্যানাং জ্ঞানিনামপি॥ ২৯॥
বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
সন্ধার্য্যা শীতলা মুদ্রা গোপীচন্দনসংযুতা॥ ৩০॥

দ্বারকাদি তীর্থে শংখচক্রাদি ও নামাদির মুদ্রা, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বাহুমূলে ও অন্য অঙ্গে ধারণ করা ব্যবহার আছে। তপ্ত মুদ্রা ধারণ করিলে

সামান্য ফোস্কা হয়। পরে চর্ম্মের উপরিভাগে শংখাদির চিহ্ন প্রকাশ পায়। উহা দীর্ঘকাল থাকে পরে প্রায় লুপ্ত হয়। ক্ষতের চিহ্নের মত কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট দাগ থাকে। প্রত্যহ গোপীচন্দনাদি দ্বারা যে ছাপা অঙ্গে ধারণ করা হয়, তাহাকে শীতলা মুদ্রা বলে। এখন শ্লোকের স্থূল অর্থ এই শীতলা মুদ্রা ও তপ্তমুদ্রার বিন্দুমাত্র ভেদ বা ফল তারতম্য নাই। অনেকে মনে করেন যে তপ্তমুদ্রার অধিক ফল তাহা নহে। সমান। বেদ পারগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ সংকরাদি যে কোনও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি গোপীচন্দন বা চন্দন প্রভৃতি দ্বারা শংখচক্রাদি চিহ্ন এবং হরি কৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম, অঙ্গে অঙ্কিত করিবেন। এই নামাদি ধারণকেও দীক্ষা কহা যায়। নামাদি ধারণ, জ্ঞানীগণের ও কর্ত্তব্য।

পদ্ম পুরাণে—

কৃষ্ণনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাদি নামাক্ষর, চন্দনাদি দ্বারা দেহে অঙ্কিত করিলে পবিত্র লোক-পাবন হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

হারীত স্মৃতৌ

তন্নাম্না চাঙ্কিতং সর্ব্বং বসনং ভাজনাদিকম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীহরির নাম দ্বারা বস্ত্র, বাসন তৈজসপত্রাদি ও গৃহ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে। ইতি।

জনৈক বৈষ্ণবাচার্য্য।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর আপামর সাধারণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিবার জন্য ভারতের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া ছিলেন। শোণপুষ্পবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর, আকর্ণ বিস্তৃত প্রেমাশ্রুপূর্ণ সুঠাম নয়ন, ভ্রষ্টপদ, সর্ব্বদা মুখে রাম রাঘব পাহি মাং, কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং এই কথা বলিতে বলিতে আপন মনে ইচ্ছানুরূপ গতিতে প্রেমবিভোরাবস্থায় গমন করিতেছিলেন। সঙ্গে এক মাত্র ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরের কৌপীন বহির্বাস ও জল পাত্র লইয়া যাইতেছেন। এইরূপে শ্রীনাম প্রেম প্রদান করিয়া চলিতে চলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গনাথ দেবের স্থান শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তথায় কাবেরী নদীতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক সেই গৌরকান্তি ভুবনললাম প্রচ্ছন্ন-সন্ন্যাসী শচীনন্দন শ্রীরঙ্গনাথ সম্মুখে নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব প্রেমভাব, সেই ভুবন মোহনরূপ, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক প্রেমাশ্রু আদি সাত্ত্বিক বিকার এবং সেই উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি অলোকসামান্য অভাবনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আপামর সাধারণ সকলেই মোহিত হইয়া অনিমেষলোচনে নিশ্চেষ্টপ্রায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তথায় লোকারণ্য সংঘটিত হইতে লাগিল। এইরূপে যখন যেস্থলে মহাপ্রভু উপস্থিত হইতেন তখনই সেই স্থানে তাঁহার দর্শনের জন্য বহুলোকসংঘট্ট হইত।

অসংখ্য ভাগ্যবান্ লোক শ্রীগৌরচরণে প্রপন্ন হইলেন, তন্মধ্যে রঙ্গক্ষেত্রস্থ বেঙ্কট ভট্ট নামা জনৈক শ্রীসম্প্রদায়স্থ রামানুজীয় বৈষ্ণবপ্রবর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অতীব দৈন্য সহকারে পরমাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভক্তাধীন গৌরসুন্দর সেই প্রীতির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ভাগ্যবান বেঙ্কট ভট্ট অতীব ভক্তি সহকারে ভুবনমঙ্গলাবতার

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং সত্বর নিজ প্রাণপতিকে সুখাসীন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া সপুত্র সগোষ্ঠী পরম ভক্তি সহকারে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সেই দুর্লভ পাদোদক পান করিলেন। সেই ভাগ্যবান পরম বৈষ্ণব ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র গৌরপ্রিয় শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী।

শ্রীগৌর গোপাল মিলন ১৪৩৩শকে সংঘটিত হয়। ভট্ট গোস্বামী অসাধারণ শ্রীমন্ত ও সুরূপ বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অপার্থিব রূপের বিষয় শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত আছে :—

"কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। জিনিয়া চম্পক চারুবর্ণ মনোহর॥ কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়ন যুগল। কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥ শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনী। কিবা বাহু, বক্ষপীন ক্ষীণ মাজাখানি॥ কিবা জানু জঙ্ঘাযুগ চরণ ললাম। পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম॥ তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য্য, দেখিয়া অদ্ভুত তেজ কেবা ধরে ধৈর্য্য।"

তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ নামক তিন ভ্রাতা পূর্ব্বে মহীশূর দেশে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে আসিয়া কাবেরি বা কোলিরণ নদীতীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথদেব নিকটে বাস স্থাপন করেন। ভ্রাতৃত্রয় সকলেই সুপণ্ডিত ও সদ্ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুবিশেষ পারঙ্গত হইয়া সরস্বতী নামে খ্যাত হয়েন। প্রথমে এই তিন ভ্রাতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব ও শ্রীনারায়ণের নিত্য বিগ্রহের উপাসক ছিলেন। পরে শ্রীগৌরকৃপাবলে শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত মতাবলম্বী হইয়া ব্রজরসে উন্মত্ত হন।

বালক গোপাল অতি শৈশবে অনায়াসে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া পরম বৈষ্ণব নিজখুল্লতাত ও গুরু প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরম পণ্ডিত হইলেন। আশৈশব সুপণ্ডিত শুদ্ধ ভক্তরাজ

খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সংসঙ্গ ও শিক্ষা দীক্ষা নিমিত্তীভূত হইয়া তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য রূপে নির্ম্মিত করিয়াছিল।

ভট্টগৃহে শ্রীমহাপ্রভুর পদার্পণে ও তাঁহার পদোদক পানে বালক গোপালের অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, সহসা সেই বালক মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূলতরুর ন্যায় শ্রীগৌরচরণে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ বিকশিত হইল। আহা! পরম দয়াল পতিতপাবনাবতার ভক্তপ্রাণ গৌরসুন্দর অমনি তাঁহার প্রিয় ভট্ট গোস্বামীকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবৃন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবতারিত করিয়া, ব্রজেন্দ্রকুমার, গোপীবল্লভ নন্দাত্মজ কৃষ্ণ স্বয়ং নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুর মিশ্রভবনে অবতীর্ণ হন। শ্রীনাম প্রচারের সময় উপস্থিত হইলে ইচ্ছাময় গৌরহরির ইচ্ছাক্রমে কোন কোন ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং মহাপ্রভু স্বয়ং গিয়া কোন ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ভ্রমণ ছলে স্বয়ং গিয়া ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির সহ মিলিত হইলেন। এইরূপে প্রভু ভৃত্যের শুভ সম্মিলন হইল। শ্রীগৌরসুন্দর দয়াময়। দয়ার প্রগাঢ় আকর্ষণ তাঁহাকেই ভট্টালয়ে আকৃষ্ট করিয়া আনিল।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

প্রার্থনা গীত।

কত দিনে আমি দিন পাইব।

হৃদয় সরোজে, গোরাপদ রজে, পরাগ করিয়ে মাথাইয়া দিব॥

হেরিব না বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ, শুনিব না বিনা গোরার প্রসঙ্গ,
করিব না বিনা গৌরভক্ত সঙ্গ, বিনা মূলে গোরাপদে বিকাব ॥
কবে প্রাণ পাখী ভক্তিতান তুলি, গাইবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবুলি ;
শুনিব শুনাব হয়ে কুতূহলী, বিষয় বাসনা ছাড়িব ;—
কবে আমি লঘু হব তৃণ হতে, কবে পার্‌বো মান রাখ্‌তে অমানিতে,
কবে পাব সেই শ্রীনদীয়া যেতে, (আমি) নামের হাটে দিবা নিশি লুটাব ॥
কবে হবে আমার সেই পরিচয়, রাধাকৃষ্ণ মিলি গৌরাঙ্গ উদয় ;
যাঁর পদে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁরে ভজেন অজভব ;—
কাঙ্গাল মাধব পড়েছে দুস্তরে, ভবে যদি আস্‌তে হয় বারে বারে,
নিত্য গুরু পদে মিনতি কাতরে (আমি) আস্‌তে যেতে গৌরদাস হইব ॥

ভক্তকৃপাভিক্ষু
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু। বেরেলী।

সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।—রাধাদাস্যমহোৎসবঃ।

নিজরসধারাকন্দ গোবিন্দ রাধা
মধুর মধুর হাস স্ফুরতবক্ত্র চন্দ্রং।
দিশি দিশি পরিচেতুং সঞ্চরন্তক্‌ চকোরীং
কলিতপুরুতৃষন্তীং দর্শয়স্ত্যোঃ জগুস্তাঃ ॥

মালব গৌড় রাগেণ গীয়তে।

মৃগমদলিপ্তরুচিরবপুষা পরিরঞ্জিত নূতনঘনসারং।
উক্ষ্যো বেণীভুজঙ্গীরিবাজিতয়া ধৃতশিখিচন্দ্রকচূড়মুদারং ॥ ১ ॥

সখি হে গোকুলরাজকুমারং।
রাধিকয়া সহ কলয় মনোজ রসাধিকয়া সুকুমারং॥ ধ্রু ॥
নবচপলা পলাঙ্গরুচা রসবর্ষণবারিজজালং।
কাঞ্চনবল্লিরিবোজ্জ্বলয়া দ্যুতিনির্জ্জিত নীলতমালং॥ ২॥
অনিলতরল নলিনী সুললিতয়া মদকর মধুকরনীলং।
অভিনবসঙ্গমভয়কম্পিতয়া বহুবিধমন্থনয়শীলং॥ ৩॥
কোটিপরমরতিশোভনয়াদ্ভুত নবকন্দর্পবিলাসং।
স্মের সরসকুমুদিনী প্রমুদিতয়া শরদমৃতাংশু প্রকাশং॥ ৪॥
বরকরিণী মদবিহ্বলয়া নবরতিরসমত্তকরীন্দ্রং।
অদ্ভুতকেলিবিচক্ষণয়া স্মরতন্ত্রমহানিপুণেন্দ্রং॥ ৫॥
উজ্জ্বল-প্রেম-রসামৃতবনয়া পরমসুখাম্বুধিসারং।
অদ্ভুতহাটকপত্রিকয়া নবমরকতমূর্ত্তিবিহারং॥ ৬॥
নবতারুণ্য নিবেশ মধুরয়া মোহনদিব্যকিশোরং।
অরুণদুকুল বিরাজিতয়া মৃদু কুঞ্চিতপীতনিচোলং॥ ৭॥
কৃতপনবন্ধন খেলনয়া পিতবাদহৃতস্তনচেলং।
বহুবিধহাসবিলাসনিপুণয়া প্রতিপদমদ্ভুতখেলং॥ ৮॥
রাধামাধব রূপকনোদয়া ইতি শৃণুতাতিমনোজ্ঞং।
মুদিত সরস্বতি গীতমহো কুরুত হৃদয়মিহাতিরসজ্ঞং॥ ৯॥

নবপরিমলমল্লীদামধম্মিল্লভারাং
কুচকলসবিরাজৎকঞ্চুলীভারহারাং।
দিশি দিশি রসধারামাকিরন্তীমপারাং
মধুরতরবিহারাং পশ্য রাধামুদারাং॥ ১০॥
বলে বিলোকয় কিশোরমনঙ্গলীলা
খেলায়মানমদলোলবিলোচনাজ্ঞং।

সর্ব্বাঙ্গমুল্লসিতমুৎপুলকং দধানং

রাধাঙ্গসঙ্গ রসরঙ্গতরঙ্গলোলং ॥ ১১ ॥

শোভাসিন্দুরবিন্দোঃ ক্বচন নবনবোল্লেখ লক্ষ্মীপরাত

র্যাক্তা কাশ্মীরমুদ্রা ক্বচিদপি ললিতঃ কুত্রচিত্কুজ্জলাঙ্কঃ।

কুত্রাপি ভ্রাজমাণং মণিবলয়ঘটা চিত্রমিত্থং দধানং

সাক্ষাদেবৈষ রাধাস্মরতরসমহো বীক্ষ্য তাং শ্যামধাম ॥ ১২ ॥

অয়ে কোয়ং চন্দ্রঃ স্বয়মিহ নবা শ্যামলতর-

স্তমালোয়ং নাসৌ যদতিললিতং বা ন চলতি।

নবাম্ভোদঃ কস্মাৎ ভবতু রসদঃ শারদনিশা

পতির্বা মুগ্ধাভূন্মধুপতিমুদীক্ষ্য ব্রজবধূঃ ॥ ১৩ ॥

অনঙ্গস্য প্রাণাঃ কিমু হৃদয়মেতন্মধুপতে

মহালাবণ্যানামপি পরমবীজং বিজয়তে।

রসশ্রীর্বা সাক্ষান্মধুরমধুরপ্রেমবিভবৈ-

রতর্ক্যাং শ্রীরাধাং কমলনয়নাং তর্কয় দৃশাং ॥ ১৪ ॥

দ্বিধাভূতমিবপ্রাণ সারবৃন্দং বহিস্থিতং।

কিশোরমিথুনং দৃষ্ট্বা সা মুগ্ধা প্রেমসাগরে ॥ ১৫ ॥

মহাপ্রীতিরসানন্দ গলদ্বাষ্পবিলোচনা।

গিরা গদ্গদয়া প্রাহ্ববন্দ্যমানা নিজেশ্বরী ॥ ১৬ ॥

তথাহি রামকেলি রাগেন গীয়তে।

শিক্ষয় মামনুপম নিজকল্পিত সংগীতক বহুভঙ্গীং।

হরিমুপগায়য় মাভবতীমহমীক্ষ্যে ঘনপুলকাঙ্গীং ॥ ১৭ ॥

বন্দে ভবতীমতুলরসরাশিং।

বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জবিলাসিনীং কুরু মাং নিজপদদাসীং ॥ ১৮ ॥

কারয় নির্জ্জনাগরচরণদ্বয়পরিচরণং সুখসারং।
পরিচারয় হরিণাক্ষি নবং নবমঞ্জিনবকুঞ্জমুদারং॥ ১৯॥
বিরচিতকুসুমশয়নময়ুকারয় মধুরমুখেন নিদেশং।
সম্বাহয় ললিতাঙ্গি ময়া নিজপদমববন্ধয় কেশং॥ ২০॥
তব তাম্বূল সুচর্ব্বিতমভিমতমাননচন্দ্রনিগীর্ণং।
সৃকগলিতমহং স্পৃহয়ে তব কৃপয়া কিমপি বিতীর্ণং॥ ২১॥
তব প্রিয় শ্যামকিশোর-রসোৎসবমনিশমনন্তমপারং।
অনুভবিতাস্মি ভবত পদপঙ্কজ কিঙ্করিকে রসসারং॥ ২২॥
মম কলয়াত্মচরণ মহিমাদিত বহু চতুরায়িতরীতিং।
মেলায়িতোস্মি কদা নিশিয়া হরিণাভবতীং গতভীতিং॥ ২৩॥
অয়ি নবরসিকযুবতিকুলমণ্ডল পদনখচন্দ্রবিলাসে।
আর্ত্তজনে ময়ি নহি বিমুখী ভব নিজপদদাস্যধৃতাশে॥ ২৪॥
ইতি বৃষভানুসুতা চরণাম্বুজ নিপতিত বরতনুগীতং।
ভদ্রসলুব্ধক সরস্বতি বর্ণিতমতিসুখদং শ্রুতিপীতং॥ ২৫॥

তথাহি শ্লোকঃ।

অতিরসমদবৃন্দারণ্যচন্দ্রেণ শশ্বৎ পুলকিত ভুজদণ্ডানাঙ্কমারোপ্যমাণা।
অয়ি নবসুকুমার স্ফারলাবণ্যমূর্ত্তে রসময়ি ময়ি রাধে স্নিগ্ধদৃষ্টিং বিধেহি॥২৬॥
অথ সহজবিবৃদ্ধস্নেহ বাষ্পাকুলাক্ষা ললিতললিতমূর্ত্ত্যা রাধয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।
নিজরমণপদাব্জং বন্দ্যমানা তয়ৈব প্রণয় কলদং সা শ্রীল গোবিন্দচন্দ্রং॥২৭॥

সৌরাষ্ট্রি পাহায়া রাগেণ গীয়তে

বৃন্দারণ্যপুরন্দরসুন্দর কুন্দকলি দ্বিজবৃন্দ।
মন্দহসিত ভুবনৈকমনোহর বদনবিকসদরবিন্দ॥ ২৮
মাধব রসময় পরমানন্দ।
নিজ দয়িতাপদ দাস্যরসে মামভিষেচয় সুখকন্দ॥ ২৯ ধ্রু

রাধাবদন সরোরুহসঙ্গ ভৃতসীধু রসোন্মদভৃঙ্গ।
প্রতিপদমুচ্ছলিতাতিরসার্ণব সমুদিত কেলিতরঙ্গ ॥ ৩০ ॥
রাধা-পীনপয়োধরগিরিবরযুগ্মনিষক্তিতচিত্ত।
প্রতিমৃদুবাক্যভরোদিত দুর্ধুর মদন মহামদমত্ত ॥ ৩১ ॥
রাধাকেলিকুরঙ্গ তদুজ্জ্বলগুণ জালককৃতবন্ধ।
ইন্দিরয়াপি সুদুর্লভ লোভন পদমকরন্দ সুগন্ধ ॥ ৩২ ॥
রাধাপ্রাণসখীগণসৌহৃদ মুদিতমনোহরবেশ।
তন্মুখমোহনচন্দ্রবিলোকন-কৌতুক ন কৃত নিমেষ ॥ ৩৩ ॥
রাধা-জীবনভূষণ-বৈভব রাধা তন্ধন বান্ধব মিত্র।
নিরবধি রতিরণ খেলন রঞ্জিত বহুবিধ চিত্র সুচিত্র ॥ ৩৪ ॥
রাধামান গরল পরিখণ্ডন বেণুরবামৃত ধন্ব।
রাধা মহতি ললিতশ্রুতি প্রেমবিকুণ্ঠিত কণ্ঠ ॥ ৩৫ ॥
অয়ি কুতুকেন সরস্বতি বিরচিত গীতমিদং বুধবৃন্দং।
শ্রুতি চসকেন নিপীয় মহাসুখমিহনু চিরাদনুবিন্দং ॥ ৩৬ ॥

জয় জয় সুখধাম শ্যাম কৈশোর লীলা
মধুর মধুর ভঙ্গীক্ষেপিতানন্ত কাম।
শরদমৃতময়ূখ জ্যোতিরানন্দরশ্মি
স্মিতমুখমনু দেহি স্বপ্রিয়াংঘ্র্যব্জদাসং ॥ ৩৭ ॥

মহারসৈকাম্বুধি রাধিকায়াঃ ক্রীড়া কুরঙ্গ স্মরবিহ্বলাঙ্গং।
আনন্দমূর্ত্তে নিজবল্লভায়াঃ পদারবিন্দে কুরু কিঙ্করীং মাং ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগোবিন্দে বিকসদরবিন্দে ক্ষণ লসৎ
কৃপাতৃষ্ণাপূর্ণ প্রণয়রসবৃষ্ট্যা স্নপয়তি।
স্থিতা নিত্যং পার্শ্বে বিবিধপরিচর্য্যৈকচতুরা
ন কেষাঞ্চিদ্ধন্যং রসিকমিথুনং সাশ্রিতবতী ॥ ৩৯ ॥

রাধায়াঃ কুচমণ্ডলে কবলয়ন্ শ্যামঃ স্বকীয়ং বপুঃ
সক্তাক্তং সমবেক্ষ্য নীলবসনভ্রান্ত্যা করেণ ক্ষিপন্।
মা বস্ত্রাং কুরু নো নিরংশুকয়িতুশক্যাবুরোজোময়ে
ত্যামোদস্মিত যাতয়া বিহসিতো মুগ্ধো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত মাধবে রাধাদাস্যমহোৎসবো
নাম তৃতীয় সর্গঃ।

চতুর্থঃ সর্গঃ—রাধাগোবিন্দমিথো দর্শনোৎসবঃ।

সৈবং সার্ব্বদিকেবিবেত্য সহজদ্বোল্লাসকৈশোরকে
কৌমারাবধি রাধিকা-মধুপতি স্বচ্ছন্দবিক্রীড়নে।
সান্দ্রানন্দরসে সমাপ্লুতবতী বৃন্দাবনান্তস্থয়ো
র্দিবাং দর্শয়তোর্বচির্নবয়ো মুগ্ধা তয়োরুৎসবে ॥ ১ ॥
কদাচিৎ শ্রীরাধা নবনববয়োরূপ মধুরাদ্
ভূতং শ্রীগোবিন্দং দিশিদিশি জনৈর্বর্ণিতগুণঃ।
স্বভাবাদুদ্ভূতপ্রণয়রস-বৈক্লব্য বনিতা
স্মরন্তীস্মোদ্বেগং রহসি নিজগাদ প্রিয়সখীং ॥ ২ ॥

শ্যাম-গুর্জ্জরী রাগেণ গীয়তে।

শ্রুতিকুপূরে বিনিধাতুমতিস্পৃহমমৃতবচনময়ং রহোচটুলং।
অতি কাতর মুখচন্দ্রমুদীক্ষিতুমপি চ দৃশাচিরমুৎসুকং ॥ ১ ॥

সখি শ্যামলে মম মানসং।

বলতিবলদিব মদনমদাকুলমতিরস খেলন লালসং ॥ ধ্রু ॥
অতিরসমত্ততয়া গতসাধ্বসবাঞ্ছিতাং বরচন্দনচঞ্চলং।
ভ্রূযুগলং পরিঘূর্ণিতভয়ং জনয়িতুমপি ধৃতরুচি চঞ্চলং ॥ ২

প্রিয়ং বদন্তি তমপিহ সম্ভ্রমথো কুচকঞ্চুকঃ পাতলকৃতবহোসম্ভ্রমং।
অতিতর্জনমসুতাড়য়িতুং করবারিরুহেণ সম্ভ্রমং॥ ৩॥

প্রহরশতং বচনেন তথাপি চ মুঞ্চতি হরিরিহনগ্রহং।
ইতি বাদিনমসুহর্ষয়িতুং হসিতেন সমাকলমম্বরং॥ ৪॥

নিজরুচিরাং সযুগলে সমপুলকিতমদধতং ভুজমুজ্জ্বলং।
মামধিরোপিতবস্তুমুরস্থল উপগৃহীতুমতিবিহ্বলং॥ ৫॥

মদধরসীধুসুধারস সম্বদনেন সমুন্মদচেতনং।
মোদয়িতুং পরিকুঞ্চিত-লোচনসীকৃতিচয়কৃত চেতনং॥ ৬।

বহুবিধ সুরত-কলাচতুর প্রিয়পরিতোষকনিজকৌশলং।
দর্শয়িতুং পরিভাবন তৎপরমথমিলিতং রসবিহ্বলং॥ ৭॥

তদিতি সখীমসুরাধিকয়া পরিগীত মনোরথপুঞ্জকং।
মুদিত সরস্বতি সরভসভাষিতমস্তুবিষয় রতি ভঞ্জকং॥ ৮

প্রসূনচয়নছলাদথ সখীজনৈর্নির্গতা
বিবেশ হরিমীক্ষিতং মদনজীবনং কাননং।
প্রিয়ং পরিবিচিন্বতী কিমপি পুষ্পকং চিন্বতী
চিরং চকিতলোচনা তরুতলে চ বভ্রাম সা॥ ৯॥

তথাপূর্ণং স্বর্ণচ্ছবিভিরথ বীক্ষ্যাখিলবনং
খগাদীনুন্মত্তানপি মধুপমানাঃ প্রচলিতাঃ।
অথাকস্মাদাত্মন্যপি কিমপি জাতাকুলতয়া
হরিস্ত্যক্ত্বা খেলাঙ্কিরমকৃত তস্যা মৃগয়াং॥ ১০॥

ততো রূপলাবণ্যসীমাং কিশোরীং
সুদূরে সমালোক্য কাশ্মীর গৌরীং।
স্খলদ্বর্হমৌলির্গলৎপীতবাসাঃ
করভ্রষ্ট বেণুঃ পপাতাশু মূর্চ্ছঃ॥ ১১॥

ততো মন্দং মন্দং নবজলদবৃন্দং তনুরুচা
বিলিম্পন্তং রাজদ্বদনময়বিন্দং বিদধতং।
তথাভূতং সাপি প্রিয়মভি সমীক্ষ্যাস্তি কগতা
করস্পর্শেনোন্মীলিতদৃগিতি রাধা স্মিতমুখী ॥ ১২ ॥
অথ তং প্রাণসুহৃদং বিচিন্বন্ বীক্ষ্য বিহ্বলং।
লুঠন্তং ভূতলে প্রাহ শ্রীদামা স্নেহতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥
গতা দূরে গাবো দিনমপি তুরীয়াংশমভজদ্
বয়ং ক্ষুৎক্ষামাঃ স্ম স্তব চ জননী বর্ত্ম লক্ষা।
অকস্মাত্ত্বঞ্চৈকে সজলনয়নে দীনবদনে
ত্বয়ি ত্যক্ত্বা খেলাং নহি নহি বয়ং প্রাণশিখবঃ ॥ ১৪ ॥
অথ সখ্যুঃ পটী প্রান্ত মৃষ্ট বক্ত্রঃ স মোহনঃ।
স্মারং স্মারং প্রিয়ামেতাং স্বগদ্গদমিদং জগৌ ॥ ১৫ ॥

দেশ বড়াড়ী রাগেণ গীয়তে।

স্তবক যুগমুন্নতং বহতি রসসংভৃতাং মদনমদরাশি সুখসারং।
ক্ষিপতি রস লোভিনং দোলয়তি পরমমুদারং ॥ ১৬ ॥
সখী হে সা বল্লিকাপি পতিতাস্য মম দৃষ্টিং।
চলিতি গলিতাস্তৃতং মদনমদমন্থরং কিরতি ময়ি কিমপি রসবৃষ্টিং ॥ ধ্রু ॥
অমৃতিমিব ভবিতা বিমলবিধুমণ্ডলং তত্র রসলহরীকৃত-দোলং।
হিতরবিকচোৎপলং পরলমধুবর্ষিণং নর্ত্তয়তি মুগ্ধমৃগলোলং ॥ ১৭ ॥
অরুণকমলদ্বয়ং কিমপি নবকোমলং গুঞ্জদলিপটলমবিরামং।
রুচিরশশিমণ্ডলং ললিতরুচিবিভ্রতী দর্শয়তি মূলমভিরামং ॥ ১৮ ॥
বিতর মতিতো মহামধুর রুচিকন্দলং দোলয়তি কোমল মৃণালং।
স্ফুরদমৃতচন্দ্রিকাং কিরতি রতিদায়িনীং কামমুৎপলয়তি কবালং ॥১৯॥

যদি নিকটমাগতা বদতি মৃদুলীলয়া ত্বমসি বরনীল মণিশাখী।
প্রিয়সুহৃদমেতদা ভবতি মম চেতনা স্থাতুঃ মহমহহঘনতঃখী॥ ২০॥
তানুস্মৃতসুমধ্যাতঃ কিমপি মধতীভরং চিত্রমিব চরিতমিহ দৃষ্টা।
প্রণয়সুখবর্ষিণী মম হৃদয়কর্ষিণী নৈবরত ভবতি বিধিংস্থষ্টা॥ ২১॥
স্থলনলিনবন্ধু জীবকতিলক সুন্দরং কুন্দকলি পংক্তিকুন্দহারং।
ইহ হি বিঘন কাননে ব্রততিগৃহ কোটরে বিচি মম জীবতনুসারং॥২২॥
প্রিয় সুহৃদি রাধিকা রূপমুপদেশতো মধুরগীত কমনীয়ং।
সরসসরস্বতি ভণিতমিদমদ্ভুতং গায়ত পরমরমণীয়ং॥ ২৩॥

তথাহি শ্লোকঃ।

উত্তিষ্ঠ মা কুরু সুচঞ্চল মন্দিরায়
ধেনুঃ সমাহ্বয় মহামুরলী রবেণ।
প্রায়ো ব্রজে বসতি কাপি বিমোহিনী তে
নো দুর্লভাপি ভবিতা বুধমাকুলোহভূঃ॥ ২৪॥
ইত্থং প্রিয়স্য সুহৃদো বচনামৃতেন
কিঞ্চিৎ স্থিরীকৃতমতির্ভবনং প্রবিষ্টঃ।
নাতিপ্রফুল্লমুখবেদিতয়া জনন্যা
সংলালিতো নিশি হরির্ন জগাম নিদ্রাং॥ ২৫॥
বিদ্ধং তীক্ষ্ণশিলীমুখৈর্মদৃশোপাঙ্গৈরুদীনৈশ্চিরং,
চূর্ণীভূতমহো পয়োধরগিরিদ্বন্দ্বেন বজ্রিষ্ণুনা।
রোমালীভুজগেন দষ্টমপতন্মাভি হৃদে মন্মনো
রাধায়া ইতি বর্ণয়ন্ পরিজনৈঃ সাস্রো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধাগোবিন্দমিথোদর্শনোৎসবো নাম
চতুর্থ সর্গঃ॥ ৪॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের

অপব্যাখ্যা।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর যেমন বেদ, উপনিষদ্, ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর যেরূপ কোরাণ সরিফ, ক্রিষ্টিয়ানের যেমন বাইবেল, সাধারণ বৈষ্ণবের যেমন পুরাণ ও গীতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সেই রূপ কি ততোধিক প্রামাণিক, পবিত্র ও পূজ্য ধর্ম্ম গ্রন্থ। বস্তুতঃ শ্রীচরিতামৃতের ন্যায় মহিমময় ভক্তিগ্রন্থ জগতের আর কোন ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করে নাই। ধর্ম্মজগতের এতাদৃশী উচ্চ নিগূঢ় বার্ত্তা, সূক্ষ্ম রসবিচার আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চক্ষে এত সম্মানার্হ ও বরণীয় শ্রীভগবানের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া সম্পূজিত।

সাহিত্য হিসাবে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল্য বা গৌরব কিছু অল্প নহে। এরূপ প্রাচীন কালের এমন ভাব, ভাষা ও কবিত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয় গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ। যা দুএকখানি প্রাচীন ভাষা গ্রন্থ আছে, তাহা এত উপাদেয় ভাবসম্পদ ও উচ্চ পারলৌকিক তত্ত্বে মণ্ডিত নহে।

আজি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল হইল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় মহামহিম ধর্ম্মগ্রন্থ বিকৃত ভাবে বিকলাঙ্গে বটতলার পুস্তকাগারের আবর্জ্জনা স্তূপে নিহিত ছিল, বৈষ্ণব সমাজে ইহার পঠন পাঠন সামান্য ভাবেই চলিত। যাঁহারা বটতলা হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারা যে কি পড়িতেন, তা তাঁহারাই জানেন কোন সংস্কৃত শ্লোকটীই সাবয়বে নাই, এত ভ্রম প্রমাদপূর্ণগ্রন্থ আর কোনো ভাষায় আছে কিনা জানি না,—

পাঠকগণ মধ্যে কাহারও কৌতুহল উপস্থিত হইলে, এখনো বটতলা হইতে নমুনা আনাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন।

শ্রীমৎ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ই এই ভস্মাচ্ছাদিত রত্নকে সুপরিষ্কৃত করিয়া সুধীসমাজ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সর্ব্ব প্রথমে সচেষ্ট হন। শ্রীরামপুর অবস্থান কালে তিনি শ্রীচরিতামৃত টীকা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আদিলীলার কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত হইতে হয়, একারণ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ ও সেই পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। তারপর একাদশবর্ষ পরে ১৮৯৫ খৃঃঅব্দে তাঁহার আরব্ধ ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, ভক্তগণ একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাখ্যা গ্রন্থের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন। ইতোমধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করেন; দেখিতে দেখিতে বহরমপুর, ঢাকা, কালনা, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে টীকা ব্যাখ্যাসহ শ্রীচরিতামৃত প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীগ্রন্থের অনেক গুলি সংস্করণই আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু কোনোখানিই সম্পূর্ণ নির্ভুল বা ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলা যায় না। তবে এমন অনেক ভুল আছে যাহা জগতের একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বলিলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু কতক গুলি শ্রীগ্রন্থ এরূপ অপব্যাখ্যায় পূর্ণ যে তাহা ভক্তিপিপাসু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হস্তে কোন প্রকারেই দেওয়া যায় না।

জগদীশ্বর বাবু অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি কখন গুরুমুখী হইয়া শ্রীচরিতামৃত অধ্যয়ন করেন নাই, কাজেই তাঁহার ব্যাখ্যায় যে মারাত্মক ভুল থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, এবং সে জন্য তাঁহাকে মার্জ্জনাও করা যায়। বিশেষতঃ তিনি একার্য্যের প্রথম পথ প্রদর্শক কিন্তু শ্রীগ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথিতনামা জনৈকব্যাখাতা যে বিষম ভ্রম প্রমাদ

করিয়াছেন, তাঁহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর! এরূপ ভুল যে কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি করিতে পারেন, তাহা আমাদের পূর্ব্বে জ্ঞান ছিলনা। আমরা দেখিয়া হতবুদ্ধি ও মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিত হইয়াছি বলিয়াই ভক্ত সমাজে তাহা উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইলাম।

অজ্ঞান অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ভগবৎ পিপাসুগণ শ্রীচরিতামৃত শ্রীভাগবত প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থ সকল আলোচনায় ব্যাপৃত হন, এই সকল নিরীহ ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করা শিষ্টাচার সম্মত কার্য্যত নহেই, বিশেষতঃ যে ব্যাখ্যাতৃগণ ভক্তিপথের আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ, তাঁহারা যদি এরূপ অশিষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হন তাহা হইলে এ ক্ষোভ রাখিবার আর স্থান নাই।

শ্রীল ভক্তিভূষণ রায় বনমালী রায় বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামি ব্যাখ্যাত এক খানি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রকাশিত হয়, উপস্থিত তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীযুত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া হিতবাদী সংবাদ পত্রের উপহার গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল দেখিয়াছি। সে শ্রীগ্রন্থের ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কিরূপ হাস্যজনক হইয়াছে, দুএকটা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই পাঠকগণ ব্যাখ্যাতা মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মরাজ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ট তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অভিনব পাঠ। (আদি-৭মপরি।)

কৃষ্ণনামের যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥

"খাতোদক"কে ব্যাখ্যাতা মহাশয় "খদ্যোতক" করিয়াছেন। "খদ্যোতক" বলিয়া যে আবার একটা শব্দ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

এক্ষণে তাঁহার কৃপায় তাহা জানা গেল। ব্যাখ্যাতা মহাশয় "খদ্যোতক" অর্থে লিখিয়াছেন, "জ্যোৎস্না কীট"। আনন্দ সিন্ধুর সহিত জ্যোৎস্না কীটের যে কি উপমা দাঁড়াইল, তাহা ব্যাখ্যাতাই বলিতে পারেন। উপমেয় উপমান সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রাগুক্ত পদের অনুকূলে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীহরিভক্তি সুধোদয় হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো।।

হে জগদ্‌গুরো! ত্বৎসাক্ষাৎকার জনিত আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধ সাগরে থাকিয়া আমার ব্রহ্মানুভব জনিত সুখ গোষ্পদবৎ অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

ব্যাখ্যাতার এ শ্লোকটী যে কেন দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয়।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দসংবাদে শ্রীমহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তরে আছে।

"মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি"।
'স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি।"

ঐ সংস্করণে এ পাঠ মনঃপূত হয় নাই, তাঁহার পাঠ এইরূপ।

"মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাহা দুঁহার গতি ?
'স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাহারা মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের ও যাঁহারা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি কোথায় ? এই প্রশ্নের সদৃষ্টান্ত উত্তর "মুক্তি ভক্তি—প্রেমাম্রমুকুলে।" যাঁহারা

মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহাদের গতি যেন স্থাবর দেহে (বৃক্ষ পর্ব্বতাদি দেহে) অবস্থিতি—অর্থাৎ বৃক্ষ পর্ব্বতাদির দেহী সুখভোগে বঞ্চিত ও অজ্ঞানে পূর্ণ; এইরূপ মুক্তি বাঞ্ছাশীল ব্যক্তিগণ সুখভোগে বিমুখ ও অজ্ঞানে পূর্ণ দেবদেহে যে জীব অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা নিরন্তর সুখ ভোগ করেন ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন; এইরূপ ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছাকারী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সুখ ভোগ করেন এবং অব্যাহত জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন; এ স্থলে মুক্তি ভক্তির স্থানে মুক্তি ভুক্তি এইরূপ পাঠ ও অনেক পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ইহার অর্থ বড় কষ্টকল্পনা করিয়া করিতে হয়।”

পাঠক কেমন শুনিলেন? এ পদের এমন সদ্‌ব্যাখ্যা আর কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে কি? ব্যাখ্যাতা মহাশয় কি সুকাল্পনিক, আর সকলে কষ্ট কল্পনায় জড়ীভূত!

মুক্তি লাভ করিলে স্থাবর বা জড় দেহ লাভ ঘটে, কারণ মুক্ত ব্যক্তির সুখ দুঃখ বোধ মাত্র থাকে না এবং যে ভুক্তি বা ভোগ কামনা করে সে দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগভূমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগাবসান পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া পুনরপি মর্ত্ত্যে অধঃপতিত হয়। উভয়েরই কৃষ্ণ স্মৃতি থাকে না, উভয় অবস্থাই ভগবদ্‌ভক্তি লাভের অন্তরায়। একারণ ভক্তগণ কদাচ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কবিরাজ গোস্বামীপাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপ শিক্ষায় বলিয়াছেন।

“ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

এ পদের প্রমাণ স্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই মুখ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শ করে নাই, তাই স্বকপোল কল্পিত পাঠও ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে আত্মহৃদয়ের পরিচয় দানের অবসর প্রদান করিয়াছেন!

গোস্বামী মহাশয় ও অন্যান্য ব্যাখ্যাতৃগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ "পহিলহি" পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বারান্তরে তাহা ভক্ত পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ দাস অধিকারী।

জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি।

অনেকের ধারণা, তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তি ইহারা পরস্পর পৃথক্। ইহাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সাধনের আবশ্যক অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সাধন-ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। এরূপ, ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শ্রীভজনরহস্য গ্রন্থে অহৈতুকী ভক্তির উন্নতি-লক্ষণ বিচার স্থলে নিম্ন লিখিত ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তটী দৃষ্ট হয়:—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং ॥

ভক্তজনে সমমানে যুগপদুদয়। ভক্তিজ্ঞান বিরক্তি তিন জানহ নিশ্চয় ॥
চিদচিদীশ্বর সম্বন্ধ জ্ঞানে জ্ঞান। কৃষ্ণেতরে অনাসক্তি বিরক্তি প্রমাণ ॥
যেরূপে ভোজনে তুষ্টি পুষ্টি প্রতিগ্রাসে। ক্ষুধার নিবৃত্তি এইতিন অনায়াসে ॥

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তটী আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথাঃ— " সাধন পর্ব্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃতজ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য ইহারা তিনজনই সমমানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সে স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে।"

সোনার পাথর বাটী বলিলে যেরূপ কোনও অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানহীন অর্থাৎ নির্ব্বোধ ভজনানন্দী কিম্বা কেবল তত্ত্বজ্ঞানী অথবা কেবল বৈরাগী বলিলেও ঐরূপ কোনও অর্থই উপলব্ধি হয় না। কৃষ্ণভক্তগণ কদাপি অপ্রাকৃততত্ত্বজ্ঞানহীন বা অন্ধবিশ্বাসী হইতে পারেন না। কেননাঃ—"

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অন্ধকার কিরূপে বিদূরিত হইবে এবং শ্রদ্ধাই বা কিরূপে দৃঢ় হইবে? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভজনেচ্ছুগণের প্রথমেই কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর শক্তিত্রয় জ্ঞান আবশ্যক। মূঢ়তা বিদূরিত না হইলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে? বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। শুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থাই বৈষ্ণবদিগের ভক্তি সুতরাং ভক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে পৃথক্ করা যাইতে পারে, ভক্তি বিরহিত জ্ঞান যেরূপ কোনও কালে শুদ্ধ হইতে পারে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বিরহিত ভক্তিলক্ষণ দৃষ্ট হইলে নাটকাভিনয়প্রায় বুঝিতে হইবে। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ তবে—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েত যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে

ন চাস্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ইত্যাদি শ্লোকার্থ বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের স্বতন্ত্র পন্থা নাই। ভজন ফলে ভগবদ্ ভক্তেই তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্ট হয় কেননা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণই কেবলমাত্র ভগবৎ প্রসাদলেশানুগৃহীত। অজ্ঞ হইলেও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ভক্ত সদা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। সুতরাং ভজনফলে যতটুকু শ্রীকৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি হইতে থাকে তৎসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানও সমমানে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যেরূপ ভক্তিলতা বৃদ্ধির সহিত তত্ত্বজ্ঞান সমপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বৈরাগ্যও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অগ্রে বৈরাগ্য পরে ভক্তি এরূপ কদাপি হইতে পারে না। চিদিতর বস্তুতে বৈরাগ্য চিদ্বস্তুতে আসক্তি ব্যতীত অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে না যথা:—

তাথে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ইত্যাদি শ্লোকার্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে ভক্তের কৃষ্ণাসক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনা ততই শিথিল হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভক্তি বিরহিত বৈরাগ্য কোনও কালে ভদ্র হইতে পারে না।

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ভক্তিজনিতং

স্বনিয়ম দ্বাদশকে শ্রীভক্তিবিনোদ।

ভক্তি বিরহিত বৈরাগ্যচেষ্টার ফলে কেবল অন্তর্দুঃসঙ্গ লাভ হয় মাত্র তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যথা :—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইঞা।

সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সাধনের আবশ্যকতা নাই। শ্রীকৃষ্ণকৃপাক্রমে তদ্ভক্তজনসঙ্গে ভাগ্যবান জীব সমূহ ভক্তিলাভ করিয়া পবিত্র হয়েন এবং তৎসঙ্গে অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয় যথাঃ—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে সে স্থলে সাধন পর্ব্বে নিশ্চিতই দোষ আছে বুঝিতে হইবে। তাদৃশ সাধন শ্রীগৌর প্রকাশিত অপ্রাকৃত ভক্তি নহে।

এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ শ্লোকটী বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া ভক্তির সহজ দ্বয় ভক্তের নিজবৃত্তির ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীকিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়।

পতিতের আশা।

হায় হায় মুই পড়িয়া সংসারে
বিষম কূপের মাঝে।
নিজ সত্তা ভুলি স্বপন নেহারি
প্রাকৃত মায়ার সাজে॥

জড়মায়াতীত পরব্যোমোপরি
বৃন্দাবনে মোর বাস।
নিত্যকাল তথা থাকিব সর্ব্বথা
কৃষ্ণ সেবা করি আশ॥
সেই ধাম কেহ না পারে বুঝিতে।
নাহি পারে কেহ বর্ণনা করিতে॥
স্বতঃ প্রকাশিত চিৎ বিকশিত
অক্ষয় অখণ্ড ময়।
তাঁর অধিষ্ঠাতা নহে জড় মায়া
সম্বিৎ তাহার আশ্রয়॥
সন্ধিনী নামেতে যে শক্তি প্রকাশ
নিত্য ভগবৎ ধাম।
তথা মোর স্থান হায় রে এখন
পেয়েছি এজড়ে স্থান॥
(যথা) কৃষ্ণ দাস্য ভুলি ত্রিতাপ জ্বালায়
সুতপ্ত জীব হৃদয়।
তথায় আবাস হয়েছে আমার
বাসনা হয়ে উদয়॥
এদুখ জানাতে কার কাছে যাই।
কাহারে জানালে কৃষ্ণ সেবা পাই॥
কখন বা চাহি সুখ দেহ মোরে
ওহে জগত জীবন।
কখন বা মুক্তি চাহিয়া বেড়াই
ভুলিয়ে আপন ধন॥

নিজ সুখ আশে তব শ্রীচরণে
কখন মানত করি।
বহুলাভ আশে আন দেব ভজি
তব পদ পরিহরি॥
যে ধনে বঞ্চিত হইয়াছি আমি
ভুলিয়া নিজাভিমান।
সে ধন চাহিনা চাহি সুধু আমি
জড় ইন্দ্রিয় তোষণ॥
(যেমন) পিত্ত প্রকুপিলে খণ্ডসারে আর
রসনা তৃপ্ত না হয়।
(তেমন) মায়া আচ্ছাদনে ভুলিয়া স্বধনে
(জীব) প্রাকৃত সুবিধা চায়॥
এই সাংসারিক উন্নতি লভিতে
সতত তৃষিত চিত।
সেরূপ উদ্যমে কেহ কি কখনে
লভিয়াছে নিজ হিত॥
লভি জড়েন্দ্রিয় জড়ীয় স্বভাব
জড় আমোদেতে মজি।
জড়বুদ্ধি লয়ে বিচার করিয়ে
সুধু জড় কথা বুঝি॥
কৃষ্ণভক্তজন কৃষ্ণৈক শরণ
লুটিয়ে তাঁহার পায়।
তাঁর পদরজে অভিষিক্ত হলে
এজড় বাসনা যায়॥

যদি হয় মম স্বরূপ উদয়।
জড় বুদ্ধি তবে হইবে বিলয় ॥
অনুগত হও কৃষ্ণ ভক্ত পদে
ছাড়িয়া অন্যাভিলাষ।
গৌরধামাশ্রিত ভকত জনের
শ্রীচরণে মোর আশ ॥

শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

অর্থ ও অনর্থ।

অর্থ ও অনর্থ নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাস ভেদে মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

সাধুগণ বলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলে ও তাঁহার প্রকাশ স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়,

কারণোদকশায়ী গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্যকূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার সমূহ বিষ্ণু তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস সহচর তদ্রূপ বৈভব গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সেখানে অনর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন তথায় অনর্থ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণসংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই। কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম রত্নসদৃশ মহাধন বদ্ধজীবের বিষয় অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান তজ্জন্য তাহার আর দুঃখের সীমা থাকেনা। সংসার-দুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে

অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন কিন্তু কিছুতেই তিনি সফল-প্রয়াস হন না। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পান না। একসময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয় তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটি করেন না। কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমুত্রিক সুখান্বেষণে জৈমিনির শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার বাসনা করেন। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণ পূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিষয়ী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন। এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ নিবৃত্তি হয়না। জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যাণ্ট, সপেনহুয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসক বর্গের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কন্ ফুচি, শাক্য সিংহ কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের

অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানীমহাত্মাগণের অনর্থ সমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়। কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবলতরঙ্গে দোদুল্যমান হইয়া জীবগণ কোনসময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভঙ্গীর পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিল ভট্ট উদয়নাচার্য্য অথবা অর্হত সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্য জ্ঞানে তাহাদের ধুর বহন করেন। দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্যাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায়না। কেহবা অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ বহ্বীশ্বরবাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্ব্বাকাদির দাস্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্যমতের পোষণ করেন। ইহারাই যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা এরূপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাহারও কোন সেবা প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত

হইবার চেষ্টা দূরে যাক্, বিষয় গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্যমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন

বিষয় বিষম বিষ আপনে খাইনু।
শ্রীগৌর কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধু সঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধু সঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে সেখানেই শ্রীগৌর কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম ক্রমে অনর্থকে অর্থ-বোধ সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌর সুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব্ব পুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ। সমগ্র

ব্রহ্মাণ্ডের রত্ন সমূহ শ্রীনবদ্বীপ ধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজা নদীর সমগ্র জল-স্রোত নির্গুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রকৃত্যাতীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ সুষ্ঠুরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীগণ, সত্য, মহ, জন ও তপ লোকবাসী সাধুগণ, স্বর্লোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারের প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না। নিষ্কিঞ্চন, অনর্থ নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌর ভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্ব সম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ॥

সমালোচনা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানির আয়তন ১৬ পৃষ্ঠান্বিত ডবল ক্রাউনের ১২৪ পৃষ্ঠায় সুন্দর অক্ষরে সকল প্রকার পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত। গ্রন্থকারের ভাষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গ সাহিত্যে সৎসাহিত্যের বিলক্ষণ অভাব একথা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালায় লিখিত এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়া অনেকেই বিশেষআদর করিবেন সন্দেহনাই।

গ্রন্থকারের প্রশংসনীয় দৈন্য পাঠকের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রীতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় করাইবে। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতের অবলম্বনে লিখিত হওয়ায় যাবতীয় সদ্গুণ সমূহ ইঁহাতে স্থান পাইয়াছে। অম্বরীষ রাজের উপাখ্যান মূলে শ্রীহরির নামের মহিমা, ভক্তের মহামহিম আসন ও ভাগবত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তগণ প্রভূত সুখলাভ করিবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় ভক্তগণের ভাগবতধর্ম্ম সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে করিতে গ্রন্থকারের ভাষাকৌশল আমাদিগকে উত্তরোত্তর আরো সদ্ভক্তি সাহিত্য প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি ভাবীকালে আমাদের আশার সমৃদ্ধি করাইবে। তাঁহার লিপিকুশল গৌড়ীয় শুদ্ধ ভক্তি সাহিত্যে নিযুক্ত হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংসৎ তাঁহাদের সমাজের প্রতি শ্রীগৌর গোবিন্দের অপার কৃপা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ গীতা। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত।

এই গীতি গ্রন্থে নব্য ধরণের অনেক গুলি কবিতা রচিত হইলেও তন্মধ্যে সারগর্ভ কতকগুলি কথা পাঠকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

মূল্য চারি আনা ডবল ক্রাউন বত্রিশ পৃষ্ঠান্বিত আকারে ১৩৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান শ্রীকৃষ্ণপুর, জামালপুর ডাকঘর জিলা বৰ্দ্ধমান গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থের কবিতার আদর্শ যথা

দূরে ফেল, দূরে ফেল, বাজে কথা যত।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল অবিরত॥
হের, বৃন্দাবনে, বনে বনে, ধেনু চরিছে।
কত, রঙ্গ ভরে, বেণুরবে, নৃত্য করিছে॥
কিবা, উৰ্দ্ধমুখ, উৰ্দ্ধ পুচ্ছ 'হম্বা' ডাকিছে।
মিলি, বৎসগণ, শষ্পতলে, ঝম্প দিতেছে॥
কিবা, তাথই তাথই, মেলিপুচ্ছ, শিখী নাচেরে।
শুন, গুপ্ত শাখে, 'কুহু' ডাকে, পিক কুহরে॥
হের কুম্ভপরে, গোপবধূ, যমুনানীরে।
কিবা, মত্ত হ'য়ে, বেণুরবে সাঁতারি ফিরে॥
কোথা, গাঁথিমালা, গোপবালা, শ্যামে সাজা'তে।
হের, উৰ্দ্ধবাহু, মুক্তকেশ, ছুটে গোঠেতে॥
কোথা, ভাগ্যবতী, কুঞ্জতলে লভি কেশবে।
হের, মগ্ননব রঙ্গরসে, লীলা আহবে॥
কোথা, বাঁধে করে, ননীচোরে, গোপ কামিনী।
কোথা, ননীকরে, ডাকে কৃষ্ণ যশোদারাণী॥
হের, পিতানন্দ, সদানন্দে কোথা ভাসিছে।

মরি, কৃষ্ণচন্দ্র, উঠি অঙ্কে, কিবা হাসিছে ॥
হের, নিত্যলীলা বৃন্দাবনে ভক্ত নেহারে।
কিবা, মেশামিশি, প্রাণে প্রাণে, সুখে বিহারে ॥
বল, উচ্চরবে, 'হরি' সবে, প্রেমে মাতিয়ে।
মিলি, হরি সনে, বনে বনে, খেলি ভ্রমিয়ে ॥

কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সভার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণী আমরা পাইয়াছি। ইহার সহিত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১ আইন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১ আইন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন ৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন মুদ্রিত আছে। এই সভার কার্য্য প্রণালী হিসাবাদি এবং দাতৃবর্গের নাম ইহাতে দেখিতে পাইলাম। সভার উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস শীর্ষক প্রবন্ধে একটী কথা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই কথাটী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার বদন বিনিঃসৃত। রাজ্যেশ্বরগণ মহতীদেবতা, নররূপে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজার কল্যাণ বিধান করেন। দিব্যধামগতা সাম্রাজ্ঞী বলিয়াছেন "ভগবানের সৃষ্ট মূক এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম জীব সমূহের প্রতি দয়া এবং বদান্যতা বিস্তৃত না হইলে কখনই মানবীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।" এই বাক্য হইতে মহৎ সুসভ্য মানব সমাজ যে অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছেন উহা ভারত সাম্রাজ্যের রাজ পুরুষ বর্গের প্রধান সূচী স্বরূপ গৃহীত হইলে ভারতীয় সভ্যতায় নৈতিক জীবনের সর্ব্বোচ্চতা উপলব্ধি করিবে।

জিহ্বার সন্তর্পণোদ্দেশে বা শারীরিক পাশববল বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলে অনুভূতি বিশিষ্ট জীব সমূহকে ছেদন করিয়া তাহাদের পূয়-শোণিত-

[illegible] মাংসপিণ্ড ভোজ্য বলিয়া গৃহীত হয়। কোন কোন স্থলে আত্ম কল্যাণের ছলনায় পবিত্রতার নামে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জীব হনন প্রথা অবাধে চলিতেছে। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রসারণ কালে ভারতীয় রাজন্যবর্গের শাসনে অনেক স্থলে জীবহিংসা উৎসাদিত হইয়াছিল। পশু-দিগের রক্ষা নৈতিক জীবনে একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পশু বধ প্রভৃতি অপকর্ম্মে বর্ত্তমান কালে ভারতে কোন দণ্ডের বিধান নাই বলিয়া নীতি-বিচার রহিত মানব সমাজে জীবহিংসার এতাদৃশ প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষিত হয়। সাধুগণ বলেন প্রবৃত্তিপর মানব সমাজ পশুবধাদিতে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলেও প্রত্যেক মানব নিজ মানবোচিত মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জীবের মাংসদ্বারা নিজহিংসাবৃত্তির চরিতার্থ না করেন।

উদর বা জিহ্বার লোভ ক্ষুদ্রস্বার্থ জাত। মানবোচিত উদারতা তাদৃশ নিষ্ঠুরতাকে ত্যাগ করিতে পারে। এই জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ কোন জীবকে কোন প্রকারে উদ্বেগ দেন না। জীবহিংসা করিলে কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি থাকে না। এজন্যই অনুদ্বেগদায়িতা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২৮ শে কার্ত্তিক খুলনা জেলার দৌলতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বনমালী দাসের প্রযত্নে মহাত্মা কৃষ্ণদাস বাবাজীর বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

পাবনা জেলার অন্তর্গত লোনাতলা গ্রামে বিগত ১৭ই পৌষ রবিবার দিবস শ্রীকালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছে।

যশোহর লোহাগড়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বনমালী দাসের যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমৎ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ভাগবতরত্ন, বাবাজী মহারাজের অনুমোদিত পথে অবস্থান করিয়া তাঁহার বস্তু সমাধিকালে সেবা করিতেছেন। পরমহংস বাবাজী মহারাজ অনর্থ জড়িত কতিপয় বিষয়ীগণের শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন সেই অর্থে অনেকগুলি বিষয়ী লোভপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কর্ম্ম পন্থায় পরোপকারের জন্য, কেহ কুলিয়া নবদ্বীপ পুস্তকাগারের উন্নতির জন্য, কেহ সামাজিক বৈষ্ণব নামধারী বিষয়ীগণের উদরতৃপ্তির জন্য ত্যক্ত অর্থ ব্যয় করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কেহ বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সরকার বাহাদুরের কোষাগারে বাজেয়াপ্ত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীগৌর সুন্দরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

পত্রান্তরে প্রকাশ হইয়াছে যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীবৃন্দাবনে শিকার প্রথা নিবারণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অযোধ্যা এবং আগ্রা যুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্ট ব্রজমণ্ডলে শিকার প্রথা সম্বন্ধে নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। জীবের হিংসা করিলে সামাজিক হিংস্র মানব কুনীতির প্রশ্রয় দেন। হিংসা প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা মানবের মনুষ্যতা ও সভ্যতার অনুমোদিত। পশুকুলেও হিংসা প্রবৃত্তি আছে। সভ্য মানব তাহা বুঝিতে পারিয়া অহিংসাকে সামাজিক ধর্ম্মের পরম ধর্ম্ম বলিয়া একবাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি সকল সহৃদয় উন্নত হৃদয় মানব জীবে দয়া করিতে সমাজকে উপদেশ দিবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়েততমাম্।

সজ্জন তোষণী।

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত।

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থা ত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্বের মিথ্যা, হয়। মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুব্ধ)। জীবসত্তায় বদ্ধত্ব বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহীজ্ঞান বিবর্ত্তবাদ প্রসূত ; প্রকৃত বস্তু তত্ত্বজ্ঞানা-ভাবকেই বিবর্ত্ত বলে।

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড় মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন। কিন্তু চৈতন্য ভগবান্ তটস্থ শক্তি আশ্রয় রহেন। অণুচৈতন্য জীব তটস্থ শক্তির

পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির অধীন। জড়জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্ব্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান। বিভু চৈতন্য যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন তৎ কালে তিনি তটস্থ শক্তি-পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব লাভ করেন না। কেন না শক্তি, শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্ব্বশেমুষীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিটী বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বরূপ বিগ্রহ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তথাকার বস্তু সকল তদ্রূপ বৈভব বিগ্রহ; জীব তটস্থ বিগ্রহ এবং প্রধান, অবিদ্যা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থ ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

ভগবান্ অন্বয় ভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেক ভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন, তটধামে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন।

জীব তটস্থধর্ম্মবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ শরীর বা মন তাহার আশ্রয় দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি

বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ জগতে নিত্যাস্তিত্ব অনুভব করেন বস্তুত তিনি কৃষ্ণদাস। অসৎ সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি রাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদীগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অধিষ্ঠান নিজ বদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং তটস্থ ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। নির্ব্বিশেষ বাদের বুদ্ধি চাতুরী তটস্থ ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশ মাত্র।

বেদান্তমতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্ম্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বঞ্চনামাত্র যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রেই প্রাকৃত, হেয় ও কাল-ক্ষুব্ধ। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না তজ্জন্য তিনি বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন। তজ্জন্যই শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্ব্বিশেষ মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। রামানুজ বলেন নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয় তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ গৃহীতার মধ্যে ভেদ বিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন তাহাহইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতা বশতঃ সত্যনিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্তরাজ্যের স্বরূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধবিশ্বাস করিয়া মুক্তি

বর্ণন করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটস্থাবস্থায় নির্ব্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না সেখানে তাঁহার অস্মিতা পুনরায় মায়া শক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে। আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদের পণ্যদ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ কেবলা-দ্বৈতবাদের চিন্তাস্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থা দ্বয়ের নিত্য সত্যত্ব অস্বীকৃত। নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়া ও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

সাধুগণ বলেন ভগবৎ সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কল্পিত নির্ব্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্তশক্তি সম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার না করিয়া তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে পূর্ণৈশ্বর্য্যে নিত্যবিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অন্তকরণে জীবের বদ্ধসংসার বা দেবী ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধজীবের অবস্থা ত্রয় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান তটস্থ শক্তি বিশিষ্ট জীবের দেবীধামে বদ্ধ সংসার গ্রহণ অবস্থাত্রয় লাভকরা নিত্য ধর্ম্ম।

সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

পঞ্চমসর্গঃ—রাসানুনয়ঃ ।

অথোত্তুঙ্গং শৃঙ্গং নিজদয়িত গোবর্দ্ধনগিরে-
সমারুহ্যাশেষব্রজনিলয়বিন্যস্তনয়নঃ ।
বিলোক্য শ্রীদাম্না কিমপি বৃষভানুগৃহমণিং
করাঙ্গুল্যা সংভোরিত হৃদয় চৌরিঃ সমুমুদে ।
তদারভ্য স্ফুত্বা হৃদয়মতিলুভ্যৎ সুমধুরং
দধানো রাধায়াঃ স্ফুরদধরসীধুস্মরতিতুং ।
ব্রজস্ত্রীবৈকান্তে ব্রজনগরবীথ্যাং মধুপতি-
বিলোক্য প্রেয়স্যাঃ প্রিয়সহচরীং প্রাহ কৃপণঃ ॥

তথাহি কর্ণাটরাগেণ গীয়তে ।

বিনিবেদিত বহো সুখভরেণ নিকুঞ্জকচেনয়ানাং ।
সম্মুখতরমুপযাতবতা কৃতকতুত্তরচনবিতানাং ॥ ১ ॥

ললিতে শ্রীবৃষভানুকিশোরীং ।

রময় ময়াদ্ভুত কেলিমনোরথমুদিতমনোমণি চৌরীং ॥ ধ্রু ॥
কলিত পটাঞ্চলমত্তিমদনাকুল মনসা মৌক্তিক দন্তীং ।
মুঞ্চ মুঞ্চ চটুলে শ্রীবিভঙ্গুব ক্রমগতিকং নিগদন্তীং ॥ ২ ॥
অর্পয়তামপি বেণুমথোপরমুদ্রনমপি পদমূলে ।
পদকৃতি দূর নিবাসকরীমপি ময়ি বিমুখীময়ূকূলে ॥ ৩ ॥
বন তৃণকাকুশতৈ কণয়েণ নিয়ন্তৃ নাহি নহি ভাবাং ।
পণ্ডিতবতাচরণে কিমপীক্ষিত মৃদুমৃদুহাসবিলাসাং ॥ ৪ ॥
নীতবতা ঘনপুলকিত ভুজমবলম্ব্য মিতৃতনবকুঞ্জং ।
রতিতরসাকুলিতাক ময়া তুঙ্গতা হ্যতি কৌতুকপুঞ্জং ॥ ৫ ॥

দৃঢ়যুগপুজুয় যুক্যা রুবতীমপি পিবতাধররসসারং।
কুচকোরক নখলেখপরেণ বিপাচিত রুচিরবিকারং ॥ ৬ ॥
করযুগং নীবি নিবেশয়তা বহুকৃতবিনিরোধপ্রয়াসাং।
সুরত মহারসরঙ্গপরেণ সমুত্থদমদনবিকাশাং ॥ ৭ ॥
ইতি মধুসূদন রসময় বৈভবভাবনয়া রমণীয়ং।
মুদিত সরস্বতিগীতমিদং রসভাববতা কমনীয়ং ॥ ৮ ॥

তথাহি। প্রাণান্তবৈর বপুষা সহ যে মৃগাক্ষি
রত্নোজ্জ্বলাং মুরলিকাং লয়মুদ্রিকাং চ।
আহাং পরং সহৃদপি স্মরবেপিতাভ্যাং
দোর্ভ্যাং তব প্রিয়সখীং দৃঢ়মাশ্লক্ষামি ॥ ৯ ॥
কথং ঘনরসপ্রদো ন বলতাং তড়িদ্দ্যুতিবং
কথং নু মধুসূদনস্ত্যজত তাদৃশীং পদ্মিনীং।
কথঞ্চন চিসঙ্গতো ভবতু রাধয়া মাধব-
স্তদত্যাললিতে যথোচিত বিচারমেবাচর ॥ ১০ ॥
ব্রজনৃপতিকুমারে কোটিকন্দর্পসারে
বদতি বিকলমেবং প্রাহ সা গূঢ়ভাবা।
পরপুরুষসঙ্গে সর্ব্বদা সা বিরক্তা
ভবতি পরম সাধ্বী যা সখী তে বিমুগ্ধা ॥ ১১ ॥
অথ বর্ত্মনি লোকসংগতে বিমুখস্তং বত মার্গতো হরিং।
ললিতাপি তদৈব রাধিকামিদমূচে সমুপেত্য সাদরং ॥ ১২ ॥

গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

সন্তত্তয়ভিলাষক কমলাদিক সকলবিলাসিনিবৃন্দং।
চিরমপহারত বৈরপদাম্বুজপরিমলকৃতমতিবন্ধং ॥ ১ ॥

রাধে ভজ ব্রজরাজকুমারং।

সম্ভ্রমতিসর মম বচনেনহু মা কুরু মনসি বিচারং॥ ধ্রু॥

পথি পথি তব দাসী জন পদতল বিলুণ্ঠিতমৌলিশিখণ্ডং।

সাশ্রুবিলোচনমবনীলোচনমতিপাণ্ডুরমৃদুগণ্ডং॥ ২॥

বিষম কুসুম শরশরভর জর্জ্জরমতিসুকুমারশরীরং।

নিরবধি তব সঙ্গম রসলালস মানস বশমধীরং॥ ৩॥

অদ্ভুতকোটীমনোভবমোহনগুণলাবণ্যনিধানং।

তব পদ দাসতয়ার্পিতবস্তুং স্ব যুগলদভিধানং॥ ৪॥

নিভৃতনিকুঞ্জতলে তব নাগরি নামপদানি জপন্তং।

ধ্যায়ত তবরূপ বিলাসং সাস্রুতয়া নিবসন্তং॥ ৫॥

ত্বয়ি সহজানুরাগ রস বিহ্বলমপি ন স্পৃহ তনুগেহং।

অনলঙ্কৃত মার্জিত জনিতোজ্জ্বলঃ পীতাম্বরবরদেহঃ॥ ৬॥

প্রাণকোটিস্থ নিরাজিত সুললিতপদনখরুচিলেশং।

তব পরিরম্ভণে রসপরিমাশাধৃতজীবন মণিমেষং॥ ৭॥

শ্রীবৃষভানুসুতা পদরঙ্গজীবন রসদ সরস্বতীগীতং।

জনযুত তদ্রসমূর্ত্তিপদাম্বুজভাবমুদারমধীতং॥ ৮॥

অয়ি কিমপি কুরু ত্বং রক্ষলোকস্ক ধর্ম্মং মম তু সখি গতৈব প্রায়শো জীবিতাশা। স্মরকৃতমণিভাসা তেন জাম্বূনদাভ্যাং তব যদি ন হি বীক্ষ্যো ভূয়সী মকভূষাং॥৯॥

মঞ্জুত্বৎ কুচকুঙ্কুমাঙ্কযমুনাতীর্থোদকে বেণুভি-

স্তস্থাঃ শ্রীপদপঙ্কজাঙ্কিতভুবঃ সর্ব্বাঙ্গসম্মার্জ্জয়ন্।

তত্রযোব গতাগতং বিচরয়ন্নিত্যং সহ প্রেক্ষণৈঃ

কোপি শ্যামকিশোরকো ব্রজপুরস্ত্রীলম্পটঃ পাতু বঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাসাহ্বনয়ো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠসর্গঃ—চতুরশ্রাধেশঃ।

প্রতিমধুরবিচিত্রক্রলতানর্ত্তনেন
প্রহিতসমর সখ্যং খেলয়ন্তী মনোজং।
ললিতগতিবিলাসৈর্নূপুরধ্বানরম্যৈঃ
ক্ষণমপি নহি রাধামাধবে ধৈর্য্যমাধাৎ ॥ ১ ॥
বহিঃ কিং নির্যায়াদপি ন ভবিতা তদ্গুরুজনঃ
কিমু স্নিগ্ধা স্বস্থা ময়ি কুটিলদৃষ্টিং রচয়িতা।
বিলম্বা স্থানাদপ্যধিকপটেন প্রিয়সখি
যথাপৃচ্ছেন্মুগ্ধা নবঘনরুচিঃ কোয়মিতি মাং ॥ ২ ॥
ইতি বহুবিধচিন্তা ব্যাকুলো গোকুলেন্দুঃ
শ্রমজসলিলবিন্দু শ্রীমুখো ভক্তবন্ধুঃ।
ব্রজপুরউপহূতা মৎসবে কাপি যান্তীং
রহসি নিজসখীভির্বীক্ষ্য রাধাং জগাদ ॥ ৩ ॥

শ্যামগুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

দেহি বিবৃত্য কৃপামৃতদৃষ্টিং
শময় মম স্মর শরশিখি বৰ্দ্ধিচি বৃষ্টিং ॥ ১ ॥
রাধে ব্রজপতি নন্দকুমারং
পরিচিনু মামধিগতরসসারং ॥ ধ্রু ॥
দর্শয় হাস্যমনোহরমাস্যং
বিতর সুধাকরকোটিসু হাস্যং ॥ ২ ॥
ত্বয়ি রুচি দামিনি সুচিরধৃতাশং।
কিমপি সমাদিশ নিজপদদাস্যং ॥ ৩ ॥

তব কুচপরিরম্ভপরলোলং ।
যামরলোকয় গলিতনিচোলং ॥ ৪ ॥
নিজকরগত তাম্বূলখণ্ডং ।
বিতর কৃপা যদি বিকসিতগণ্ডং ॥ ৫ ॥
অভয়মলঙ্কমলং কৃণচেষ্টং ।
কথমিব পশ্যসি মম ন কৃতেষ্টং ॥ ৬ ॥
ভবতু মমাস্য শুভা রজনীয়ং ।
তস্য তব রতিসুখমনুভবনীয়ং ॥ ৭ ॥
ইতি রসসার সরস্বতিগীতং ।
রচয়তু হরিপদ রসমুপনীতং ॥ ৮ ॥

তথাহি । বদ বদ তব কৃষ্ণং পশ্য মাং প্রেম দৃষ্ট্যা
কুরু চরণপ্রহারং গচ্ছ বা চাবহেলং ।
প্রমদমদনমাত্তন্মুগ্ধবাহ্যান্তরাত্মা
ন খলু ন খলু কৃষ্ণো রাধিকে ত্বাং জহাতি ॥ ৯ ॥
ন হি নৃপতিভয়ো মে নো পুনর্লোকলজ্জা
ন চ মম কুলশীলখ্যাতিরক্ষাপ্যপেক্ষা ।
তব কুটিলকটাক্ষৈস্তীক্ষ্ণবাণৈঃ ক্ষতোহহং
তব কুচপরিরম্ভে নৈব জীবামি রাধে ॥ ১০ ॥
অথ প্রেমরসাগাধা রাধা সাধারণক্রমাৎ ।
প্রাহ প্রিয়সখীমেতচ্চপশৃণ্বতি মাধবে ॥ ১১ ॥

যথা মালব গৌড় রাগেণ গীয়তে ।
ভুবনবিদিত পরিশুদ্ধকুলদ্বয় ময়ি নিধুতকলঙ্কং ।
মম চ সুবিস্রস্তশীলমহোদয়মদধীয়রগতশঙ্কং ॥ ১ ॥
সখি হে বারয় ব্রজপতিসূনুং ।

ন হি পরপুরুষে মম রতিরুদয়ে যদি কলয়ে নিশিতান্তং॥ ধ্রু ॥
গোকুলভদ্রকুতোঽহসা যুজ্যতেঽয়মতিচুর্ম্মলীলা।
রাগজ নষ্টগণেপি বিরাজতি কিমু মতি রসিক সুশীলা ॥ ২ ॥
তিষ্ঠতি পথমবরুদ্ধ তথাঞ্চলমপি কলয়িতুমনুসারী।
সকলমিদং বিনিবেদয় নিজসুতমবতু ব্রজেশ্বরনারী ॥ ৩ ॥
নাম্বরুতে বিদধাসি সুখং সখি যমুনা নীর বিগাহং।
কিমু ফলং চাটুশতং কুরুতে যদি যদতি নিয়ম কাচনাহং ॥ ৪ ॥
বৃন্দাবনবিপিনেতি প্রফুল্লিত নবনবমল্লিবিতানং।
প্রতিদিনমহমুপযামি কুসুমচয় ইহ প্রতিষেধতি মানং ॥ ৫ ॥
নিদ্রিত রতিজননিকরে যদি মম গৃহ মমৈতি নিশান্তে।
অহমতি জাগরণেন কৃতস্থিতিরপি ভবিতাস্মি নিশান্তে ॥ ৬ ॥
যদি নহি নহি বচনেন কথঞ্চন ধাস্যতি সখি মম বাহং।
কলয়সি যদি মম সত্যমতো সখি মোহভক্তিং চুরনাহং ॥ ৭ ॥
ইতি রসসার সরস্বতিবর্ণিতরাধাবচনবিলাসং।
অতি চতুরাশ্রিতচারুতরঞ্চিরুপগায়তি সবিলাসং ॥ ৮ ॥

তথাহি। কথয় সখি যশোদা নন্দনং রাধিকা তে
পততি চরণমূলৈর্মূর্দ্ধতাং মোক্ষয়স্ব।
স্মর বশকুলজায়াঃ কেলিরঙ্গপ্রসঙ্গাৎ
বিরম কুরু স রামঃ কাননে নিত্য খেলাঃ ॥ ১০ ॥
শ্রবণেন নিপীয় রাধিকা রসবৈদগ্ধ্য গভীর ভাবলীং।
ললিতাথ জগাদ নির্ভর প্রণয়ানন্দরসাতিপেশলং ॥ ১১ ॥

যথা গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

নিপততি চরণে গুঞ্জাভরণে গোকুলরাজকুমার।
বিধুমুখি ভাগ্যং পরমপি মৃগ্যং কিমপরমিহ সংসারে ॥ ১ ॥

শ্যাম শরীরে মদনাধীরে ন কুরু হ সখি রাধে ॥ ধ্রু ॥
নিরবধিসদয়ে দুঃখিতহৃদয়ে প্রকটয় করুণা যোকং ।
ন গণয় লোকং নাশয় শোকং কুরু সস্মিতমবলোকং ॥ ২ ॥
পরিহৃতসকলং প্রিয়মতিবিকলং ঘনঘনকৃতনিঃশ্বাসং ।
প্রতিপদমধুরং স্মর শরবিধুরং জীবয় নিজপদদাসং ॥ ৩ ॥
মা বদ পরুষং কুরু ময়ি ন রুষং বিরচয় ন ভ্রূভঙ্গীং ।
হরিমুখকমলে নবরসবিমলে খেলয় লোচনদৃষ্টিং ॥ ৪ ॥
দর্শয় বদনং বিস্মিতমদনং রাকাচন্দ্রমনোজ্ঞং ।
বঞ্চয় ন গণং নিজমতসুজনং ললিতানঙ্গরসসঙ্গং ॥ ৫ ॥
ব্রজপতিতনয়ে কৃতবহুবিনয়ে ত্রিভুবনমোহনরূপে ।
নেয়মুপেক্ষা তব শুভকক্ষা জাগ্রতি মন্মথভূপে ॥ ৬ ॥
নিগদ সহাস্যং দয়িতে হন্ত স্বং পরিরম্ভয়ে ঝিন্তমবং ।
ভ্রমদলিপুঞ্জং নবনবকুঞ্জং কুরু সখি কিশলয়তল্পং ॥ ৭ ॥
শ্রুতিহর চরিতা মধুরিমভরিতা মঞ্জুল রস মঞ্জূষা ।
রসদ সরস্বতি রাগতি মধুমতি ভবতু তব শ্রুতিভূষা ॥ ৮ ॥

এ সখি কিমু সখি ত্বং নৈব পীতাম্বরান্তে
কুচযুগমপবস্ত্রস্পর্শযোগ্যং কথঞ্চিৎ ।
বদন· সলগৈঃ কৃষ্ণভৃঙ্গোয়মগ্র
স্রবতি তব কথাং বাম্যতা কারয়ন্তি ॥ ৯ ॥

কোয়ং দ্বারি বিধুঃ প্রিয়াণি তদশাবালম্বতাম্বর·
বালে নায়ক এষ তে কিল তদাহারান্তরে তিষ্ঠতু ।
মুগ্ধে মাধব দোষহাস্তরিত স্ম ন্যস্যং নোভবেৎ
রাধায়া ইতি বাক্‌ছলেন সহসা স্মেরী হরিঃ পাতু বঃ ॥১০॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে চতুররাধেশো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

আনন্দ।

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্।"

কি চাও? মন, সত্যবল,—প্রতারণা করিও না, আপনি ঠকিবে,—যথার্থ বল, তুমি চাও কি? তোমার প্রার্থনার বস্তু কি? তোমার অখিল অন্তর্জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর। ভয় নাই আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব।

ভাবিতেছ? বেশ; উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখ; ভাবিয়া, বল। কি বলিতেছ? বল! আনন্দ!' হাঁ, যথার্থ বলিয়াছ;—ইহাই তোমার যথার্থ প্রার্থনার বস্তু; আনন্দই তোমার যথার্থ মূল প্রয়োজন;—আমিও তাহা বেশ জানি। তুমি ঐকান্তিক আনন্দেরই একান্ত কাঙ্গাল। এই আনন্দ লাভের জন্যই তুমি বিরাট্ ভবের হাটে পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া নানাস্থানে কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতেছ। তাহারই জন্য তুমি তোমার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত। বেশ; মন, আজ আমি তোমার সরল ভাব দেখিয়া,—চিরবক্র তুমি, তোমার সরল ভাব দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি; চির চঞ্চল তুমি, তোমাকে অল্প ক্ষণের জন্যও আজ এরূপ অচঞ্চল দেখিয়াও আমি বড় সুখী! আচ্ছা, এখন সত্য বল দেখি,—কিরূপে কোথায় কোথায়, তুমি আনন্দের অন্বেষণ করিয়া কি কি ফল পাইয়াছ?

মন বলিল,— তবে বলি শুন; আমি এই অতি বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য ভবের হাটে, প্রথমেই দেখিলাম, একটি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী নব-

যুবতী ভুবন মনোমোহন বেশে সকলের কেন্দ্র দেশে উত্তম আসনে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার পার্শ্বে আর একটি পরমা সুন্দরী নবীনা রমণী, প্রথমার সখী রূপে বিরাজ করিতেছেন। সম্মুখে একটি সুবর্ণ পাত্রে অতীব লোভনীয় রূপে চারি প্রকারের চারিটি ফল সজ্জিত রহিয়াছে। তার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এই মূল চারি প্রকার ফলই নানা প্রকারে প্রস্তুত করিয়া, নানা ভাবে সুরক্ষিত করিয়া শত শত বিপণী সাজাইয়া, শত শত ব্যক্তি, ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই সহকারী রূপে থাকিয়া, বিভিন্ন ক্রেতাদিগকে বিবিধ মূল্যে বিবিধ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর নারী বাল-বৃদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া, পরমানন্দে, আপন আপন ইচ্ছা ও অভিরুচি মত ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। কেহ বা তুচ্ছ বিষয় লইয়া মহানন্দে বিষম বাদানুবাদ—কলহ কোন্দলে রত হইয়াছে। ঘোরতর 'হট্টগোল আরম্ভ হইয়াছে। 'আমি' 'আমি' 'আমার' 'আমার' অনিবারে এই শব্দই উঠিতেছে। শুনিলাম, ঐ দেবীর নাম "বিষ্ণুমায়া' আর তাঁহার প্রাণপ্রিয়া সখীর নাম অবিদ্যা বা জীবের অহমিকা'।

"অন্যান্য জীবগণের ন্যায় আমি ও কি জানি কি মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীরই সমীপবর্ত্তি হইলাম। তিনি অতিমধুর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি চাই? আমি বলিলাম আনন্দ। তিনি তখন মধুরতর মৃদুহাসিতে মোহের ফাঁসীতে আমাকে সুদৃঢ় বদ্ধ করিয়া কহিলেন—"ওরে জীব, তুই যখন এখানে আসিয়াছিস্ তখন আর তোর ভাবনা কি? উচিত মূল্য দিলে এই স্থলেই তুই তোর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনায়াসে হস্তগত করিতে পারিবি। এই যে চারিটি ফল দেখিতেছিস্, ইহাদের নাম,—ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ।

কল্পবৃক্ষের ইহাই অতি উৎকৃষ্ট ফল। আনন্দ রস ইহাদের মধ্যেই নানা ভাবে পূর্ণ আছে। তুই আমার এই বিরাট হাটের মাঝে যেখানে যেভাবে যেটী ইচ্ছা লইয়াই আশা পূর্ণ করিতে পারিবি। তাঁহার কথা শুনিয়া, তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া এই হাটে, যে যখন যাহা চাহিয়াছে তখন তাহাকে তাহাই দিয়া,—এমন কি হৃদয়ের শোণিত অবধি অকাতরে অজস্র ঢালিয়া দিয়া,—আমি একে একে নানা প্রকার ঐ প্রথম ত্রিবিধ ফলেরই পুনঃ পুনঃ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই আমার আত্মা পরিতৃপ্ত লাভ না করায় শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঐ মোক্ষ নামক শেষ ফলটী লইয়া, অনেক নাড়া চাড়া করিয়াও, তাহার অতি কঠিন ত্বগাবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া সুতরাং তাহা হইতে কোনও রসই না পাইয়া,—হে অন্তরের অন্তরতম মহাপুরুষ,—আমি অবশেষে আজ তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি অতি দীন—একান্ত সম্বল হীন। এখন রক্ষা কর তুমিই আমাকে! ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ আবার ওষ্ঠাগত!"

হায় রে, মায়ামূঢ় মন! তোমাকে আর বলিব কি? তোমাকে বলিবার আর কি আছে? 'দুরত্যয়া' মায়াই তোমার মাথা খাইয়াছে। তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সে তোমাকে বিষম বঞ্চনা করিয়াছে। তুমি সাধু মহাজনের শ্রীচরণে সুপরামর্শ না লইয়া, কুজনের কুহক ছলনে, 'পুষ্পিত বচনে, বিমুগ্ধ হইয়া, কুস্থানে পড়িয়া, কুরসের পুনঃ পুনঃ আস্বাদনে একবারে মহা বিকারগ্রস্ত হইয়া মরিতে বসিয়াছ। হায়, হায়, জান না তুমি, কি ভয়ঙ্কর কালকূট বিষ ফল আদর করিয়া তুমি হাতে তুলিয়া লইয়াছ! কিন্তু ভাগ্যবান্ তুমি,—এই অবস্থায় আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছ। যদি আসিয়াছ এস, কাছে এস;—অনন্য লক্ষ্য হইয়া আমার দিকেই এস,—স্থিরচিত্তে এই স্থলেই উপবেশন কর,

আমারই হাতে ঐ গরল ফলটি অর্পণ কর, আমিই তোমার বিকার নাশের ও ক্ষুৎ পিপাসা শান্তির বিহিত ব্যবস্থা করিতেছি।

ওরে আনন্দের কাঙ্গাল, আনন্দ কি তোমার এতই সুলভ, যে তুমি তাহা যথা তথা যে কোনও উপায়ে প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবে? না না, তাহা হইবার নয়। তবে, তাহার ঈষৎ-অনুভাব-যুক্ত তাহারই অত্যল্প আভাসে, বিফল অনুকরণে কল্পিত, কোন কিছু কোথাও কখন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু দুগ্ধের পিপাসা ঘোলে মিটিবে কেন বাপ্? ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, সকলই তো কালনাশ্য বস্তু; এই আছে, এই নাই, পাইয়াও কাহাকে ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পার না। দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ডের চরম সীমা ব্রহ্মলোক হইতেও কালবশে জীবকে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়। ইহাতে কি কখন যথার্থ আনন্দ লাভ হইতে পারে? তবে এখনও তোমার সন্দেহ আছে এই শেষ ফলটিকে লইয়া; ভাবিতেছ, যদি ইহা হইতে তোমার আশা পূর্ণ হয়। বেশ, এস, ইহাও আমি তোমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া দেখাইতেছি, ইহাতেও তোমার অভিলষিত বস্তুর যথার্থ বিদ্যমানতা নিশ্চয়ই নাই। ইহাতেও তোমার প্রয়োজন সিদ্ধি কদাচ হইবে না।

মোক্ষের অপর নাম 'মুক্তি'। মায়ার হাটে ইহা বিক্রয় হইলেও, তথাকার ক্রেতৃগণ ইহাকে লইয়া কিছুকাল নাড়া চাড়াই করে। তাহারা স্বইচ্ছায় ইহাকে ভাঙ্গিতেও পারে না, সুতরাং ইহার রসও আস্বাদন করিয়া সাধ মিটাইতে পারে না। ইহাতে তাহাদের কাকের বিম্ব ফল আস্বাদনের মতই ফল হয়। স্বয়ং শ্রীভগবানে কোনও সম্বন্ধ ব্যতীত কেহই অন্য কোনও উপায়ে কদাচ এই ফল প্রকৃতপক্ষে পায়ও না, ভোগও করিতে পারে না। মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হয় মাত্র। যাঁহার বন্ধন, অর্থাৎ যিনি বাঁধিয়াছেন, স্বয়ং সেই সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বশক্তিমান্

অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ব্যতীত, আর অন্য কাহার সাধ্য যে তাঁহার বাঁধা বাঁধন স্বইচ্ছায় মোচন করিয়া বন্দীকে মুক্ত করেন? বন্ধন মোচন না হইলে তো আর মোক্ষ নয়? প্রথমতঃ, একটি চিত্র দেখাইয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ঐদেখ এককেন্দ্রী কয়েকটি মণ্ডল। ইহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলটিকে গোলোক তদ্বহির্দ্দেশস্থিত বৃত্তটী পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ ধাম জানিবে। ইহার বাহিরের মণ্ডলটিকে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক বা মোক্ষলোক ('অমৃত') মনে কর এবং সর্ব্বশেষের মণ্ডলকে কারণার্ণব বলিয়া স্বীকার কর। (এই কারণার্ণবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। পরে এই চিত্রটী সম্মুখে রাখিয়া, স্বয়ং শ্রীভগবানের অঙ্গ স্বরূপ, সর্ব্ববাদবিখণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রসারাৎসার সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বোপরিরক্ষিত চরম ও পরম সিদ্ধান্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত অংশ গুলি সাবধানে পর্য্যালোচনা কর।

"ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সভার হয় স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

* * *

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার, তার নাহিক অবধি॥"

মুক্তি পাঁচ প্রকার, সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। প্রথম চারি প্রকার মুক্তিতে জীব মায়ামুক্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পার্ষদ হন। ইঁহারাও ভক্ত। মায়ার অধিকারের ব্রহ্মনিষ্ঠ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বা নিরাকারবাদী নহেন। ভাব-বিশেষে ভক্তই এই সকল সবিশেষ শ্রেষ্ঠ মুক্তি বা গতি লাভ করিয়া দিব্যদেহে, বৈকুণ্ঠে বাস করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ সাধক তাঁহারা ঐ সকল গতি প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা তন্নিম্নে সাযুজ্য মুক্তির বা আত্ম বিনাশের অধিকারী। মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে বিশেষ অর্থে ইহাকেই বুঝায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকগণ শুদ্ধ জীবাত্মানুভূতি রহিত আত্মাতিরিক্ত কল্পনাপ্রসূত অন্যানুভূতিকে মুক্তি বা মোক্ষ বলিয়া লক্ষ্য করেন। অনেক কৃচ্ছ্র সাধনার পর, কদাচিৎ, কৃষ্ণেচ্ছায়, স্বীয় সাধন পথে নিজাত্মার শুদ্ধ অনুভূতি ছাড়িয়া কাল্পনিক অনাত্মবস্তুকে আত্মভ্রান্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিলেও ব্রহ্মানন্দী সিদ্ধগণ, এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তে নিহত দুরন্ত দৈত্য দানবগণও, ঐ জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকেই আপনার শুদ্ধ আত্মার সত্তা হারাইয়া, সাযুজ্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ইহাই বদ্ধজীবের সর্ব্বনাশ কৃষ্ণবিমুখের ইহাই চরম দণ্ড Capital punishment ইহাতে শুদ্ধ আত্ম-বিনাশে দুঃখের ও একান্ত নির্ব্বাণ হয় মাত্র। তাহাকেই যাহা বল, বলিতে পার; কিন্তু, যথার্থ সুখ বা আনন্দ বলিয়া কিছু অনুভব করিবার শুদ্ধাত্মা কেহই এখানে থাকেন না। মায়াবাদ দ্বারা অনাত্মাকে একাত্মা কথিত হয় মাত্র তাহাই মায়াস্বরূপ। তথায় ভোক্তা ভোগ্য ভেদ থাকে না। তজ্জন্যই কৃষ্ণানুরক্ত ভক্ত মহাত্মাগণ, যাঁহারা কেবল স্বয়ং শ্রীভগবানের নিত্য সেবানন্দে তাঁহার অনুপম সেবার জন্যই একান্ত লালায়িত,

তাঁহারা ভগবৎ সেবা নাম্নী নিত্যাবৃত্তির হিংসারূপ নির্ব্বাণ মুক্তির নাম মাত্রেই ভীত ও ঘৃণাযুক্ত হন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ কৃষ্ণের শ্রীপাদ-পদ্ম সেবা বুদ্ধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভীষণ নরকমধ্যেও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, তথাপি এই সর্ব্বনাশ কোনক্রমেই লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা আপন সুখ দুঃখের প্রতি কদাচ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান না; তাঁহারা কৃষ্ণসুখেরই একান্ত অভিলাষী। বাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দও তাঁহার এই প্রাণ প্রিয়তম ভক্তগণকে নিত্যদেহে আপন নিত্যানন্দ ধামেই স্বীয় লীলা পরিকররূপে গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন। তাঁহারা সিদ্ধ-লোক অতিক্রম করিয়া, বৈকুণ্ঠ এবং তদুপরি—সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোকে গতি লাভ করিয়া তথায় নিত্য নব কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হন।

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥"

ইহা শ্রীবৈকুণ্ঠেরই অন্তর্নিহিত একটি পরমোন্নত পরম নিভৃত লীলা নিকেতন। সুবিশুদ্ধ প্রেমভক্তগণই এই স্থলে স্বরূপানন্দের নিত্যানন্দী। ইহা অতি গুহ্য হইতেও গুহ্যতম।

মন, এখন বুঝিলে কি,—কি বস্তু ঐ মোক্ষ ফলটি? বুঝিলে কি, দেখিলে কি, কি ভীষণ সর্ব্বনাশকর কালকূট ইহার অভ্যন্তরে রক্ষিত? দেখ, যতক্ষণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ততক্ষণই বিরূপ আত্মসুখেচ্ছা বা অনাত্ম-সুখেচ্ছা, যতক্ষণ অনাত্মসুখেচ্ছা, ততক্ষণই আনন্দ লাভের পথ রুদ্ধ। *

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥

---

* "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।)

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম॥"

অতএব, বেশ বুঝা যাইতেছে,—তুমি যাহার জন্য জগৎ ঘুরিতেছ, যথা তথা অনুসন্ধান করিতেছ, তোমার সেই চির আশার ধন আনন্দ এই অজ্ঞান তমো-ধর্ম্ম-ময় মায়ার রাজ্যে তোমার সেই প্রভুত্ব অভিমানে কখনই মিলিতে পারে না। ভবের হাটে কাম-মূল্যে তাহা কেহই কিনিতে পারে না। কালনাশ্য ধর্ম্মার্থকামে তাহা তো থাকিতেই পারে না; অধিক কি যোগীজনবাঞ্ছিত কালাতীত মোক্ষেও তাহা একান্তই অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত এবং তাহার অন্তরায় অন্যান্য সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম বিষয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত বর্জ্জন ভিন্ন, অন্য কোনও উপায়ে, কেহ কদাচ যথার্থ আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন না। এই পরম সত্য ঐকান্তিক আনন্দের একমাত্র আশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম!!!

ঐ শুন, তাঁহারই সাক্ষাৎ কথিত সেই শ্রীমুখপদ্ম নিঃসৃত মহাবাণী;—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
(শ্রীগীতা ১৪।২৭।)

সাবধানে এই শ্লোকটি পর্য্যালোচনা কর। জান, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র "সর্ব্বাশ্রয়" "সর্ব্বধাম"; তাঁহাতেই "সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম শ্রীচরিতামৃতে—"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥" এই শ্লোকে সেই কথাই তিনি বলিতেছেন। এক ইক্ষুদণ্ডেই যেমন রস, গুড়, চিনি ও মিশ্রী আছে; এবং বিভিন্ন

প্রক্রিয়া হইতে যেমন তাহাদের উত্তমাধুত্তম বস্তু উদ্গত হয়; প্রায়* তেমনই, এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সাধক, ভিন্ন ভিন্ন সাধনার দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করেন। এই শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,—"আমি (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্ম, অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়।")এখন দেখ, ইহাতে পর পর চারিটি বস্তুর উল্লেখ হইয়াছে, যথা,—

(১) ব্রহ্ম

(২) অব্যয় অমৃত

(৩) শাশ্বত ধর্ম্ম

(৪) ঐকান্তিক সুখ।

অতঃপর, একে একে এই গুলির তাৎপর্য্য আলোচনা কর—

(১) ব্রহ্ম;—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম। "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তনুভা।" এই ব্রহ্ম রূপ 'তনুভা, বা অঙ্গকান্তিই সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ চৈতন্য। ইহাঁরই আভাস ক্ষেত্রবিশেষে ম্লানোজ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়া জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী করিয়া, ব্রহ্মাদি কীট পতঙ্গাবধি সর্ব্ব জীবে বিবিধ বৈচিত্র্য বিকাশ করেন। ইহাঁকে না জানিয়াই জীব আপন 'স্বরূপ' হারা হইয়া, "আমি অমুক" বলিয়া একটি মিথ্যা অভিমান ও আস্তধান প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা এই মিথ্যা বোধোদয়ের কারণ। সুবিহিত সাধনার দ্বারা জীবের এই ভ্রম নষ্ট হইলে, সে আপন চিৎকণ স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তখন সে সর্ব্বস্থলে এক—অদ্বিতীয় চৈতন্য (ব্রহ্ম) বস্তুই দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

* 'প্রায়' বলিবার তাৎপর্য্য; পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জীব ইচ্ছামত যে কোন বস্তু প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে কৃষ্ণেচ্ছারই একান্ত বলবতী। ইহা তাঁহারই [illegible] অধীন।

কিন্তু, দূরদৃষ্টিহীন শিশু যেমন সুদূরাকাশে সূর্য্যদেবকে না দেখিয়া, অধোদেশে প্রসৃত উজ্জ্বল কিরণ রাশিই দেখে মাত্র, তেমনই, ঐ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনকারী সাধক ও তখন, ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহার অঙ্গকান্তি রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুই দেখেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শনে ঐ রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিৎ সাধক ও জীবন্মুক্ত হন। কিন্তু, "শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধোমজে॥" অর্থাৎ এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইতে হয়। এ অবস্থা অনব্যয়।

(২) অব্যয় অমৃত ;—ইহাই নিত্য মোক্ষ; ইহা নাশরহিত। ইহা প্রথমোক্ত ভাবেরই বিশেষ। কৃষ্ণেচ্ছায়, প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে যাঁহাদের অধঃপতন না ঘটে, তাঁহারা উক্ত আত্মধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ পরমাত্মধর্ম্মে স্থিত হইয়া, বহু সাধনার পর, এই গুণাতীত অব্যয় অমৃতের অধিকারী হন। এই অমৃত লাভ ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে কদাচিৎ হয়; হয় না বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু, এ অবস্থাকেও মাত্র একতম সোপানরূপে অতিক্রম করিয়াই, পরমোর্দ্ধে পূর্ণানন্দের প্রতিই একলক্ষ্যে প্রধাবিত হন। কিন্তু, কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই, যাহাদের মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনাই প্রবল হয়, তাঁহারা এই অবস্থাকেই সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া ইহাতেই সাযুজ্য আশা করেন। ইহাই তাঁহাদের নিজ সর্ব্বনাশ!

(৩) শাশ্বত ধর্ম্ম ;—ইহাই পরমার্থ বা ভাগবত ধর্ম্ম অথবা সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতেই জীবের সত্ত্ব শুদ্ধি ঘটে। যে সত্ত্ব শুদ্ধির অভাবেই, উক্ত দুর্ব্বাসনার প্রভাব জীবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সুতরাং, আনন্দ লাভের পথও চিররুদ্ধ হয়। এক চিত্ত ভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণসেবাই এই শাশ্বত ধর্ম্ম। একমাত্র ইহার আশ্রয়েই ক্ষুদ্র মহৎ উত্তম অধম সকল জীবই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া, সর্ব্বোপরি

'পঞ্চম পুরুষার্থ'—'মূল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন—নিশ্চয়ই পারেন। সাধুগুরু কৃপায়, পরমসৌভাগ্যে এই পরমার্থ ধর্ম্মে যাঁহার যথার্থ রতি হয়, একমাত্র তিনিই চরমে সর্ব্বার্থসংসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। জীবের ইহাই একমাত্র যথার্থ অকুতোভয় পথ!!!

(৪) ঐকান্তিক সুখ;—কৃষ্ণ প্রেমানন্দই এই ঐকান্তিক সুখ। ইহাই মূল প্রয়োজন। ইহাই যথার্থ আনন্দ। ইহাই নিত্য পরিপূর্ণ এবং নিত্য নূতন। ইহাই শুদ্ধ সাধুভক্তের চির বাঞ্ছিত পরম পুরুষার্থ। ইহার আগে অপর সমস্ত ভোগ সুখই অতিহেয় তৃণতুচ্ছ। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে;—

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥"

মন, এইবার বেশ বুঝিয়াছ বোধ হয়,—তোমার এ মোক্ষ ফলও অতি অপদার্থ; তোমার অভিলষিত বস্তু আনন্দ ইহাতে ও একান্ত অসম্ভব। সে আনন্দ একমাত্র প্রেমেই নিহিত। সে প্রেমের পরাশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) সর্ব্বমঙ্গলাধার সর্ব্বময় সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দেরই শ্রীপাদপদ্ম!!! আর চিন্তা কি? আর ইতস্ততঃ কেন? মন রে, তোর এই দারুণ পিপাসায় সুশীতল বারি,—দারুণ ক্ষুধায় অক্ষয় সুধা, যে যথার্থ কোথায়, তাহার সত্য সন্ধান এইবার তো প্রাপ্ত হইলি প্রাপ্তির পথও তো নিশ্চয় করিলি? তবে, সকল পশ্চাদাকর্ষণ সমূলে ছেদন করিয়া—সঘনে জয় গৌর গোবিন্দ "জয় রাধাকৃষ্ণ!—জয় নিত্যা-

নন্দ বলিয়া, আয়না এইবার আমার সাথে সাথে! আমরা উভয়ে আনন্দের অতল সাগরে শ্রীগোবিন্দ প্রেম সেবা সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করি !!!

সজ্জন চরণ রেণু
শ্রীচণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্দ্ধমান।

গোহিতে পূর্ব্বাদেশ।

The late Secretary of Provisions necessitating to us to take some cows from the Gentues (Hindoo) inhabitants to supply the fleet of which they are making complaints to the President and offering to pay four Rupees per head per annum rather than have their cattle killed, being assured we can have a sufficient supply from Scindees Country, and this will be annual emolument to the Rt. Hon. Co.

"Ordered that the Secretary to prepare a proclamation forbidding all persons to kill cows belonging to the Gentues and directing the heads of each caste to collect four Rupees per annum on all cattle belonging to them, and pay the same to the Collector of the Revenues".

Then again there is article 16 of the Treaty concluded by The British Government with H. H. The Rao of Cutch in January 1815 which contains the following stipulation :—

(2) "The slaughter of cows and bullocks being directly at variance with the religion of the Jharejas and greater portion of the natives of Cutch, the Hon. Company engage to abstain from the slaughter of these animals within the limits of Cutch, and from violating the religious prejudices of the Rao's Subjects."

Furthermore, it was stipulated in Article 21 of the Treaty of 1819 with the same State :—

(3) "It being contrary to the religious principles of the Jharejas and people of Cutch that cows and bullocks should be killed. The Hon. Company agree not to permit these animals to be killed in the territory of Cutch or to permit in any way the religion of the natives to be obstructed."

Even in the British territory the Hon. East India Co. at times issued proclamations "forbidding all persons to kill any cows belonging to the Gentues" at the following extract from the Bombay Diaries recently published, clearly shows :—

(4) The Translation of what is in Persian on a photograph. "As the land of Baraj, this is to say Mathura, is a great place of worship and devotion of the Hindoos in this land, it is necessary and incumbent that no kind of injury and hurt whatever should be caused to the cows by anyone, nay, they ought to be treated with kindness and merey. Therefore, His Excellent Honour, one possessing high titles, Samsam-ud-doulah, Sharl-ulMulk khan Dourankham the valiant General Lord Lake Saheb Bahadur Jang Sepahsalar, in whose heart the Great Creator has implanted kindness and mercy, was graciously pleased to issue an order as follows :

"Nobody from the butchers' community etc. whether he be an inhabitant of the city of Mathra or he be a man belonging to the army, or he be one visiting the said city or the army, or he be one belonging to the suburbs of the said city of Mathra, shall kill cows. Therefore, an advertisement is given in this matter that none should kill cows in the above montioned land, and should anyone be guilty of this act he will be visited with adequate punishment because his excuse will never be accepted in this matter" written on the third of the month of July in the Christian Year 1803, corresponding with the fifth of the month of Rabi-us-Sani in the Hijri year 1220."

In addition to these we find a Purwana or General order dated 20th July 1839, issued by the Governor General of India, to the following effect :—

(5) "As for this, the town of Sirsa has been newly built and the Hindoos from the kingdom of Bagorh within the territories of the Rajasthan have generally settled themselves in it, this general order is therefore issued, as it has been considered fit and proper to do so to avoid complication, that there should absolutely be no slaughter of cows and the like regarded as domestic by the people of this place. It is seriously required that each and all must at all times keep themselves acquainted with the order and must not act in violation thereof, and that whosoever be found to infringe the same would be answerable for the offence of disobedience to order".

শ্রীমাথুর মণ্ডল ও শ্রীগৌড় মণ্ডল অভিন্ন। মাথুর মণ্ডলে গবাদির হিংসা বিষয়ে পূর্ব্বাদেশ উপরে উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড় মণ্ডলের কেন্দ্রে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ অবস্থিত। তথায় করুণাবতার প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌর সুন্দরের বিহারস্থলী। সেখানে অহিংসাই জীবের নৈসর্গিক স্বভাব। হিংসাভাব পোষণ করিয়া তথায় কাহারও জীবে দয়ার অভাব না হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ঝারিখণ্ড পথ।

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর শ্রীনীলাচলে অবস্থিতি করেন এবং সন্ন্যাসের পর চতুর্থ বৎসরে ঝারিখণ্ড পথে বারাণসী হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। মহাপ্রভুর পর শ্রীল সনাতন গোস্বামীও এই পথে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পথটী তৎকালে একেবারে গমনাগমনের অযোগ্য ছিল না ইহাও বুঝা যায়। এই ঝারিখণ্ড কোথায় জানিবার ঔৎসুক্য অনেক দিন হইতে আমার হইয়াছিল এবং শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপায় আজ সেই ঝারিখণ্ডে বসিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

এই স্থলে নিজের একটী কথা উল্লেখ করিব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যখন দেখিলাম যে মহাপ্রভু বনপথে যাইবার কালীন ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ

প্রভৃতি বন্যপশুগণ পালে পালে মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিত তাহাতে মনে করিতাম যে 'পালে পালে' কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে, হয়ত গ্রন্থকার দার্ঢ্য জন্য কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমৎকবিরাজ গোস্বামীর চরণে এই অপরাধ করিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় গোস্বামী প্রভু নিজগুণে দাসকে ক্ষমা করিয়া ঝারিখণ্ডে আনিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রতিবর্ণ যে সত্য তাহা এই অজ্ঞানকে দেখাইয়া দিলেন।

উৎকল ভাষায় 'ঝাড' বলিতে বন বুঝায়; এবং 'আড়' বলিতে সমতল ক্ষেত্র বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানকে বুঝায়। ঝাডখণ্ড বা ঝাড়িখণ্ড অর্থে বন্য প্রদেশ বুঝায়। ইহা ছাড়া ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ ঝাড়িখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই। উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ যাহাকে গড়জাত বা করদরাজ্য বলে, তাহা সমস্তই ঝারিখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা ছাড়া বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ও ছোটনাগপুর ও মধ্য প্রদেশের অনেক অংশ ঝাড়িখণ্ডের অন্তর্গত। অর্থাৎ কটক হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই ঝারিখণ্ডের অন্তর্গত। এইক্ষণে দেখা যাউক মহাপ্রভুর কোন পথে গমন সম্ভাবনা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে রাখি বনে প্রবেশিলা॥

পুরী হইতে বনে আসিতে হইলে কটক ডাহিনে রাখিয়াই আসিতে হয়, তাহা হইলে একবার কাটজুড়ি নদী পার হইয়া পুনরায় মহানদী পার হইতে হয় না, কারণ কাটজুড়ি মহানদীর শাখা, কটকের ২।৩ মাইল পশ্চিম হইতে বহির্গত হইয়া কটক বামে রাখিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই কাটজুড়ি অত্যন্ত প্রশস্ত মহানদী অপেক্ষা বরং বড়ই হইবে, সুতরাং তৎকালে নদীপারের বিশেষ অসুবিধা থাকায় অনর্থক কাটজুড়ি পার হইয়া

কটকের প্রান্ত দিয়া আবার মহানদী পার না হইয়া কটক ডাহিনে রাখিয়া কাটজুড়ির মোহনার কিছু পশ্চিমে পার হওয়াই সম্ভাবনা। মহানদীর এই স্থানে একটি প্রসিদ্ধ ঘাটও আছে, কিন্তু তাহা মহাপ্রভুর সময়ের কিনা তাহা নির্ণয় করা যায় না। মহানদী পার হইয়াই প্রথমে আটগড় রাজ্যে, (পূর্ব্বে যে গড়জাত বা করদ রাজ্যের কথা বলিলাম ইহাই তাহার পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত) আটগড়ের উত্তর পশ্চিমে ঢেন্‌কানাল তাহার পর ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম দিকে কেউঞ্ঝর, সিংহভূম, রাঁচি ও প্যালামৌ জেলা, তথায় শোননদী পার হইয়া সাহাবাদ জেলার মধ্য দিয়া মোগলসরাইর নিকট রামনগর বা ব্যাসকাশীর নিকটে গঙ্গা পার হইয়া কিছুদুর গেলেই কাশী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বোধ হয় প্রায় কাশী পর্য্যন্তই বন ছিল বর্ত্তমানে মহানদী পার হইলেই বনে প্রবেশ করিতে হয়। রাস্তার দুইধারে বনও পাহাড় অর্থাৎ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াই রাস্তা গিয়াছে। এখন অবশ্য পাকা রাস্তা হইয়াছে, মটরগাড়ী পর্য্যন্ত চলে। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে দিবাভাগে ব্যাঘ্রভীতি হইয়া থাকে। ঢেনকানাল রাজ্যের উত্তর পশ্চিম অংশে পালে পালে হস্তী এখনও বেড়াইয়া থাকে। মহাপ্রভু কোন পথ দিয়া বা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ পাকা রাস্তা হওয়ায় তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বন্য পথের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে, তবে এখনও মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের উপর দিয়া খণ্ড বন্যপথ সমূহ বিদ্যমান আছে।

ঢেনকানাল রাজ্যের মধ্যে বহু প্রাচীন সৌম্য গোপাল ও জয় গোপাল শ্রীবিগ্রহ আছেন। যদি তৃতীয় দিবসে প্রভুর গোপাল দর্শন করা ঠিক হয়, তাহা হইলে এই গোপাল হইতেও পারেন, আবার কেহ কেহ বলেন ঢেন-কানাল রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বদিকে কপিলাশ পর্ব্বতে প্রতাপরুদ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছেন মহাপ্রভু শ্রীশিব দর্শন করিয়াছিলেন। এ বিষয় বিশেষ

প্রমাণ অভাবে. নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না তবে এই প্রদেশের ম্যাপচিত্র দৃষ্টে যে যে স্থানের কথা উল্লেখ করিলাম ঐ সমস্ত জেলা ও ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্য দিয়াই যাওয়া সম্ভব। এই স্থান সমূহ এখনও হিংস্র জন্তুসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলে আকীর্ণ। জনপদগুলি বহু দূরে দূরে অবস্থিত। ভিল্লপ্রায় লোক অর্থাৎ অসভ্য আদিম নিবাসী ব্যাঘ্রমাংসসেবী লোক এখনও বিদ্যমান আছে।

আর একটী কথা শুনিয়াছি যে আটগড়ের মধ্যে খুটনি নামক স্থানের ৩ মাইল উত্তরে কৃষ্ণপুর গ্রামে একখানি প্রস্তরের উপর দুইটী পদচিহ্ন আছে উহা মহাপ্রভুর পদচিহ্ন বলিয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর কি, কি অন্য কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর জনৈক শ্রীভক্তিবিনোদ দাস।

ঢেনকানাল।

সমালোচনা।

পাগল রাধামাধব। প্রথমখণ্ড। শ্রীরসিক লাল দে দাস এই গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক। ইহার বিক্রয়লব্ধ আয় সেবা ভাণ্ডারে অর্পিত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ডিমাই ১২ পেজীর ৮০ ভূমিকা ও ৭২ পৃষ্ঠা আছে। পাগল রাধামাধবের দেহযাত্রার উপযোগী /১ এক সের তণ্ডুল আর চারিটী পয়সার প্রয়োজন। এই গ্রন্থে পাগলের কিছু পরিচয় আছে। তিনি বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামের রাইপুর পল্লীতে বাস করেন। গরীব ভাণ্ডারের অতিথিরূপে রসিক বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয়। রসিক বাবু বলেন তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্ব বর্ণ নির্ব্বিশেষে জগতের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে পাগল আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতা শূন্য খাঁটী বাউল। পাগল লিখিয়াছেন তিনি শ্রীধাম

গোলোক বৃন্দাবন হইতে বংশীরবে রসিক বাবু দিগকে ডাকিতেছেন। শ্রীভগবান তাঁহার দ্বারা বংশীরব করিয়া ডাকিয়াছেন। তাঁহাকে আর ভবে আসিতে হবে না মা অভয় দিয়াছেন। রসিক্ বাবু লিখেন "বিজয় দাদা বলেন চরিতামৃতের শুদ্ধমত যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন তবে এই পাগল মানুষ।" রাম প্রসাদের "মা আমি কি আটাসে ছেলে, আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে। সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরেন যা হৃদ্‌কমলে॥" এই ভাবে রাধামাধব অনুপ্রাণিত। পাগলের মতে "মহাপ্রভু নির্গুণ। নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইতে পারেন। সগুণ দেহ নির্গুণ আত্মা। পুণ্যবানের দল ঘোর নামাপরাধী তাহাদের আশু ধ্বংস অনিবার্য্য। পুণ্যবানের শেষপ্রাপ্তি স্থান ঐশ্বর্য্য ধাম। পুণ্যবান বিধির ব্যবস্থা লইয়াই বিব্রত। বিধিভক্তি গৌণধর্ম্ম ইহা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁহারই কৃপাদেশে বহিরঙ্গা বিধিভক্তির অনুসারে সেবা পূজার বিধি প্রচার করেন। প্রেমের সাধন গৃহীরই হইতে পারে সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ। সন্ন্যাসীর বিচার পাগল চান না, চান মহাপাপী। যাহারা হরিভক্তি বিলাস সম্মত সত্য ত্রেতাদির ধর্ম্ম আচরণ করেন তাহারা প্রভুর নিকট অপরাধী হন মাত্র। রাগমার্গ বলপূর্ব্বক প্রচার করাই যুগধর্ম্ম। মাধুর্য্যভাব স্ত্রীলোকের অতি সহজ, পুরুষগণ অনন্তকাল ধরিয়া তর্ক করিলেও এভাব বুঝিতে অক্ষম। নব ছিদ্র বিশিষ্ট মনুষ্য দেহ যখন নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয় তাহাই বংশীধ্বনি। চণ্ডীদাসের ভজনে সিদ্ধের পর প্রকৃতি সঙ্গ। অনুমান অনুসারে যুগল সেবা প্রকাশিত হয় ইহাতে জগতের ঘোর অমঙ্গল হইয়াছে এবং প্রভুপাদ গোস্বামীগণও এই কারণে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বৃন্দাবনেশ্বরী। শ্রীমহাপ্রভুর

আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ সিদ্ধের পর বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া সহজ ভজন পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন।" এইরূপ অনেকগুলি কথা এই গ্রন্থে পাঠ করিলাম।

সজ্জন তোষণীর বিজ্ঞ পাঠকবর্গ রাধামাধবের হৃদগত ভাবসমূহ উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতেই জানিতে পারিবেন। আমরা ব্যক্তিবিশেষের কথা আলোচনা করিয়া কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু পাগল এক্ষেত্রে অনেকগুলি লোককে তাঁহার কথায় সংগ্রহ করিয়া উহাই শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন ও বুঝাইতেছেন তাহাতে অনেকেই পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য এই সকল কথা সংক্ষেপে এই স্থলে আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ খাঁটি বাউল নহেন। তাঁহারা পাগল রাধামাধবের ন্যায় প্রাকৃত স্ত্রীভক্ত বলিয়া আপনাদিগের ভজন প্রচার করেন না। যেহেতু স্ত্রীভক্তগণকে ব্যাকরণে স্ত্রৈণ বলে, বিষ্ণুভক্তকে বৈষ্ণব বলে। পাগলের ধারণা পুণ্যবানগণ ঐশ্বর্য্যমার্গে অবস্থিত এবং বৈধভক্ত; কিন্তু শাস্ত্র বা গোস্বামীগণের তদ্রূপ ধারণা নহে। পাপ বা পুণ্য কর্ম্মীগণের প্রাপ্য, তাহাতে জীবের বিরূপ ভোগ আছে। স্বরূপ বুদ্ধিতে কৃষ্ণসেবা নাই। বিধিমার্গের ভক্তগণ কর্ম্মী নহেন। তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের দাস। সাধন ভক্তিতে বিধি ও রাগ উভয়মার্গ লক্ষিত হয়। ভাবভক্তির প্রাকট্যে বিধিভক্তি রাগানুগায় পরিণত হয়। ভাবোদয়ে বৈধ সাধন থাকে না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সাধনভক্তিলহরীর ১৪৯ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কং অনুকূলমপেক্ষতে॥

এইকথা পাগল মহাশয় আলোচনা করেন নাই বা শাস্ত্র দেখেন নাই। পাগলের প্রার্থনা ৵১ চাল ও চারিটী পয়সা কিছু অযোগ্য নহে তবে

শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস পরমহংস মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন যে নিষ্কপটে এক লক্ষ হরিনাম করিলে তাহাকে চারিটি পয়সা দেওয়া যাইতে পারে। এই হারে পাগলের প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম করিয়া ভক্তগণের নিকট /১ চাল ও চারিটী পয়সা পাওয়া উচিত। নতুবা নিজ ভোগময় শরীরের জন্য চাল ও অর্থ গ্রহণ করিলে নির্হৈতুক ভক্তির সাধন হইবে না। প্রাকৃত সকল ভরসা ছাড়িয়া যদি কেহ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা করেন তাহা হইলে তাঁহার চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহের জন্য কৃষ্ণ প্রসাদের অভাব হয় না। পাগলের বংশীরবে ডাকা এবং নবছিদ্র বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ দেহদ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয় তাহাই বংশীধ্বনি এই সকল কথা রসিক বাবুর ন্যায় পাগলের ভক্তের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা ভাল। তাহা হইলে গম্ভীরায় ভক্ত হত্যা হইয়াছে বলিয়া বাগাড়ম্বর করিতে হইবে না। মহাপ্রভু নির্গুণ প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা যদি প্রাকৃত গুণের নিরাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলেই ভাল নতুবা অপ্রাকৃত বোধের অভাব পাগলকে প্রাকৃত রাজ্যে গ্রাস করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সগুণ দেহ নির্গুণ আত্মা বলিতে গিয়া বিষ্ণু কলেবরে দেহদেহী ভেদ করিয়াছেন, ইহা মায়াবাদ। পাগল মহাশয় তারা ভক্তিকে আশ্রয় করিবা শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তি সংজ্ঞাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। রাম প্রসাদাদির চিত্তবৃত্তিকে ভক্তিভ্রমে স্বরূপবিভ্রম করা ভক্তজীবনে বিষম দৌরাত্ম্য। বিধিভক্তির অনুশীলনে শ্রীনারায়ণের সেবা লাভ ঘটে। আমরা অনুরোধ করি যে পাগল মানুষ যেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করেন এবং শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু অনুক্ষণ আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধভক্তি জগতে অশেষ উপকার করিতে সমর্থ হইবে। নতুবা সুখাদ্য বলিয়া আবর্জ্জনা খাইতে অনুরোধ করা শোভনীয় নহে। প্রেমের সাধন, গৃহী বা সন্ন্যাসী উভয়েরই

দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কেননা প্রেম অপ্রাকৃত বস্তু গৃহী ও উদাসীন উভয়ই প্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত ধর্ম্ম তিরোহিত না হইলে অপ্রাকৃতের প্রকাশ নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনুগমন করিলে জীবের অশেষ মঙ্গল হয়। হরিভক্তি বিলাসের অনুষ্ঠানে জীব শুদ্ধভক্তি লাভ করিলে ঐকান্তিক নামাশ্রয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হন। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের নিকট হরিভক্তিবিলাসের আদর নাই। হরিভক্তিবিলাসের অনুগমনকারী বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর নিকট অপরাধী হওয়া দূরে যাক তাঁহারাই মহাপ্রভুর পদাশ্রিত। যাহারা আচার্য্যের বিরোধী তাঁহারা মহাপ্রভুর বিরোধী, খাঁটী বাউল হইতে পারেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের তাদৃশ সঙ্গ নিতান্ত অবৈধ। রাগমার্গ বলপূর্ব্বক প্রচারের প্রস্তাবই বিধিমার্গ, পাগল তাহা নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। চণ্ডীদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভক্তের প্রকৃতি সঙ্গ সোনার পাথর বাটীর ন্যায়। রামানন্দ রায়ের চরিত্র আলোচনা করিলেই পাগল ইহা বুঝিতে পারিবেন। রুচিমার্গের অভাব দেখিলেই তাদৃশ ব্যক্তিকে বিচারমার্গে অর্চ্চনাদি বিধির উপদেশ গৌরহরির উপদেশ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি ও ভক্তিস্বরূপিণী তিনি বৃন্দাবনেশ্বরীর অনুচরী। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী স্বয়ং নিজকান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত একত্রিত হইয়া মহাপ্রভুতে বিরাজমানা। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীতে ও শ্রীদাস গদাধরে শ্রীবার্ষভানবীর প্রাকট্য ভক্তগণ দেখিয়াছেন কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতে পারকীয় রস মাধুর্য্যের অধিষ্ঠান ঐশ্বর্য্য প্রধান দৃষ্টিতে সম্প্রতি লক্ষিত হইলেও তাহা বিশৃঙ্খলতার উৎপাদক। অপ্রাকৃত রসবোধ থাকিলে এইরূপ রসাভাস প্রচার করিবার যোগ্যতা হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলদেব তাঁহার কর্ম্ম ফলভোগে কোন সিদ্ধি নাই তিনি বিভু চৈতন্য বস্তু, ক্ষুদ্র অনুচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার স্বভাব নহে। তিনি কখনও সংসারে প্রবেশ করেন না, কৃষ্ণসংসারে তাঁহার নিত্য অধিকার। সুতরাং সর্ব্বস্বার্থিদিগের

ন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট হইতে কোন দিন তাঁহার নিত্য সেবক গণকে উপদেশ দেন নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রতি পাগলের আনুরক্তি, শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এবং রাগানুগা মার্গের সর্ব্বোত্তমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকটী শুদ্ধ বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারের অনুমোদন লক্ষ্য করিয়া পাগলের যাহাতে কৃষ্ণানুরক্তি সত্য সত্য বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য আমরা শুদ্ধ ভক্তগণের চরণে তাঁহার জন্য—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

মঙ্গল নির্ঘোষ। চতুর্থ প্রচার। ১৬১ নম্বর হ্যারিসান্ রোডস্থিত ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডলের অনুমোদনে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী স্বাক্ষরিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। বিনা মূল্যে বিতরিত। এই গ্রন্থে প্রতিজ্ঞাপত্র, ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী, এক পৃষ্ঠা ইংরাজীতে অনুন্নত সমাজের সুনীচস্তরে অবস্থিতগণের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব এবং ৩৭ পৃষ্ঠা নির্ঘোষের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মমণ্ডলের চতুর্থ উদ্দেশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ এবং অষ্টম উদ্দেশ্য আচার্য্য সন্তান ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণকে মণ্ডলের কার্য্যে আমন্ত্রিত করা। এই দুইটী বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্লানিরহিত পরম নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে কি প্রকারে বর্ত্তমানে গ্লানি উপস্থিত হইবে আমরা বুঝিতে পারি নাই। নিম্মৎসর ধর্ম্মে গ্লানি থাকিলে তাহা কিরূপে দূর হইতে পারে? যদি উদ্দেশ্যের গঠনকারী লেখক ধর্ম্মের বর্ত্তমান গ্লানি বলিতে গিয়া অযোগ্য অবৈষ্ণবগণের উপাস্য ধর্ম্মে গ্লানি দেখিয়া থাকেন অবশ্যই তাহা দূরীকরণের জন্য উত্তম প্রশংসনীয় কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্লানি আছে এরূপ মনে করিলেও শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব চরণে অপরাধ আসিয়া পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য সনাতন পরম নির্ম্মল এবং তাহাতে কখনও মানবোচিত গ্লানির কোন অংশ স্পর্শ করিতে পারে না। কাহারও

গ্লানি বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতে পারে না ইহাই নিত্য সত্য ও আমাদের বিশ্বাস। বৈষ্ণবধর্ম্মের বর্ত্তমান গ্লানিকারকগণকে দূরীকরণ প্রকাশই সমীচীন।

আচার্য্য সন্তান যদি বৈষ্ণব পণ্ডিত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রিত করা ধর্ম্মমণ্ডলের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নামের আচার ও প্রচার করিবার উপদেশ পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিলে তাঁহারাই আচার্য্য হন। প্রচার করিলে তাঁহারাই প্রচারক হন। আচরণ না করিয়া আচার্য্যত্বের সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব আচার্য্যের সন্তান, ভৃত্যের বা অনুগত মণ্ডলীর পরম গৌরবের পাত্র সন্দেহ নাই। আচার্য্য সন্তান, নাম ভজনের আচরণ করিলেই তিনিও আচার্য্য। আচার্য্য কুলে উদ্ভূত না হইলেও পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাগবত সংসজের অশেষবিধ কল্যাণ বিধান করিয়া আপনাদিগের শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম মণ্ডলের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় অকিঞ্চনের কথা দুইটা স্মরণ করিলে বিশেষ অসুবিধা হইত না। ধর্ম্মমণ্ডলের অপর সাতটী উদ্দেশ্য ভালই বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আমাদের বিবেচনায় আরও কতিপয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভাগবতধর্ম্ম সম্প্রদায় বলিতে বর্ত্তমানকালে চারি প্রকারের বিভিন্ন সমাজের সভ্যগণদ্বারা মণ্ডল গঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য ও শঙ্করাদি বর্ণে উদ্ভূত ভাক্তরতি আচার্য্য ভাগবত মণ্ডলী দ্বিতীয়তঃ আচার্য্য সন্তান সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব তৃতীয়তঃ অচ্যুত গোত্র প্রবিষ্ট বর্ণাশ্রমাতীত বিরক্ত শুদ্ধ ভাগবত মণ্ডল এবং চতুর্থতঃ অচ্যুত গোত্রপ্রবিষ্ট চাতুর্ব্বর্ণ্যান্তী গৃহস্থ সংযোগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই চারি সমাজের মধ্য হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডল গঠিত হওয়া আবশ্যক। চারি সমাজের একটী সমাজ বর্ণাশ্রমাতীত ও অপর তিনটী গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

নিয়মাবলীর পাঁচটী দফা পাঠ করিলাম। প্রথম দফায় লিখিত আছে যে "আচার্য্যসন্তানগণ ও শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সভার সভ্য"। শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিলেই তদন্তর্ভুক্ত অধিকার ভেদে আচার্য্য বুঝায়। অবশ্য কোন কোন আচার্য্য সন্তান শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব না হইতেও পারেন। তবে তাদৃশ অবৈষ্ণব আচার্য্য সন্তানগণের ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভব হয়? শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই তাঁহাদের মহা ভাগবত অধিকার স্বাভাবিক দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিম্নাধিকার প্রদর্শন করিবার ছলে আচার্য্যেরও কার্য্য করিতে বাধ্য হন, এবং অনুগত বৃন্দকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করিয়া অর্চ্চনাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। কনিষ্ঠাধিকারী শত শত জন্ম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করিতে করিতে ভাগবতাধিকারে শ্রীনামাশ্রয় করেন। শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবই স্বীয় শুদ্ধ ভজনে ক্ষতি স্বীকার করিয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করতঃ কৃষ্ণোন্মুখ করেন। আচার্য্যের এই কার্য্যের বিনিময় স্বরূপ শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য, শিষ্যের সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই আচার্য, শিষ্যের কোন কপর্দ্দকই গ্রহণ করেন না যেহেতু কোন প্রাকৃত অর্থরূপ মল গ্রহণ করিলে মন্ত্রজীবির দোষ সমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিবে। শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সর্ব্বতোভাবে সকল সময়ে আচার্য্য সন্তানের সামাজিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন কেন না উচ্চাবচ সকল জীবেরই যখন তিনি সম্মান দিয়া থাকেন তখন আচার্য্য সন্তানের গৌরব হানি করা তাঁহার কখনও শোভনীয় নহে। তবে আচার্য্য সন্তান প্রাকৃত দেহদ্রবিণ জনতা লোভাদি কৃষ্ণ ভজন বিরোধি অবৈষ্ণব মত স্থাপন করিতে আসিলে তাঁহাকে সামাজিক সম্মানের সহিত বিদায় দিবেন এবং তাহাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, বা তাহাকে ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডলে থাকিতে দিবেন না।

নির্ঘোষের তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রেম, মহাভাব ও তত্ত্বনির্ণয় বলিবার পরে "গতি দুই প্রকার—স্বর্গভোগ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক বাস। কিন্তু ইহা অপেক্ষা সাধ্য—ভক্তি" লিখিয়াছেন। আমরা, এই সকল কথার ধারাবাহিক প্রণালী বুঝিতে পারিলাম না। ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "এইরূপ ছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বহু কলঙ্ক বহু গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে।" বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য ; উহা পূর্ব্বে ছিল এক্ষণে নাই এরূপ নহে। জীবের কৃষ্ণোন্মুখ প্রবৃত্তি হইলেই তখন তিনি ঐ গুলি উপলব্ধি করেন মাত্র। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিত্য, কালক্ষুব্ধ বস্তু নহে' সুতরাং বহু কলঙ্ক ও বহু গ্লানি বদ্ধ জীবের হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়া তাঁহা-কেই কেবল কৃষ্ণসেবা বিমুখ করে মাত্র। কৃষ্ণ বিমুখ জীবের কলঙ্ক ও গ্লানির জন্য নির্ম্মৎসর ধর্ম্ম কোনকালেই দায়ী নহেন। নির্ব্যলীক বৈষ্ণবে বা তাঁহার শুদ্ধ ধর্ম্মে গ্লানি ও কলঙ্ক নাই। যেখানে কপটতা, যেখানে মায়ার কৈঙ্কর্য্যকে বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ভ্রম তথায় স্বার্থান্ধগণের মতে উহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তজ্জন্য দায়ী কখনই নহেন। অবৈষ্ণবগণের ধারণা বা অনুষ্ঠান কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র তাহা কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে চলিতে পারে না। দশম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বৈষ্ণব সমাজের অধিকাংশ নেতৃবর্গ দীক্ষা প্রদান ব্যবসার মধ্যে পরিণত করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই স্বার্থান্ধ রজতখণ্ড লোলুপ গোস্বামীগণ বৈষ্ণব সন্ন্যাস বা বেষাশ্রয়কে ভেক প্রদান নামে রূপান্তরিত করেন।" আমরা এইরূপ অসংযত ভাবে লিখিবার পক্ষপাতী নহি। পরমহংস গোস্বামীগণ কোন দিনই রজত খণ্ড লোলুপ নহেন। ইন্দ্রিয় সমূহের বেগসহনশীল গোস্বামীগণ সকলেই অকিঞ্চন এবং বরাকাভিমানী। তাঁহারা কাঞ্চন বা সামান্য রজত খণ্ড লইয়া কি করিবেন ? আচার্য্যের সন্তানদিগকে সম্মান করিয়া গোস্বামী বলা হয় তাঁহারা গৃহস্থ হইলে অপরকে তাঁহাদিগের দুষ্প্রাপ্য

অনধিগত বস্তুই বা কি প্রকারে দিবেন ? গৃহস্থগণের নিকট কোনকালে কোন বিরক্ত বৈষ্ণব পারমহংস্য বেশ গ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহাদের বিরাগধর্ম্মের ধন নিজেদেরই নাই তাঁহারা কোথা হইতে তাহা অপরকে দিবেন ? একাদশ পৃষ্ঠায় পাঠ করিলাম "গত সপ্তদশ বর্ষ হইতে ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী সজীবতার স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে।" কথিত কাল হইতে নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবধর্ম্মকে প্রাকৃত করিবার প্রয়াস কতিপয় জীবে লক্ষিত হইতেছে। তাহারা কেহ বা প্রাকৃত অর্থ লোভে, কেহ বা প্রতিষ্ঠার প্রপীড়নে উন্মত্ত হইয়া কেহ বা হুজুগ করিবার উদ্দেশে অপ্রাকৃত ধর্ম্মকে নিজ নিজ ক্রীড়া পুত্তলী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন দেখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপানুগ শুদ্ধমত জগতের জীবকে জানাইবার জন্য ঐ কালের আরোও সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ চৌত্রিশ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে শ্রীপত্রিকা প্রকাশপূর্ব্বক কতই না প্রয়াস করিয়াছেন। নির্ঘোষের বর্ণনীয় বিষয় ১৩৬ নং মাণিকতলা রোড্ নিবাসী দানশৌণ্ড শ্রীযুত দীননাথ দাস নামক এক হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা। আচার্য্য প্রভু সন্তানগণের সামাজিক সম্মান স্বরূপ উক্ত বদান্যবর মহোদয় ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ আচার্য্য সন্তানগণের প্রত্যেককে ২৫৲ টাকা এবং পাথেয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রভু সন্তানগণ উক্ত দেবালয়ে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিকট বিশুদ্ধভাবে যথা বিধানে নিবেদিত দ্রব্যাদি সেবা করেন। দাতা অবরকুলে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অর্থদ্বারা সেবিত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে অবৈষ্ণবগণের আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু বৈষ্ণব এবং তদনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের তাহাতে অসম্মতির কোন কারণ দেখা যায় না। তবে আচার্য্যসন্তানগণ প্রাকৃত অর্থ গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। ভগবানের উদ্দেশে বা বৈষ্ণবাচার্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিলে দাতার স্বভাব, বৃত্তি প্রভৃতি গৃহীতাও লাভ করেন তজ্জন্য

কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই অন্তের অর্থ গ্রহণ করেন না কিন্তু এ ক্ষেত্রে আচার্য্য সন্তানগণ উহা গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত ভজন বৃদ্ধির জন্য যত্নই প্রভু সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য ইহা অবশ্যই তাঁহারা জানেন। আমাদের ঐ সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ কেন?

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক কর্কশাশয়ং।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥

এত প্রশ্নে পাঠক মনে করিতে পারেন আমি একজন গোঁড়া বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি। এই সংশয় দূর করিবার জন্য এখানে একটু আত্মপরিচয় আবশ্যক।

পাঠক মহাশয়! অকপট হৃদয়ে বলিতেছি আমি আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানি না, তবে শিশুকাল হইতে ভগবত্তত্ত্ব জানিবার বিশেষ এক উৎকণ্ঠা বলবতী ছিল। শ্রীবিগ্রহে তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব অর্থাৎ আমি যে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব ইত্যাদি দোষ দুষ্ট তাহারও একেবারেই বোধ ছিল না। সেই জন্য আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চাতেই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই ছিল না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবারই সম্ভাবনা। এই রূপে নানা ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহাও ভ্রান্ত কি না জানি না। যদি

ইহাও ভ্রান্ত হয় এবং কোন সদাশয় মহাত্মা কৃপাপরবশ হইয়া এই ভ্রান্তির সংশোধন করিয়া দেন এই প্রত্যাশাতেই আজিও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি।

সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি নাই, কেবল পণ্ডিত মহাশয়দিগের টীকা টিপ্পনির উপর শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনায় যে টুকু জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহাতে এই মাত্র বুঝিয়াছি যে নানা মুনির নানা মত। তর্কপ্রিয়ের নিকট সামঞ্জস্য এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে সমর্থ হন নাই এবং হইবেন বলিয়াও বোধ হয় না। কেবল সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদ মাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

বৈষ্ণব সমাজের এক মহাত্মাও এই কথা বলিয়াছেন "মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

এও আবার এক বিষম সমস্যা। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আদর্শ দেখিয়া সাম্প্রদায়িক উপাসনার তারতম্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জ্ঞান মার্গের শুক সনক সনাতন এবং নবযোগেশ্বর প্রভৃতি শুনিয়াছি জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন্মুক্ত হইয়া অবশেষে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক শ্রীশঙ্করাচার্য্য যিনি শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার আদর্শ অনেকে অনুকরণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের আজ্ঞা ক্রমেই মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে এই রূপ লেখা আছে:—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।" তথাহি উক্ত

পুরাণে উত্তর খণ্ডে সহস্রনামকথনে দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ে এক ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং :—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" শাস্ত্রের কথা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শঙ্কর স্বামীর "শিবোহহং" এবং তৎপথাবলম্বী সাধারণ জীবের "শিবোহহং" বলায় অনেক পার্থক্য আছে। যাহা হউক শিবের বিষপান এবং শঙ্করের হাফরস্থ দ্রব ধাতুপান করার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত কাহাকে প্রাপ্ত হইতে দেখা বা শুনা যায় না। আচার্য্য পঞ্চ উপাসনার বিরোধী ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয় না, বরং ভক্তিমার্গে তাঁহার স্বাভাবিক আস্থা ছিল বলিয়া অনুভব হয়। তাঁহার কৃত গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি অনেক স্তোত্র এখনও বিদ্যমান আছে। যথা :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং
"গোষ্ঠ প্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।
"মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ১
মৃত্স্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়ন শৈশব সন্ত্রাসং
ব্যাত্তিত বক্ত্রালোকিত লোকালোক চতুর্দ্দশ লোকালিম্।
লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ২
ত্রৈবিষ্টপ রিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং
কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্।
বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তি বিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং কুলগোপালং
গোপীখেলন-গোবর্দ্ধনধৃত-লীলালালিত-গোপালম্।
গোভির্নিগদিত গোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং
গোধীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥
গোপীমণ্ডল-গোষ্ঠিভেদং ভেদাবস্থ ভেদাভং
শশ্বদ্ গোখুর নির্ধূতোদ্ধতধূলীধূসর-সৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিত সদ্ভাবং
চিন্তামণিমাণং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥৫ ॥
স্নানব্যাকুল যোষিদ্ বস্ত্রমুপাদায়াগমদারূঢ়ং
ব্যাদিত সন্তীর্থং দিগ্‌বস্ত্রং বস্ত্রাদাতুমুপাকর্ষন্তম্।
নির্ধূতদ্বয় শোক বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥৬॥
কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘ্নং ভাসং
কালিন্দীগতকালীয় শিরসি মুহুর্মুহুঃ স্বনৃত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ।৭।
বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দ বোধিত বন্দেহহং
কুন্দাভামল মন্দস্মের সুধানন্দং সুহৃদানন্দম্।
বন্দ্যাশেষমহামুনি মানস বন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষ গুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ।৮।
গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি।
গোবিন্দাঙ্ঘ্রি সরোজধ্যানসুধা-জলধৌত সমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থ স সমভ্যেতি ।৯।

ইংরাজী ১৮৬৭ সালে ৺ কাশীধামে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম। তথায় তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দর্শনে ও চরিত্র শ্রবণে এই মাত্র মনে ধারণা হইয়াছিল যে স্বামী মহাশয় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিবার পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর এক মহাত্মা ঐ নামে খ্যাত ছিলেন। শুনিয়াছিলাম তিনি অনেক বিস্ময় জনক দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। এই রূপ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধকেরাও অনেকে দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে গেলে অনর্থক প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে।

যোগমার্গগামী মহাত্মাদিগের উচ্চ আদর্শ আমার দর্শন পথে এ পর্য্যন্ত পতিত হয় নাই। সৌভরি ঋষ্যাদির কথা শাস্ত্রে আছে, সেখানেও ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বাল্যকালে স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম ভূকৈলাসে এক যোগীকে কোন জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, ঐ সময়ে তাঁহার ফটোগ্রাফও দেখিয়াছিলাম। উক্ত যোগীকে জলমগ্ন রাখা হইত, তাহাতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ বা অন্য কোন প্রকার শারীরিক বিকৃতি লক্ষিত হইত না। পরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের উদ্দেশে তাঁহার জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া আহারীয় তরল পদার্থ তাঁহার গলাধঃকরণ করা হয়, ইহার দিন কতক পরেই পেটের পীড়ায় যোগীর দেহত্যাগ হয়। পঞ্জাবে রণজিত্ সিংহের রাজসভায় একজন যোগীকে আনা হইয়াছিল। তাঁহাকে কএক মাস কাল ভূগর্ভে প্রোথিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি জীবিত ছিলেন। এ সকল ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক আদর্শ মাত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

মুঙ্গের।

শ্রীক্ষেত্র দর্শন ।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপূর্ণকায় ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
রূপ রঘুনাথ গদাধর মহাশয় ।
শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সার্ব্বভৌম জয় ॥
ভকতিবিনোদ জয় আমার ঠাকুর ।
কেবলা করুণা যাঁর জীবেতে প্রচুর ॥
নিখিল দয়ার নিধি শচীর নন্দন ।
মায়াপুরে অবতার শাস্ত্রের বচন ॥
মাধুর্য্যপূরিত প্রভু মহা কৃপাময় ।
ভক্তের বান্ধব নিত্য ভক্ত ছাড়া নয় ॥
ধামের মাহাত্ম্য শাস্ত্র করেন প্রকাশ ।
নিত্যধামে নিত্যলীলা করয়ে বিকাশ ॥
স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ।
অপ্রকাশ হয়ে ধাম ছিল বহুকাল ॥
ভকতিবিনোদ দেব পতিতপাবন ।
গৌরাঙ্গ পার্ষদ তেঁহ নিত্য সিদ্ধজন ॥

প্রকাশ করিল ধাম গৌরকৃপাবলে।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ধন্য হইলা সকলে॥

ক্রমশঃ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ,।
বনগ্রাম।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘের মধ্যভাগে শ্রীশান্তিপুরে মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কোন সংবাদপত্রসম্পাদক আলোচনা করিয়াছেন যে এই সম্মিলনীর পঞ্চকোষ কাশিম বাজারের ভূপতি মহাশয়ের একমাত্র চেষ্টা হইতে গঠিত। ইহাতে সকলের সহানুভূতি নাই। আমরা ঐ শ্রেণীর পত্র সম্পাদকগণের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। যেখানে পাঁচ জনের আধিপত্য সেস্থলে বাস্তবিক কোন কার্য্যই হইতে পারে না। পঞ্চাইতের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচিবশে অন্যের উদ্দেশ্যে বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন মাত্র তাহাতে বাগ্‌যুদ্ধ, কার্য্যভ্রংশ ও পরিশেষে মতভেদজনিত পরিতাপ মাত্র অবশেষ থাকে। সম্মিলনীর উদ্যোগকারী একজন হওয়াই সমীচীন এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত কার্য্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কর্ত্তা মহাশয়ের একটী নিরপেক্ষ শুদ্ধ মন্ত্রণা পর্ষদ্ হওয়া উচিত। সেই পর্ষদের মন্ত্রীবর্গ নির্ম্মৎসর বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া অনিবার্য্য। মন্ত্রীবর্গের কোন পরতন্ত্রতা, সাপেক্ষতা, স্বার্থ, মৎসরতা উদ্দেশের ব্যাঘাত না করে ইহাই দেখিতে হইবে। কর্ম্মফলবাদ, জ্ঞানবাদ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে আচ্ছাদন করিলে বৈষ্ণব সম্মিলনীতেও সুফলের পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণব ধর্ম্মমণ্ডলের ন্যায় আর কিছু কাম্যফল উৎপন্ন হইবে। অবৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবের নিষ্কল স্বার্থ যে হরিসেবা তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বদ্ধজীবের ক্ষুদ্রস্বার্থকেই হরিসেবা মনে করেন সুতরাং উদ্দেশের ব্যাঘাতকারী দুঃসঙ্গীর সঙ্গকেও বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রয়োজনীয় মনে করেন। সম্মিলনীতে মহারাজের একমাত্র কর্ত্তৃত্বে বাদবিসংবাদ স্থাপন করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিয়া তাদৃশ বৈষ্ণব মহারাজকে প্রকৃত সাহায্য করাই নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব গণের বিধেয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

সজ্জন তোষণী।

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী)

——*:○:*——

জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ। শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১লা ফাল্গুন ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ৫ই চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মিলন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। রবিবার ৬ই চৈত্র অপরাহ্নে ৩৷৷০ টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরম আনন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভানুষ্ঠান সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সজ্জনকিঙ্কর

সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ। (রায়বাহাদুর)

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্ এ বি এল্)

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামীপ্রভৃতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীসভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব সভার পত্রিকা সজ্জন তোষণীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীক্ষেত্র দর্শন ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

মম ভাগ্যে হৈল যবে ধাম দরশন ।
সংহতি ছিলেন প্রভু অধমতারণ ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ দেব মম প্রভুবর ।
যাঁহার কৃপায় নাম স্ফুরিল অন্তর ॥
জন্মোৎসবে মায়াপুরে করিয়া গমন ।
গৌরচন্দ্র মুখ হেরি জুড়াল নয়ন ॥
কিবা সে চাঁচর কেশ দেখিতে সুন্দর ।
গলদেশে ফুলমালা অতি মনোহর ॥
শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ কিবা, কমল নয়ন ।
অধরে অমিয় হাসি ভুবন মোহন ॥
বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপিণী ।
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে লক্ষ্মী জগত জননী ॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে ।
প্রভুজন্ম মহোৎসবে করেন কীর্ত্তনে ॥
চৈতন্যচরিতামৃত সিদ্ধান্ত মধুর ।
পাঠ করে ভক্তগণ আনন্দ প্রচুর ॥
ভক্তসঙ্গে গ্রন্থাস্বাদে অতি সুখোদয় ।
শ্রবণ করিয়া মোর প্রফুল্ল হৃদয় ॥

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু জগতের প্রাণ।
অনুভবে দেখিল নিদয়ার স্থান॥
কেন আজ্ঞা দিল প্রভু না জানি কারণ।
ক্ষেত্র দরশনে মন হৈল উচাটন॥
নিদয়ার ঘাট দিয়া চৈতন্য ঈশ্বর।
সন্ন্যাস করিল গিয়া কাটোয়া নগর॥
নীলাচলে শেষলীলা নিজ প্রয়োজন।
প্রকাশিলা রহি কাশীমিশ্রের ভবন॥
বুঝিতে না পারি প্রভু করুণা-কৌশল।
জগন্নাথ দরশনে হইনু বিকল॥
বহুদিন হৈতে ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল।
দেখিব সন্ন্যাস স্থান পুরী নীলাচল॥
কৃপা করি এ অধমে করি আকর্ষণ।
তব লীলাস্থান প্রভো করাও দর্শন॥
পতিত পাবন তুমি জগৎ ঈশ্বর।
নিজলীলা স্থানে বাস দেহ নিরন্তর॥
সেইত আনন্দ ধাম চিন্ময় ভবন।
অধমের ভাগ্যে কিবা হবে দরশন॥
কাশী মিশ্রালয় আর হরিদাস স্থান।
দর্শনে হইবে ধন্য এপাপ পরাণ॥

হরিদাস সমাধি, সমুদ্র মনোরম।
হেরিয়া অন্তর কবে জুড়াইবে মম॥
এইমত বহুচিন্তা মনোমধ্যে হয়।
কখনও বা ঝরে আঁখি, ব্যাকুল হৃদয়॥

*　　*　　*

কত দিনে ক্ষেত্রধামে করিয়া গমন।
জগন্নাথ মুখচন্দ্র করিনু দর্শন।
দেখিনু সে মুখচন্দ্র কমল নয়ন।
জগন্নাথ বিশ্বম্ভর ভুবনপাবন॥
বামপার্শ্বে বলদেব সুভদ্রা সহিত।
নীলাচলে শ্রীমন্দিরে নিত্য বিরাজিত॥
বিচিত্র ব্যাপার অতি সেবা রাজোচিত।
শত শত দাসে সুখে করে অবিরত॥

গরুড় স্তম্ভ সদন, রহি করি দরশন,
জগন্নাথ, জগত ঈশ্বর।
শ্রীক্ষেত্র দ্বারকাপুরী, জগন্নাথ রূপ হরি,
দারুব্রহ্মরূপে অবতার॥
বামে শ্রীরোহিণীসুত, মধ্যে শ্রীসুভদ্রাযুত,
নিরুপম ঐশ্বর্য্য বিলাস।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব, মহাপ্রসাদ মহত্ত্ব,
রাগাত্মিকা ভক্তি স্বপ্রকাশ॥

শ্রীমন্দির শোভা অতি, ব্রহ্মা আদি করে স্তুতি,
ভৃত্যগণে সেবে নিরন্তর।
ভোগ হয় অবিরত, সেবার বৈভব কত,
সে সৌন্দর্য্য অতি মনোহর॥
নরসিংহ শ্রীদেবতা, কমলা বিমলা মাতা,
শ্রীমন্দির নিকটে আবাস।
রহি নীলাচল পুরী, স্বীয় প্রভু সেবা করি,
দুঁহু সতী পান প্রেমোল্লাস॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণ, চিহ্ন শোভে অতুলন,
মন্দিরের উত্তর অঙ্গনে।
হেরি সেই শ্রীচরণ, কৃতকৃত্য ভক্তগণ,
আলিঙ্গন করে মনে মনে॥
রাধাকৃষ্ণ একরূপ, গৌর রূপ অপরূপ,
নবদ্বীপ ধামে অবতার।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি, আসি নীলাচল পুরী,
বিতরিল প্রেমের ভাণ্ডার॥
লুকাইয়া নিজরূপ, রাধাকান্তি অপরূপ,
ধরি করে প্রেম আস্বাদন।
ভক্ত সনে সংকীর্ত্তনে, ভ্রমে প্রভু স্থানে স্থানে,
কভু যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণ॥

বৃন্দাবন সমবন, দেখি প্রভু হৃষ্টমন,
ব্রজপ্রেমে করেন রোদন।
লভিতে সে প্রেমধন, কৃষ্ণনাম সুসাধন,
আচণ্ডালে করে বিতরণ ॥
সর্ব্ব অবতার সার, শ্রীচৈতন্য অবতার,
সেই পদ করিয়া আশ্রয়।
আমি প্রভু হীন ছার, তব কৃপা বিনা আর,
উদ্ধারের নাহিক উপায় ॥

একদিন আসি প্রভু এই রম্যস্থানে।
জগন্নাথ দরশনে হৈলা অচেতনে ॥
সেই সিংহদ্বার সেই মন্দির প্রাঙ্গণ।
গরুড়ের স্তম্ভ সেই ভুবনপাবন ॥
শ্রীনৃসিংহ দেব আর জগন্নাথ রায়।
এইস্থানে সার্ব্বভৌম দেখিলেন যাঁয় ॥
জীবভাগ্যে অদ্যাবধি রয়েছে বিদিত।
তব পাদপদ্ম নাথ পাষাণে নির্ম্মিত ॥
পরশিয়া ধন্য হউ এই মূঢ় জন।
অঙ্গুলির চিহ্ন আর তব শ্রীচরণ ॥
পাষাণ দ্রবিল প্রভু শ্রীঅঙ্গ পরশে।

কি অদ্ভুত সেই প্রেম না জানি বিশেষে ॥

* * * *

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি এই পরম সুন্দর।
তব লীলা স্থান দেখি জুড়ায়ে অন্তর ॥
একাকী অঙ্গনে বসি স্মরি অনুক্ষণ।
একে একে তব লীলা প্রাণ বিমোহন ॥
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা অচিন্ত্য চিন্ময়।
ভক্তিবলে অনুভব হয় সমুদয় ॥
হৃদয় নির্ম্মল যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি।
সেই হৃদে গৌরচন্দ্র করে অবস্থিতি ॥
অন্তরে প্রবেশি প্রভু জানায় সকল।
কৃষ্ণনাম নিত্যবস্তু মাধুর্য্য প্রবল ॥
নামে রূপ গুণ স্ফূর্ত্তি আনন্দ হৃদয়।
সাধনে স্বরূপ সিদ্ধি মহা প্রেমোদয় ॥
বিদ্যুল্লতা সমলীলা স্ফুরে নিরন্তর।
কভু স্ফূর্ত্তি হয় কভু সাক্ষাৎ গোচর ॥

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
বনগ্রাম।

কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

এই সকল সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য মুক্তি। মুক্তির মোটামুটি অর্থ বন্ধন-মোচন অর্থাৎ জীব অনাদি কাল হইতে মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া যে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নাম মুক্তি। ইহা যে অনাদরের বস্তু নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ত্রিতাপ দূর হইয়া যদি চিরানন্দ মিলে তাহা হইলে তদপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে ?

বটতলার গ্রন্থ পাঠে আমার রুচি মাত্র ছিল না এবং স্থূলবুদ্ধি বৈষ্ণব চিহ্নধারীদিগের গ্রন্থ বলিয়া এক প্রকার ঘৃণা ছিল। কোন এক বন্ধু বল-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শুনাইতে আসিতেন, আমিও শুনিব না, তিনিও ছাড়িবেন না ; এইভাবে কিছু দিন গত হইল। একদিন এক গোস্বামী প্রভু কোন হরি সভায় উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার ব্যাখ্যা সুমধুর বলিয়া বোধ হইল। পরে গ্রন্থ খানি কোন ভক্তিমান ব্যক্তির সাহায্যে পাঠ করিয়া বুঝিলাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, গুণে, পাণ্ডিত্যে, বৈরাগ্যে, ভগবদ্ভক্তিও প্রেমে এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় আদর্শ। তাঁহার পারিষদেরা এক এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তৎসাময়িক বহু সংখ্যক 'সোঽহং' মতাবলম্বী ও দার্শনিক তর্কবাগীশাদি মহাপ্রভুর রূপে গুণে মুগ্ধ, পাণ্ডিত্যে ও বৈরাগ্যে বিস্মিত এবং ভক্তি প্রেমে সরল ও তরল হৃদয় হইয়া কেবল যে ভক্তিপথাবলম্বন করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে পূজা করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে মহাপ্রভুর শাস্ত্রোপদেশ এবং আচরণ অনানুষিক। আধুনিক আর আর সকল সাম্প্রদায়িক আচার্য্য

গণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আজ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই একজন পরম পুরুষ পরমেশ্বর আছেন বলিয়া স্বীকার করেন। মহাপ্রভুও ঐরূপ এক স্বয়ং ভগবান মানিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন এই পরমেশ্বরের স্থিতি তিন রূপে—স্বয়ং রূপে, তদেকাত্ম রূপে এবং আবেশ রূপে। সেই স্বয়ং রূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বাসুদেব সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ তাঁহার তদেকাত্ম রূপ এবং নারদ বেদব্যাসাদি তাঁহার আবেশ রূপ। এখানে অবতারের কথা এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টিপ্রকরণাদির বৃত্তান্ত বলিবার আবশ্যক নাই বলিয়া উল্লেখ করিলাম না। সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব কৃষ্ণ ভজনই শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভুর কৃষ্ণ আবার পূর্ণ, পূর্ণতর এবং পূর্ণতম। সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের তত্ত্ব এইরূপ :—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন॥
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথ মদন ॥
নানা ভক্তে নানা মত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥”

(চৈতন্যচরিতামৃতে)

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে “এই মত যে মহাপ্রভুর নিজের মত তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনী লেখকেরা আপন আপন মত তাঁহার মত বলিয়া প্রচার করিতেও পারেন।” বৈষ্ণব চরিত্র পাঠ করিয়া যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে মহাপ্রভুর সম সাময়িক বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আপন আপন মত প্রচারিত হইবে ইহা অসম্ভব। মহাপ্রভু কেবল মত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, স্বয়ং আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ এই যে আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যকে শিখাবে। যে সম্প্রদায়ের লোকেরা দূর পথ চলিবার কালে পথিমধ্যে কোন শরণাগত কুকুরকে স্বীয় গৃহিণী অন্ন দিতে ভুলিয়াছেন শুনিয়া দিবারাত্র উপবাস করিয়া পরদিন প্রত্যূষে ঐ কুকুরের দর্শন প্রাপ্তিতে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে তাহার নিকট আপনার অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা ভগবানের ভোগ দিবার জন্য প্রস্তুত করা রুটী বন্য শৃগালকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলেন মহারাজ রোটিমে ঘি লাগায় দেয়, সুখা খানেমে তক্‌লিফ্‌ হোগা, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্ব্বদা জীবের নিকট এবং ভগবানের নিকট সকল বিষয়ে অপরাধের

ভয়ে ভীত আমি সে সম্প্রদায়ের মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলিয়া নিনাদকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূনভাবে দেখিতে বা কপটাচারী মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই মহাপ্রভুর চরিত্র স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়া সাধারণের উপকারার্থে বঙ্গভাষায় লিখিয়াছেন তিনি যে এ চরিত্র অতিরঞ্জিত করিবেন ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাঁহা সে বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
(চৈ, চ,)

"শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তি" প্রভৃতি রসের কথা বলিতে গেলে মহা অনর্থপাত উপস্থিত করিবে। স্বামীজী দণ্ড উঠাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্র সন্দর্ভের গদ আওড়াইয়া নানা কথা বলিতে ত্রুটি করিবেন না। আমার মত ইন্দ্রিয় সেবী গৃহস্থ মহোদয়গণ নাক সিট্‌কাইয়া অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর উপাখ্যান আনিয়া ফেলিবেন। দয়ানন্দী মহাশয়দিগের ত কথাই নাই। বেদের যেখানে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" ইত্যাদি লেখা আছে সে কটা পাতাকে প্রক্ষিপ্ত অপবাদ দিয়া ছিঁড়িতে তৎপর হইবেন।

মহাপ্রভুর শাস্ত্রব্যাখ্যা মতে স্বয়ং ভগবানের যেমন ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই তেমনি মাধুর্য্যেরও সীমা নাই। ঐশ্বর্য্যের বিরাট মূর্ত্তি যেমন শ্রীঅর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া দেখাইয়াছিলেন তেমনি মাধুর্য্য রসের পরিপূর্ণতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলায় নিত্য প্রকট তাহা অপ্রাকৃত অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। ঐশ্বর্য্য যেমন মন বুদ্ধির অগোচর ভগবানের মাধুর্য্য সেই রূপ মন বুদ্ধি গোচরীভূত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক জগতে যেমন রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধাদি আছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহেও তাহাই আছে তাঁহার নামনামী অভেদ বিধায় নাম পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এবিষয়ে মহাপ্রভু এক স্থানে কাশীধামের প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক তৎকালীন পরম পণ্ডিত এক অদ্বৈত মার্গের সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণনাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

* * *

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মায়া বহির্ম্মুখে ॥

ক্রমশঃ

শ্রীবামনদাস মজুমদার।
মুঙ্গের।

সন ১৩২১ সালের
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার
আয় ব্যয়ের হিসাব।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

জমা—

গতবর্ষের বাকীজমা	১২৬৷৵১০
বর্ত্তমানবর্ষের খুচরা প্রণামী	১০৪৸৵১০
দৈনিক ভোগ দরুণ খুচরা প্রণামী	৭৩৸ ৭॥
উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়	১৮ /৫
সার্ব্বভৌম পরীক্ষার প্রবেশ	২৲

শ্রীশ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর		৩০০৲
মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ		২১৲
প্রণামী	১৫৲	
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মরণার্থে	৪৲	
শ্রীযুক্ত ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের স্মরণার্থে	২৲	
" কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ বি এল		২০৲
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত		২০৲
" রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি এল		১২৲
" রাধামাধব নারায়ণ হাকিম		১১॥৵০
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র		১০৲
শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী (চাতরা)		১০৲
" রাণী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী (সন্তোষ)		১০৲
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী		১০৲
" বিরজাপ্রসাদ দত্ত		১০৲
" বীরেশ্বর দত্ত		১০৲
" ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ		৭৲
" সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ		৭৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ		৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ ভক্তিভূষণ		৬৲
" অমর নাথ বসু		৬৲
" গৌর গোবিন্দ বিশ্বাস		৬৲
" চারু চন্দ্র মিত্র		৬৲
" নকুলেশ্বর রায়		৬৲
" বনমালী দাস		৬৲

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম	৬৲
স্বধামপ্রাপ্ত মন্মথ নাথ রায় ভক্তিপ্রকাশ	৬৲
শ্রীযুত শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল্ এম্ ই	৬৲
" ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এল্ এম্ এস্	৬৲
" হীরা লাল বিশ্বাস	৬৲
" অনন্ত চরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন	৫৲
" উমাপ্রসাদ মাইতি	৫৲
শ্রীমতী কৃষ্ণ বিনোদিনী মিত্র	৫৲
শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের পরিবার	৫৲
" নরেন্দ্র কুমার দত্ত	৫৲
" বরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ	৫৲
" বিশ্বম্ভর মিত্র মহাশয়ের পরিবার	৫৲
" বিহারী লাল মজুমদার	৫৲
" শৈলজাপ্রসাদ দত্তের মাতা	৫৲
স্বর্গীয় ক্ষীরোদ কুমার দত্তের পরিবার	৫৲
শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত	৪৲
শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র মিত্র	৪৲
" কুমুদ কান্ত ভৌমিক	৩৲
" পার্ব্বতী চরণ দাস	৩৲
" রাম গোপাল বসু	৩৲
" ক্ষেত্র মোহন ব্রহ্ম	৩৲
শ্রীমতী সরোজ বাসিনী	৩৲
" সরোজিনী বক্সী	৩৲
শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্রদাস বৈষ্ণব	২৷৷০

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু	
" অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	
" করুণা কৃষ্ণ চৌধুরী	২৲
" কাঙ্গালী চরণ সাহু	১৲
" গদাধর সাহু	২৲
" গোপী নাথ মহান্তি	২৲
" গোলোক নাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিগিরি	২৲
" গোলোক নাথ নায়ক	২৲
" গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য	২৲
" গুরু প্রসাদ আচার্য্য	২৲
" চৌধুরী ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র	২৲
" জনার্দ্দন ঘোষ	২৲
" জানকী নাথ মজুমদার	২৲
" জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ (যশোহর)	২৲
" তারিণী চরণ সমাজদার	২৲
" ত্রৈলোক্য নাথ রায় ভক্তি-সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য	২৲
" দেবেন্দ্র নাথ রায়	২৲
" ননী লাল চৌধুরী	২৲
" রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের পুত্রবধূ	২৲
" নীলাম্বর রাহা	২৲
" পুলিন বিহারী মিত্র	২৲
" প্রভাস চন্দ্র দত্ত এল্ এম্ ই	২৲
" বিজয় কৃষ্ণ গুপ্ত	২৲
" বিষ্ণু দাস কর অধিকারী	২৲

শ্রীযুক্ত	বৈকুণ্ঠ নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন	২৲
”	ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র	২৲
”	রজনীকান্ত মণ্ডল	২৲
”	রজনীকান্ত বসু বি, এল	২৲
”	রবীন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
”	রবীন্দ্রনাথ দত্তের মাতা	২৲
”	রাধিকাপ্রসাদ শেঠ	২৲
”	ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস	২৲
”	প্রভু হীরালাল গোস্বামী	২৲
”	শরচ্চন্দ্র বসু	২৲
”	সতীশচন্দ্র বসুর মাতা	২৲
”	সারদাচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী	২৲
শ্রীমতী	কৃষ্ণকুমারী দেবী	২৲
”	নিস্তারিণী দাসী	২৲
”	প্রমীলা সুন্দরী দাসী	২৲
শ্রীযুক্ত	ত্রিলোচন রায়	১৸০
”	তারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ	১।০
”	নৃসিংহ প্রসাদ অধিকারী	১৵০
পরলোকগত	অভয়চরণ সমাজদার	১৲
শ্রীযুক্ত	অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
”	অমরেন্দ্র নাথ সোম	১৲
”	অযোধ্যা নাথ রায়	১৲
”	অরবিন্দ নয়ন দত্তের মাতা	১৲
”	আনন্দ সাঁতরা	১৲

২

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সাহা	১৲
” উপেন্দ্র নাথ কর	১৲
” উমাপ্রসাদ মিশ্র	১৲
” একাদশী সাউ	১৲
” কালাচাদ মান্না	১৲
” কুড়ান পাত্র	১৲
” কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক	১৲
গণেশ চন্দ্র দত্তের মাতা	১৲
” গয়ারাম ঘোষ	১৲
” গোপাল মাইতি	১৲
” গোপীনাথ সাহু	১৲
” ঘনশ্যাম বাগ	১৲
” জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মাতা	১৲
” জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল	১৲
” দিগেন্দ্রচন্দ্র দাস অধিকারী	১৲
” দীনবন্ধু মাইতি	১৲
” দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
” নরসিংহ চরণ অধিকারী	১৲
” নরোত্তম দাস	১৲
” নিত্যানন্দ মাইতি	১৲
” পঞ্চানন্দ হালদার	১৲
” পহলি সাহু	১৲
” পীতাম্বর দাস	১৲
” প্রমথ নাথ সান্যাল	১৲

শ্রীযুক্ত প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
" প্রসন্ন কুমার কুমার সাহা	১৲
" বঙ্কুবিহারী সাহা	১৲
" বাসুদেব সিংহ	১৲
" বিনোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
" বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়	১৲
" বিনোদ লাল বসু	১৲
" বিপিন বিহারী পোদ্দার	১৲
" বিপিন বিহারী সমাজদার	১৲
" বিহারীলাল বসু	১৲
" বিশ্বেশ্বর দত্ত	১৲
" বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক	১৲
" ভগীরথ সেন	১৲
" ভাগবত চন্দ্র পাত্র	১৲
" ভিকারী চরণ দাস	১৲
" ভৈরব চন্দ্র পাত্র	১৲
" মতিলাল মজুমদার	১৲
" মধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী	১৲
" মধুসূদন ভূঞা	১৲
" মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত	১৲
" মহেন্দ্র নাথ দত্ত	১৲
" মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়	১৲
" মুক্তারাম ঘোষ	১৲
" মুচিরাম দাস মহাপাত্র	২৲

শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী	১৲
,, রঘুনাথ পাল	১৲
,, রজনী কান্ত রায়	১৲
,, রজনীকান্ত শেঠের মাতা	১৲
,, রমণী মোহন রায়	১৲
,, রসিক লাল বসু	১৲
,, রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু	১৲
,, রাধাকৃষ্ণ সাহু	১৲
,, রাধানাথ ঘোষ	১৲
,, রাধা নাথ পোদ্দার	১৲
,, রাধামাধব দাস মহান্ত	১৲
,, রাধামোহন পাত্র	১৲
,, লোকনাথ পাল	১৲
,, লম্বোদর মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ললিত গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
,, হরিচরণ দাস	১৲
,, হরি দাস	১৲
,, হরিনাথ ঘোষাল	১৲
,, হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর পরিবার	১৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, হেমনাথ ঘোষ	১৲
,, শরচ্চন্দ্র হালদার	১৲
,, শশী ভূষণ রায়	১৲
,, শিবপ্রসাদ দাস	১৲

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার	১৲
” শ্রীধর সাহু	১৲
” সখী চরণ রায়	১৲
” সতীশ চন্দ্র দত্ত	১৲
” সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
” সীতানাথ সাহা	১৲
” সৌমেন্দ্র নাথ দত্ত	১৲
” ক্ষুদিরাম কুণ্ডু	১৲
” ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়	১৲
” ক্ষেত্র মোহন দাস	১৲
শ্রীযুক্তা কিরণ শশী বসু	১৲
” কুমুদিনী দত্ত	১৲
” কুসুম কুমারী বসু	১৲
” কুসুম কুমারী মিত্র	১৲
” গঙ্গামণি চৌধুরাণী	১৲
” চারু বালা ঘোষ	১৲
” প্রিয়তমা বসু	১৲
” মতি	১৲
” মৃণালিনী দেবী	১৲
” রমণী সুন্দরী মজুমদার	১৲
” লতিকা বালা	১৲
” সরযূ বালা মিত্র	১৲
” সরসী বালা	১৲
” স্বর্ণ লতা	১৲

শ্রীমতী সাবিত্রী	১৲
" সিদ্ধেশ্বরী	১৲
" সুশীলা বালা ঘোষ	১৲
মোট জমা	১১২৫।/১২৷৹

খরচ

মেরাফ ও নহবদ খানা ইত্যাদিতে	৪০৷৷/২৷৷৹
বাদন ও অলঙ্কারে	১১৶৹
গান কীর্ত্তন ও নহবদাদিতে	৫৬৶১৫
ভোগরাগাদিতে	২৭৩৸৴১৫
আলোকসজ্জা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্যবায়	৬৯৸৴১৭৷৷৹
অধ্যাপক সম্মান, ডাক ও মুদ্রাঙ্কণাদিতে	৭৭৶৫
এমারত সংস্কারে	১৬৷১৫
শ্রীমূর্ত্তিদিগের দৈনিক সেবায়	৪১৭৴১৫
মজুত	১৬২৸/৭৷৷৹
মোট ব্যয়	১১২৫।/১২৷৹

শ্রীমণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ

হিসাব রক্ষক।

শ্রীসাককড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম

আয়ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ

সম্পাদক।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, কার্য্যাধ্যক্ষ।

নূতন খেলা।

(১)

জীবন বেলায়, নূতন খেলায়,
খেলিতে আমায় আবার কে,
আনিল টানিয়া, কি ছলে ছলিয়া,
কি মোহে মোহিয়া মানস রে ?

(২)

কি আবার খেলা, খেলিব এ বেলা ?
ভব-পার-ভেলা বাঁধিতে যে,
হ'বে গো এখন, করি দরশন,
পাথার ভীষণ ঐ গরজে !

(৩)

আন্‌মনা হ'য়ে, এমন সময়ে,
খেলা ধূলা ল'য়ে কিসে থাকি ?
খেলি বা কেমনে, শুনিয়ে শ্রবণে,
ও-কাল-গর্জ্জনে ! হয় তা' কি ?

(৪)

কেরে তুই খেলী, বাহু দুটি মেলি,
ধ'রে ল'য়ে এলি মোরে হেথা !

শুধু ধূলা খেলা, তোর সারা বেলা,
তোর সনে মেলা মোর বৃথা !

(৫)

ভুলায়ে রাখিবি, কত খেলা দিবি,
তুই তো খেলিবি ভোর দিবা,
এ পারেই বাস, তোর বার মাস,
হবে তাহে নাশ তোর কিবা ?

(৬)

মরিতে মরিব, আমিই মজিব,
আঁধারে হইব পথহারা ;
ল'য়ে মিছে খেলা, কাজে করি হেলা,
পাথারে অবেলা হ'ব সারা।

(৭)

মিনতি আমার, ওরে সংসার,
করিস্ না আর টানাটানি ;
আছে খেলী শত, খেল সাধ যত,
দে আমায় পথ, কাঁদে প্রাণী !

(৮)

বেলা ব'য়ে যায়, কথায় কথায়,
পারে যে আমায় যেতে হবে ;

এই বেলা যাই, বাঁধি ভেলা ভাই,
আর কাজ নাই কলরবে !

(৯)

হরি-নাম-গান, হরি সেই জান,
ল'য়ে অবিরাম হরি কথা,
মিলি সাধু জনে, শ্রীহরি চরণে,
থাকি মতি সনে পতিরতা !

(১০)

অকূল-কাণ্ডারী, কেশব কংসারি,
পদ সেবা তাঁরি ভব-ভেলা,
মিলিবে তা' হ'লে, তরিব কুশলে,
ভীম ভব-জলে করি হেলা !

(১১)

চুপে চুপে কানে, তখন সুতানে,
কহিল কে জানে মোরে ডাকি,
কি কহ পাগল, কাহারে বিফল ?
রাখ এ সকল হৃদে ঢাকি !

(১২)

"খেলনা !—খেলিবে, প্রাণ কেন দিবে ?
পরাণ সঁপিবে হরি পদে ;

পারিবে জিনিতে, এ বাজি ত্বরিতে,

হবেনা মজিতে মোহমদে !!”

সজ্জন চরণ রেণু

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণপুর (বৰ্দ্ধমান)

সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্।

সপ্তম সর্গঃ—মুগ্ধমাধবঃ।

গতায়াং রাধায়াং দ্রুতপদমপি স্বীয়ভবনং
সখী বা তৎ প্রেষ্ঠং ত্বতুলরসমাভাষ্য কিমপি।
প্রবিষ্টঃ শ্রীবৃন্দাবনবিপিনমানন্দসদনং
স গোবিন্দো নবিন্দত রুচিমপীন্দোরুদয়তঃ ॥ ১ ॥

ন চন্দ্রোলিস্বংদ্রেণ চ পরমসান্দ্রে মলয়জে
ন কালিন্দিনীরা নীলকমলমালাসু স হরিঃ।
জনাদ্রং স্বং পীতাম্বরমপি তনৌ ন্যস্ত ন জহৌ
মনাগ্ বাধাং রাধাবিরহদহনজ্বালবিকলঃ ॥ ২ ॥

লোলৎপল্লবিনীং বিলোক্য মধুপো ধৃষ্টাং বিদূরে লতাং
রাধা সাহ্বয়তীতি হর্ষবিগলৎ পীতাম্বরো ধারিতঃ।

কালিন্দীকলহংসকোমলতরধ্বানেন লোলেক্ষণা
বারম্বারমভূৎপ্রতারিত সতি বৃন্দাবনে মাধবঃ ॥ ৩ ॥
বক্ষোজং স্তবকে মুখং হিমকরে নেত্রং কুরঙ্গীগণে
নৃত্যং বর্হকলা পরাবকবরীং নালীষু দোঃ কন্দলীং।
ইত্থং কিঞ্চন সাধু তত্র কথমপ্যাধস্য সংধুক্ষিতো
রাধায়া ললিতাঙ্গকালি স হরির্বভ্রাম বৃন্দাবনে ॥ ৪ ॥

অথ কুচপরিরম্ভচুম্ববিম্বাধররসপানবতোৎসবে নিমগ্নঃ।
কিমপি হৃদি যমাহিতোপি কালিমদকলিতাবকৃতৈঃ প্রদগ্ধআসীৎ ॥ ৫ ॥

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ কদম্বতলকেতনঃ।
বিললাপাতিকরুণং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৬ ॥

শ্রীরাগেণ গীয়তে যথা।

সমভিলষস্তহমীক্ষিতুমুজ্জ্বল শ্রীমুখহিমকরবিম্বং।
নয়তি চ হন্ত তদন্যদিশং প্রতি-নিহিত-চেলমবিলম্বং ॥ ১ ॥
হরিহরি কথমজীবমিদানীং।
রাধা ন বদতি বাবদানং কিমপি মিতামযি বাণীং ॥ ধ্রু ॥
সম্পৃক্তমহমভিযামি নিকটমিয়মহহ চলত্যতিদূরং।
ন চ শৃণুতে মম দুঃখনিবেদনমপি পশ্যতি ন ক্রূরং ॥ ২ ॥
যদি কুসুমাবচ যাবৈতাবনমিহকুসুমহচিত্রং।
নৈবাস্পৃশদপি মদুপকৃতং বত কিমিদং মধুরবিচিত্রং ॥ ৩ ॥
সহজা হ্রিয়া নবমপি নোন্নময়তি সুন্দরহাসমুখেন্দুং।
কিমমজনিতমহং নবগাহে সান্দ্ররসামৃতসিন্ধুং ॥ ৪ ॥
নিরবধি দুঃসহ মন্মথলুব্ধক বিদ্ধমনা প্রলপামি।
ন প্রসীদতি বৃষভানুকিশোরী কিশোরী বিঙ্কর বেকদমুবানী ॥৫॥

মণিময়মুদ্রিক যাতি-মনোহর রত্নোজ্জ্বল নিজবংশ্যা।
পরমপ্রলোভনমহহকৃতংবহো মনুতে নৈব বয়স্যা ॥ ৬ ॥
হাহা জীবিত ন ত্রপসে ত্বং কথমিহ দুশ্চরিতেন।
ক্ষণমপি তাং রসধামবিনা যত্তিষ্ঠসি পরমসুখেন ॥ ৭ ॥
ইতি বিরহাতুর হরিপরিদেবন রঞ্জিতগীতমুদারং।
গায়তি সরস্বতী বিরচিত পরমরসনিধিসারং ॥ ৮ ॥

তত্রৈব।

পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইত
স্ফুরত্যেষা সম্যগ্ বসতি মম রাধান্তরগতাং।
অধশ্চোর্দ্ধং রাধা বিটপিষু চ রাধা কিমপরং
সমস্তং মে রাধাময়মিদমহো ভাতি ভুবনং ॥ ৯ ॥
কর্যাকস্মিক উদ্ভবিয্যতি-মৃগী-নেত্রে তবাত্রাগমো
দৃষ্ট্বা মামতিকাতরঞ্চ করুণা কার্যাঙ্করী ভাবিনী।
যথা যাস্মি কদাচবাপ্তিরমৃতৈরাশ্বাস্য ধৃত্বা করে
হা রাধে বৃষভানুনন্দিনী কদা ত্বামঙ্কমারোপয়ে ॥ ১০ ॥
বিনাপ্রাণং দেহঃ কথমিহ ভবেৎ কো নু সলিলং
বিনাশ্রীনশ্চন্দ্রো বিলসতি বিনা কো নু রজনীং।
বিনা নু কা প্রাণস্থিতিরহহ কৃষ্ণোপি লিতমাং
বিনারাধাং প্রেমোন্মদমদনলীলা-রসনিধিং। ১১ ॥
যোগীন্দ্রা মৃগয়ন্তি যৎপদরজস্তেনাপি ধন্যাগ্যাতে
বিশ্বং যেন বিমোহিতং চলদৃশা তস্যাপি যন্মোহনং।
পূর্ণানন্দময়োঽপি যদ্রসনবাস্বাদেন ধ্যানায়তে
তন্নামঙ্কিত-চম্পকচ্ছবিচিরং রাধাভিধং পাতু বঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে মুগ্ধমাধবো নাম সপ্তমসর্গঃ।

অষ্টম সর্গঃ—রসোদ্ধতমাধবঃ।

যথা ব্যচয়তুচ্চৈকৈশ্চতুর চক্রচূড়ামণি
বিচিন্ত্য রুচিরং মদাচলচকোররাধাং দৃশাং।
তদুচ্চকুচকর্ষণাচলমুদঞ্চিতে নো রসা
নিপীত্য সহসোচ্চয়ং বিরচয়ন্ন্ পায়াবলাং। ১ ॥

কদাচিৎ কালিন্দী জল বিলসদিন্দীবরবনে
লিনীলোৎমজ্জন্ত্যা মদকলভনীলো মধুপতিঃ।
অনর্ঘ্যং রাধায়া বিবৃতকুচকুম্ভোভয়তটী
পরীরম্ভং রম্ভা বিজয়িনসদ্বরোরনলভৎ ॥ ২ ॥

পুরস্থিতে কান্তে রচিতমথ নির্ব্বাপ্য সপদি
প্রদীপং ফুৎকারৈঃ স তমসি গৃহে নীলবসনং।
বিমুক্তা স্বাং ভোজং ন পরিধৃতরত্নাভরণকঃ
কদাচিদ্রাধায়া অকৃতপরিরম্ভোৎবসনৌ ॥ ৩ ॥

কচন নবনিকুঞ্জে কৃষ্ণ আলক্ষ্য সখ্যা
তরলিতমতি খেলাং হ্রষ্যমানঃ কদাচিৎ।
তদতিনিভৃতবল্লী মন্দিরান্তং নিলীনাং
সহসিতমুপগুহ্যানন্দকাষ্ঠাং স্বলেভে ॥ ৪ ॥

নবযুবতিসুবেশং কারয়িত্বা কদাচিৎ
পরমচতুরসখ্যা-প্রেষিতং প্রাণনাথং।
তদতিমধুররূপেণোৎসলৎ প্রেমসিন্ধুঃ
স্বনিকটমুপযাতি প্রাহ রাধা বিমুগ্ধা ॥ ৫ ॥

যথা রামকিরী রাগেণ গীয়তে।

নীলনলিনদল-কোমলমুজ্জ্বলমঙ্গমধিকসুকুমারং।
মোহনরূপমিদং তব রঞ্জবি বিহরতি মমান্তরসারং ॥ ১ ॥

বিধুমুখি কাপ্যমহো মধুরে প্রিয়সখি ভব মম চারুভরে ॥ ধ্রু ॥
কেয়মহো তব বিশ্ববিমোহন ললিতাপাঙ্গবিভঙ্গী।
জনয়তি খঞ্জন পর্ব্ববিভঞ্জনমতিভয়মেতি কুরঙ্গী ॥ ২ ॥
কস্য সুতাসি চলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতমৃদুলকপোলে।
মত্তমতঙ্গজগামিনী নবরতিকেলিকলাসু বিলোলে ॥ ৩ ॥
মা কুরু বঞ্চনমিহ সখি কিঞ্চন তব পৃচ্ছামি রহস্যং।
ত্বামপি চকিত মুদেক্ষত কিমু হরিরিতি মম বাচ্যমবশ্যং ॥ ৪ ॥
লোচনতাপহরে সুখবর্ষিণী দেহি নিবিড় পরিরম্ভং।
ত্বং প্রাপ্তোকর যেন মনো মম ভজতি হরেরুপলম্ভং ॥ ৫ ॥
হাস্যমুহো তব লাস্যমহো তব বচনমহো মধুধারা।
স্নানশয়ন-ভোজন-গমনাদিষু বিহর ময়া ত্বমুদারা ॥ ৬ ॥
ইতি বরযুবতী-বেশধরো হরিরতিরসসিন্ধুমগাধাং।
পুলকিত বহুসহাসমসমোদত চিরমুপগুহ্য স রাধাং ॥ ৭ ॥
মুগ্ধ সরস্বতিগীতমহাদ্ভুত মাধব-কেলি-বিলাসং।
কণ্ঠকটে কুরুতাতিরসং কিল শিথিলযুবতিভুজপাশং ॥ ৮ ॥

বিতত্য নিজমুজ্জ্বলং কপিশমুত্তরীয়ং তলে
তদৈকদিশি বংশিকামপি নিধায় রাধেরিতঃ।
বিচিত্র কুসুমান্যপাতয়ত নীপমারূঢ়বারু-
নদাকিমপি ভাবয়ন্ রসিকশেখরঃ কর্হিচিৎ ॥
সখ্যা তত্র পুরঃ স বা কুলবধূসংমোহিনীং শ্রীহরে-
র্বংশীমাত্মহিতায় গোপয় তদিত্যুক্তে করে ন্যস্যতাং।
নীপৈস্তৈঃ পরিমণ্ডিতাং নিজপটচ্ছন্নাঞ্চ শাখান্তরে
লীলাং বীক্ষ্য ততোঽবতার্য্য সহসা যান্তীমবারুদ্ধনঃ ॥ ৯ ॥
অথাতিমধুরাপি কুরঙ্গভঙ্গী গভীরয়া।

গিরা মুদা ললিতয়া প্রাহ রাধাং রসাকুলাং ॥ ১০ ॥

যথা শ্যাম গুঞ্জরী রাগেণ গীয়তে।

মণিময়-নূপুরোক্ষিপদর্থ মম নবসংকালমুদারং।
নীপমনল্পক মধ্যি চ সুদূরত হরমুকুতাভনির্বিসারং ॥ ১ ॥
কেয়ং ব্রজপুর চতুর সুচৌরী।
ভ্রমতি বনে মম ললিতকিশোরী ॥ ধ্রু ॥
মুঞ্চ মমাঞ্চলমিতি বহুচঞ্চল লোচনকমলবিভঙ্গী।
নিগদতি হন্ত মৃষা পরিরোদিতি কলিতমহাদ্ভুতরঙ্গী ॥ ২ ॥
সোঢ়মখিলমথ বত কঞ্চুকগতঃ ব্বিতরকদম্বমুদারং।
কিমু ন দদাতি বিশ কিমথাপি তু রচয়তি বিবিধবিকারং ॥ ৩ ॥
প্রথয়তি বত চতুরত্বমহোবর যুবতিশ্চন্দ্রবতীয়ং।
ইদমধুনাপি শ্রেষ্ঠপৃথুকুচভর ইতি কথমিব কথনীয়ং ॥ ৪ ॥
ধেনুগণো মম দূরগতো বত বিকলমখিলমপি মিত্রং।
দ্রুতমর্পয় মম পরমরসপ্রদকুণ্ডলযুগমতিচিত্রং ॥ ৫ ॥
তব যদি নিশ্চয় এষ ন দেয়ং হরিরপি দৃঢ়মভিমানী।
অস্ত কৃতেপি চ হাস্যতি জীবনমিতি মমনামৃতবাণী ॥ ৬ ॥
ইতি হটপাটিত নবকঞ্চুকপট উল্লসিতো বনমালী।
লব্ধমহোহতি বিবিধমমোদত রাধাকুচযুগশালী ॥ ৭ ॥
ইতি রসসার সরস্বতী বর্ণিত মাধবমধুরবিলাসং।
বিশত গুরোঃ পদভক্তিপরিশ্চিরমুজ্জ্বলভাববিহাসং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

পাণিভ্যাং পিদধৎ কদাপি সুদৃশঃ পশ্চাদ্গতো লোচনে
স্মেরস্তৎকরপল্লবেন ললিতে মুঞ্চেতি চোক্তাধৃতঃ।

সুপ্তায়াশ্চ শনৈঃ শনৈর্জঘনতঃ ক্ষিপ্তোরসশ্চাম্বরং
সংশ্লিষ্টপ্রলিখন্নখৈঃ স মুমুদে বোধেঽপি মীনদৃশঃ ॥ ১ ॥
রাধেহং ললিতাগতাস্মি কপটা দৃষ্ট্যোতি পত্রাবলীং
তন্বাসাঃ কুচয়োশ্চিরং বিরচয়ন্নাপীড়য়ন্নুন্মদঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রৈর্বিলিখন্নখৈশ্চ ধৃতপুংভাবোঽত্তি মুগ্ধং হসন্
রাধায়াঃ সখী কিঙ্কিমেতদিতি তত্বন্তো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রসোদ্ধতমাধবো নাম অষ্টম সর্গঃ।

পাঠকের দৈন্য।

পরম ভাগবত শ্রীযুত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোয়ামারা হইতে লিখিয়াছেন।

এ পুরীষকীট, যে কৃপা পাইবার যোগ্য নয় "তোষণীর" বর্ষণে তাহাই দিয়াছেন। তোষণীর ৪র্থ সংখ্যার সহিত আমার প্রভুপাদ হঠাৎ এ দীনের কুটীরে উদয় হইয়া ঘর আলোকময় করিলেন। অমনি পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এ নববেশ যে আমরা দেখিনা এ বেশ আমার প্রভুকে কে করাইল? ভাবিতেছি এ দয়া কেন? আমিত চাহিনা। আমিত তোমায় ডাকিনি তবে এলে কেন? আমিত রাম-জীবনপুরে তোমায় হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছি মাত্র কিন্তু আরত ভাবিনা তবে যেচে দেখা দিলে কেন? সেই দিনেই তোমার চরণে অগ্রজ ভক্তি ভূষণের কৃপায় তোমার চরণে বাঁধিয়া লইয়াছি। পাপ হৃদয় এখনও

জ্বলিয়া ছারখার হতেছে না কেন? আমি যে তোমার নামহাটের বঞ্চক ব্রাজক বিপণি। আমাদিগকে বিনা লাভে পণ্য লইয়া বিক্রয়ের আদেশ ছিল। কিন্তু এ শঠ মূলধন শুদ্ধ আত্মসাৎ করে পলাইয়া আসিয়াছিল। খুঁজিয়া বাহির করিলেন কিরূপে? প্রভু হে আমরা কেবল ঐ নাম গান করিতেই ভালবাসি। আবার সেই দিন মনে হলো। যে দিন প্রথমে রামজীবনপুরে প্রথম শ্রীপদার্পণ করেন সে দিন উভয় ভ্রাতায় গাইয়াছি,—

"ও নিমাই এলি কি নদীয়াপুরে।
নদেবাসীর দুঃখ নিশি কি পোহাল,
শচীমাতার শোক নিদ্রা কি ভাঙ্গিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেহে প্রাণ কি আইল
ভাসে কি সুখসায়রে॥

পুন কি নিতাই বসি সিংহাসনে, পাতিয়াছে হাট নদীয়া ভুবনে,
জাগাইতে সব নদেবাসী গণে, হরিদাস কি ঐ ফুকারে॥
ভকতি বিনোদ, ভকতি ভৃঙ্গে, গৌড় দেশে ঐ বিচরে রঙ্গে,
ভক্তিনিধি তায় মিলেছে সঙ্গে, জীবের দুঃখ নাশিবারে॥
দীন হীন দ্বিজ যদুনাথে, ব্রাজকবিপণিগণে লয়ে সাথে,
ডাকিছে কাতরে, নিতাই তোমারে, বাঁধি লহ ভক্তি ডোরে॥"

এ পাগলের উক্তি পাপদগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মাত্র। অনেক অনেক কথা দিন ফুরাইয়া যায়। কবে আনন্দসুখদকুঞ্জের দ্বারে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই নাম গাইব, সে দিন ভাগ্যে আছে কি! তবে যখন প্রভুপাদ তোষণী দিয়ে কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন তখন আশা এক একবার উদয় হয়।

আমরা শুক্তের ব্যাপারী যে রস বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে কেবল ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এ পাপিষ্ঠের ঐ সু রসাস্বাদের অধিকার হইতে পারে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত।

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দের ও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্ব্বকারণকারণরূপে নিজাস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মানব জ্ঞান যে কালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয় কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজ সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ সাধন করে। মধ্য প্রান্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমো গুণ সুতরাং ঐ অসৎ গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে ভগবানের পুরুষ অবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়া ও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড় ফল ভোগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া

পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটনঘটনপটিয়সী বিষ্ণু মায়াশক্তির পুত্র বলিয়া অভিহিত হয়। বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥

বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা কখনও বা রবিকিরণ তপ্ত গতচেতন স্থাণু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বদ্ধ ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদের জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ বিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন আবার ভোগপিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন। প্রাকৃত বস্তু সত্তার মূল শক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড় দোষরহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণ প্রকৃতি ও

জীব প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তি পরিণত জীব, বহিরঙ্গা শক্তির গুণ সমূহকে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগত। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ বৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য কৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখদুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ মতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ ভাবময় নিগুর্ণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ নিত্য বিচিত্রতা হীন অধ্যাত্ম শব্দ বাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃতগুণ সমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থা অন্তরঙ্গাশক্তি, জড়ের হেয়তা সসীমতা কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ সেবাজনিত আনন্দ ও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন।

কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তায় ও নিজের বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবা-বিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগ বাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব বা মাটীয়া অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতসেবা-পর হইলে প্রাকৃত জড় বলের ফল্গুতা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু গরিমার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের খণ্ডচিত্র থাকিলে ও উহা কখনই অপ্রাকৃতশব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মল রাজ্য নহে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধ-ভোগপর প্রদেশ বিশেষ বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতা হীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাহাদের উভয়ের মাটীয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়াশক্তির ক্রিয়া রহিত চিদ্বৈচিত্র্য কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ বিভূতি বিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্ব ও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী সম্প্রদায় মনে করেন যে অপ্রাকৃত লীলা ও তদ্রূপ বৈভব তাঁহাদের জড় ভোগচিন্তার অন্যতম অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকা বিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত। অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাব বিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধ ফলে এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা।

জগতের মধ্যে মানবের স্থান অন্যান্য জীবগণের অপেক্ষা উচ্চ। মানবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কেহ বা লৌকিক অর্থী কেহ বা কর্ম্মী কেহ বা জ্ঞানী এবং অপরে ভক্ত। সুতরাং এই চারি শ্রেণীর জীবের নিজ নিজ উদ্দেশ্যের উন্নতির জন্য চারি প্রকার শিক্ষা প্রণালী আছে। ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভের জন্য আচার্য্যপাদগণ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন এবং তদুক্ত প্রণালীতে হরিসেবা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের প্রসারণ কল্পে শ্রীধাম প্রচারিণী সভা কতিপয় বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সার্ব্বভৌম উপাধি পরীক্ষার অন্তর্গত দশটী বিষয়ে ভক্তি শিক্ষাকে বিভাগ করিয়া আচার্য্যোপাধি দ্বারা কৃতি ব্যক্তির নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিবার সময় প্রারম্ভিক উপকরণ পর্য্যন্তও অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যাহাতে আচার্য্য পরীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষার্থীগণ ভক্তি বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান লাভ করেন তজ্জন্য সহজ ও সুখপাঠ্য অল্পসংখ্যক গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় ভক্তিশিক্ষার প্রারম্ভে প্রত্যেক ভক্তের ১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও ভক্তি রত্নাকর ২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩। সংস্কার দীপিকাসহ সৎক্রিয়া সার দীপিকা এবং ৪। জৈব ধর্ম্ম পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ করিবার পর যদি পরীক্ষার্থীগণ ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষা দেন তাহা হইলে তাহাদের ভক্তিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই প্রবেশ ঘটিবে এবং তাদৃশ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে ভক্তিশাস্ত্রী উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। এই ভক্তিশাস্ত্রী ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আচার্য্য উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া তত্তৎ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইবেন। ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা বৎসরে দুইবার হওয়া উচিত। ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানে পরীক্ষা-

কেন্দ্র হইলে পরীক্ষার্থীগণের বিশেষ সুবিধা হয়। বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব প্রধান স্থানে ভক্তিশাস্ত্রের বিদ্যালয় হওয়া সঙ্গত। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার অধীনে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের যথোপযুক্ত শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দুইবিষয়ে দুইদিন পরীক্ষা হইতে পারিবে এবং পরীক্ষার প্রদেয় ২৲ টাকার অধিক না হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও শ্রীগৌর প্রকট পূর্ণিমায় পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আচার্য্য পরীক্ষার নিয়মাবলী ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষায়ও গৃহীত হইতে পরিবে।

শ্রীললিতলাল ভক্তিবিলাস

শ্রীব্যাসঅঙ্গন।

অন্তর্দ্বীপ।

নবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অন্যতম অন্তর্দ্বীপ। ইহার চলিত নাম ছিল আতোপুর। সেই গ্রাম মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। ঐ গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এই গ্রামখানি ছিল। কালক্রমে জলঙ্গী ধারায় বিক্রমে ও অন্যান্য কারণে গ্রামখানির কথা এক্ষণে স্থানীয় কেহই অবগত নহেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রহ্মা গোবৎস হরণ অপরাধে দুঃখিত হইয়া এই আতোপুর গ্রামে শ্রীমহাপ্রভু জন্মের পূর্ব্বে তপস্যা করেন। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎকার হইয়া ব্রহ্মার অন্তরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং প্রকটকালে ব্রহ্মা নীচকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হরিদাস মূর্ত্তিতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়া নিজাহঙ্কার প্রশমন করিবেন প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মার অন্তরের কথা বলিয়াছিলেন

বলিয়া গ্রামের নাম আতোপুর। ইহাই প্রাচীন আখ্যায়িকা শ্রীভক্তিরত্নাকর লেখক সেই গ্রন্থে, নবদ্বীপ পরিক্রমা গ্রন্থে ও নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা নামক কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীঘনশ্যাম দাস বা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই অন্তর্দ্বীপকে গঙ্গার পূর্ব্ব পারের একটী দ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীমায়াপুর গ্রাম। আতোপুর গ্রাম হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম সমূহের মধ্যে সুবর্ণ বিহার ও মায়াপুরের উল্লেখ আছে। সে কালে জলঙ্গী নদী, আতোপুর মায়াপুর গ্রামের ও সুবর্ণ বিহারের মধ্যে প্রবাহিতা ছিল না। অন্তর্দ্বীপের ভূমিগুলি আজও দ্বীপের মাঠ বলিয়া খ্যাত আছে। দ্বীপের মাঠের জমি ও বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির নির্দ্দেশ আজও, কৃষক দিগের মুখে শুনা যায়। বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির স্বতন্ত্রতা জন্য ভিতর দ্বীপের মাঠ বা সাধুভাষায় অন্তর্দ্বীপের মাঠ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মূল নবদ্বীপ বা প্রাচীন নিজ নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপেরই মধ্যে। শ্রীমায়াপুরই নবদ্বীপের নামান্তর ছিল। আজকাল মায়াপুরের প্রকৃত সীমা কয়েকটী কারণে লঘুতা লাভ করিয়াছে। বল্লালদীঘি নামক নিম্ন ভূখণ্ডের পাহাড় প্রদেশ তন্নাম লাভ করায় এবং মায়াপুরের যে অংশে সেন বংশীয় রাজাগণের গৃহ ছিল ঐ অংশ বামনপুখুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ ঐ পল্লী মায়াপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াপুর গ্রাম ক্ষুদ্রতা লাভ করিয়াছে। আরোও বর্ত্তমান বাঙ্গোড় বা পরে যাহাকে জলকর দমদমা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ঐ স্থানে গঙ্গা ধারা প্রবল হওয়ায় কিছুকালের জন্য বর্ত্তমান মায়াপুর বল্লালদির্ঘী ও বামুনপুকুর গঙ্গার পূর্ব্বপারে ও টোটা, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ গঙ্গার পশ্চিম পারে পড়িয়াছিল। এই ধারার প্রবলতা কালে দীঘি ও মায়াপুরের অনেক অংশ গঙ্গা গর্ভজাত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে উহা

পুনরায় মায়াপুরের সহিত সম পার্শ্বাবস্থিত হইয়াছে। একই গ্রন্থকার পরিক্রমা গ্রন্থে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গঙ্গার পশ্চিম পারে রুদ্রদ্বীপ স্থির করিয়া বর্ণন কালে মহৎপুর পশ্চিম পারে ও রাহুপুর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। সম্প্রতি রুদ্রপাড়া গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়াছে পশ্চিম পারে নূতন চর রুদ্রপাড়া উঠিয়াছে।

অন্তর্দ্বীপে গঙ্গাধারা :—শ্রীচৈতন্য চতুর্থ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে (৩৯০-৪২৭) গঙ্গার ধারা যেখানে প্রবহমানা, পূর্ব্বে এইস্থানে ছিলেন না। অন্তর্দ্বীপ বাসীগণ কুলিয়ার দহ নামক স্থানে সে কালে গঙ্গাস্নান করিতেন। আবার সার্দ্ধ ত্রিশত চৈতন্যাব্দের পূর্ব্বে অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া অন্তর্দ্বীপের অধিবাসীগণ বর্ত্তমান গুড়গুড়ে নামক জলধারায় গঙ্গাস্নান করিতেন। এইখানে গঙ্গার স্রোত প্রবলা হওয়ায় শিমুলিয়া গ্রামখানি নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে চরকাষ্ঠশালী বা কাঁটালিপোতার চর যে স্থানে আছে ঐখানেই সীমন্তদ্বীপের সংস্থান ছিল। গুড়্গুড়ে জলধারা যেকালে এই ভাবে ছিল না গঙ্গা প্রবাহ তখন জলকর দমদমা নামক নিম্ন ভূখণ্ডোপরি বিরাজমান ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জলকর দমদমাই মড়িগঙ্গা বা সম্প্রতি গঙ্গাভরাটী বাঙ্গুড় নামে খ্যাত আছে। এই জলধারা বল্লালদীর্ঘিকার পশ্চিমের অস্তিত্ব বিনাশ করিয়াছে। ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীধাম পরিক্রমায় রুদ্রপাড়া, ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম মায়াপুরের পারে কথিত হইয়াছে। ধাম পরিক্রমায় বামুনপুকুর গ্রামের নামোল্লেখ এবং সীমন্তদ্বীপান্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বিল্বপুষ্করণীকে রুদ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুর সময় ও অব্যবহিত পরে মায়াপুর ও কুলিয়ার মধ্যে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চৈতন্য চরিত মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থই এবিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। যদি ও কুলিয়ার গঞ্জের

পশ্চিম দিয়া মড়িগঙ্গা নামক এক বদ্ধধারা প্রবাহ পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বের মানচিত্রে দেখা যায় ঐ ধারা শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট কালের দেড়শত বৎসর পরে প্রবল হইয়াছিল এবং দেড়শত বর্ষ পরে লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়। শিবেরডোবা প্রভৃতি বিল সকলই প্রাচীন গঙ্গা ধারার নিদর্শন। গাদিগাছা ও মায়াপুর আতোপুরের মধ্যে খড়িয়া না থাকায় এই সকল গ্রামে সর্ব্বদা মহাপ্রভু যাতায়াত করিতেন।

ভক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত প্রাচীনবাক্য।

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
অন্তর্মধ্যাদিনবধা দ্বীপদিব্যমনোহরং।
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং॥
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্।
"গঙ্গাপূর্ব্ব পশ্চিমে তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।"
গঙ্গা পূর্ব্ব ধারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
এই রাহুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম॥
গ্রাম লুপ্ত হইল এবে আছে মাত্র স্থান।
চলে বেল পোখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হইয়া।
ঐছে কত কহিয়া ঠাকুর ঈশান।
চলয়ে তাহই ডাঙ্গা মহাগুপ্ত স্থান॥

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে।
বহু কালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার॥

ভক্তিরত্নাকর। ১২ তরঙ্গ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গানগর দিয়া গেলা শিমুলিয়া॥
নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া।
কাজির বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে।
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা সরডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥

নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া এই চৈতন্য ভাগবতোক্তি হ: মায়াপুরের সীমা জানা যায়। কায়স্থ কৌস্তভ নামক ১২৫১ সালের

মুদ্রিত গ্রন্থে (বল্লাল) সেন রাজগণের প্রাসাদ মায়াপুর রাজধানীতে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ৭১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আবার হাণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিস্টিকাল একাউণ্ট গ্রন্থে চাকলা শলিমাবাদের অধীন বৈরা বয়ড়া পরগণা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি শ্রুত হইয়াছেন যে বর্দ্ধমান জিলার সীমার নিকটে মায়াপুর নগরে হোসেন স্যাহ গৌড় নরপতির গুরুর সমাধি আছে। এই সকল হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান মায়াপুরে যে টুকু ভূমি আছে উহা পূর্ব্বের শ্রীমায়াপুর হইতে অনেক কম। বল্লালদীঘি নামক গ্রামের নাম সেকালে হয় নাই। বামনপুকুরের নাম ভক্তিরত্নাকরে নাই তথাপি পরিক্রমা পদ্ধতিতে দেখা যায় মাত্র। বস্তুত ঐগুলি মায়াপুরেরই অন্তর্গত। নদীয়া রাজের ইশলামপুরও বাগোয়ান পরগণা যেকালে ছিল তৎকালে জনৈক স্থানীয় মুসলমান জমিদারকে আয়মা স্বরূপ মৌজা মায়াপুর সমেত বল্লালদিঘী দেওয়া হয় এবং লাখরাজ স্বরূপ মায়াপুরের একাংশ সেনরাজদিগের পূর্ব্ব নিবাস বাদে তাহাদের দেওয়া হয়। কালে মায়াপুরের কিয়দংশ বাগোয়ানের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কুইন্ কুইনিয়ল রেজিষ্টারে শ্রীশ্রীমায়াপুর শব্দ গ্রামের নামে উল্লেখ আছে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নামের পূর্ব্বে শ্রী থাকায় ইহার অন্য গ্রাম অপেক্ষা পার্থক্য আছে। বর্ত্তমানের যে মুসলমান বংশ এই গ্রামে বাস করিয়াছে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বুরজান মণ্ডল শালিগাঁ হইতে একশত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখানে আগন্তুক হইয়া আসিয়াছে মাত্র। শ্রীভগবদ্গৃহ যোগপীঠ এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বলিয়া স্থির আছে। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান উহা খরিদ সূত্রে দখলিকার মাত্র আছেন। তিনি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার নিকট কর গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ

[illegible]চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সজ্জন তোষণী।

—— * ° ৯ ° * ——

প্রকট পূর্ণিমা।

প্রেমময়বিগ্রহ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথি আগতপ্রায়। গৌরভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির ন্যায় গৌর প্রকট পূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে বদ্ধজীব কতই না আপাতমধুর পরিণাম বিষময় ফলাকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব। শ্রীগৌর ভগবান যখন অনিত্য ফল পিপাসু মর্ত্ত্য জীবকুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অভিনব অপ্রাকৃত নিত্য চমৎকারিতার পথ দেখাইয়া দিলেন তখন কলিহত জীবের সৌভাগ্য আত্মারামবৃন্দের ও লোভনীয় পদবী হইল। জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে কিন্তু প্রকট পূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌর সুন্দর যেরূপ সর্ব্বোত্তম জনারাধ্য তাঁহার প্রকট তিথির উৎসব ও সর্ব্বোল্লাসকর।

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্তঋতুর ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া সংসার দুঃখরূপ শীত জাড্যের অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করতঃ নিত্য কৃষ্ণ সংসারের পথ দেখাইয়াছেন তাঁহার পবিত্র পদানুসরণে জীবের সর্ব্বোত্তম লাভ, শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চম

শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপ্রকট পূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চনীচ অনেকের গৃহে প্রকট পূর্ণিমার মহিমা ন্যূনাধিক জাতীয় পর্ব্বরূপে লক্ষিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার মহিমা তাঁহার পার্ষদ বংশে ও তদাশ্রিত কুলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমশই বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। আজ বঙ্গের অনেক কৃতিসন্তান গৌরাঙ্গের প্রাণাকর্ষিণী বাণীর অনুগমনে হরিকীর্ত্তন ভগবৎ সান্নিধ্যের হেতু ও হরি সেবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির স্থান হৃদয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশে রক্ষা করিবার বললাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কথা, তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার অধির লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য যিনি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধান পূর্ব্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন সেই মহাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট স্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া, শ্রীগৌর জন্মতিথিতে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ ভাগবতগণকে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া যোগদানকরিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরা ও গৌরভক্ত সাধারণকে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে আনন্দ সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। বৎসরের সকল দিনে আমরা জড়রসে উন্মত্ত হইয়া জড়েন্দ্রিয় তর্পণে রত আছি এবং এই রসের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি। তাই বলি প্রাকৃত জগৎ হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া একদিন অপ্রাকৃতের উদ্দেশে ব্যয়িত করি। ইহাতে আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণের যে ব্যাঘাত টুকু হয় তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উদ্দেশে প্রদত্ত হইল বলিয়া জানিব এবং তাহাতে অজ্ঞাত সুকৃতিপুঞ্জ উদয় হইয়া কালে প্রেমভক্তির অবতারণা করাইবে। পাঠক অবশ্যই জানেন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষময় চতুর্ব্বর্গ প্রেমের

তুলনায় কত ক্ষুদ্র। এমন অসীম লাভ ছাড়িয়া ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া কখনই ভাল নহে।

মাদ্রাজ নগরীতে ও শ্রীগৌরজন্মদিনে একটী সম্মেলন হইবে জানিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। মাদ্রাজবাসীগণ সেই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীগৌরহরির জন্মোৎসব করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীক্ষেত্র দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৫৯ পৃষ্ঠার পর)

এইত চিন্ময় ভূমি গৌরভক্ত জন।
অনুভবে নিত্য লীলা করে দরশন॥
বলগণ্ডি উপবনে প্রভু প্রেমাবেশে।
গজপতি আসি পদ সেবিলা বিশেষে॥
মহাপ্রেমে মহারাজ গৌর কৃপা আশে।
রাসগীতা শ্লোক পড়ে, কৃপা অবশেষে॥
সমুদ্রে যমুনা স্ফূর্ত্তি আবেশে পতন।
লীলা অনুভবি কভু করেন রোদন॥
শ্রীচৈতন্য লীলা হয় গম্ভীর অপার।
অধিকারী ভেদে আছে সিদ্ধান্ত বিচার॥

অহৈতুকী কৃপা পায় ভাগ্যবান্ জন।
রস ভেদে প্রাপ্ত লীলা বিচিত্র কথন॥
অচিন্ত্য অগম্য সেই শাস্ত্র অগোচর।
জড়বুদ্ধিজনে কভু না হয় গোচর॥
সুরম্য সমুদ্র তীরে স্ফূর্ত্তি বৃন্দাবন।
প্রেমোল্লাসে কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ॥
গোবর্দ্ধন ভ্রমে চটকের প্রতি ধায়।
ভাবের আবেশে কভু লুণ্ঠিত ধরায়॥
প্রভাত তপন জিনি রূপ মনোহর।
দীন হীন বেশ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর॥
সেই বেশ সেই শিক্ষা ভক্তে আচরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে ভেদ না জানে সে জন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ যাঁর প্রাণ ধন।
এসব লীলার অধিকারী সেই জন॥

* * * *

প্রথমে যাইনু মোরা কাশী মিশ্রালয়।
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু রহিলা যথায়॥
স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে রস আস্বাদন।
রাধাভাবে কৃষ্ণলীলা স্ফূর্ত্তি অনুক্ষণ॥
ব্রজের মধুর ভাব সকল সিদ্ধান্ত।

জানাইলা ভক্তগণে মাধুর্য্যের অন্ত ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গীত সংকীর্ত্তন।
কর্ণামৃত ভাগবত শ্লোকের পঠন ॥
কৃষ্ণরূপ গুণ লীলা স্ফুর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ।
অধিরূঢ় মহাভাবে কভু অচেতন ॥
দেখে যাব সে গম্ভীরা অতীব সুন্দর।
করিলা এ লীলা যথা প্রাণের ঈশ্বর ॥
দেখিনু নয়ন ভরি গম্ভীরা ভবন।
মনোহর সেই স্থান অতি সুনির্জ্জন ॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সেই লীলা স্থানে।
স্মরণ মঙ্গল পাঠ করিলা যতনে।
অমিয় পূরিত স্তোত্র গৌরাঙ্গ স্মরণ।
ভকতিবিনোদ প্রভু করিলা রচন ॥
সংহতি ছিলেন তিনি মিশ্রের ভবন।
কহিলেন শ্রীচৈতন্য লীলা বিবরণ ॥
গম্ভীরা দর্শনে অতি প্রফুল্লিত মন।
গৌর রূপ গুণ লীলা হইল স্মরণ ॥
মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক অনুসারে ॥
ভজন নৈপুণ্যে লীলা স্ফুরয়ে অন্তরে।
গম্ভীরা ভিতরে প্রভু নিজ অভিপ্রায়।

ব্রজরস আস্বাদিলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
তবে রাধকান্ত দেব করিনু দর্শন।
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত মদন মোহন ॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্য সুন্দর।
নবীন নীরদ জিনি রূপ মনোহর ॥
শ্রীঅঙ্গে সৌন্দর্য্য তায় কমল নয়ন।
মধ্যম আকার প্রভু জিনিয়া মদন ॥
শ্রীবিগ্রহ রূপে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্ব স্বরূপে বিহরয় হেন লয় মন ॥
হেরিয়া যুগলরূপ আনন্দ অপার।
মহানন্দে মগ্ন হই হেরি বার বার ॥
তবে তথা হৈতে মোরা করিনু গমন।
করি সবে শ্রীসিদ্ধ বকুল দরশন ॥
অতি সুনির্জ্জন সেই হরিদাসাবাস।
ভজন প্রভাবে নিত্য আনন্দ বিলাস ॥
অদ্যাবধি আছে বৃক্ষ অমর অক্ষয়।
শ্রীসিদ্ধবকুল নাম কল্পবৃক্ষপ্রায় ॥
তার তলে বসি মোরা করিনু শ্রবণ।
হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ বহুক্ষণ ॥
প্রতিপদে সেই গ্রন্থ ভক্তিরসময়।

নামের মাহাত্ম্য যথা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
পরিপাটী বিরচন মধুর শ্রবণ।
নামেতে অনন্য ভক্তি লভে শ্রোতাগণ ॥
শ্রদ্ধায় শুনিলে কৃষ্ণভক্তির উদয়।
অনন্য শরণ হয়ে করে নামাশ্রয় ॥
কৃষ্ণ কৃপা হয়, অতি স্বল্প দিনে তার।
শ্রীনাম মহিমা গ্রন্থ অতি সুবিস্তার ॥

* * * *

তথা হৈতে গৃহে আসি সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে সমুদ্রতীরে উপনীত হয়া ॥
সমাধি দিলেন হরিদাসে গৌররায়।
সমুদ্রে যমুনা জ্ঞানে হৃদয় জুড়ায় ॥
সমাধি অঙ্গনে বসি হরিনাম গাই।
আনন্দে উন্মত্ত চিত্ত ফিরিতে না চাই ॥
তবে টোটা গিয়া দেখি বলদেব সাথ।
সেবিলা পণ্ডিত যথা প্রভু গোপীনাথ ॥
শাস্ত্রসাধুমুখে শুনি প্রভু গৌররায়।
ভক্ত সঙ্গে ভাগবত শুনেন তথায় ॥
নিভৃত টোটায় গৌরগদাধর সনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস করে আস্বাদনে ॥

গোপীনাথ শ্রীচৈতন্য একই স্বরূপ।
ন্যাসীরূপ বংশীমুখ ভিন্নমাত্ররূপ ॥
সুবর্ণের রেখা আছে জানুর উপরে।
লুকাইলা গৌর গোপীনাথ কলেবরে ॥
একদিন বহু নৃত্য উচ্চসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম প্রেমানন্দে ভরিত অঙ্গন ॥
অঙ্গন পবিত্র প্রভু শ্রীপাদ পরশে।
দেখি ধন্য হই এবে লীলা অবশেষে ॥
তিন্তিড়ীর শাক যথা পণ্ডিতঠাকুর।
ভোগ দিত গোপীনাথে অতি সুমধুর ॥
গৌরচন্দ্র সেই শাক করি আস্বাদন।
পণ্ডিতের মহাপ্রেমে মগ্ন সর্ব্বক্ষণ ॥
গোপীনাথ দক্ষিণেতে শ্রীরোহিণীসুত।
দেখিয়া গুণ্ডিচা গৃহে হৈনু উপনীত ॥
কি অদ্ভুত সেই স্থান অতি মনোরম।
বৃন্দাবন সমবন শোভা অনুপম ॥
নানাজাতি বৃক্ষ সব শোভে চারিভিত।
গুল্মলতা ফুলদলে সেস্থান বেষ্টিত ॥
বৃক্ষোপরি পক্ষীগণ আনন্দেতে গায়।
বহু লতাকীর্ণ স্থান জনশূন্য প্রায় ॥

রত্নময় শ্রীমন্দির সুন্দর প্রাঙ্গণ।
মন্দির মার্জ্জন লীলা হয়ত স্মরণ॥
গুণ্ডিচা মন্দির প্রভু করি প্রক্ষালন।
কীর্ত্তন করিলা লয়ে নিজ ভক্তগণ॥
প্রভুর পূরব লীলা করিয়া স্মরণ।
নয়নে আনন্দ অশ্রু বহে অনুক্ষণ॥
হা গৌরাঙ্গ দয়াময় পতিত পাবন।
ক্ষেত্রধামে তব লীলা বিচিত্র কথন॥
সেই জগন্নাথ দেব গুণ্ডিচা মন্দির।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নরেন্দ্রের তীর॥
সেই পথ সেই জ্যোৎস্না সমুদ্রের কুল।
চটক পর্ব্বত রাজ সুষমা অতুল॥
আইটোটা রাজপথ সেই উপবন।
জগন্নাথ বল্লভের সুন্দর কানন॥
বহু নৃত্য ভক্ত সঙ্গে ভ্রমণ উদ্যানে।
সর্ব্বত্র লীলার চিহ্ন আছে বর্ত্তমানে॥
হরিদাস সিদ্ধিস্থান নিকট ভবন।
ভজন কুটীর নাম প্রসিদ্ধ এখন॥
সেইস্থানে প্রভু সঙ্গী নিজ ভক্তগণ।
থাকিত সমুদ্র কুলে শুনি বিবরণ॥

তদবধি সিদ্ধ ভক্ত কভু কভু রয়।
ভজন কুটীর নাম বিজ্ঞজন কয়॥
সেস্থানে ছিলেন এবে ভক্ত মহাজন।
শ্রীভক্তিবিনোদ নাম বিখ্যাত ভুবন॥
নবদ্বীপ গাদিগাছা জাহ্নবী নিকটে।
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তটে॥
বহুদিন তথা বাস করি প্রভুবর।
বহু গ্রন্থ কৃষ্ণনাম প্রকাশি বিস্তর॥
চৈতন্যের শেষ লীলা ভূমিতে গমন।
রহিয়া সমুদ্র তীরে করিলা ভজন॥
তাঁহার শ্রীমুখে লীলা করিয়া শ্রবণ।
নীলাদ্রি কাহিনী এই করিনু বর্ণন॥
ভক্তগণ অধমের ক্ষমি অপরাধ।
লীলা পাঠে কর দীনে উত্তম প্রসাদ॥
আমারে করুন্ দয়া চৈতন্য ঈশ্বর।
শ্রীধামে হউক মোর বাস নিরন্তর॥
শ্রীমন্দির সন্নিকটে নরেন্দ্রের কুল।
রাধাকুণ্ডলীলা স্ফুর্ত্তি সর্ব্বসুখমূল॥
অচিরে তথায় বাস হউক আমার।
জগন্নাথ দেহ দানে সেই অধিকার॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ যার প্রাণধন।
এ অধম জীব সেই অতি অকিঞ্চন॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
বনগ্রাম।

কৃষ্ণ ভজন শ্রেষ্ঠ কেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬৫ পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবিক কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকিতে পারিত না। তবে এখানকার রূপ রসাদি ক্ষণভঙ্গুর, সেখানকার নিত্য। এই রূপ রসাদির নিত্যত্ব আছে বলিয়া জীবের ভোগাভিলাষ মেটে না। জীব শরীর হইতে পৃথক্ হইতে চাহেন না। কামনার পরবশে নূতন নূতন শরীর ধারণ করিয়া আসিতেছেন, যাইতেছেন। যে শরীর দ্বারা যে কামনা পূর্ণ হইবে সেই শরীর প্রাপ্ত হইতেছেন। জীব অনাদি কাল হইতে এই চক্রে ভ্রাম্যমাণ। সুখরূপী কৃষ্ণের আকর্ষণে তাহার অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। সেই চিদানন্দ বিগ্রহের তিন শক্তি প্রধানা। সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ যাহা জ্ঞান নামে অভিহিত এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। এই শক্তিত্রয়কে স্বরূপ শক্তি বলে। এই জন্য স্বয়ং ভগবানের শাস্ত্রে ত্রিশক্তিধৃক্ বলিয়া উল্লেখ আছে। জীব এবং মায়াও ভগবানের শক্তি বিশেষ। জীব তটস্থা

এবং মায়া বহিরঙ্গা শক্তি। এই জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং তাঁহার ভেদাভেদ প্রকাশ। ভেদ এই যে ভগবান মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। অভেদ এই যে ভগবান চিন্ময় এবং জীব চিৎকণ। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ অগ্নিরাশি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সূর্য্যকে ছায়া আবৃত করিতে পারেনা। কিন্তু কিরণকে পারে, অগ্নিরাশিকে অন্ধকার আবৃত করিতে পারেনা কিন্তু স্ফুলিঙ্গকে পারে। এই জীব আবার দুই প্রকার। এক নিত্য মুক্ত সদাই কৃষ্ণোন্মুখ, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন আর এক নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অতএব সংসারী। এই বদ্ধজীব ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ ভুলিয়া অনাদি বহির্ম্মুখ সেইজন্য মায়ার দাস। মায়া তাহাকে কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ দিতেছেন কখন স্বর্গে উঠাইতেছেন কখনও নরকে ডুবাইতেছেন যেমন দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে রাজা নদীতে চুবাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন। জীব যত দিন না কৃষ্ণের শরণাগত হয়েন ততদিন এই দুর্গতি।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

দয়াল ভগবান জীবের প্রতি সদয় হইয়া বেদ পুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শাস্ত্ররূপে গুরুরূপে এবং আত্মারূপে আপনার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু মোহবশতঃ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

তবে কেমন করিয়া কেহ কেহ লাভ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন:—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥　　　　চৈ চ মধ্য।

অর্থাৎ যেমন নদীর স্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে কোন কোন খণ্ড বহিয়া যাইতে যাইতে কূল প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যক্রমে (এ ভাগ্য পুণ্য কর্ম্মজনিত নয়) শ্রীগুরু রূপ কৃষ্ণের বা ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখী হয়েন এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইতে সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্তি তাহা দ্বারা ভক্তি নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রুচি উৎপন্ন হয়। রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে চিত্তে রতির অঙ্কুর জন্মে সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেম জন্মে এবং প্রেম গাঢ় হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীব ভগবানের সান্নিধ্য এবং পূর্ণপ্রাপ্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হন।

এই কৃষ্ণ প্রেম নিত্যসিদ্ধ, সাধন সিদ্ধ নহে যথা ঃ—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম　　　　যেন জাম্বুনদ হেম
হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ　　　　তবে না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

(চৈ চ মধ্য)

এ আবার বিষম কথা ! যে বস্তু সাধন করিলে পাওয়া যায় না তাহার জন্য মাথা ব্যথা কেন ?

আবার যে প্রেম নরলোকে নাই তাহার আবার আশা কি ?

জ্ঞান যোগাদির ন্যায় সাধন নাই বলিয়াই কৃষ্ণ ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং ঐ ভজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তি লাভের পর কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামীকে মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"জগতে স্থাবর জঙ্গম ভেদে অসংখ্য জঙ্গমের মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্প, মনুষ্য মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর অধিক, বেদ নিষ্ঠ অতি অল্প এই বেদনিষ্ঠ মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক বেদ মুখে মানে এবং নিষিদ্ধ পাপ করিয়া থাকে ধর্ম্মকে কর্ম্মের মধ্যেই গণনা করেনা। আবার ধর্ম্ম আচারির মধ্যে অধিক লোক যাগ যজ্ঞাদিক কর্ম্মনিষ্ঠ, কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, কোটি জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্ত এবং কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।"

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কৃষ্ণপ্রেম কেমন করিয়া লাভ হয় এবং কোথায় তার স্থিতি ? যেমন সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলেও স্বচ্ছ স্ফটিকাদি পদার্থে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম সর্ব্বব্যাপী হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যে চিত্ত হইতে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে সেই চিত্তে স্বয়ং উদিত হন।

কোন ভাগ্যে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে জীব নামের আশ্রয় লয়েন। নাম লইবার উপদেশ মহাপ্রভু এইরূপ দিয়াছেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

(মহাপ্রভুর কৃত শ্লোক)

"তৃণ অপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ মাটি হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন ছেদন করিলেও কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও জল প্রার্থনা করে না বরং কোটরে স্থান দিয়া নিজে উত্তাপ সহ্য করতঃ ছায়া দিয়া, ফল দিয়া এবং নিজে ভিজিয়া বৃষ্টি হইতে জীবগণকে রক্ষা করে তদ্রূপ সহনশীল হইয়া, এবং নিজে নিরভিমানী হইয়া অন্যকে সম্মান দিয়া কৃষ্ণনাম লইতে হইবে।

এই অবস্থা এক প্রকার মুক্তির অবস্থা। এইজন্য এক স্থানে মহাপ্রভুর একজন পারিষদ বলিয়াছেন যে "যে মুক্তির জন্য যোগ যাগ ইত্যাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, সে মুক্তি নামের আভাসেই লভ্য হয়, তাহার স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় না। সূর্য্যের উদয়ের আগেই যেমন অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ নামাভাসেই সংসার ক্ষয় অর্থাৎ মুক্তি হয় এবং নিরপরাধ হইয়া নাম লইলে প্রেম লাভ হয়।"

এই নাম, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চিন্ময়তা প্রযুক্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ সেবয়॥"

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হন। এই চিন্ময় অবস্থা না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না এই জন্য কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ মুখের কথা নহে। যাঁহার সে সৌভাগ্য হয় তিনিই করিতে পারেন এবং তিনিই কৃষ্ণ ভজনের অধিকারী। তবে যে সাধারণ লোকে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন, তাঁহাদের কি অনুষ্ঠান বৃথা হইতেছে? আমার বিশ্বাস যিনি কৃষ্ণ নামে শ্রদ্ধা পাইয়াছেন তিনিই

ভাগ্যবান। কেন না মহাপ্রভু আপন শ্রীমুখে বলিয়াছেন ঐ নামে এমন এক শক্তি আছে যে শক্তিতে অহরহ নাম করিলে জীবের জন্ম জন্মান্তরের পাপনষ্ট হয়, চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় ইত্যাদি যথা

চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

আর এক নিজকৃত শ্লোকে বলিয়াছেন :—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন। কৃষ্ণ প্রেম নর লোকে হয় না, তবে কোথায় পাওয়া যায়?

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে সে প্রেমের স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীবৃন্দাবনে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই পঞ্চরসই বিদ্যমান সেখানে নিত্য সিদ্ধগণ সখা সখী, পিতামাতা প্রভৃতি সেই প্রেমের অবলম্বন। ইহ জগতে যাহারা চিন্ময়তা লাভ করিয়া লোভ বশতঃ ব্রজ গোপ গোপীর ভাব এবং আশ্রয় লইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন তাঁহারা দেহান্তে সেই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ভাবানুসারে নিত্য সিদ্ধ গণের সহিত কৃষ্ণ সেবা প্রাপ্ত হন। নির্ম্মল হওয়ায় ভক্তের যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি এবং তৎকালীন যে সাত্ত্বিক হর্ষ, কম্প, পুলকাদি বিকার লক্ষিত হয়, তাহা ভক্তের চিত্তবৃত্তিতে নিত্যসিদ্ধগণের চিত্তবৃত্তি মিলনে সম্পন্ন হইয়া থাকে এই ক্রিয়াকে আপাততঃ সাধন উপলব্ধি হয়। কোন কোন ভক্ত এই দেহে ভজনাধিক্যে মানসসিদ্ধ দেহে শ্রীগুরুকৃপায় স্বপ্নবৎ বৃন্দাবন লীলা দর্শন প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় প্রশ্ন সেই বৃন্দাবন কোথায়। শ্রীমহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা আছেন। পর্য্যায় ক্রমে ঐ এক এক ধামে এক এক লীলা নিয়তই হইতেছে। এই জন্য এই লীলা নিত্য।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে স্বয়ং ভগবানের গোপ বেশ গোপ অভিমান। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনুষ্যজাতির মধ্যে গোপবালকদের বাল্য, পৌগণ্ড এবং কিশোর অবস্থায় যে সরলতা, শান্তি, ক্রীড়াশীলতা, সখ্য এবং আনন্দ আছে তাহা আর কোন শ্রেণীর বালকে নাই। সেইজন্য তিনি গোপ বালক। সেই কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে পাইতে হইলে এই গোপ গোপীর ভজন অর্থাৎ ভক্তির সহিত ভজন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাই অর্জ্জুন মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

ভক্তির অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে :—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

আর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ মাতৃতাড়নায় কাঁদেন; প্রিয়া বিরহে কাতর এসকল কি নাট্যাভিনয়? মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে এসকল সঠিক লীলা। মায়া যেমন জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে সুখ দুঃখ অনুভব করান তেমনি শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী চিৎশক্তি যোগ মায়া।

তাঁহার ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করান। জীবের বন্ধন কারাবাসীর লৌহশৃঙ্খলের মত, ভগবানের প্রেম শৃঙ্খলে বন্ধন-ভৃঙ্গের কমলকোষে আবদ্ধ হওয়ার ন্যায়। মিছরি সুমিষ্ট পদার্থ,ভোক্তা সকল লেহন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন কিন্তু তিনি নিজে জড় তাহার মিষ্টতার অনুভব নাই। যদি মিছরিকে ঐ মিষ্টতা আস্বাদন করাইতে সক্ষম কোন শক্তি থাকিত তাহাতে কি দোষ ছিল? বাস্তবিক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেমের হ্রাসই হইয়া থাকে। অর্জ্জুন যে কৃষ্ণকে সখা জানিয়া সুখ অনুভব করিতেছিলেন সেই কৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া পূর্ব্বকার সখা সম্বোধনের জন্য সঙ্কুচিত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহারাজাধিরাজ যদি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং দরিদ্রের কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, দাম্পত্য লীলাবস্থায় রাজার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান এবং দরিদ্রের কন্যার ক্ষুদ্রত্ব বোধ স্বভাবতঃ লুপ্ত হইয়া উভয়ের প্রণয় রস সম্ভোগ হইয়া থাকে। প্রেম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর আর একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

কাম, প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম, প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

কামে রোগ, শোক, মৃত্যু, প্রেমে নিত্যত্ব এবং চিরানন্দ লাভ হয়।

কৃষ্ণকে বৈষ্ণবদের দেবতা জানিয়া যদি নাম পরিবর্ত্তন করিতে কেহ ইচ্ছা করেন করিতে পারেন কিন্তু সেই স্বয়ং ভগবান সুখরূপে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতে ক্ষতি দেখা যায় না এরূপ প্রাকৃত যুক্তি নাম নামীতে ভেদ উৎপন্ন করে। নাম নামীর অভেদত্ব অনুভব হইলে ভক্ত এইরূপ বলেন :—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীং লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।

আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যাহা-কিছু বলা হইল এসকল বৈষ্ণবদিগের মনের ভাব মাত্র, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রভৃতির বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই মহাত্মারা যদি আপন আপন হৃদয় সরোবরে ডুব দিয়া দেখেন তবে অবশ্য দেখিতে পাইবেন তাঁহারা কোন না কোন ভাব তরঙ্গের হিল্লোলে দোদুল্যমান হইয়া হাসিতেছেন কাঁদিতেছেন। যেভাবে হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা, যে ভাবের তরঙ্গে ভক্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, পুলকে

রোমাঞ্চ আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছাদি প্রাপ্ত হন, যে ভাবের বিচ্ছেদ নাই, সে ভাব সাধনে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় অলাভ নাই।

পাঠক এখন বিচার করিয়া দেখুন মহাপ্রভুর মতানুসারে কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ কিনা?

শ্রীবামন দাস মজুমদার।
মুঙ্গের।

অন্তর্দ্বীপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্য ভাগবতের "সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়" পশ্চিম পারে গঙ্গং চৈতন্য চরিত কাব্যোক্তিতে ও ভক্তিরত্নাকরের লিখায় স্পষ্টই জানা যে নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন। বিশেষতঃ এক্ষণে কুলিয়ার গঞ্জ নামক পাড়া ও কুলিয়ার দহ নামক পূর্ব্ব গঙ্গাখাত কুলিয়া গ্রামের নির্দ্দেশক আবার পক্ষান্তরে সেনরাজ দিগের প্রাসাদ, দীর্ঘিকা, নগরান্তে শিমুলিয়ার নিকট বামনপুকুর গ্রাম প্রভৃতি সকল কথা হইতেই নবদ্বীপ মায়াপুরের বর্ত্তমান সংস্থিতি সুপ্রমাণিত হয়।

ভক্তিরত্নাকরের উক্তিতে মায়াপুর ও আতোপুর হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয় এই কথার সার্থকতা অন্য কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না। চৈতন্য ভাগবতের কীর্ত্তন পথ অনুধাবন করিতে গিয়া কেহ কেহ আতপপুর দেওয়ানগঞ্জকে

মায়াপুর বলিয়া ভ্রম করেন। ঐ দিক্ হইতে কীর্ত্তনের পথ ধরিলে পর পর অমিশ না হওয়ায় এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। তথা হইতে বামনপুকুর পর্যন্ত মায়াপুর মনে করা অতিশয় কল্পনা শক্তির প্রকাশ হয় কেন না ব্যবধান ৪।৫ মাইল হইবে। রামচন্দ্রপুর দেওয়ানগঞ্জ হইতে গাদিগাছায় গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলা সংঘটনের সামঞ্জস্য কম।

ভক্তিরত্নাকর লেখক নরহরি যেকালে স্বচক্ষে মায়াপুর দর্শন করিতেছেন সেকালে রমজান মণ্ডল মায়াপুরে আসে নাই। পুত্র বাকেরের নামে জমা বা মিলিক মোল্লাপাড়া নামক সুবৃহৎ জমা ও পত্তন হয় নাই। বাঙ্গোড়ের দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরের উত্তরে আবড় বা খড়িয়া নদী অথবা মোল্লার জোল। সুতরাং ভারুইডাঙ্গা হইতে সুবর্ণবিহার যাইতে নদী পার নাই। মায়াপুর হইতে যাইতে তৎকালে খড়িয়া পার হইতে হইত।

বর্ত্তমান শ্রীনাথপুর ও ভারুইডাঙ্গার মধ্য দিয়া তৎকালে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় এবং যোগপীঠের নিকট খড়িয়া ও গঙ্গার মিলন হওয়ায় মায়াপুরের অপর পারে কিছুদিনের জন্য ভারুইডাঙ্গা অবস্থিত ছিল।

সঙ্গীতমাধব মহাকাব্যম্।

নবম সর্গঃ—মুদিত রাধামাধবঃ।

একদা বিরচিতাদ্ভুতাভরণং মাধবেন রমিতা যথা সুখং
রাধিকাং রসনিমগ্নমানসা শোকভাগীব সখীমভাষত॥

মালব গৌড়রাগেণ গীয়তে।

কাপি গতেবিল গৃহজনতত্র কলসীদৃশিগন্দির পার্শ্বং।
মম সমকক্ষকলক্ষিত্যাগত আকুল বাহুলতায়াঃ॥ ১॥

সখি হে শৃণু মম গতদিনবৃত্তং।

হরি হরি ধূর্ত্ত শিরোমণি হরিণা দুঃখং বত বহু দত্তং ॥ ধ্রু ॥

দ্বারি তদৈব বহি নিজ গৃহপতি অভি সমুদীক্ষ্য বিহস্তা।

প্রাবেশয়মিম সন্তগৃহমহ মাতুলক কিলহস্তা ॥ ২ ॥

তত্র মহামদনোন্মদমতিরয়মারভতাতি কুচেষ্টাং।

অস্ত সনূপুর কাঞ্চিময়ী বলনেতি সন্বধর নিচুষ্টাং ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কমচ্ছিদদলিখচুরোরুহ মথনখরে নলিকামং।

দৃঢ়পরিরম্ভনমকৃত তথাধরদংশমহো অবিরামং ॥ ৪ ॥

শিথিলিত নীবিমচেষ্টত দুর্দ্ধর মদনমদোন্মদভাবং।

কথমপি নাকরবং বর বারণমহহ নৈতি চ বারং ॥ ৫ ॥

চঞ্চলতরমথ পূর্ণমনোরথমতিকাতর মৃদুবাচং।

বিচবিত্র কুক্রিয়াং রসবৃত্ত তমুরত্ত নোত্রেসপাচং ॥ ৬ ॥

অহমপি বিপুল নিচোল্ স্থসরত স্ফুরতস্থলক্ষণদেহং।

আশু গমনমপনীয় ভূজং গৃহ কো ন গতা বিরতেহং ॥ ৭ ॥

মন্দতমসিরবশং কৃতনূপুরমস্ত বহি প্রতিযানে।

কোয়মিত্যাশ্রুত জনশব্দ পতমহমতিভীতি বিভানে ॥ ৮ ॥

ইতি নবমধুররসাবৃত সেবধি রাধা বচন বিলাসং।

কলয়িতুমহহ মরম্মতিমানসমনুদিনমিহ বিধৃতাশং ॥ ৯ ॥

তথাহি

কৃতা দৃষ্টিঃ ক্রূরা কটু বচন কোটি বিরচিতা

হসত্যেবোন্মত্তঃ কলয়তি পুনর্মাং ততদৃতঃ।

অহো ধন্যং ধন্যং কলিতবহুলীলামুদহতি

ক যামঃ কিং কুর্ম্মঃ সখি মম কিমেতন্নিপতিতম্ ॥ ১০ ॥

কটাক্ষানাক্ষিপ্তা কৃতমপি ন সাকূত ললিতং
স্মিতং নোন্নৎ কামং কিমপি ভুজমূলং প্রকটিতং।
ন চানেন স্বৈর হরিতপরিহাসাদি বিহিতং
কৃতং কিং মে গোপীততিষু যদয়ং খেদয়তি মাং ॥ ১১ ॥
সানন্দং পরিচুম্বিতং হরি হরি শ্রীমন্মুখং নেক্ষিতং
সংপীড্যোল্লিখিতং নখৈস্তনতটং শোভানমালোকতি।
নীবীতুরমুদামি হস্ত ন মনাগ্ দৃষ্ট্বা তদূরুচ্ছবিঃ
শোচন্নিত্থমলঙ্কিতোঽপি রমিতো রাধাং হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে মুদিত রাধা-মাধবো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

দশম সর্গঃ—উত্তম্ভন মাধবঃ।

ভূয়ো ভূয়ঃ স্মরভরসুধয়া মোদয়িত্বা সরাধাং
চিত্রোপায়ৈশ্চতুরতিলকোপ্যুৎসুকাং রাসভাবাং।
বৃন্দাটব্যাং পুনরপি তয়া রংস্যমাণা যথেষ্টং
প্রেষ্ঠাং চক্রে নিজমুরলিকা কাকলীমেব কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥
সাপি শ্রুত্বা তমথ বিকলা মোহনং বেণুনাদং
নিষ্ক্রামন্তী পুনরথ গুরুন্দ্বারি দৃষ্ট্বা বিশন্তী।
পূর্ব্বং বজ্রায়িতমপি মনো মার্দ্দবেনাতিঘূর্ণাৎ
বিভ্রাণাথ প্রিয়সহচরীং কাপি সোৎকণ্ঠমূচে ॥ ২ ॥

দুঃখীবরাড়ী-রাগেণ গীয়তে।

ঝিমি ঝিমি থিম্বয়তিমদবিহ্বলমবলোকয় নটনীলং।
ক্ষেন মনো মম বাদকপুরুষং মুহূর্তে নবঘননীলং ॥ ১ ॥

প্রাণসখি কৃষ্ণ মম জীবনদানং।
ত্বরিতভরং নয় মামতিবিধুরাং যত্র মুরলিকলগানং ॥ ধ্রু ॥
উচ্চাটনমতিমোহনমাদন মন্ত্রমিবাতিসুসিদ্ধং।
পঠতি যুবতিজনবৈরীমদন ইব হৃদি কুরুতে শরবিদ্ধং ॥ ২ ॥
কস্য মধুরতর রসভরিতাধরসীধুসুধালহরীয়ং।
ধ্বনিরূপিণি মম শ্রুতিঘটপূরিণি লুম্পতি গৃহকরণীয়ং ॥ ৩ ॥
নিরবধি হৃদিকলি কুরুতে মম জনয়তি বিষমিবগেহং।
তৎপদমূলে ক্রতমধুনেব হিল্লস্যমিতং নিজদেহং ॥ ৪ ॥
প্রেমমহাম্বুধিরুচ্ছলিতং মম যম্মুরলীরসপানে।
প্রাণাধিকতম এষ প্রিয়ো মম পরমিহ কিমপি ন জানে ॥ ৫ ॥
কংময়শীলং কীর্ত্তিকুলম্বা কা মম গুরুজনলজ্জা।
বিষমকুসুমশরবিষশরবর্ষণ জর্জ্জরিতা মম মজ্জা ॥ ৬ ॥
চতুরতয়া যদি নয়তি ন ভবতীং পশ্য চলাম্যহমেষা।
তাদৃশযৈ বিলক্ষং নিরঙ্কুশমতি মদবিহ্বলবেশা ॥ ৭ ॥
রাধাপদগতি দীনসরস্বতি রন্তর্বহতি সদাশাং।
স্বপ্রিয় মিথুনমিলনকরণোৎসুকমতিরতিভাববিকাশাং ॥ ৮ ॥

দন্তে করোমি হনকং চরণে পতামি
ভীতাং কুরু প্রিয়তমে সখি প্রাণরাধাং।
তং শ্যামসুন্দরকিশোরবরং প্রদর্শ্য
মজ্জীবিতং গতমিবাদ্য নিবর্ত্তয়েথা ॥ ৯ ॥
অয়ি সখি কতিনোক্তং পূর্ব্বমেতন্ময়া তে
হরিরয়মভিসন্ধনী কীদৃশো নাত্মমানে।
ভবতু তদপি যামি ত্বৎকৃতে প্রাণসারে
প্রথমমিয়মদীক্ষ্য তাড়িতাহং ন যামি ॥ ১০ ॥

ইতি নিগম্য সখী সুখদায়িনী হরিমুপেত্য কদম্বতলে স্থিতং।
ন পরিলোক্য পূরেব কুতাদরং রসিক মৌলিমভাষত কাতরং ॥ ১১ ॥

দেশাখ্যা রাগেন গীয়তে।

উদয়তি শীতকরে বর রামা। মুখমনুয়তি চুম্বিত কামা ॥ ১ ॥
রাধিকা রমতে ত্বয়ি মাধব ॥ ধ্রু ॥
যদি কলয়তি তব বেণু নিনাদং। গণয়তি নৈব তদা জনবাদং ॥ ২ ॥
ভবতি কলিত নব মেঘবিলাসা। উদ্ধৃত কৃত পরিরম্ভনবাসা ॥ ২ ॥
যদি দৃশি নিপততি চন্দ্রকমালা। পরম চমৎকৃতি মুঞ্চতি বালা ॥ ৩ ॥
লিখতি রহসি তব রূপমুদারং। মুহুরিহ ঘটয়তি নিজ কুচভারং ॥ ৪ ॥
বহিরধিগত ভবদমৃত সুনামা। বিকল বিকলমিব ধাবতি বামা ॥ ৫ ॥
প্রপততি চাতিতরামতিমুগ্ধা। তব রতি-কেলি-সমাধি নিরুদ্ধা ॥ ৬ ॥
ত্বয়ি পরমামৃত বপুষি বিলগ্না। প্রণয় সুধারস সিন্ধু নিমগ্না ॥ ৬ ॥
ইতি রসবর্ণিতসরস্বতিগীতং। জনয়তি হরিপদভাবমধীতং ॥ ৭ ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

রাধা রাধেত্যসকৃদধুনৈবাত্র গাত্রং স্পৃশামীঃ
কিং মা মায়াদহহ কলয়ন্ কৃষ্ণ তূষ্ণীং স্থিতোসি।
রাধায়াং তে সহজমধুর-প্রেমসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ
খ্যাতৈবাতো ন কুরু কপটং দশমাস্থং স্বতাস্থং ॥ ৮ ॥

নবনিভৃতনিকুঞ্জং সোঽপ শঙ্কেত্যরত্বা
দয়িত সহচরীং তাং প্রাহিণোদ্রাধিকায়াং।
সুললিতপদমন্দানন্দবেগাত্ত্বয়াপি
দ্রুততরমপি গম্যা প্রাণসখ্যো ব্রুবেদং ॥ ৯ ॥

নাম্নৈবাতুলকং করোতি পরমোন্মত্তঞ্চ কাঞ্চীরবো
রাধায়াশ্চকিতাং প্রকুরুতে মুগ্ধং তদঙ্গচ্ছটা।

তেনৈকান্তগতং চরিষ্যতি পরঙ্কাক্রম্য কৃত্বাথ তে
সা মাং ত্বং ললিতে চলেতি নিগদন্ সাস্ত্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত মাধবে উত্তম্ভনমাধবো নাম দশমসর্গঃ।

একাদশ সর্গঃ—বিহ্বল রাধিকঃ।

অথ বিহিতবিলম্বে দুর্বহ-শ্রোণি-বিম্বে
পরিজন হৃতি রাধা নাম্নি জীবাবলম্বে।
প্রমদমদন-বেগভ্রান্ত-চেতা বিচিন্ত্য-
ন্নুপনিজগৃহমাসানীপখণ্ডে বিষণ্ণঃ ॥ ১ ॥

সখ্যা চ নীতা গুরুমধ্যতোপি কেনাপি চাতুর্য্যরসেন রাধা।
সঙ্কেতকুঞ্জে মুদিতা নিপুঞ্জে প্রিয়ং ন দৃষ্ট্বা বিকলা বভূব ॥ ২ ॥
কৃত্বাথ তস্যাঃ পরিসান্ত্বনং সখী সত্যঃ প্রকোষ্ঠাচ্যুতকঙ্কনায়াঃ।
গত্বালয়াদ্ব্যাহকদম্ব দর্শিনং কদম্ব খণ্ডিহরিমাবভাষে ॥ ৩ ॥

দুঃখিবরাড়ী রাগেণ গীয়তে।

পশ্যতি দিশি দিশি শ্যাম মনোহর বেণুবরং ক্কণয়ন্তং।
স্মরতরলং শিখিপিঞ্ছধরং মুহু বনমালিঙ্গ্য হসন্তং ॥ ১ ॥

মাধব প্রাণসখী মম রাধা।

অহহ বিষীদতি নিরবধি বর্দ্ধিত দুঃসহমন্মথবাধা ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণমপি যাতি বহিক্ষণমন্তঃ প্রবিশতি কুঞ্জকুটীরং।
উচ্চাটনমপি ভজতি প্রিয়া তব সংবৃণুতেনচ্চীরং ॥ ২ ॥
হা নাথেতি মহাকরুণং মুহুরতিবিকলং বিলপন্তী।
সিঞ্চতি নেত্রজলেন লতা তরুনিকরং ক্ষিতিষু লুণ্ঠন্তী ॥ ৩ ॥

ক্ষণমপি ধারয়তি নিপততি মূর্চ্ছতি বিলুলিতকুন্তলভারং।
পটুমবপাটভনক্তি চ বলয়ং ত্রোটতি মণিময়হারং ॥ ৪ ॥
মৃগয়তি কামপি বল্লিমথেচ্ছতি যমুনাগমনমজস্রং।
গচ্ছ গৃহং সখি তচ্চরণে কুরু নতিমিতি গদতি চ সাস্রং ॥ ৫ ॥
ত্বৎ পদনিবিড় প্রেমরসবিহ্বল হৃদয়া হন্ত ন জানে।
জীবতি নাথ চিরাগমনে মম নেতি চ রাধা জানে ॥ ৬ ॥
মোহন নিত্য মহারসদং কিল যুবয়ো বেদ্মি স্বভাবং।
যদি নি জীবকল্মং কলয়িষ্যসিঞ্চন চল কৃতভাবং ॥ ৭ ॥
ইতি রস লোল সরস্বতি বর্ণিত রাধা প্রিয় সখী ভাষা।
বিলসতি মাধব জনিত মহাদ্ভুত প্রেমোৎকণ্ঠবিলাসা ॥ ৮ ॥

ব্যদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকসন্তি বল্লিদ্রুমাঃ
শরদ্বিমলচন্দ্রমা মলিনভাবমালম্বতে।
বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলা মোদিনঃ
ক্ষণাদ্বিরহকাতরে নবরসপ্রদে ধামনি ॥ ৯ ॥

সহসা সমুপেত্য মাধবস্তত উদ্বেল ইবামৃতাম্বুধিঃ।
পরিরম্ভন চুম্বনাদিনা রমণীং তাং রময়াংবভূব সঃ ॥ ১০ ॥
লজ্জা সঙ্কুচিতা ভৃশং তরলয়োর্মৌনৈকবৃত্তিপ্রিয়া
নাপৈকোৎকুকয়োঃ সুপত্রশয়না সম্পৃথলাৎকর্ষিণে।
প্রত্যাখ্যানপরায়ণা প্রহবতো দীনোক্তি নিষ্পীড়িনো
রাধা মাধবয়োর্ণবে নিধুবনে কোপি ক্রমঃ পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে বিহ্বলরাধিকো নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

টাকার খেলা।

"তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ও জন্মভূমির শ্রীপাদপদ্মে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বময়কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিজয়িনী ইচ্ছায়, আমি সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব স্থানে আগমন করিয়াছি। এই স্থানটীর দুই দিকে দুইটী বিভিন্নভাবের দুইটী বিচিত্র চিত্র, এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। একে সত্ত্ব, অন্যে রজঃ; দুইটী চিত্র, প্রকৃতির দুইটী বিভিন্নগুণের প্রত্যক্ষ প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অসীম সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অত্যল্প আভাসমাত্রেই ভাবুক হৃদয়ে কি মধুর ভাব-তরঙ্গের বিকাশ করিতেছে!

ভাব চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম,—এক দিকে প্রেমের মেলা, অন্য দিকে কামের খেলা। প্রথম চিত্রে, চিত্ত আমার স্বভাবতঃ প্রথমেই আকৃষ্ট হইল। আ-মরি, কি ভুবনমোহন সুন্দর দৃশ্য! একটি বহুদূর বিস্তৃত জন-মানব-শূন্য বিজন প্রান্তর। নব বসন্তের শুভাগমনে মনোহর পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ পলাশবৃক্ষ ঐ প্রান্তরটিকে একটি পরমানন্দ-ময় কুঞ্জকাননে পরিণত করিয়াছে। 'পরশা' নামিকা শুভ্র বালুকাময়ী শুভ্রসলিলা একটি ক্ষুদ্র নদী উহার মধ্যদেশে প্রবাহিত হইয়া, 'পলাশ-লোহিত-বসনা শোভনা কুঞ্জবালার কটীতটে মোহন রজত মেখলার মত শোভা পাইতেছে। এইরূপ সুসজ্জিতা, পতিসঙ্গতা, সতী কুঞ্জরাণী বিবিধ-বিহগ-কাকলি-কণ্ঠে পরম প্রেম-সুখে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আহা,—আ-মরি-মরি,—কি অপূর্ব্ব অমিয়-ধারা প্রেমিকার প্রতি অঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে!

এই শান্তিময় কুঞ্জকাননের কেন্দ্রদেশে একটি শীতল উপলখণ্ডে একাকী উপবেশন করিয়া, স্থিরচক্ষে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে, দেখিতে পাইলাম,—প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি পত্র, প্রতি পুষ্প, প্রত্যেক অণুপরমাণু, সকলেই সদানন্দময়ী কৃষ্ণস্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমে গরগর হইয়া প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের যেন অনতিপূর্ব্ব-স্পর্শ-সুখে একান্ত পুলকিত বিগলিত হইয়া, তন্ময়ভাবে অবস্থান করিতেছে! দেখিতে দেখিতে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আমিও তাহাদের ভাবেই বিভোর হইয়া পড়িলাম। আমার অন্তরের সকল গ্লানি অপনীত হইয়া, তাহা গঙ্গাজল ধৌত রত্নপীঠের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া গেল। ভুবনদুর্ল্লভ ভগবদ্ভাব সেই নির্ম্মল হৃদয়াসনে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া, বিরাজমান হইল। অহো, কি শান্তি—কি তৃপ্তি তখন আমার অন্তর-ভবন উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে এই তাপময় সংসারের বহু ঊর্দ্ধে লইয়া কি এক অলৌকিক আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করাইল! সেই নিত্যানন্দের নিত্য-নিকেতনের স্বরূপ তথ্য ক্ষুদ্র ভাষার বর্ণনায় প্রকটিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আভাসেও কখন সেই অব্যয় আনন্দের আস্বাদ, পরম সৌভাগ্যে, যিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত বিষয় আপনার অমল অন্তরে ঈষৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

মহাভাবে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়নাথ শ্যামসুন্দরের মধুময় শ্রীপাদপদ্ম-যুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বহুক্ষণ আমি অচল প্রতিমার ন্যায় তথায় বসিয়া রহিলাম। অপূর্ব্ব আনন্দরসের তর-তর তরঙ্গ আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া মানস-সরসে নৃত্য করিতে লাগিল। এই ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল। তখন যেন কাহার কুসুম-কোমল-কর-স্পর্শে সহসা আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে গা তুমি? এই বিজন বন প্রদেশে তুমি কে গা? উত্তর পাইলাম না। পশ্চাতে ফিরিয়া

দেখিলাম, একটি সপুষ্প গুল্মশাখা ধীর সমীরে সঞ্চালিত হইয়া আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে। গুল্ম-শিশু সুকোমল কর-স্পর্শে আমাকে আহ্বান করিয়া মৃদু হাঁসিয়া কি যেন বলিবার উপক্রম করিতেছে। ধীরে ধীরে আমি তাহার হাতটি ধরিলাম; আমার কঠোর স্পর্শে যেন কাতর হইয়া, অথবা সংসারের অশুচি জীবের অনধিকার স্পর্শে বুঝি সঙ্কুচিত হইয়া সে হাতটি সরাইয়া লইল। বলিল, ছাড় ছাড়; ধরোনা আমায়। আমরা ধড়া বাঁধার প্রিয় সামগ্রী; ধরা-বাঁধার বড় বিরোধী আমরা। অন্যের ঠাঁই অযথা ধরা দিতে—ধরা থাকিতে আমরা কখনই পারি না। তোমরা সাধ করিয়া ধরা দাও; ধরা থাকিতেই ভালবাস; তাহাতেই যাওয়া-আসা, উঠানামা করিয়া বৃথা কালপাত কর। আমরা কিন্তু, ভাই তা' ভালবাসি না। আমরা মুক্ত-ক্ষেত্রে মুক্ত-চিত্তে মুক্তি-পদেই সতত নিবিষ্ট থাকিতে ভালবাসি। সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত শিব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত শ্রীপদেরই আমরা নিত্য কাঙ্গাল। তোমাদের মত বিফল বিষয়ে মজিয়া, গভীর মোহকূপে বদ্ধ থাকিতে আমরা কখনই পারি না। তাহার নামমাত্রে আমরা শিহরিয়া উঠি। মোহ-কূপের কৃমি জীবগণকে দেখিলেই আমরা দুঃখ পাই। তাহাদের সঙ্গ আমাদিগকে বড় তাপ দেয়। আমরা মুক্ত হৃদয় ভক্ত-সঙ্গেরই নিত্য ভিখারী। তাঁহারাই আমাদের—শুধু আমাদের কেন, জগতের পরম সুহৃদ। তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ—পবিত্র সঙ্গ পরম পবিত্র পদরজঃ পাইবার আশাতেই আমরা সংসারের সুদূর অন্তরে এই বিজন প্রান্তরে বাস করি। কৃষ্ণ সেবার জন্যই আমাদের জীবনধারণ। আমাদের দেহ মন ও প্রাণ কৃষ্ণ সুখ সম্পাদনের জন্যই সতত লালায়িত। হৃদয় আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মেই সর্ব্বদা নিহিত সমাহিত! এই বলিয়া পুনর্ব্বার মৃদুহাসি হাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি

এখানে কেন আসিয়াছ ভাই? এখানে তোমার কি লাভ হইবে? মানুষ যাহা চায়, যার জন্য চারিদিকে ধায়, পুনঃ পুনঃ আসে যায়, এখানে তো আর তাহা নাই! তবে, তুমি এখানে কেন?

শিশু নীরব হইল। যেন উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে। আমিও তাহার কথায় অবাক হইয়া, কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া নীরব রহিলাম। পরে উত্তর করিলাম; "কেন ভাই, তুমি এমন বলিতেছ? সকল মানুষ কি সমান? তাহাদের উপর তোমার এত বিরাগ দেখিতেছি কেন? তা'রা কি চায় ভাই?" শিশু একটু যেন বিরক্ত হইয়া কহিল; "ছাই চায়! চাহিবে আর কি? কালের আগুনে যাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তারা তাহাই চায়! সে টা কি, তা, তুমি জান' না কি? স্তাকা সাজিতেছ? ছি! আপন হৃদয়টাই খুঁজিয়া দেখ দেখি, সে টা যে তথায় মূর্ত্তিমান হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জন্যই তোমার গতি এত দূরে। বুঝেছ কি,—কি সেটা? সেটা, অর্থ-অর্থ-অর্থ! তোমরা যা'কে বল, টাকা টাকা-টাকা;? শিশুর কথায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, কথা তো মিথ্যা নহে; সে তো সত্যই বলিয়াছে। মানুষ তো এই অর্থ-লাভের জন্যই একান্ত লালায়িত। তাহার যাহা কিছু চিন্তা, তাহার যাহা কিছু চেষ্টা, সমস্তই তো এই অর্থের জন্য। গৃহ হইতে বাহির হইয়া, অশ্বযানে, বাষ্পযানে ও পর্য্যটনে, এই যে এত দূর আসিলাম; কত দেশ, কত মানুষ, কত ব্যাপার, কত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম; — সর্ব্বত্রই তো এক অর্থ চেষ্টা; সর্ব্বস্থলেই কেবল—'টাকা'—'টাকা'—'টাকা' শব্দ। টাকাই যেন এ দেশের পরম পুরুষার্থ; গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায়, ব্যবসায়ীর পণ্য বীথিকায়, পথিকের পথে, তীর্থযাত্রীর তীর্থে, দেবসেবীর দেবালয়ে, 'সন্ন্যাসী'র মঠে, দস্যুর গুহায়, শিশুর পাঠশালায়, —কোথায় নয়?—সকল ক্ষেত্রেই ঐ অর্থের কথা, অর্থের চেষ্টা। সারা

সংসারটা ব্যাপিয়া একটা বিরাট 'টাকার খেলা' চলিয়াছে! কিন্তু, আমার হৃদয়ে? সেখানেও কি তাই? হায় হায় হায়, সে কি আমারও হৃদয় অধিকার করিয়াছে? হরি মন্দিরে অশুচি চণ্ডাল গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে? দেখি দেখি!—ও কি? ঐ যে আমার অন্তরের একদেশে বিকটমূর্ত্তি কে এক জন দাঁড়াইয়া আমার প্রতি ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কঠোর স্বরে বলিতেছে,—ক্ষুধা! ক্ষুধা! জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার ললাটফলকে লিখিত রহিয়াছে, অভাব! কিন্তু, ও আবার কে? কে ঐ ভুবন আলোকরা সকল তাপহরা শান্তিময়ী মহাদেবী, বরহস্ত উত্তোলন করিয়া, আমার অন্তরের কেন্দ্রদেশে, অতি উচ্চাসনে দাঁড়াইয়া, অতি মধুর অথচ দৃঢ় স্বরে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ভয় নাই! বিভীষিকায় বিচলিত হইও না! আমি আছি! যাহা যথার্থ পরমার্থ ভবক্ষুধার যাহা সিদ্ধ মহৌষধী তাহা আমিই দিব। কোনও অভাব থাকিবে না। 'অভাব' বলিয়া ভ্রমে যাহা দেখিতেছ, তাহা 'স্বভাব' ছায়ার খেলা মায়ার ছলা! ভুলিও না ভুলিও না, উহাতে ভুলিও না!! কে ইনি? বেশ বুঝিতে পারিলাম না; তিনি পলকমধ্যেই অন্তর্হিতা হইলেন। সেই মসিবর্ণ বিকটমূর্ত্তি পিশাচও দেখিলাম, পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে, মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

চিন্তার বিরামে, আবার আমি আমার সম্মুখস্থ সেই সুন্দর বন-বালককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলাম;—"ভাই, বলিয়াছ যা', তা কখনই মিথ্যা নহে। ভাই রে, আমি যে এই বিজন বনে, তোদের সনে দু' দণ্ড বসবাস করিয়া, তোদের বিমল হৃদয়ের দু'টি বিমল কাহিনী শুনিয়া, তোদের কাছে দু'টি প্রাণের কথা কহিয়া, আমার এই তপ্ত প্রাণ শীতল করিতে আসিয়াছি, তাহা ঐ জ্বালাতেই। চারিদিকে, জলে স্থলে, গৃহে বাহিরে, দেশে

বিদেশে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে, কেবল ঐ এক জগদ্ব্যাপী 'টাকার খেলা' দেখিতে দেখিতে, তাহার সদাদ্বন্দ্বময় মহা কোলাহল শুনিতে শুনিতে, প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে! ওরে, আমার এই প্রবল পিপাসা-কাতর শ্রবণ ও নয়ন, এরা উভয়েই যে ভাগবত শ্রবণও দর্শন সুখ লাভের জন্যই একান্ত আকুল হইয়া আছে! সতৃষ্ণ নয়ন চারিদিকে ধায়,— ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়, যদি কোথাও সে পায় একটী মাত্র হরি-পরায়ণ সাধু সুজন। উৎকণ্ঠিত শ্রবণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে, যদি কচিৎ কোথাও সে শুনিতে পায় একটী মাত্রও সুধামাখা 'কৃষ্ণ'নাম আভাসেও একটু অমিয় মধুর কৃষ্ণকথা। কিন্তু, বৃথা, বৃথা, বৃথা আশা তাহাদের; এই জনপূর্ণ বিরাট ভবের হাটে, মহামায়ার অখণ্ড আধিপত্যে, অবিচ্ছিন্ন 'টাকার খেলার বিশাল ক্ষেত্রে, প্রায় প্রত্যেকের কাছ হইতেই তাহারা সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়া, এবং অধিকন্তু বিপরীত আচরণে বিষম ব্যথা পাইয়া, ফিরিয়া আসে!

"ও ভাই বিমল হৃদয় বনবাসী দেবশিশু, ও ভাই কৃষ্ণপ্রিয় কৃষ্ণগত প্রাণ তাপস কুমার, আমি বড় দীনহীন! চিরদিন হৃদয় আমার এইরূপ নৈরাশ্যের অসহ্য উত্তাপেই দগ্ধ হইয়া গেল! এই দারুণ উত্তাপে, পরম শান্তিপ্রদ সুশীত তরুতল, সুবিমল স্নিগ্ধজল একমাত্র সাধু গুরুর শ্রীপদ-কমল, আর সাধু মুখামৃতময় রস নিলয় কৃষ্ণকথা। আমার ভাগ্যে, আমার পোড়া অদৃষ্টে, তা' তো কখনই মিলিল না। পরম সৌভাগ্যে যদি কখন মিলে, তা'ও ক্ষণকালের জন্য। তাপ দূর না হইতেই, পিপাসা না মিটাতেই, নিদারুণ কর্ম্মচক্রে চালিত হইয়া, আবার সেই জ্বলন্ত অনল কুণ্ডেই পড়িতে হয়। এই সদা প্রজ্জ্বলিত ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার অনল, অবিরত ভোগের আহুতি পাইয়া, অবিশ্রান্ত ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছে! ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্র বিধি সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে!

ভাই রে, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা ! ছুটিয়া আসিয়াছি তাই তোদের কাছে। ওরে, বনই আমার মনের মত ; বড় ভালবাসি আমি বন। কেন ভালবাসি জান ? আমার সেই মনচোরা ধন বনমালীর জীবন্ত স্মৃতি, এইরূপ বিজন বনের প্রতি অঙ্গেই আমি অশেষ প্রকারে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কৃষ্ণ-প্রেমের তর-তুঙ্গ তরঙ্গ যেন তার প্রতি অঙ্গেই উথলিয়া পড়ে, আমাকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয় ; আমার সকল জ্বালা জল হইয়া যায়,—সকল মলা দূরে সরিয়া যায় ; আমি কৃষ্ণময় হইয়া তাঁহারই ভাবে বিভোর হইয়া যাই।

"মানুষ বলিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশে থাকি বলিয়া, আমাকে তুমি ঘৃণা করিও না ভাই ! তোমাদের কাছে আমি অতীব ঘৃণার পাত্র সত্য ; কিন্তু, তা, হইলেও তুমি ঘৃণা করিও না। মহতের তা, ধর্ম্ম নয়। আমি তোমাদের কাছে জুড়াইতে আসিয়াছি ; তোমাদের শ্রীমুখের সুধা সুমধুর হরিকথা শুনিয়া, আমার এই প্রবল পিপাসা কাতর অন্তরকে শান্ত করিতে আসিয়াছি ;—তোমরা যদি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ ; আমার প্রতি বিমুখ হও ; তবে যে আমার আর দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না ভাই ! আমি আর এমন কাহার কাছে গিয়া প্রাণ জুড়াইব ওকি ভাই ?—ওকি ? তুমি আমার কাছ হইতে এখন সরিয়া সরিয়া যাইতেছ কেন ? আমাকে কি তুমি স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ ? সেকি ভাই !—আমি যে তোমাকে বুকে করিয়া, বুক জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রসারণ করিতেছি ;—তুমি কি আমার কাছে আসিবে না ? না, না ;—এস, এস ভাই ; কাছে এস ; তোমাকে আমি একবার বক্ষে ধারণ করি। তোমাতে কৃষ্ণ-অঙ্গের ভুবন মনোমদ গন্ধ যে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে ! তুমি আমার প্রতি বিমুখ হইয়া, আর আমাকে ব্যথা দিও না।"

এবার সেই সুরভিত কুসুম শোভিত সুরূপ বন-কুমার, আমার কাতর প্রার্থনায়, যেন বড় দয়ার্দ্র হইয়া, আমার কোলের কাছে আসিল, এবং হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি সত্যই যে পাগল হইলে, দেখিতেছি! বলিতেছ কি? আমাদের ধর্ম্মই যে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করা। আর যথার্থ দেখিতে,—আত্ম-পরই বা কে? সকলেই তো আমাদের সেই জীবন জীবন কৃষ্ণধন আছেন! মায়ার গুণে নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র বহিরাবরণ গুলি যদি সকলের তুলিয়া লওয়া যায়, তবে তো এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের অভ্যন্তরেই সেই এক অব্যয় বস্তুই দেখিতে পাই। তবে আর কাহাকে ঘৃণা করিব,—কাহাকেই বা আদর করিব? কিন্তু, একটি কথা আছে; হৃদয়ের কথা তোমাকে খুলিয়াই বলি; গোপন কিছু করিব কেন? দেখ ভাই মানুষ, কেমন যে কৃষ্ণেচ্ছা, কেমন যে তাঁর প্রেরণা,—আমরা কৃষ্ণগত প্রাণ পূতাত্মা মহাত্মা দিগকেই বড় ভালবাসি; তাঁহাদের প্রতিই আমাদের চিত্তের নিত্য আকর্ষণ; এটি আমাদের স্বভাব সিদ্ধ। এতে যদি দোষ দাও, দিতে পার।"

আমি তখন বড় আদরে, বড় যত্নে, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার রুচিমুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন দিয়া, কহিলাম,—"দোষ কেন দিব ভাই? কথা তো দোষের নহে। তাঁহারই তো শ্রীমুখবাণী,

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥'

আরও বলিতেছেন—

'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥'

ভক্ত-ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ তো এমনই। ভগবান্ যেমন ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই জানেন না; ভক্তও তেমনই ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই

জানেন না। ভাই, ধন্য,—তোমরাই ধন্য! সার্থক তোমাদেরই জন্ম গ্রহণ! তোমরাই শ্রীভগবানের যথার্থ অনন্য চিত্ত ভক্ত; তোমরাই তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ; তাঁহার পরম দুর্লভ ভালবাসাও যথার্থ তোমরাই পাইয়াছ। তাঁহার প্রতি আমাদের এ ভালবাসা, কপট ভালবাসা! কপট বই আর তাহাকে বলিব কি? তাহার গতি যখন সহস্রদিকে, তখন তাহাকে বিশ্বাস কি ভাই? সকল দিকের আকর্ষণ সমূলে উচ্ছেদ করিয়া, কৈ সে তো আজিও, সাগর গামিনী সতী গিরি-কন্যার ন্যায়, একটানা স্রোতে এক সেই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলেই প্রবাহিত হইতে পারিল না? সে কোন্ দিকে না যাইতেছে? কিসে না মজিতেছে? হায়রে, এমন ব্যভিচারিণী যে ভালবাসা, সে কি কখন সেই গোপীজনানন্দ শ্রীগোবিন্দ প্রেম লাভ করিতে পারে! মোহান্ধ মানব আমরা, মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের শত সহস্রটিকে প্রিয়বস্তু ভাবিয়া, শত সহস্র প্রকারে তাহাদিগকে এই ভালবাসার অংশ পূর্ণমাত্রায় প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট এককণা মাত্র, ক্বচিৎ কখন, সেই আনন্দ চিন্ময়-রস পূর্ণ শ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করি, তা'ও আবার কোনও স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্খা লইয়া। ইহাতেই আমাদের আবার ভক্ত অভিমান কত! হা ধিক্,—হা ধিক্,—শত ধিক্ আমাদি'কে!!

"ভাই বন-বালক তোমার যে শ্রীভগবানের একমাত্র নিত্য নিবাস নিকেতন স্বরূপ সাধুভক্ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও কদাচ দেখিতে পার না, অন্য কাহারও সঙ্গ চাহ না, অন্য কোনও চিন্তাকেই চিত্তে স্থান দাও না সে কেবল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। বিশুদ্ধ ভাগবতজনের হৃদয় অধিকার করিতে একমাত্র হৃদয়নাথ হরি ভিন্ন অন্য কেহই পারেন না। কৃষ্ণেচ্ছায়, সংসারের সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও সকল সময় সাধুগণ তাঁহাদের চিত্তকে মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদ-

পদ্মেই সন্নিবিষ্ট রাখেন। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়েশ্বর হরিকে হরি-ভক্তের হৃদয়েই প্রত্যক্ষ করেন। তাই আবার ভক্তকে তাঁরা ভালবাসেন এত। ভক্তই তাঁহাদের মস্তকের মুকুট-মণি। ভক্তই তাঁহাদের একমাত্র আপনার জন। তাঁহারা ভগবানকে রাখিয়া ভক্তকে বরং লইতে পারেন; তবু ভক্তকে রাখিয়া ভগবানকে লইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা বেশ জানেন, ভক্তকে আপনার করিতে পারিলেই ভগবানও আপনার না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। রত্নাকরকে আপনার করিতে পারিলে, আর কি রত্নের অভাব হয়? রত্নকে পাইলে রত্নস্বামীর তাহা হইতে কখন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে; কিন্তু, রত্নাকরকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, তাহাতে রত্ন সদা বর্তমান। ভাই, তোমরাই যথার্থ সার বুঝিয়াছ, সার বস্তু চিনিয়াছ, সারাৎসার পরম ধনে ধনী হইয়াছ। হায়, হায়, মূঢ় আমরা—করিতেছি কি? কি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আমরা এমন অমূল্য জীবন অযথা ক্ষয় করিতেছি! কাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কি লোভে লুব্ধ হইয়া, আমরা শীতল সলিল ভ্রমে, ভ্রান্ত মরীচিকায় ধাবিত হইয়াছি। পদে পদে প্রচণ্ড কালদণ্ডের দারুণ আঘাত সহ্য করিতেছি, নিরাশার বিষময় নিশিত খড়্গে মুহুর্মুহুঃ মর্ম্মচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে, তথাপি, অনলমুখগামী অবোধ পতঙ্গের ন্যায় আমাদের এই সবেগ বিপথগতি তো সমভাবেই চলিয়াছে! বুঝিয়াও তো বুঝিতেছি না! কেন, কাহার মুখাপেক্ষা আর? কাহার মনোরঞ্জনের জন্য, কাহার মনের মত, কি বিফল বিষয়ে আর আমাদের এই অমূল্য সময় অপব্যয় করিতে হইবে? সকলেই তো স্বার্থের দাস; কে আমাদের কি উপকারে আসিবে? আমাদের শেষ রক্ষা করিবে আর কে? এই ভীষণ ভবসিন্ধুর শান্তিময় পারে লইয়া যাইতে পারিবে আর কে? পিতা মাতা, পুত্র পত্নী, আত্মীয় স্বজন, ধন মান, বিষয় বৈভব, কে

আমাদিগকে কালের কঠোর দণ্ডে রক্ষা করিতে পারিবে? সে দিন সেই মহা দুর্দ্দিন, আমাদের ভীষণ যমযন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও লাঘব করিতে পারিবে কে? কেন তবে, কা'র মুখাপেক্ষা আর? অনন্ত জগৎ অনন্ত পথে প্রবাহিত হউক! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অতি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডের ন্যায়, কালের কঠোর পদাঘাতে চূর্ণ হইয়া অনন্তে মিশিয়া যাউক! আমরা ঐকান্তিক সুখের পরমাশ্রয় সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ লাভের জন্যই অন্যাপেক্ষা শূন্য অনন্যচিত্ত হইয়া মহা সাধনায় দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিব! হায়, হায়, এখনও আমাদের এ দৃঢ়তা এ প্রতিজ্ঞা কৈ! জানিনা কৃষ্ণেচ্ছায় আমাদের এই মহাভাগ্যের উদয় কত দূরে! জানি না, কবে আমাদের শ্রীকৃষ্ণে এমন অকৈতব ভালবাসা অব্যভিচারিণী ভক্তির বিকাশ হইবে!!'

আমার অন্তরের আকুল-উচ্ছ্বাসে, আনন্দে ডগ-মগ হইয়া, শিশু তখন বলিল—"ভাই মানুষ, তোমার কথায় আমি আজ পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমাকে পাইয়া আজ আমি বড় সুখী। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করিবেন। কাঙ্গালের ঠাকুর, অগতির গতি, পতিত পাবন নিতাই তোমায় ধন দিবেন। তোমার কোনও অভাব হইবে না। যে 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে জানে, কৃষ্ণপদে একবার যে প্রাণ সঁপিয়াছে, শরণ লইয়াছে, তা'র আবার ভয়-ভাবনা কি ভাই? তা'র পথের বাধা বিঘ্ন কতক্ষণ? ডাক, ভাই, ডাক কেবল তাঁহাকে। তাঁহার সর্ব্বকামপ্রদ নামই সকল রোগের সিদ্ধমহৌষধী। তিনি যখন, যথায়, যে ভাবেই রাখুন না, তুমি সর্ব্বদা মন রাখ তাঁহাকেই, প্রাণ দাও তাঁহাকেই।

'সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥'

প্রভুর আমার শ্রীমুখের এই অমূল্য মহাবাক্য গুলি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং সর্ব্বদা তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া, তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই সংসারে, তাঁহারই প্রীতির জন্য ভক্তি কর। পথ মুক্ত নিশ্চয়ই হইবে। প্রাণের প্রবল পিপাসা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি!"

বন-বালকের শেষ কথায় আমার দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বাষ্প গদগদ কণ্ঠে কহিলাম,—"ভাই, সত্য হউক তোমারই শ্রীমুখবাণী। সাধু বাক্যে, সাধু কৃপায় না হয় এমন কি আছে? তাঁহাদের পাবন পাবন পদরজঃ লাভ করিলে. মাদৃশ জাবাধমও যে পরম দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আশীর্ব্বাদ কর ভাই, আমি যেন এই শ্রীমুখবাক্যেই সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া, সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, তাঁহাকেই হৃদয়ে রাখিয়া, তাঁহারই নিত্যানন্দময় নাম-গুণ-গান করিয়া, 'মূল প্রয়োজন' লাভে পূর্ণ মানারথ হইতে পারি।"

সন্ধ্যার আগমনে, ক্রমশঃ বন অন্ধকার হইয়া আসিল। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বনবালকের নিকট বিদায় লইয়া, আমি বাসায় ফিরিলাম। আবার সেই অবিশ্রাম টাকার খেলার মাঝে আসিয়া পড়িলাম! প্রথম চিত্র প্রকৃতির পট-অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল! এখন আমার চারিদিকে সেই দ্বিতীয় চিত্রেরই বিচিত্র রঙ্গ অভিনয় কুহকিনী অবিদ্যা কামিনীর ভুবন-মোহিনী নাট্যলীলা! হরি হে, তোমারই ইচ্ছা!!

সজ্জন-চরণ-রেণু
শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্দ্ধমান।

শ্রীচৈতন্যাব্দ।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সভ্য জাতির মধ্যে কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল গণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্টজন্ম কালাবধি বর্ষ সংখ্যা গণনা প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্য সমূহে প্রচলিত আছে। জুলিয়েন ইয়ার প্রভৃতি আরও কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অব্দ সংখ্যান প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্য সমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারক স্বরূপ হিজরা বর্ষ গণনা করা হয়। ভারত-ভিন্ন প্রদেশ সমুহে আরও অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৫।৩০ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেতবরাহকল্পাতীতাব্দা, মহা যুগাতীতাব্দা, কলিগতাব্দা বা কল্যব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ; শকাবনীপতেরতীতাব্দ সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বীররাজাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ, প্রভৃতি বর্ষ গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণবর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ঋণক্রমে একটী বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয় কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ গণনা প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাঁহারা খৃষ্টীয় পন্থা

অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা ভ্রমসঙ্কুল। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুন পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সুসঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগম্যাব্দ সংখ্যাকে প্রকটগতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিতশাস্ত্র সিদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ প্রকটগম্যাব্দকে শ্রীচৈতন্যাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা তাঁহাদের সনাতন প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত। খ্রীষ্টীয় পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক ঋণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না। সময় সময় এসকল কথা অনেকবার আলোচনা হইয়াছে তৎসত্বেও অসত্য আশ্রয়

করিয়া বিদেশীয় রুচিগ্রহণ পূর্ব্বক গম্যাব্দকে গতাব্দ বলিয়া অন্যায়রূপে গৃহীত হইতেছে। যাহারা গম্যাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক শতাব্দ ঋণ করিয়া গতাব্দে সাঙ্কর্য্য বিধান করিবেন।

গম্যাব্দকে কেহ যেন দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন। অথবা ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ দিয়া গুণ করিয়া গৌর সাবন সংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়ে ও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকটগতাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন্। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্ত দলে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ আদরের হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই সমীচীন নহে। আমরা আশা করি প্রত্যেক সুধী গৌরভক্ত গম্যাব্দকে গতাব্দ মনে করিবেন না। সেইজন্যই আমরা সজ্জন তোষণীর অঙ্কে আগামী প্রকট পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত ৪২৯ প্রকট গতাব্দ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিব। তৎপর দিবস শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০ হইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ, ইচ্ছা ও প্রেরণাক্রমে পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশন আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দগণনা প্রণালীতে অভিজ্ঞ ছিলেন না তজ্জন্যই চৈতন্যাব্দে খ্রীষ্টীয়পন্থা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পঞ্জীতে প্রথমে স্থান পায়। পি এম বাক্চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

উপকুর্ব্বাণ।

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোক টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ।

উপকুর্ব্বাণের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে। শৌক্র জন্ম লাভের পর দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম। পরে তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন। গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন জন্য আচার্য্যকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎকুলে বাস করিবেন। মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অতৈল নিবন্ধন জটা ধারণ, অধৌত দন্ত ও অধৌত পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন। রক্তাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। স্নান, ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ কালে বাগ্যত

হইবেন। কক্ষোপস্থগত কেশ ও নখ ছেদন নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না। অনিচ্ছায় সেরূপ হইলে জলে অবগাহন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক্ হইয়া জপ করিবেন। আচার্য্যকে অভীষ্ট দেব জ্ঞান করিবেন কখনই অপমান এবং মরণশীল জ্ঞানে অসূয়া করিবেন না। গুরু সর্ব্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন। আপনাকে নীচের ন্যায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার যান, শয্যা ও আসন স্থানের নাতিদূরে কৃতাঞ্জলী হইয়া থাকিবেন। এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া অখণ্ড ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন কালাবধি গুরুকুলে বাস করিবেন। পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করতঃ গুর্ব্বভিমতিক্রমে স্নান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবেন।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না, আজীবন ভক্তি যোগদ্বারা নিষ্কাম শুদ্ধান্তঃকরণে বৃহদ্ব্রত ধারণ করিবেন। বৃহদ্ব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করিবে। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ শ্রেণীস্থ হইবেন। তাঁহাদের সমাবর্ত্তন বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ক্রমে গুরু পাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

সজ্জন তোষণী।

——§:*:§——

(শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।)

শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণীসভার ৪২৯শ্রীচৈতন্যাব্দের

বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৬ই চৈত্র ১৩২২, ১৯ শে মার্চ ১৯১৬, ২৯ গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯ রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ভদ্র ও শিক্ষিত ভক্তমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন কবিকুমুদকলানিধি

শ্রীযুক্ত ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস

" বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তি তত্ত্ব বাচস্পতি

" বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

" মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ

" সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার ভক্তমিত্র
„ শরচ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ
„ নলিনী কান্ত বিদ্যাভূষণ
„ উপেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ
„ কৃষ্ণধন কাব্যরত্ন
„ শিতিকণ্ঠ ব্যাকরণতীর্থ
„ রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য
„ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ রোহিণী কুমার ভট্টাচার্য্য
„ নকুলেশ্বর রায়
„ অনন্তকুমার দাস
„ করেন্দ্র নাথ প্রামাণিক
„ শ্রীপতি চরণ মাইতি
„ বৈদ্যনাথ হাজরা
„ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়
„ মতিলাল নন্দী
„ অভিরাম দাস অধিকারী
„ মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়
„ লালমোহন বণিক
„ মণীন্দ্র কুমার সাহা
„ যজ্ঞেশ্বর রায়
„ সখীচরণ রায়
„ হরলাল সাহা
„ অনুকুলচন্দ্র সাহা

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ গুহ
" যতীন্দ্র মোহন অধিকারী
" শরচ্চন্দ্র বসু
" শ্রীনাথ দত্ত
" উপেন্দ্রনাথ সরকার
" প্রতাপচন্দ্র সাহা
" কেদারনাথ রায়
" রাধারমণ দাস বাবাজী
" পঞ্চানন হালদার
" গয়ারাম ঘোষ
" চারুচন্দ্র হালদার
" কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়
" কেশবলাল সাহা
" রাসবিহারী সাহা
" হাজারীদাস প্রামাণিক
" রতিকান্ত দত্ত
" কেদারনাথ পাল
" উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল
" পূর্ণচন্দ্র সাহা
" অমৃতলাল ঘোষ
" প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী
" উমাচরণ বিশ্বাস
" যোগীন্দ্রকুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি, এ
" উপেন্দ্রনাথ ভৌমিক

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী
" রাধানাথ পোদ্দার
" শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়
" বিষ্ণুদাস কর অধিকারী
" চারুচন্দ্র মিশ্র
" নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়
" অমর নাথ বসু
" তারিণী চরণ সমাজদার
" অমৃত লাল ঘটক
" প্রমথ নাথ ঘোষ
" রসিক লাল বিশ্বাস
" পূর্ণ চন্দ্র দত্ত
" শরচ্চন্দ্র দাস
" বসন্ত কুমার দাস
" আশুতোষ দাস
" বরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ
" মাণিক লাল চক্রবর্ত্তী ভক্তিচকোর
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" গিরিন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য
" যদুগোপাল তত্ত্বরত্ন
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল এম ই
" বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম
" বনমালি দাস ভক্তানন্দ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ
" বিনোদ গোপাল দাস মহাপাত্র
" সুধাংশু ভূষণ মিত্র
" উমাপ্রসাদ মিশ্র
" শ্রীহরিচরণ দাস সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
" সুরেন্দ্র নাথ দে
" শরৎ চন্দ্র দে
" নটবর হেঁস
" গোবিন্দ চন্দ্র দাস
" যতীন্দ্র নাথ হালদার
" সতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
" কালাচাঁদ মান্না
" একাদশী চরণ সাউ
" নৃসিংহ চরণ গোস্বামী
" গোপী নাথ সাউ
" পরমানন্দ ব্রহ্মচারী
ইত্যাদি ইত্যাদি

১। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুন্দর মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন।

২। সাধারণ সভায় সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কার্য্য সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাস্থলে সভায় বিগত বর্ষের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন।

৩। ১৯শে মার্চ তারিখের কার্য্য সমিতির অধিবেশনে নির্দ্ধারিত বিষয় গুলি সাধারণ সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

৪। সজ্জন তোষণীর অষ্টাদশ খণ্ড নবম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস মহাশয়ের ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটী চতুষ্পাঠী সমিতির অনুমোদিত হওয়ায় উহা গৃহীত হয়। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে চতুষ্পাঠী সমিতি এই সকল কার্য্যের নিয়মাদি গঠন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং একজন সদস্যের অভাব হওয়ায় আরোও আটজন পর্য্যন্ত সদস্য বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।

৫। শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভাপণ্ডিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য কবিকুমুদ-কলানিধি শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত থাকায় সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া জ্ঞাপন করেন যে তিনি বর্ত্তমান বর্ষে রাজপ্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

৬। বিক্রমপুর নিবাসী চৌবেড়িয়া স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু বি, এ, মহাশয়কে ভক্তিপ্রদীপ উপাধি প্রদত্ত হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমারায় বসুবংশোদ্ভবায় বৈ।
ভক্তিপ্রদীপ ইত্যাখ্যা বৈষ্ণবৈরর্পিতা মুদা॥

লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী দাস মহাশয়কে ভক্তানন্দ উপাধি প্রদত্ত হয়।

রতায় সাধুসেবায়াং দাসায় বনমালিনে।
ভক্তানন্দাহ্বয়ং ধীরৈর্বৈষ্ণবৈরর্পিতং মুদা॥

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় শ্রীযুক্ত কবি বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত গুপ্ত রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটী পাঠ করেন।

বিদ্যা যস্য পরা তনুর্ভগবতো লক্ষ্মী চ বক্ষঃস্থিতা
বাগীশা বদনাম্বুজে চ হৃদয়ে সম্বিৎপ্রিয়াহ্লাদিনী ।
লীলানন্দময়ী জগদ্ধিতকরী মায়া চ ছায়াপ্রভো-
স্তং সর্ব্বেশমনন্তশক্তিসহিতং শ্রীকৃষ্ণমীশং ভজে ॥

বিরাজতে যদ্বদনারবিন্দে বাণী রমা বক্ষসি চিদ্ হৃদব্জে ।
বিদ্যা পরা যস্য তনুং স দেবো বিরাজমানো ভবতাদ্ হৃদব্জে ॥
সন্তপ্তজাম্বূনদচারুগাত্রং স্মেরাননং স্মেরসরোজনেত্রং ।
রক্তাম্বরং রম্যবিশুদ্ধসত্ত্বং চৈতন্যচন্দ্রং প্রণমামি নিত্যং ॥
প্রতপ্তচামীকর গৌরসুন্দরং আজানুসংলম্বিভুজং মনোহরং ।
সন্ন্যাসিনং শান্তমশেষরূপিণং নমাম্যহং বৈণবদণ্ডধারণং ॥
দয়াময়ং শ্রীযুতদীনবন্ধুং কৃপার্ণবং দিব্যকিশোরমূর্ত্তিং ।
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিবিনোদনীয়ং ভজামি ভক্ত্যা প্রভুগৌরচন্দ্রং ॥
শ্রীগৌরসুন্দরজগজ্জনচিত্তচৌর শ্রীভক্তবৎসলভবার্ণবকর্ণধার ।
শ্রীভক্তকল্পধরধর্ম্মধুরন্ধরেণ্য ত্রায়স্ব মাং প্রণতপালক নির্বরেণ্য ॥

পুণ্যে ভারতমণ্ডলে নবনবদ্বীপে চ মায়াপুরে
শ্বেতদ্বীপনিভে শুভে সুরধুনীসংবেষ্টিতে শোভনে ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদকেন বিহিতে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে
শ্রীমদ্গৌরবিধুর্জ্জগজ্জনমনোহারী হরিঃ শোভতে ॥

দত্তান্বয়াম্বরসরীরুহভাস্করেণ কেদারনাথ হরিভক্তিবিনোদকেন ।
মায়াপুরে রুচিরমন্দিরযোগপীঠে সংস্থাপিতঃ পরমমোহনঃ গৌরচন্দ্রঃ ॥
শ্রীমন্নবদ্বীপমনোজ্ঞধাম্নি মায়াপুরে বৈষ্ণববেষ্টিতে চ ।
জীয়াদহো শ্রীযুত গৌরধাম্নো জন্মোৎসবো দোলমহোৎসবশ্চ ॥
তত্র স্থিতা যে হরিভক্তবৃন্দাঃ সমাগতা যে খলু সাধুবৃন্দাঃ ।
সম্পাদকা যে সমিতেস্তএব মহোদয়াঃ কারুণিকা জয়ন্তি ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদেন পুরা যা সংপ্রতিষ্ঠিতা।
সজ্জনানাং হিতার্থায় শ্রীমৎ সজ্জন তোষণী॥
তামিদানীং প্রযত্নেন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
প্রকাশয়তি সাধূনাং প্রীত্যৈ সজ্জন তোষণীং॥
বৈকুণ্ঠনাথগুপ্তেন বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি নিষেবিণা।
সম্পাদককরাম্ভোজে পত্রিকেয়ং সমর্পিতা॥

শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় সুললিত ভাষায় সভাস্থলে বলেন যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অদর্শনে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ম্রিয়মাণ আছেন এবং তাঁহার পার্ষদবর্গের মধ্যে ভক্তিভূষণ মহাশয় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় ও কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির অদর্শন বিশেষ অনুভূত হইতেছে এবং পরমহংস গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মরণার্থে শাস্ত্রশিক্ষার জন্য একটী চতুষ্পাঠী হইলে বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলির শিক্ষা-বিস্তার হইয়া জগতে বিশেষ মঙ্গল সাধক করিবে এবং সেই কার্য্য যাহাতে অতি সত্বরে হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি এ মহাশয় সভা-স্থলে প্রকাশ করেন যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নামহট্টের কার্য্য সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষ ভাবে হইতেছে, এবং ঐ নাম-হট্টের প্রচার দেশ দেশে যাহাতে হয় তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা বিশেষভাবে হওয়া কর্ত্তব্য। পরিশেষে কবিকুমুদকলানিধি পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ মনোমুগ্ধকর বাক্যাবলীর দ্বারা প্রকাশ করেন যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়াছেন এবং মায়াপুরে মায়াতীত ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মায়াবদ্ধ জীবের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সেই মায়াপুর উদ্ধার

করিয়া ধন্য হইয়াছেন। যতদিন মায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি সেবা থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে, কারণ তিনি লোকান্তরে গিয়াছেন এবং সেই লোকান্তর ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে লোকের অন্তর মাত্র। লোকের অন্তরে থাকিয়া তিনি এখনো জগতের হিত সাধন করিবেন। তাঁহার অনুগত ভক্তিভৃঙ্গমহাশয় এবং মন্মথ নাথ ও লোকান্তরে গিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহার সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য প্রভৃতি পরিজনগণের দ্বারা একণে যে মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্তের পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত মহোদয়গণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

কৃত্বা কাঞ্চনশৈলসোদররুচিং মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং
বিশ্বগ, বিশ্বহিতায় বিশ্বপতিনা নিস্বৈকনিস্তারিণা।
নানাশাস্ত্রসমুদ্রসারপরমপ্রেমামৃতস্রোতসা
সানন্দং নিরমায়ি নীরসকুশো দেশো নদীমাতৃকঃ॥

সভাপতি মহাশয় বলেন যে শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত শ্রীবাসঅঙ্গনটীর উন্নতিকল্পে তাহার স্বীয় চেষ্টায় যতদূর করিতে পারিয়াছেন তাহা করিয়াছেন কিন্তু তাহার অনেক উন্নতির একণে আবশ্যক আছে। অতএব তাঁহাকে ভক্তগণ সকলে মিলিয়া সহায়তা করিলে তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে ও ঐ অঙ্গনটির উন্নতি সাধন করা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া ৮॥০ ঘটীকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কার্য্য সমিতির অধিবেশন।

বিগত ৬ই চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯ শে মার্চ্চ ১৯১৬ খৃঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯ ২৯ গোবিন্দ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় শ্রীমায়া-

পুরে শ্রীমন্দিরে কার্য্যসমিতির একটী অধিবেশন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্ত সুহৃদ, পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত শৈলজাপ্রসাদ দত্ত, এল, এম, ই শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বনমালি দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন ভগবদ্ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কার্য্য সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হউক্। ঐ প্রস্তাবে শ্রীযুক্তবরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভার সভ্য পদে গ্রহণ করা হইল।

১। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী ভক্তিচকোর, ৭নং নীলমণি দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা

২। " প্রভাস চন্দ্র দত্ত, এল, এম, ই কোহিমা, শ্রীহট্ট।

৩। " কুমুদ কান্ত ভৌমিক, হাঁসপাতাল কোয়াটার, জলপাইগুড়ি।

৪। " ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র, ৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

৫। " সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা।

৬। " হরিদাস নন্দী ৫০।৫।৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৭। " পুলিন বিহারি মিত্র, ১৩নং হরলাল দাসের লেন, কলিকাতা।

৮। শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ, ৯নং নিউ বৌবাজার লেন কলিকাতা।
৯। " অম্বুজাক্ষ সরকার এম এ বি এল উকীল পুরুলিয়া
১০। " রাইমোহন রায় চৌধুরী ১০।১নং হরলাল দাসের লেন যোড়াবাগান, কলিকাতা।
১১। " তারিণীচরণ সমাজদার বিনোদনগর,কাশিনগর পোঃ, যশোহর।
১২। " হরিদাস চক্রবর্ত্তী, খুরুট, হাবড়া।
১৩। " গোপাল লাল চক্রবর্ত্তী ৭নং নীলমণি দত্ত লেন কলিকাতা।
১৪। " গৌর লাল চক্রবর্ত্তী ৭নং নীলমণি দত্ত লেন কলিকাতা।
১৫। " দুলাল চাঁদ মুখোপাধ্যায়, ৩১নং ফিয়ার লেন কলিকাতা।
১৬। " অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু ৩১ নং চাউল পটীরোড্ ভবানীপুর।

৩। বিগত বর্ষের অধিবেশনে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের স্থলে অনারেবল রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় সভার কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে না করিতেই পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ পদ অপূর্ণ থাকায় শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোষের অধ্যক্ষতায় তাঁহার নিজ জন ব্যতীত অন্য কাহারো অধিকার নাই এবং ঐ কার্য্যের ভার তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত বি এল মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হউক। ঐ প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুমোদন করিলে সকলে একবাক্যে তাঁহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া সভার কোষাধ্যক্ষের পদে মনোনীত করিলেন।

৪। শ্রীযুত বনমালি দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত শৈলজাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আর একজন সভার সহকারী সম্পাদকের আবশ্যক এবং ঐ পদে গৌরভক্ত শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয় মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়, আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য একটী প্রতিনিধি সমিতির আবশ্যকতা দেখাইয়া প্রস্তাব করেন যে ঐরূপ সমিতি একটী গঠিত হউক এবং ঐ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের সভার পক্ষ হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং দাতাগণ তাঁহাদিগের হস্তে নিঃসঙ্কোচে সভায় প্রদান করিবার জন্য অর্থ দিবেন। ঐ প্রস্তাবে নকুলেশ্বর রায় মহাশয় অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাবটী গৃহীত হয় ও স্থির হয় যে বর্ত্তমানে ঐ সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন।

১। শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ ১৩ নং হরলাল দাসের লেন যোড়াবাগান কলিকাতা।

২। " সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, ১৫ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। " সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ সাউরী, জেলা মেদিনীপুর

৪। " বনমালি দাস ভক্তানন্দ দৌলতপুর খুলনা।

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে চৌবেড়িয়া স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু বি, এ ও শ্রীযুক্ত বনমালি দাস মহোদয়দ্বয় ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, অতএব প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তিপ্রদীপ ও শেষোল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তানন্দ নামে ভূষিত হইবেন।

৭। শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সদনুষ্ঠানের জন্য সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কার্য্যে আগ্রহ প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্ত সুহৃদ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভায় সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় রত থাকায় শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারে যত্ন করায় শ্রীযুক্ত যদুগোপাল তত্ত্বরত্ন মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধুপ্রশংসাবাদ পাইলেন।

৪। বৈষ্ণব সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করায় শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

ঝাড়খণ্ড ও ঝাড়খণ্ড পথ।

সজ্জন তোষণীর অষ্টম সংখ্যায় ঝারিখণ্ড পথ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। মহাপ্রভুর পদরেণু সংস্পর্শে যে পথ পবিত্র ও মহিমান্বিত হইয়াছিল সেই ঝারিখণ্ড পথ কোন দিক দিয়া গিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য সকলেরই মনে স্বতঃই ঔৎসক্যের উদয় হয়। আমি ও অনেক দিন হইতে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে সেই পথের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনামাত্র থাকায় সে কার্য্য অতিশয় দুষ্কর বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। তবে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ-বক্তব্য আছে। মহানুভব লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়িখণ্ড অর্থে বন্যপ্রদেশ বুঝায়। ইহা ছাড়া ভৌগলিক সীমাবিশিষ্ট কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ ঝাড়িখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই ইহা ঠিক নহে। ঝাড়খণ্ড অর্থে বন্যপ্রদেশ সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন সন্দেহ নাই! কিন্তু প্রাচীন কালে ঝাড়িখণ্ড যে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রাদেশিক নাম ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥

পড়িলে স্বতঃই মনে হয় যে ঝাড়িখণ্ড পদটি নির্ব্বিশেষে বন্যস্থান না বুঝাইয়া একটি প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক নাম স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বীরভূম ও পঞ্চকোট হইতে মধ্যপ্রদেশের রতনপুর এবং দক্ষিণ বিহারের রোটাসগড় হইতে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগকে আকবর নামায় ঝাড়খণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে*। ১৮০৫সালের ১৮শ রেগুলেশন অনুসারে বর্ত্তমান মানভূম, সিংহভূম এবং বাঁকুড়া, বীরভূম ও হাজারিবাগের কতকাংশ লইয়া জঙ্গল মহল নামে একটী স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি হয়। তৎপূর্ব্বে ঐ সকল ভূভাগকে সরকারী কাগজ পত্রে সর্ব্বদা ঝাড়খণ্ড নামে উল্লেখ করা হইত। বাহুল্য ভয়ে তাহার অধিক উদাহরণ না দিয়া এস্থলে কেবলমাত্র দুইটী উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বীরভূমের মুসলমান রাজবংশ আরম্ভ হয়। ঝাড়খণ্ডের অসভ্য অধিবাসীগণের অত্যাচার নিবারণ জন্য জাফর খাঁ আসাউল্লা পাঠানকে বীরভূম জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে বর্ণিত আছে †। বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০৭—০৮ সালে অধীনস্থ জমিদারগণের স্বাধীনতা

*Imperial Gazetteer of India
(Provincial series) Bengal vol. II. P. 378

‡"The zamindary was originally conferred on Asaddulla for the political purpose of guarding the frontiers on the west against the incursions of the barbarous Hindus of Jharkand (Chhotá or chutia Nagpur)"

J Grant's Analysis of Finances of Bengal, dated April 1786, published in the Fifth Report of the Select committee on the Affairs of the East India Company.

হ্রাস করিয়া শাসন বিধির সংস্কার করেন, তখন বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজার স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিষ্ণুপুর রাজার সম্বন্ধে ঐরূপ না করিবার কারণ Stewarts' History of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে "he owed his security to the nature of his territory which was full of woods and adjoined the mountains of Jharkand whither, upon any invasion, he retired to places inaccessible to his pursuers and harassed them severely in their retreat" অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের রাজাকে আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটস্থ ঝাড়খণ্ডের দুর্গম পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে আক্রমণকারীদিগকে যথেষ্ট নাজেহাল করিতেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর উভয় রাজ্যই ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সীমা সংলগ্ন ছিল।

অন্যান্য শাস্ত্রেও ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ আছে। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে পীঠাদি ক্রমে শিবশতস্তোত্রে লিখিত আছে যে—

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥

বক্রেশ্বর বর্ত্তমান শিউড়ির নিকটবর্ত্তী। বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর ও ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। ঝাড়খণ্ড যে বীরভূমি ও রাঢ়ের ন্যায় একটি প্রদেশের নাম তাহা উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা বেশ বোঝা যাইতেছে।

যে যে স্থান দিয়া ঝারিখণ্ড পথ বিস্তৃত ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা প্রণিধান করিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের সমভি-

আচার্য্যে গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থপ্রচার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থরাজি লইয়া আসিবার সময় বনপথ দিয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে পথিমধ্যে গ্রন্থরাজি অপহৃত হয়। বৃন্দাবন হইতে রাজপথে কিছুদুর আসিয়া মহাপ্রভু বনপথে গমনাগমন করিতেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহারা রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনপথে প্রবেশ করেন। বনপথে দুই এক দিন কখন কখন তাহা অপেক্ষা অধিক দিন, লোকালয় দেখিতে পাইতেন না। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিলেন।

যথা প্রেম বিলাসে।

পঞ্চকোট বামে রাখি গ্রাম রঘুনাথপুর।
নিজ দেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥
মালিয়াড়া গ্রামে ভূমিক একজন।
স্বচ্ছন্দে রহিল তথা আনন্দিত মন॥

ইত্যাদি ১৩ শ বিলাস

গোপালপুরের নিকট মালিয়াড়া গ্রামে এক ভূমিকের বাড়ীতে রজনী বাস করিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের প্রেরিত সশস্ত্র দস্যুগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্রন্থরাজিপূর্ণ সিন্দুক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ঠাকুর মহাশয়কে ও শ্যামানন্দকে খেতুরিতে পাঠাইয়া দিয়া আচার্য্য প্রভু গ্রন্থের সন্ধানে নিকটস্থ বিষ্ণুপুরে গমন করেন এবং তথায় অপহৃত গ্রন্থরাজি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এইসকল বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। তাহাহইতেও ঝারিখণ্ড পথ নির্দ্দেশের কতক সাহায্য হইতে পারে। পঞ্চকোট বা পাচেট এবং রঘুনাথপুর বর্ত্তমান মানভূম জেলার অন্তর্গত। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আসিলে এবং পঞ্চকোট পাহাড় বামে রহিলে সেই পথ পঞ্চকোট ও

মধুনাথপুরের মধ্য দিয়া যায়। মালিয়াড়া গ্রাম বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। সেখান হইতে কিছুদূর গেলে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমা পাওয়া যাইত। রাজধানী বিষ্ণুপুরও মালিয়াড়া হইতে ১৫।২০ মাইলের বেশী নহে। বনপথ যে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যে দিয়া গিয়াছিল উক্ত বিবরণ পাঠে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। বর্ত্তমান সময়ে বিহার হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইবার যে সরকারী পাকারাস্তা আছে তাহা হাজারিবাগ মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা দিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছে। এই পথ এখনও অরণ্য ও গিরিসঙ্কুল, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে তাহা চরিতামৃতের বর্ণনানুযায়ী ছিল তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

আমার এই প্রবন্ধ উক্ত লেখক মহাশয়ের ঝারিখণ্ড পথ নামক প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ নহে। ভক্তপ্রবর লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করার ধৃষ্টতা আমি কল্পনা করিতে পারি না। ইহা তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে মনে করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি

গৌরপদাশ্রিত

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার (এম্ এ বি এল)

পুরুলিয়া।

সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্।

দ্বাদশ সর্গঃ—রাসবিলাসঃ।

তত্তদ্বিচিত্র রতিকেলিভিরুল্লসন্তী
স্নিগ্ধা কদাচিদিতি কান্তমুবাচ রাধা।

আকুষ্য বেণুবিরুতৈর্ব্রজভূমি গৌরীঃ
তত্যাসকো বিচরন্ প্রিয়াস গোষ্ঠ্যাং ॥ ১ ॥
অথ গায়তি মাধবে ভুজং দয়িতাং যে বিনিধায় বেণুনা,
পরমাদ্ভুতদর্শনোচ্ছলৎ কুতুকেন প্রিয়মাহ রাধিকা ॥ ২ ॥

ললিত রাগেন গীয়তে ।

ন বহতি সরিদপি সহজজবেন ।
স্থগতি শশী দিবি নিজবিভবেন ॥ ১ ॥
প্রিয় গান রমে তব বেণুনা ॥ ধ্রু ॥
দ্রবময় বপুরিহ ধৃতমপলেন ।
জনয়তি বিস্ময়মতিকঠিনেন ॥ ২ ॥

সকল ভুবনমিদমমৃত সরেণ । ভবতি ভবিতমিব মধুর তরেণ ॥ ৩ ॥
তব পদসরসিজ কৃতভবনেন । চলতি গৃহং ন হি যুবতিজনেন ॥ ৪ ॥
ধৃততৃণকবলমুকুলনয়নেন । লসতি বনং তব সুরভিগণেন ॥ ৫ ॥
বিসৃজতি কলকলমতুল রসেন । প্রমদখগাবলি রণমলসেন ॥ ৬ ॥
স্থিরচরমিহ ভবতি চ কলনেন । পরমসুখামৃত হৃদি মিলনেন ॥ ৭ ॥
পরপদরত মুনি বসুতপনেন । ভবতি কৃতী তব পদনয়নেন ॥ ৮ ॥
মুদিত সরস্বতী গীতসুখেন । বিগত মহিম্নি হরে স্বসুখেন ॥ ৯ ॥

অন্যোন্যাবদ্ধহস্তৈরধিকৃতবলয়ৈর্গোপবালাকদম্বৈঃ
কালিন্দীয়ে বিরাজৎসুবিপুলপুলিনে মন্দসদ্গন্ধবাহে ।
একৈকস্যাঃ য একোপ্যতিচতুরতয়া কণ্ঠসংশ্লিষ্ট বাহু-
র্মধ্যে মুগ্ধঃ স রাধা রতিরভসপরস্তত্র রাসে ননর্ত্ত ॥ ১০ ॥

একা গোপী রাধিকা সখ্য হীনা ভদ্রা রুদ্ধা তৎক্ষণো জৃম্ভিতাব্ধিঃ ।
সিদ্ধা রাধামাধবধ্যানযোগাদ্ রাসে লগ্নৌ নির্গতাবৈব হৃচে ॥ ১১ ॥

তচ্চ বসন্তরাগেণ গীয়তে।

বাদয়তে যদি বেণুমুদারং। গলিতমধুররব রণবর রসসারং ॥ ১ ॥
নৃত্যতি হরিরিহ মোহনরাসে। রসিকযুবতিততি রচিত বিলাসে ॥
দর্শয়তে বহু হস্তকভেদং। চলতি ললিতগতিচিত্রমথেদং ॥ ২ ॥
মধ্যবিলম্বিত দ্রুতপদচালং। কলয়তি গীতপদোচিত তালং ॥ ৩ ॥
মরুবধিতপট্টবলয়কটীরং। ভ্রময়তি নবঘনশ্যামশরীরং ॥ ৪ ॥
সহ নর্ত্তক রাধামুখবিম্বং। চুম্বতি চারু রচিত পরিরম্ভং ॥ ৫ ॥
ললিতার্পিত তাম্বূল খপূরং। রসয়তি বিহিতপ্রিয়াসুখপূরং ॥ ৬ ॥
গীতবিচিত্রকলাগতপারং। কিমপি প্রশংসতি বরতনুবারং ॥ ৭ ॥
মধুরসরম্বতি গীতমুদারং। গণয় রসিকজন হরিরসসারং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

কৃত্বা কঞ্চুকমৌক্তিকং খরনখৈঃ কস্যাশ্চিদুচ্চস্তনং
চুম্বন্ কামপি সংজপন্নপি পরাং নীবীং পরস্যাহরন্।
নীত্বৈকামপি মণ্ডলাদ্বহিরহো তন্বন্ বিচিত্রা রতিং
রাধা সৌরত উন্মদো বিজয়তে রাসে বসন্ শ্রীহরিঃ ॥ ৯ ॥
ততঃ স্মেরমুখৌ রাধামাধবাবতিবীক্ষ্যতা।
প্রবিশ্য মণ্ডলে তস্মিন্ সহসা মজ্জতাং রমে ॥ ১০ ॥
ধ্যাপুনং কূরুযন্মহাধ্বরসরিৎ স্রোতাং পুনস্তম্ভয়ন্
নাভীরী দধিমন্থনং বিকলয়ন্ গ্রীবাবলীং দ্রাবয়ন্।
সিঞ্চন্ প্রেমরসৈর্দিশঃ কুলবধূনীবীশ্চ বিস্রংসয়ন্
গোবিন্দস্য কবীন্দ্রবিস্ময়করো বংশীরবঃ পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি সঙ্গীতমাধবে রাসবিলাসো নাম দ্বাদশ সর্গঃ।

ত্রয়োদশ সর্গঃ।—বিধুর মাধবঃ।

তাদৃঙ্ নর্ত্তনগানমত্তযুবতিসম্মণ্ডলান্মাধবো
নিষ্ক্রান্তঃ সহ কান্তয়া দ্রুতপদং দুর্গং প্রবিশ্যে বনং।
রাধায়াঃ কৃপয়াতমুগ্ধদয়িতা কাচিন্মদাসীত্তয়োঃ
কিঞ্চিদ্দূরত বাববীক্ষ্য ললিতং ধন্যানি লীলান্বগাৎ॥ ১
আসীনৌ ক্বচ কুত্রচিচ্চ শয়িতৌ কুত্রাপি পুষ্যোচ্চয়ং
ছিন্দানৌ স্মরতোৎসবায় রুচিরং কুঞ্জং প্রবিষ্টৌ ক্বচিৎ।
অন্যোন্যাং সবলম্বুজৌ সহসিতৌ যন্তৌ কচিল্লীলয়া
শ্রীরাধা-মধুসূদনৌ রসনিধি মা কাপি ধন্যান্বগাৎ॥ ২॥
তত্র ক্ষণং কাতরগণে বিলীন প্রিয়াণি রাধা চরিতানি শৃণ্বন্।
যদা হরির্মানিত লোচনোভূৎ তদৈব রাধা কৃত কান্ত রোধাৎ॥ ৩।
অথোত্থিতায়াং ললিতং হসন্তং লতান্তরে মাধবজীবিতায়াং।
নিমেষ-মাত্রং কলয়ন্ননন্তং। কল্যং হরির্ব্যাকুল এবমুচে॥ ৪॥

দেশবরাড়ী রাগেণ গীয়তে।

তব তরলিত কুণ্ডলং বিধুত বিধুত মণ্ডলং চারুমুখমমৃতনিধিহারং।
স্মরতি মম মানসং কিমপি রতিলালসং স্যন্দিমৃদুহসিতমধুধারং॥ ১॥
প্রিয়ে কাপি রাধে দেহি ময়ি কিমপি শুভদৃষ্টিং।
তব নিমেষকৌতুকে কিরতি ময়ি দারুণো বিষম শর স্ত শরবৃষ্টিং॥ ধ্রু
স্ফুরতি তব লোচনং কমলমদ মোচনং প্রেমরসলহরী কৃত দোলং।
কলিত নবকুন্তলং চলদলকশংকুলং ভাতি মম তদপি সুকপোলং। ২।
দেহি তব দর্শনং রক্ষ মম জীবনং
চন্দ্রমুখি কলয় নিজ দাসং।

যদি মুহুর কাতরে   প্রকৃতি মৃদুলান্তরে
কলয়পি কতি মু পরিহাসং ॥ ৩ ॥
ক্ষণবিরহ দুঃখতো   মম ভবতি বিক্ষতো
ধৈর্য্য স্থিরি বতমু জয়কেতো ।
নবকনক চম্পক   প্রকর রুচিকম্পক
শ্রীলতমু সকল সুখহেতো ॥ ৪ ॥
মিনতি কঠিনায়সে   ময়ি পরম সাহসে
পীনঘনকঠিন কুচভারে ।
বিধৃণু হসনাননং   দীপ্তনবকাননং
কঞ্চুতট মুলিন হারে ॥ ৫ ॥
মম মনপি ন পরা   ভবতু গুণতৎপরা
কির বর বিততি রূপগীতা ।
ক্ষণসর মন্দত্রয়ে   হৃদয় গতি বিভ্রয়ে
তত্র কিমসুভব বিপরীতা ॥ ৬ ॥
কলয় বর চন্দ্র   কিমুয় করুণাবহে
ভুবা সনমিত্র ভবসাক্ষী ।
ত্যজতি বত জীবনং   হরিরতুল যৌবনং
নাত্র যদি মিলতি হরিণাক্ষী ॥ ৭ ॥
ইতি বদতি রাধিকা   মধুপতিরস্যাধিকা
প্রাদুর্ভবদতি মধুলীলা ॥
বেত্তি ন সরস্বতি   কিমপি পরস্তুতো
বুদ্ধিরিহ ভবতি সুলীলা ॥ ৮ ॥

যদ্বিক্ষে তু ময়ি ক্ষণাপি কৃপয়া যোহয়ং নিজাক্ষে কৃতো
আগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিষু স্থিরতো জানাতি যে নো পদ্মং ।

সোঽয়ং স্থূলাজিকর্কশহৃদি সুখাজিত্ব পদ্মেরুহো
লোকানাঞ্চ নিমেষয়োঃ ক্ষণমপি ক্ষেমায়পক্ষ্মান্বিতং ॥ ৮ ॥
যস্যৈবর্হিণকাদিমৃগামনসং যস্যাপূর্নীয়ং প্রিয়া
কৃষ্ণো যেন বিঘূর্ণিতা প্রিয়গণা যান্তি মত্তা ইব।
সর্বৈশ্বর্য্যশ্রমন্ সুখং চ সকলং ত্যক্ত্বা ভবন্তিক্ষুকো
রাধামাধবয়োস্তদদ্ভুতরস প্রেমাচিরং পাতু বঃ ॥ ১ ॥

ইতি সঙ্গীতমাধবে বিধুরমাধবো নাম ত্রয়োদশ সর্গঃ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গঃ।—রাধামাধব-বিলাসঃ।

অথ বিরহ বিহস্তাসখ্য উদ্বীক্ষ্য ভূয়ঃ পরমদয়িত রাধামাধবং কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ।
তর্দ্ধিতকরুণ-ধামাত্যন্তমানন্দকন্দং রসময়মুপলভ্য প্রেমমগ্না বভূবুঃ ॥ ১ ॥

কাশ্চিন্মৌক্তিকমালাকজ্জলবরালঙ্গীকাশ্মীরজা
নেপালক্রমকঞ্চুকৈঃ প্রিয়তমাং রাধাং সদা মণ্ডয়ন্।
গুঞ্জাহারাবতংসপিচ্ছমকুটস্রগ্ গন্ধপীতাম্বরৈ-
রন্যাঃ সংধু হরিং প্রসাধ্য দয়িতো সন্তোষয়াংচক্রিরে ॥ ২ ॥

এবং নিকুঞ্জনিলয়ে মৃদুলং তদানীমাস্তীর্য্য পুষ্পমথ তত্র হরৌ নিবিষ্টে।
প্রাণেশ্বরীং সমুপনেতুং চ তস্য পার্শ্বে যাতাবর্তিমুমুদিরে প্রিয়য়োর্বিলাসৈঃ ॥৩॥

রাধাগোবিন্দনির্দ্দিষ্টয়াানন্দাব্ধিমগ্নধীঃ।
সখ্যোকাকথয়ন্নোন্মাদন্যাভ্যো ভারতীং বরাং ॥ ৪ ॥

বিভাষ রাগেণ গীয়তে।

করমবলম্ব্য সখী নিবহে বিনিবেশ্য লতাগৃহকোটরে।
নবসঙ্গমভয় হ্রীবেষ্টিতা বহিরপি যাতে প্রিয়ে পিচরে ॥ ১ ॥

নিমমজ্জ নীরসসাগরে ক্রীড়তি ব্রজনবনাগরে ॥ ধ্রু ॥

পৃচ্ছতী কিমপি কিমপি কৃত মোলাং তদ্বচনামৃতলালসে।

নয়তি বনাদিব তন্মনমন্মথ কেলিকলাকুলমানসে ॥ ২ ॥

নবকঞ্চুকমবমুচ্য পৃথুস্তনকৃতথরনথশিথরাংকুলে।

শিষ্যতি গাঢ়তরং স্মরতরলীত রবকৃত বর কঙ্কনে ॥ ৩ ॥

পিবতি তদাধররসামৃতমথবাহোবিধ কৃত চুম্বনে ।

নীবিনিহিতকর আকুলদয়িতবিহিত হিত্যবলম্বনে ॥ ৪ ॥

মত্তকরীন্দ্র তুমুলরতিসঙ্গর রতিসঙ্গরচিতমহাদ্ভুতবিক্রমে।

থিদ্যতি মালতি প্রাণসমোরসি শিশির ভাবকৃতবিশ্রমে ॥ ৫ ॥

রতিরসমত্তমনোহরনাগরীকামকলাকৃততোষণে।

বিকসিত কমল কলিন্দ সুতাপ্লুত মন্দপবনরসপোষণে ॥ ৬ ॥

স্রস্তে শিথণ্ডমুকুটপরিথণ্ডিতমন্থে মৃঙ্গিত তব চিত্রকে।

তামপি ভূষয়তি প্রণয়েন সুবিরচিত কুঙ্কুম পত্রকে ॥ ৭ ॥

রাধা পদরতি মুগ্ধ সরস্বতি ভাবিত হরিরস বৈভবে।

কৃষ্ণ হৃদয়ং পরভাবং বিভাবিতমাপতনিগম কৈতবং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

ন স্বাদেয়ন্মতিরপি সকৃদৈব সর্ব্বার্থসারো

দারা রাধা মধুপতিপদাম্ভোজমাধ্বীকধারা।

যন্নেত্রাভ্যামপি ন কলিতা তন্মদানঙ্গথেলা

কুঞ্জে কুঞ্জে হতমিহ তজ্জীবিত ত্বাং ধিগস্তু ॥ ৯ ॥

তত্ত্বমিচ্ছতি চেন্মুগ্ধে রসসিন্ধুবগাহনং।

মহাপ্রেমোৎসবেনৈব ভজ রাধা-পদাম্বুজং ॥ ১০ ॥

সর্ব্বে প্রেমরসামৃতৈঃ সুঘটিতা নূনং ব্রজস্ত্রীঘটা

সা যচ্ছ্রীচরণে স্ফুরন্নথমণি জ্যোতীঃ কলাংশাংশকা

যদ্ গোবিন্দভুজান্তরে রতিকলারঙ্গেণ দোলায়িতং
তদ্বস্তু শ্রুতীমস্তকৈব কলিতং রাধাভিধং পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধা-বিলাসো নাম চতুর্দ্দশ সর্গঃ।

শ্রীভাগবত মণিমালা।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৭।৫।২৫ ॥

নিখিল বেদ পুরাণ আগমে
যাহাকে উদ্দেশ করে।
সে গোবিন্দ ভক্তি অনায়াসে সবে
এ জড় সংসার তরে ॥
যে সব জীবের বিপরীত চিতে
বিষ্ণুনিষ্ঠা নাহি জাগে।
যেবন ধরম সে সব জীবের
দূষিত হৃদয় ত্যাগে ॥

বিমল সেই কোমল ভকতি
            সমল করিয়া মানে।
(বলে) শাস্ত্র মাঝারে নাহি দেখি মোরা
            ভকতির পরমাণে॥

    ধন জন আদি বিষয় বাসনা,
    জ্ঞান কর্ম্ম আদি কল্পিত কামনা,
এ সব ত্যজিয়া যেই মহাজন
            ভকতি রসেতে রত।
তাঁহার অমল চরণ পদ্মে
            হব মোরা অনুগত॥

অগাধ শাস্ত্র বেদাদি পড়িয়া
            যদি কেহ কৃষ্ণ জানে।
(কিন্তু) কৃষ্ণ না পাইলে কভু নাহি পায়
            সে চরণ রস গানে॥

বিষয়ী জনের জড় নিষ্ঠ চিতে
            কৃষ্ণ সেবা নাহি হয়।
শুধু জ্ঞান লাভে এ জড় সংসার
            কভু না হইবে ক্ষয়॥

শুদ্ধ হরিজন বড় কৃপাময়
            তাঁহার চরণ ধূলি।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানি শিরোভূষা রূপে
            যে জন না লয় তুলি॥

জড়নাশকারী উরুক্রম পদ
কদাপি সে নাহি পায়।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কথায় কথায়
তার দিন বয়ে যায়॥

দাস শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রকটোৎসব ও নাম।

বসন্ত সমীরণ অবিরল সন্ সন্ করিয়া যেন হরি হরি শব্দে নাম গান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, বৃক্ষরাজি এই সুমধুর হরিনাম গান শ্রবণ করিয়া যেন পত্রবিধূননে সেই তানে তান মিশাইয়া হরি হরি বলিয়া গান করিতেছে এবং সর্ব্বতাপহারি হরিনামের বাতাস তাহাদের অঙ্গে লাগিবা মাত্রই যেন বাসনারূপ পত্রাবলী খসিয়া পড়িতেছে ও নাম রসে আপ্লুত হইয়া আবার মনোহর নূতন পল্লবরাজিতে সুশোভিত হইতেছে এবং নবানুরাগে প্রেমফুল ফুটিতেছে। সেই ফুলের সৌরভ সমীরণ আনন্দের সহিত বহন করিয়া স্থাবর জঙ্গম সকলকেই আনন্দিত করিতেছে। আহা কি বিশ্বময় হরিনাম গান! স্রোতস্বিনীর কল্লোলে পশুপক্ষীর ডাকে সর্ব্বত্রই যেন এই পীযূষপূর্ণ হরিনাম গীত হইতেছে। সকলেই যেন নামে প্রেমে নৃত্য করিতেছে।

নামের বাতাসে সকলই নির্ম্মল হইল, হৃদয় আকাশের মোহ-মেঘ দূর হইল, প্রেম-চন্দ্র তাহার সখিরূপ তারকাপুঞ্জের সহিত পূর্ণভাবে উদয় হইল। তখন হিংসা দ্বেষ 'প্রভৃতি' রিপুগণ সকলেই নিজ নিজ ক্রূর

স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিল। ভক্ষ্য ভক্ষকে শত্রু মিত্রে আর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব রহিল না।

নামের এমনি স্বভাব, প্রেমের এমনি মহিমা, কাহারও পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা হয় না। প্রেম ভক্তকে নাচাইয়া কৃষ্ণকে নাচাইয়া আপনি নাচিয়া তিনে একত্র হইয়া বাস করে। সকলই একতানে একমনে গাইতে লাগিল "চাহিনা দেখিতে পৃথক থাকিতে আপন বলিতে জীবনে॥ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া চন্দ্র ও রাহু পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নাচিতে লাগিল। তাই বুঝি এ চন্দ্র গ্রহণ।

হরিনামে পৃথিবী প্রেমময় হইল। প্রেমের প্রভাবে মহাভাবের আবির্ভাব হইল। প্রেম বিলাসবিবর্ত্তে একীভূত রসরাজ ও মহাভাব গৌরাঙ্গরূপে শ্রীমায়াপুরে শচীমাতার উৎসঙ্গে উদয় হইলেন।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ চৈঃ চঃ।

রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—

পহিলে দেখিনু তোমায় সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা॥
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥

তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

প্রেমের অবতার পরমকরুণ মহাপ্রভু জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিমোচন ও শ্রেয়ো লাভে কৃতার্থ করিতে নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়া নামে প্রেমে জগৎ ভাসাইলেন। অনর্পিত প্রেমভক্তি আচণ্ডালে যাচিয়া দিলেন।

ভক্তিলতিকার বীজ স্বরূপ কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইয়া মাত্রই প্রেমের সঞ্চার হয়—ভক্তির লক্ষণ স্বেদ কম্প বৈবর্ণাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

"এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব্ব পাপক্ষয়॥
দীক্ষা বিধি পুরশ্চর্য্যা অপেক্ষা নাহি করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে করে প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥"

কিন্তু এমন কৃষ্ণনাম ও আমার ন্যায় অনন্ত বাসনা পঙ্কিল অপরাধী প্রাকৃত হৃদয়ে তাদৃশ আশু ফলপ্রদ হয়-না।

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার,
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর,
কৃষ্ণনাম বীজ তথা না হয় অঙ্কুর॥"

কৃষ্ণনাম অপরাধ বিচার করে, কৃষ্ণ বলিতে অপরাধী হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় না, কিন্তু স্বভাব বহির্ম্মুখ কলিগ্রস্ত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই প্রপঞ্চে উদিত চিন্ময় শ্রীধামমায়াপুরে মহাপ্রভুর এই প্রকট লীলা। তিনি সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার—দয়ালু শিরোমণি, মহাদাতা, এই প্রেম অবতারে তিনি অপ্রাকৃত ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়া অপরাধ নিরপরাধ, উত্তম, অধম কোন বিচারই করেন নাই অকাতরে সকলের হৃদয়েই মাধুর্য্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার,
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

যদি কোন মহাপামর ও শরণাগত ভাবে অকপটে একবার মাত্র অপ্রাকৃত শ্রীধামে থাকিয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অচিরে অনন্ত মাধুর্য্যের ভাণ্ডার প্রেম ভক্তি লাভের অধিকারী হয়।

"হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কাকথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥"

পতিতপাবন মহাপ্রভু কলিহতজীবকে সুদুর্লভ প্রেমভক্তি লাভের সহজ উপায় রস বিগ্রহ চিন্ময় নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত নামীর সহিত অভিন্ন নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি নিখিল জীব কুলের উদ্ধারের পন্থা করিয়াছেন যে সমস্ত জীব বাক্যকথনে অক্ষম তাহাদের কর্ণ কুহরে হরিনাম প্রবেশ করিলে কিম্বা নামের বাতাস তাহাদের অঙ্গে লাগিলেও তাহাদের পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তারে ভজে যেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
অতএব পুনঃ কহো ঊর্দ্ধ বাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ প্রেম। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে একবার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, সেই প্রেমে মত্ত হইয়াছে। স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লৌহ ও সোনা হয় কিন্তু লৌহ স্পর্শ মণি হইতে পারেনা। কিন্তু আমাদের এই গৌরাঙ্গমণির স্পর্শ হইলেই যে কোন ব্যক্তি ও স্পর্শমণি হইয়া পড়ে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আজিও বৈষ্ণবসমাজে দেদীপ্যমান।

আহা! এই নদীয়াচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, হৃদয়চন্দ্র, গৌরচন্দ্রকে কোথায় পাইব? যে সময় এই অপূর্ব্বচন্দ্র নদীয়াকাশে উদয় হইয়াছিলেন, সে

সময় জন্ম হইলে জীবন স্বার্থক হইত! কিন্তু সে ভাগ্য কই! এ কথা মনে উদয় হইতে হইতেই যেন কেহ অন্তরীক্ষ হইতে বলিয়া উঠিল, তোমার অঞ্চলের নিধি তোমার অঞ্চলেই বাঁধা আছে,—নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু, নামীর সর্ব্বশক্তি যে নামে বিরাজমান—এই নামকে স্পর্শ করিলেই ত প্রভুকে স্পর্শ করা হয়। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে এই ভুবন পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। অপ্রাকৃত নাম লইতে সকলেরই সমান অধিকার। পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান প্রভু যে কিছুই বিচার করেন নাই। গৌরচন্দ্রের উদয়ে আর জীবের ভয় কি।"

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল পাত্র নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃতধামে অবস্থিত হইয়া এক মাত্র নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার আর অন্য উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

খোল করতালে চিন্ময় নাম সংকীর্ত্তনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকটলীলা। খোল করতালের মধুর ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে জীব হৃদয়ের মায়াবরণ ভেদ করিয়া নামরূপেই মহাপ্রভু জীবের হৃদয় প্রাঙ্গণে আসিয়া বিরাজ করেন এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া জীব হৃদয়কে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া দেন।

অতএব এস ভাই আমরা এই শুভ অবসরে সকলে মিলিয়া গৌর হরি বলিয়া তাঁহার নাম গান করিয়া জীবন সার্থক করি।

সবে মিলে একই প্রাণে (গৌর) হরি বলে ডাক্‌রে ভাই।
গৌরা কেমন করে, থাকে দূরে, দেখ্‌বরে আজ দেখব্‌ তাই॥

প্রভো! আমাদের আর কিছুই প্রার্থনা নাই যেন তোমার শ্রীপাদ পদ্মে অহৈতুকী ভক্তিও মতি লাভে জীবন ধন্য হয় এবং তোমার নাম সংকীর্ত্তনে উদ্দীপ্ত রুচি সঞ্জাত হয়, দানজমে এই ভিক্ষা দেও॥

বৈষ্ণব দাস
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চাকলাদার।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ৪২৯

সম্প্রদায় বৈভব—প্রথম প্রশ্ন পত্র।

প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা। পূর্ণসংখ্যা শত। কাল ১৫ দণ্ড।

(১) নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রকট কালোল্লেখে জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করুন্।

১। নারায়ণী ২। গোদাদেবী ৩। জয়তীর্থ ৪। কুলশেখর ৫। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ৬। বিষ্ণুচিত্ত ৭। সনাতন গোস্বামী ৮। মালাধর বসু ৯। মাধব দাস চট্টোপাধ্যায় ১০। গোপাল গুরু ১১। সারঙ্গ দাস ১২। ভাগবতাচার্য্য ১৩। প্রদ্যুম্ন মিশ্র ১৪। জয়দেব ১৫। নরহরি তীর্থ ১৬। ঈশান ঠাকুর ১৭। গদাধর দাস ১৮। কমলাকর পিপ্পলাই ১৯। নন্দিনী ২০। তুকারাম।

(২) নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে?

১। বিরজা ২। শিয়ালী ৩। ঝারিখণ্ড ৪। কৃতমালা ৫। শৃঙ্গেরি ৬। শ্বেতদ্বীপ ৭। বিদ্যানগর ৮। পাণিহাটী ৯। বোধখানা ১০। ময়নাডাল ১১। আজিমগঞ্জ

১২। পাঠোলী ১৩। তিরুনারায়ণপুর ১৪। ভুবলোক ১৫। রাধাকান্ত মঠ ১৬। কুলিয়া ১৭। যাজিগ্রাম ১৮। রেমুণা ১৯। কুমারহট্ট ২০। শালিগ্রাম।

(৩ক) নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করুন্।

১। শ্রীরূপ গোস্বামী ২। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ৩। কবিকর্ণপুর ৪। নরহরি ঠাকুর ৫। গোপালভট্ট ৬। বিল্বমঙ্গল ৭। নরোত্তম ঠাকুর ৮। বল্লভভট্ট ৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১০। ভক্তিবিনোদ।

(৩খ) নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পরস্পর ভেদ ও বিশেষত্ব কি?

১। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ২। স্মার্ত্ত ও পরমার্থী ৩। সাধনভক্তি ও ভাবভক্তি ৪। তটস্থশক্তি ও বহিরঙ্গশক্তি ৫। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য ৬। কৃষ্ণ ও মায়া ৭। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ৮। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ ৯। কাম ও প্রেম ১০। গোস্বামী ও গৃহব্রত

(৪) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

১। শিবাল্লী ২। বড়্গলই ৩। রূপানুগ ৪। বৈষ্ণবের প্রায় ৫। আচার্য্য সন্তান ৬। আলবর্ ৭। মায়াবাদ ৮। রাগানুগা মার্গ ৯। গায়ত্রী ১০। সিদ্ধদেহ ১১। শ্রীসম্প্রদায় ১২। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ ১৩। রসাভাস ১৪। গ্রাম্যকবি ১৫। ইষ্টগোষ্ঠী ১৬। ত্রিযুগ ১৭। পুরশ্চরণ ১৮। পূর্ব্বাশ্রম ১৯। মণিমা ২০। ক্ষেত্রসন্ন্যাস।

(৫) নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখে সংখ্যাদ্বারা গণনা করুন্।

১। বলদেবের পঞ্চরূপ ২। কায়ব্যূহ চতুষ্টয় ৩। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ৪। জীবের পঞ্চাশৎগুণ ৫। চারি সম্প্রদায় ৬। উড়ুপীর অষ্ট মঠ ৭। রঙ্গনাথের সাতটী প্রাকার বা পথের প্রাচীন নাম ৮। দশনামী সন্ন্যাসী ৯। পুরুষাবতার ত্রয় ১০। চতুরাশ্রমের ষোড়শ বিভাগ। ১১। প্রপঞ্চ ১২। পঞ্চমুক্তিভেদ ১৩। বিপ্রলম্ভ চতুষ্টয় ১৪। নববিধ ভক্তি ১৫। দ্বাদশবন ১৬। ছয় চক্রবর্ত্তী ১৭। ছয় গোস্বামী ১৮। নবদ্বীপ ১৯। প্রভু স্থানে তিন রঘুনাথ ২০। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর।

সম্প্রদায় বৈভব—দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত। প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা। কাল চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

(১) সৎ সম্প্রদায়েই বিশ্বজনীন উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকের সঙ্কীর্ণতা।
(২) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত।
(৩) বর্ণাশ্রম ও ভক্তিধর্ম্ম।
(৪) কৌশল, মাদকদ্রব্য সেবন, কামপিপাসা, পশুবধ ও কাঞ্চনেই যাবতীয় অধর্ম্ম আবদ্ধ।

ভক্তি ও গীতা।

শ্রীপত্রিকায় পঞ্চম সংখ্যায় তোষণীর কথা শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই লিখিত হইয়াছে যে ভক্তি, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত বস্তু শুনিয়াই অনেক অভক্তসম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্ম্মে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। প্রকৃত পক্ষে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করার নিমিত্তই ঐরূপ ভিত্তিহীন জল্পনা রাশ সৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ বি এল বেদান্তরত্ন প্রণীত গীতায় ঈশ্বর বাদ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উক্ত প্রকার ভ্রান্ত মত সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীপত্রিকা ঐরূপ ভ্রান্তমত নিরাস কল্পে চিরদিনই যত্নবতী হইয়া অনেক প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ববোধে অদ্য পুনরায় সে বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উক্ত গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে পরবর্ত্তী কালে দেখা যায় যে, ভক্তিবাদীরা ভাবপ্রধান অন্ধ দশা ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও

ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন করিয়াছেন এবং জ্ঞানগন্ধ হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, উত্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যসংবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুভজনং ভক্তিরুত্তমা।

'অন্য কামনা শূন্য জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অসংবৃত, অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন, ইহাই পরমা ভক্তি।'

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায় যে জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
ইত্যাদি। গীতা ৭।১৫-১৬

"গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ভাবপ্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে।"   ইত্যাদি

---

* শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠটী অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই অশুদ্ধপাঠ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শুদ্ধ সটীকসংস্করণ না দেখিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে টীকাতে "অনুশীলন" পদের বিস্তৃত তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা দেখিয়া তৎস্থলে অনুভজন পদ ব্যবহার করিতেন না।

এইরূপে উক্ত গ্রন্থে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ভক্তির বিরোধ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্রহ্মযামলের উক্তি

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন

ভক্তিরৈকান্তিকী বেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥'

তিনি যে

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

এইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিয়াছেন তাহা সহজেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমাদের বুঝিবার দোষেই আমরা এরূপ অযথা বিরোধ ও অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া থাকি। তজ্জন্য এই বিষয়ে যুক্তিযুক্ত আলোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি।

প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য যে জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং এই বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা যদি জ্ঞান মাত্রই নিরাস করা হইয়া থাকে, তবে কি ভক্তি "জ্ঞান গন্ধ হীন" "অন্ধ" বিশ্বাস মাত্র? শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া গিয়াছেন যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভক্তি অন্ধবিশ্বাস নহে। শ্রীপাদ গোস্বামী উত্তমা ভক্তির উক্তরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই নারদ পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থলে ভক্তিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

১ম স্কন্ধ। ২য় অধ্যায়। ৬। ৭

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচিনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥

৪র্থ স্কন্ধ। ২৯ অধ্যায়। ৩৪

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

১১শ স্কন্ধ। ২য় অধ্যায়। ৪০

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভক্তিযোগ একেবারেই জ্ঞানগন্ধহীন নয়, পরন্তু ভক্তির আবির্ভাব ও উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বতই বৈরাগ্য ও জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং পদদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানমাত্রই নিবারিত হইলে শ্রীগোস্বামী পাদ নিরূপিত ভক্তিলক্ষণের সহিত শুধু গীতোক্ত লক্ষণের কেন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লক্ষণের ও বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান শব্দ দ্বারা কিরূপ জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক। উক্ত বিশেষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় লিখিয়াছেন জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়স্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মার্ত্তনিত্যনৈমিত্তিকাদি ন ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন বৈরাগ্যযোগসাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ ॥" এই মতই যে শ্রীপাদ গ্রন্থকারের অভিমত তাহা প্রথম লহরীর পঞ্চম

শ্লোক আলোচনা করিলে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। ভক্তিরসের অনধিকারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বীয় শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা করিতেছেন।

মীমাংসকবড়বাগ্নেঃ কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বাম্।
স্ফুরতু সনাতন সুচিরং তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ॥

মীমাংসকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত কর্ম্মকাণ্ডবাদী এবং জ্ঞানকাণ্ডবাদী। কর্ম্মকাণ্ডবাদী জৈমিনি মতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে কর্ম্মের অধীন করেন এবং জগতের মধ্যে কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডবাদী অদ্বৈতবৈদান্তিকেরা জ্ঞানকেই মুক্তির দ্বার বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং উঁহাদের মতে জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এই উভয় বাদীর নীরস রসনা ভক্তিরসাস্বাদনে অনধিকারিণী।

অতএব উক্ত ভক্তিলক্ষণে জ্ঞানমাত্রই নিষিদ্ধ হয় নাই। অদ্বৈতবাদীর মুক্তির উপায়ীভূত ভক্তির প্রতিযোগী শুষ্কজ্ঞানই ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তবাদে যে ভক্তির স্থান নাই তাহা শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থেই স্বীকার করিয়াছেন (১৬৯পৃ)। অদ্বৈতবাদীর শুষ্কজ্ঞান ভক্তির একান্ত বিরোধী। শুদ্ধা ভক্তি যে তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

শুদ্ধা ভক্তির এবম্প্রকার লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বথা অনুমোদিত। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং পদের টীকায় শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন।

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরং ঔপনিষদমিত্যর্থঃ এবং শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তদনুবর্ত্তী হইয়া বিস্তার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈর্ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ নম্ন তর্হি জ্ঞানান্মোক্ষ এব ভাবীতি তত্রাহ অহৈতুকং অন্যস্য হেতোর্বসতি ইতি যদ্ধেতুঃ

প্রয়োজনং তদত্র সাযুজ্যং তন্নার্হতীতি তেন ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যানুভব-ময়মেব জ্ঞানমায়াতম্।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির বিভাগ প্রকরণে শ্রীহরির মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম, প্রেমের একপ্রকার বিভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা ও প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানমাত্রই ভক্তিলক্ষণের বহির্গত নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিতও এবিষয়ে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই।

"ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ"

ইহাই যে গীতাশাস্ত্রের অর্থসংগ্রহ তাহার সহিত বৈষ্ণবের উদ্দিষ্ট ভক্তির বিরোধ কোথায়? যে গীতায় শ্রীভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের ভূয়সী উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন যাহাতে

ক্লেশোঽধিকরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্

বলিয়া নির্ব্বিশেষাবলম্বীগণের অপকর্ষতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার সহিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ভক্তিলক্ষণের বিরোধের সম্ভাবনা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

তবে গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রন্থোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের তেষাং জ্ঞানী ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ কি?

ইহাতে জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করায় কি শুদ্ধভক্তিমার্গাবলম্বীর নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে না? নিবিষ্টচিত্তে উক্ত শ্লোক গুলির একটু আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এবম্বিধ আশঙ্কা করিবার কোন পর্য্যাপ্ত হেতু নাই।

ষোড়শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভজনা করেন। তন্মধ্যে আর্ত্ত নিজ

দুঃখহানির প্রার্থনায়, অর্থার্থী ঐহিক ভোগার্থ প্রাপ্তির আশায় এবং জিজ্ঞাসু তত্ত্ববিদ্ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অথবা মোক্ষলাভেচ্ছায় ভজনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই সকাম, ফলানুসন্ধানযুক্ত। তজ্জন্য ইঁহাদের ভক্তি অন্যাভিলাষ দোষযুক্ততা হেতু উত্তমা ভক্তি নহে। জ্ঞানী কিন্তু সর্ব্ব প্রকার কামনা বিরহিত হইয়া তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন। ঐ তিন প্রকার সকাম সাধক ও নিষ্কাম জ্ঞানীর মধ্যে যে জ্ঞানীই বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবংপ্রকার নিত্যযুক্ত নিষ্কাম জ্ঞানীর ভক্তি শ্রীপাদ গোস্বামী কৃত উত্তমাভক্তির লক্ষণে সর্ব্বথা লক্ষিত; তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম তজ্জন্য তাহা অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং তাহা অদ্বৈত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আবৃত নহে, কারণ সেরূপ জ্ঞানে ভক্তির আবির্ভাব একেবারেই অসম্ভব। উক্ত গীতোক্ত শ্লোকসকলের সহিত যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোনরূপ বিরোধ নাই তাহা রসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২য়া লহরীর ১৪শ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহার সংক্ষেপে মর্ম্মানুবাদ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে" যে "চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা…ন ত্বহং তেষু তে ময়ি" বলিয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াগুণাস্পৃষ্টগুণতা প্রদর্শন করিলেন। প্রাকৃতজগতের সর্ব্ববস্তু সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া হইতে সঞ্জাত কিন্তু তিনি মায়াতীত, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সর্ব্বপদার্থ মায়াবশ তিনি কিন্তু মায়াধীশ। সর্ব্বপদার্থ তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে কিন্তু তিনি এই প্রপঞ্চের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। সর্ব্বপদার্থের সহিত এই প্রকার ভেদ প্রতিপন্ন করিয়া পরে ১৯শ শ্লোকে

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

ইহাতে অভেদের কথা বলায় অর্থ এরূপ হইতেছে যে বাসুদেব হইতে সর্ব্ব পদার্থ ভিন্ন নহে পরন্তু সর্ব্ব পদার্থ হইতে বাসুদেব ভিন্ন। তিনি মায়াগুণাতীত, বাহ্য ও অন্তরে মহাগুণগণালঙ্কৃত অতএব ভজনীয়। এই প্রকার ভেদাভেদ জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি তিন প্রকার হইতে পারেন। কাহারও শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান, কাহারও বা মাধুর্য্য জ্ঞান কাহারও বা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য উভয় মিশ্রিত জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৭শ শ্লোকে 'সুকৃতিনঃ' পদের অর্থে ভক্তি বাসনা জন্য সাধুসঙ্গ রূপ সুকৃতি ইহাই উপলব্ধি হইতেছে। আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন ব্যক্তিতে প্রথম হইতেই সুকৃতির বিদ্যমানতায় সন্দেহ আছে, সুকৃতি থাকিলেই তাহারা শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকে। চতুর্থ ব্যক্তি জ্ঞানীর পক্ষে কিন্তু সুকৃতি নিশ্চয়ই আছে, কারণ সুকৃতি হেতুই সাধুসঙ্গাদি জন্য তাঁহার উক্ত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে এবং তজ্জন্যই তিনি শ্রীভগবানের ভক্তিমান্ হইয়া ভজনপর হইয়া থাকেন। উপরিউক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ ভগবজ্‌জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যাভিলাষিতা, মতান্তর প্রসিদ্ধ তত্ত্বং পদার্থদ্বয়ের ঐক্য ভাবনারূপ জ্ঞান, এবং স্মৃতি প্রসিদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রীভগবান্‌কেই ভজনা করেন। এরূপ উত্তম ভক্ত সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন তিনি আমার অতিশয় প্রিয় এবং আমি তাঁহার অতিশয় প্রিয়।"

শ্রীমদ্ গোস্বামী পাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির যে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা শাস্ত্রানুযায়ী,- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বা অন্য কোন শাস্ত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। তাঁহার ভক্তিলক্ষণকে "অন্ধ নগ্ন ভক্তি" বলিয়া প্রচার করা তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎকৃত ভক্তিলক্ষণ এক অপরূপ সৃষ্টি; এত সংক্ষেপে রহস্যময় ভক্তিতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশ কেবল ভগবৎ প্রেরণাতেই

সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন ভক্তি সিদ্ধান্তকার বিভিন্নভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির যে সকল সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া শ্রীগোস্বামীপাদের ভক্তি লক্ষণের ঔৎকর্ষ ও মাধুর্য্য আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত
শ্রীঅমৃতাক্ষ সরকার এম এ বি এল, পুরুলিয়া।

শ্রীপ্রকট মহামহোৎসব।

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের অপার করুণাবলে এইবারে তাঁহার শ্রীপ্রকটমহামহোৎসব মহাসমারোহে পরমানন্দে তাঁহার জন্মভিটায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রপঞ্চে ভেদনীতির কঠোর শাসন ও হেয়ত্ব, প্রকটমহোৎসবের কোন অংশে কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই। তজ্জন্য কলিরাজ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তিনি নানাপ্রকারে নানাজনের হৃদয়ে নানাভাবের ও উদ্যমের অঙ্কুর স্থাপন করিয়াও স্বাভীষ্ট সিদ্ধির কোন সূচনাই দেখিতে পান নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অহৈতুকী অপ্রাকৃত কৃপা প্রভাবে মহামহোৎসবের সকল পর্য্যায় এবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়া বিরোধীকুলের ঈর্ষায় সমৃদ্ধি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

মহোৎসবের মাস পূর্ব্বে, পক্ষ পূর্ব্বে, সপ্তাহ পূর্ব্বে, ত্র্যহ পূর্ব্বে, নানাদেশ হইতে নানা শ্রেণীর প্রভূর নিষ্কপট ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্ণে উপস্থিত হইয়া প্রকট মহোৎসবের সেবায় নিজ নিজ চেষ্টা বিধান করিয়াছেন। সৎসাম্প্রদায়িক কৃতি বিপ্রগণের সেবার উদ্দেশে আন্তরিক যত্ন, উদ্যম, অপ্রতিহত চেষ্টা সমাগত ভক্তমণ্ডলীর পরম উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। এবারে মহোৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম আশাতিরিক্ত হওয়ায় শুদ্ধভক্তগণের উপর ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের অনুগ্রহ এবং শুদ্ধভক্তির প্রচার লক্ষ্য করিয়া অন্তরে বাহিরে মহোৎসবটী আনন্দোৎসের সুবিস্তৃত অপ্রাকৃত হ্রদরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্র শ্রীমায়াপুরে এবার যেরূপ জলের অভাব দেখাইয়া নিদাঘের প্রচণ্ডোৎসবকালে স্বীয় প্রকট মহাৎসবের কাল নিরূপিত করিয়া হরিবিরোধী নানাজনের হৃদয়ে নিরুৎসাহের বীজ প্রোথিত করেন সেই অপ্রাকৃতচন্দ্রই প্রকট মহোৎসবে প্রয়োজনাপেক্ষা প্রচুর পানীয় চরণামৃত রূপ সলিলের বিতরণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ভক্তগণের জন্য পানীয় জল যেরূপ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল উৎসবদর্শনাভিলাষী পান্থজনগণের জন্য ও শ্রীবাসঅঙ্গনে তাদৃশ পানীয় অবাধে প্রাপ্তির ব্যবস্থায় সুচারুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই অপ্রাকৃত দেববাঞ্ছিত পূত-তোয় যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের সৌভাগ্য সহস্রাননে বর্ণনীয় নহে কেন না ভক্তগণ সকলেই জানেন যে শ্রীবাসের কীর্ত্তনাঙ্গনের তোয়ামৃত পানেই গৌর সাম্রাজ্য সম্বর্দ্ধিত হইতেছে।

এবারে নিমন্ত্রিত বিশুদ্ধ ভক্তগণই একাধারে শ্রীপ্রভুর প্রসাদগ্রহণ করিতে বসিয়া বিপুল নাট্যমন্দিরের সমস্তাংশই কয়েকবার পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভজনানন্দী ভক্তগণের ঘনীভূত শ্রেণীসমূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক দর্শনকারী জনগণ প্রসাদসেবাকালে তাঁহাদের মধ্যে স্থান না পাইলে ও তাদৃশ নয়নমনোহর শুদ্ধ ভক্তগণের প্রসাদসেবাদর্শন সুখে বিলম্ব সহ্য করা প্রয়োজন জানিয়াছিলেন। আবার ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ সুবন্দোবস্তের প্রশংসায় আত্ম প্রতিষ্ঠা গোপনের উদ্দেশে সুদক্ষ কার্য্যক্ষম সাম্প্রদায়িক ভক্ত বিপ্রবর্গকে আরোও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবার জন্ত কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়াছিলেন।

অবিরাম মনোহরসাহীকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, চৈতন্যমঙ্গল গান, যাত্রামহোৎসবাদি শ্রবণে ভক্তগণের কর্ণকুহর নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারায় পূর্ণ হইয়াছিল।

ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার বিরহোৎসবের প্রসাদসমূহ শ্রীজন্মোৎসবের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার ভক্তমিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত আনুকূল্যে মল্লপূপ প্রসাদের প্রচুরতা সান্ধ্যকৃত্যের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনকরে।

আচার্য্যোপাধি পরীক্ষায় এবর্ষে নয় জন সুশিক্ষিত ভক্ত, সম্প্রদায় বৈভব বিষয়ে পরীক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হন। তন্মধ্যে কয়েকটী কারণে চারিজন পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উত্তরোত্তর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া শ্রীগোস্বামী শাস্ত্রের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারণ ভক্তগণের পরমানন্দের বিষয় হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটমহোৎসবে সর্ব্ব ভক্তসাধারণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত উৎসাহ দেখিয়া এবং শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার আশাতিরিক্ত প্রচার সন্দর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের হৃদয় কৃষ্ণচেষ্টাময় অভিনব উদ্যমে পূর্ণ ও আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তগণের অকৃত্রিম চেষ্টা অচিরেই পরমার্থ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে যত্নবতী দেখিয়া দর্শকের আশাকুসুম মুকুলিত প্রায়। অচিরেই শ্রীগোদ্রুমে গৌরশিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাসন" স্থাপিত হইয়া পরমার্থ বিষয়ে সুভজন প্রণালী ও নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা বিধান করিবেন জানা গেল। আবার স্থানে স্থানে "শ্রীভক্তিবিনোদ আসন" প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভজন প্রণালী ও ভক্তিশাস্ত্র সমূহের শিক্ষা দেওয়া হইবে। সুতরাং আশা হইতেছে যে ভক্তিপথের সুগমপথ কিছু কালের মধ্যেই ভক্তিবিরোধী ভারতীয় মায়াবাদ স্রোত ও কর্ম্ম কাণ্ডের প্রবলা বাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ হইলে সাধারণের সঙ্কীর্ণ চিত্তের ধারণা ভক্তিমতের কিরূপ বিরোধিনী তাহা মায়াবাদী ও কর্ম্মী জগৎ সুষ্ঠুরূপে জ্ঞাত হইবার সুযোগ লাভকরিবেন।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

সজ্জন তোষণী।

---§:*:§---

সঙ্গীতমাধব মহাকাব্য

পঞ্চদশ সর্গঃ—নিজোল্লাসবর্ণনম্।

অখিলভুবনসারং প্রেমসর্ব্বস্বভারং নবমদনবিকারং সৌখ্যসিন্ধুপ্রচারং।
মধুররসবিহারং রাধিকাকণ্ঠহারং প্রণমতসুকুমারং শ্রীযশোদাকুমারং ॥ ১ ॥

শ্রীবৃন্দাবন বিপিনেন্দ্র জীবশক্তিঃ সৎপ্রেমোজ্জ্বলরসসারকল্পবল্লী।
সা রাধা সততমহা মনোজবাধা সংজীয়ান্মধুরবয়ো বিলাসশীলাঃ ॥ ২ ॥

গুজ্জরীরাগেণ গীয়তে।

প্রবহদমৃতরসকৃতপরিহাসে। শিবর্বিধিশুকনারদজনিতাশে ॥ ১ ॥
রাধামাধব-কেলিবিলাসে। দিশতু মনো মম প্রেমবিকাশে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবনসহজনিবাসে। নবরসভাবিতমতি প্রতিভাসে ॥ ২ ॥
তিক্ততরীকৃতমুক্তিবিতানে। হরিচরণোজ্জ্বলভাবনিদানে ॥ ৩ ॥
প্রতিপদজৃম্ভিতমদনবিকারে। পরমরসামৃতসাগরসারে ॥ ৪ ॥
থূৎকৃতবিধিপদমণিবরগীতে। তুচ্ছত্রিগুণগড়প্রকৃতিমধীতে ॥ ৫ ॥
রাধাপ্রিয়পরিজনকলনীয়ে। সুবিদিতনিগমসম্বরণীয়ে ॥ ৬ ॥
অন্তরেহিতমহদর্কণিত পারে। বহোবিধরঙ্গমপ্রেমপ্রসারে ॥ ৭ ॥
অতিরসলোলসরস্বতাগানে। কুরুত হৃদয়মিহ পরমনিধানে ॥ ৮ ॥

দগ্ধো ভামভবাটবীভ্রমণতো দুঃখো যদাবানলৈ-
রাদায় প্রিয়মুগ্ধবৃত্তিকরিণী সম্বর্ম্ম গোজীবিতঃ।

সান্দ্রানন্দরসাতিশীতলতরে তাপত্রয়োন্মূলনে
রাধাকেলিসুধাম্বুধৌ মম মনো মত্তঃ করী মজ্জতু ।। ৯ ।।

শ্রীরাগেণ গীয়তে।

বৃন্দারণ্যচরাচরবৃন্দং। প্রণমত মহারস-বৈভবকন্দং ॥ ১ ॥
গায়ত রাধামাধবলীলা। কুরুত মতিং রসরঞ্জিতলীলাং ॥ ধ্রু ॥
পশ্যত রাধা-কেলিনিকুঞ্জং। প্রকটমহাদ্ভুতরতিরসপুঞ্জং ।। ২ ।।
চরত বিকুণ্ঠাদপি রমণীয়ে। ব্রজবলয়ে শিববিধিকমনীয়ে ।। ৩ ।।
পুলিনে পুলিনে তপনসুতায়াঃ। ভ্রমত ন যত্র প্রসরতি মায়া ।। ৪ ।।
পরমানন্দরসাম্বুধিসারে। নয়তে মনো ব্রজরাজকুমারে ।। ৫ ।।
মুঞ্চত বিষয়রসগন্ধং। ঘটয়ত হরিপদদৃঢ়রতিবন্ধং ।। ৬ ।।
মৃগত রাধা-পদরসভাজং। পরিচিহ্নিতোজ্জ্বলবরপদরাজং ।। ৭ ।।
ইতি হিতসারসরস্বতিগীতং। জনয়তু কঞ্চন ভাবমধীতং ।। ৮ ।।

ভূবোন্মত্ত বরাঙ্গনাদি বিষয়া সু কর্ম্মমার্গে রতা
খেদং ন প্রথমেন্দ্রজালসদৃশীর্বিদ্ধীহ সিদ্ধিরপি।
মুক্তিং তিক্তকরাঞ্চ থূৎকুরুপরং বৃন্দাবনেন্দ্রং ভজ
শ্রীরাধানুচরী ভবস্তু কলয়ে তত্রাপি কিঞ্চিদ্বরং ।। ৯ ।।
যা পূর্ব্বং মিলনাদ্বভূব বিমুখী গুর্ব্বাদিকায়া কথা
রাত্রিং নিদ্রিতচৌরবন্মিলিতয়োঃ সধ্বান্তরাত্রাবভূৎ।
যা বৃন্দাবনমঞ্জুকুঞ্জকুহরে কৃষ্ণাতরঙ্গেষু বা
রাধামাধবয়োর্বিলাসলহরী সা বা চিরং পাতু বঃ ।। ১০ ।।

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে নিজোল্লাসবর্ণনং নাম পঞ্চদশ সর্গঃ।

আসোযের্মকরন্দবিন্দুনিবহৈর্নিস্তন্দিভিঃ সুন্দরং
নেত্রেন্দীবরমাদধৎ সুপুলকোৎকম্পাঙ্ক বিভ্রদ্বপুঃ।
বাচশ্চাপি চ গদ্গদা হরিহরীত্যানন্দিনীরুদ্গিরন্
প্রেমানন্দরসোৎসবং দিশতু বো দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

তত্তদ্দাসপ্রবলগরলৈরর্থতঃ শব্দতো বা
কামং নষ্টাং কৃতিমতিশুভাং কুর্বতা যে দ্বিজিহ্বা।
গাঢ়ং মগ্নাং পরমরসদে রাধিকাকেলিসিন্ধৌ
জাতস্নেহাস্তুতিভিরমৃতৈর্জীবয়ষ্যন্তি ভূয়ঃ॥ ২॥
অলঙ্কুর্য্যুরলংকারৈঃ প্রেম্না দস্তামতঃ কচিৎ।
কণ্ঠে কুর্বন্তু রসিকাঃ কৃতিং মুগ্ধামিমাং মম।
শ্রীরাধিকামাধবয়োঃ পদাম্বুজে নির্ম্মায় যৎকাব্যমিদং ময়ার্পিতং।
তেনৈব তৌ প্রীতহৃদৌ কদাপি মামদ্ভুতং দর্শয়তো রহঃকলাং॥ ৩॥

ইতি প্রেমরসাধিদেবতানুচরীবুভূষতা কেনাপি প্রকটীকৃতং।
ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতি-গোস্বামিনা বিরচিতং
শ্রীসঙ্গীতমাধবাখ্যং নাম মহাকাব্যং সমাপ্তং।

সজ্জন তোষণী পত্রিকায় অষ্টাদশ খণ্ডে শ্রীসঙ্গীত মাধব মহাকাব্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ না পাওয়ায় প্রাপ্তাদর্শানুযায়ী যথাযথ মুদ্রিত হইল। আমাদের আদর্শখানিতে অনেকগুলি ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি লক্ষিত হয়। শুদ্ধ আদর্শের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই মুদ্রিত হইল। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ স্থানে স্থানে যে সকল ভ্রম আছে তাহা শোধন করিয়া লইবেন। অনেকে মনে করেন শুদ্ধ পাঠ না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা বার বৎসর পূর্ব্বে এই আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং কতদিনে অন্য শুদ্ধ আদর্শ পাইব তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় এবং আমাদের জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও প্রাপ্ত গ্রন্থখানি কোন দিন কোন প্রকারে অদর্শন হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া ইহাই প্রকাশ করিলাম।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০।

বিষ্ণু ৪৩০

১ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ সোমবার উদয় ৬।৯ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১০।৪২ হস্তা রাঃ ৬।৬।

২ বিষ্ণু প্রদ্যুম্নবার ৮ই চৈত্র ২১ শে মার্চ্চ মঙ্গলবার উদয় ৬।৮ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণদ্বিতীয়া রাঃ ৯।৪৫ চিত্রা রাঃ ৫।৪২

৩ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ৯ই চৈত্র ২২ শে মার্চ্চ বুধবার উদয় ৬।৭ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৮।২৩ স্বাতা রাঃ ৪।৫৪

৪ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ১০ চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দিবা ৩০।৩ উদয় ৬।৬ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রাঃ ৬।৪০। বিশাখা রাঃ ৩।৪৭

৫ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ১১ই চৈত্র ২৪ শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবা ৩০।৭ উদয় ৬।৫ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।৪০। অনুরাধা রাঃ ২।২৫

৬ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ১২ই চৈত্র ২৫ শে মার্চ্চ শনিবার দিবা ৩০।১০ উদয় ৬।৪ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণষষ্ঠী ২।২৭। জ্যেষ্ঠা রা ১২।৫২ স্কন্দ ষষ্ঠী

৭ বিষ্ণু বাসুদেববার ১৩ই চৈত্র ২৬ শে মার্চ্চ রবিবার দিবা ৩০।১৪ উদয় ৬।৩ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।৬ মূলা রাঃ ১১।১২

৮ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ১৪ই চৈত্র ২৭ শে মার্চ্চ সোমবার দিবা ৩০।১৭ উদয় ৬।২ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ অষ্টমী ৯।৪০ পূর্ব্বাষাঢ়া রাঃ ৯।৩২

৯ বিষ্ণু প্রদ্যুম্নবার ১৫ই চৈত্র ২৮ শে মার্চ্চ মঙ্গলবার উদয় ৬।১ অস্ত ৬।১০ কৃষ্ণ নবমী ৭।১৭ পরে দশমী রাঃ ৫।১ উত্তরাষাঢ়া রাঃ ৭।৯

১০ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ১৬ ই চৈত্র ২৯ শে মার্চ্চ বুধবার দিবা ৩০।২৪ উদয় ৬।০ অস্ত ৬।১০ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ২।৫৫ শ্রবণা রাঃ ৬।২৯

১১ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ১৭ চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১১।৫ ধনিষ্ঠা ৫।১৫ পাপ বিমোচিনী একাদশীর উপবাস। শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব। ঠাকুর গোবিন্দঘোষের তিরোভাব।

১২ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ১৮ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবা ৩০।৩১ উ ৫।৫৮ অ ৬।১১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ ১১।৩৩। শতভিষা ৪।২০।

এপ্রিল ১৯১৬।

১৩ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ১৯শে চৈত্র ১লা এপ্রিল শনিবার দিবা ৩০।৩৪ উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাঃ ১০।২৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৪৬।

১৪ বিষ্ণু বাসুদেববার ২০শে চৈত্র ২রা এপ্রিল রবিবার দিবা ৩০।৩৮ উ ৫।৫৬ অঃ ৬।১২ অমাবস্যা রাঃ ৯।৪৪ উত্তরভাদ্রপদ ৩।৩৯ নিশিপালন ও উপবাস। আকাই হাটের শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১৫ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ২১শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল সোমবার দিবা ৩০।৪১ উদয় ৫।৫৫ অস্ত ৬।১২ গৌর প্রাতিপদ রাঃ ৯।৩২ রেবতী ৩।৫৯।

১৬ বিষ্ণু প্রদ্যুম্নবার ২২শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার দিবা ৩০।৪৫ উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৬।১১ গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ৯।৫১ অশ্বিনী ৪।৫০

১৭ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ২৩শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল বুধবার দিবা ৩০।৪৮ উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৬।১৩ গৌর তৃতীয়া রাঃ ১০।৪০ ভরণী ৬।১১ সন্ধ্যা

১৮ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ২৪শেচৈত্র ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবা ৩০।৫২ উদয় ৫।৫২ অস্ত ৬।১৩ গৌর চতুর্থী রাঃ ১১।৫৮ কৃত্তিকা রাঃ ৭।৫৮

১৯ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ২৫ শে চৈত্র ৭ই এপ্রিল শুক্রবার গৌর পঞ্চমী রাঃ ১।৩৮ রোহিণী রাঃ ১০।১০ শ্রীরামানুজ আবির্ভাব ষষ্ট্রী পঞ্চমী

২০ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ২৬শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল শনিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৬।১৪ গৌর ষষ্ঠী রাঃ ৩।৩৬ মৃগশিরা রাঃ ১২।৩৮ অশোকষষ্ঠী।

২১ বিষ্ণু ২৭শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল রবিবার বা বাসুদেববার দিবা ৩১।২ উদয় ৫।৫০ অস্ত ৬।১৪ গৌর সপ্তমী রাঃ ৫।৪১ আর্দ্রারাঃ ৩।১৪ বাসন্তীপূজা

২২ বিষ্ণু ২৮শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল সোমবার বা সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪৯ গৌর অষ্টমী দিবারাত্র পুনর্ব্বসুরাঃ ৫।৪৮ ব্রহ্মপুত্রস্নান শ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা

২৩ বিষ্ণু ২৯শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার বা প্রদ্যুম্নবার দিবা ৩১।৯ উদয় ৫।৪৮ অস্ত ৬।১৫ গৌর অষ্টমী ৭।৪১ পুষ্যা দিবারাত্র।

২৪ বিষ্ণু ৩০শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল বুধবার বা অনিরুদ্ধবার দিবা ৩১।১২ উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৬।১৬ গৌর নবমী ৯।৩০ পুষ্যা ৮।১০ শ্রীশ্রীরাম নবমী।

২৫ বিষ্ণু ৩১শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বা কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৬ অস্ত ৬।১৬ গৌর দশমী ১০।৫৯ অশ্লেষা ১০।১২ চড়ক পূজা।

বৈশাখ ১৩২৩।

২৬ বিষ্ণু ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার বা গর্ভোদশায়ীবার দিবা ৩১।১৯ গৌর একাদশী ১২।০ মঘা ১১।৪৭ বাসন্তী একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল শনিবার বা ক্ষীরোদকশায়ীবার দিবা ৩১।২৩ উদয় ৫।৪৪ অঃ ৬।১৭ গৌর দ্বাদশী ১২।৩০ পূর্ব্বফল্গুনী ১২।৫৬

২৮ বিষ্ণু ৩রা বৈশাখ ১৬ই এপ্রিল রবিবার বা বাসুদেববার দিবা ৩১।২৬ উদয় ৫।৪৩ গৌর ত্রয়োদশী ১২।৩১ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ১।৩৫

২৯ বিষ্ণু ৪ঠা বৈশাখ ১৭ই এপ্রিল সোমবার বা সঙ্কর্ষণবার দিবা ৩১।২৯ উঃ ৫।৪২ অঃ ৬।১৮ গৌর চতুর্দ্দশী ১২।১ হস্তা ১।৪৪ নিশিপালন।

৩০ বিষ্ণু ৫ই বৈশাখ ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার বা প্রদ্যুম্নবার দিবা ৩১।৩৩ উঃ ৫।৪১ অঃ ৬।১৮ পূর্ণিমা ১১।২ চিত্রা ১।২৫ শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তীরাস শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩০

১ মধুসূদন ৬ই বৈশাখ ১৯শে এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩৯ অঃ ৬।১৮ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৯।৩৮ স্বাতী ১২।৪৩

২ মধুসূদন ৭ই বৈশাখ ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৫।৩৯ অঃ ৬।১৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৭।৫৩ বিশাখা ১১।৩৯

৩ মধুসূদন ৮ই বৈশাখ ২১শে এপ্রিল শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার কৃষ্ণ তৃতীয়া ৫।৫১ পরে চতুর্থী রা ৩।৩৮ অনুরাধা ১০।২১ গুডফ্রাইডে।

৪ মধুসূদন ৯ই বৈশাখ ২২ শে এপ্রিল শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৭ অস্ত ৬।১৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাঃ ১।১৫ জ্যেষ্ঠা ৮।৫১

৫ মধুসূদন ১০ ই বৈশাখ ২৩ শে এপ্রিল রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৫।৩৬ অস্ত ৬।২০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ১০।৪৯ মূলা ৭।১৩

৬ মধুসূদন ১১ ই বৈশাখ ২৪ শে এপ্রিল সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৩৫ অস্ত ৬।২০ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৮।২৩ উত্তরাষাঢ়া রা ৩।৫৮ ইষ্টার মণ্ডে। শ্রীঠাকুর অভিরামের তিরোভাব।

৭ মধুসূদন ১২ ই বৈশাখ ২৫ শে এপ্রিল মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৩৫ অস্ত ৬।২০ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।৫ শ্রবণা রা ২।২৯

৮ মধুসূদন ১৩ ই বৈশাখ ২৬ শে এপ্রিল বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩৪ অস্ত ৬।২১ কৃষ্ণ নবমী ৩।৫৮ ধনিষ্ঠা রা ১।১৪

৯ মধুসূদন ১৪ ই বৈশাখ ২৭ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উদয় ৫।৩৩ অস্ত ৬।২১ কৃষ্ণ দশমী ২।৫ শতভিষা রা ১২।১৩

১০ মধুসূদন ১৫ ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার উদয় ৫।৩৩ অস্ত ৬।২১ কৃষ্ণ একাদশী ১২।৩১ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১১।৩৫ বরুথিনী একাদশীর উপবাস।

১১ মধুসূদন ১৬ ই বৈশাখ ২৯ শে এপ্রিল শনিবার। ক্ষীরোদশায়ী বার উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।২২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১১।২১ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।২০

১২ মধুসূদন ১৭ ই বৈশাখ ৩০ শে এপ্রিল রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৫।৩১ অস্ত ৬।২২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১০।৩৮ রেবতী রা ১১।০৫

মে ১৯১৬।

১৩ মধুসূদন ১৮ ই বৈশাখ ১ লা মে সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৩১ অস্ত ৬।২৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১০।২৪ অশ্বিনী রা ১২।১৯ নিশি পালন।

১৪ মধুসূদন ১৯ শে বৈশাখ ২রা মে মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৩০ অস্ত ৬।২৩ অমাবস্যা ১০।৪১ ভরণী রা ১।৩৩

১৫ মধুসূদন ২০ শে বৈশাখ ৩রা মে বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।২৯ অস্ত ৬।২৩ গৌর প্রতিপদ ১১।২৯ কৃত্তিকা রা ৩।১৪

১৬ মধুসূদন ২১ শে বৈশাখ ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার গৌর দ্বিতীয়া ১২।৪৪ রোহিণী রা ৫।২১

১৭ মধুসূদন ২২ শে বৈশাখ ৫ই মে শুক্রবার গৌর তৃতীয়া ২।২২ মৃগশিরা দিবারাত্র। অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। শ্রীবদরী নারায়ণের দ্বার উদ্ঘাটন।

১৮ মধুসূদন ২৩ শে বৈশাখ ৬ই মে শনিবার গৌর চতুর্থী ৪।১৮ মৃগশিরা ৭।৪৫। ক্ষীরোদকশায়ীবার।

১৯ মধুসূদন ২৪শে বৈশাখ ৭ই মে রবিবার গৌর পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬।২১ আর্দ্রা ১০।২১। বাসুদেববার।

২০ মধুসূদন ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে সোমবার গৌর ষষ্ঠী রা ৮।২১ পুনর্ব্বসু ১২।৫৬। চন্দন ষষ্ঠীপূজা।

২১ মধুসূদন ২৬শে বৈশাখ ৯ই মে মঙ্গলবার গৌর সপ্তমী রা ১০।৮ পুষ্যা ৩।২৩ জহ্নু সপ্তমী জাহ্নবী পূজা। প্রদ্যুম্নবার।

২২ মধুসূদন ২৭শে বৈশাখ ১০ই মে বুধবার গৌর অষ্টমী রা ১১।৩৪ অশ্লেষা অপরাহ্ণ ৫।৩১। অনিরুদ্ধবার।

২৩ মধুসূদন ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে বৃহস্পতিবার গৌর নবমী রা ১২।৩৬ মঘা রা ৭।১৪ শ্রীসীতানবমী ব্রত শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব। শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীমধু পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ মধুসূদন ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে শুক্রবার গৌর দশমী রা ১।৭ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৮।৩০ গর্ভোদকশায়ীবার।

২৫ মধুসূদন ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে শনিবার উদয় ৫।২৩ অস্ত ৬।২৮ গৌর একাদশী রা ১।৬ উত্তর ফল্গুনী রা ৯।১৫ রোহিণী একাদশীর উপবাস।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৬ মধুসূদন ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪ ই মে রবিবার গৌর দ্বাদশী রা ১২।৩৬ হস্তা রা ৯।৩২ পিপীতকী ও রুক্মিণী দ্বাদশী।

২৭ মধুসূদন ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে সোমবার গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।৩৬ চিত্রা রা ৯।১৯ সঙ্কর্ষণবার।

২৮ মধুসূদন ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে মঙ্গলবার গৌর চতুর্দ্দশী রা ১০।১২ স্বাতী রা ৮।৪২ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত। প্রদ্যুম্নবার।

২৯ মধুসূদন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে বুধবার পূর্ণিমা রা ৮।২৬ বিশাখা রা ৭।৪২ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশি পালন। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল যাত্রা। শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩০।

১ ত্রিবিক্রম ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৮ই মে বৃহস্পতিবার। উদয় ৫।২১ অস্ত ৬।৩১ কৃষ্ণ প্রতিপদ সন্ধ্যা ৬।২৩ অনুরাধা সন্ধ্যা ৬।২৮

২ ত্রিবিক্রম ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৯ শে মে শুক্রবার কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।৮ জ্যেষ্ঠা ৫টা

৩ ত্রিবিক্রম ৭ই জ্যৈষ্ঠ ২০ শে মে শনিবার কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।৪৩ মূলা ৩।২৪ ক্ষীরোদকশায়ী উ ৫।২০ অস্ত ৬।৩১

৪ ত্রিবিক্রম ৮ই জ্যৈষ্ঠ ২১ শে মে রবিবার। বাসুদেববার কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ১।৪৪

৫ ত্রিবিক্রম ৯ই জ্যৈষ্ঠ ২২ শে মে সোমবার। সঙ্কর্ষণবার কৃষ্ণ পঞ্চমী ৮।৪৯ উত্তরাষাঢ়া ১২।৭ শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।

৬ ত্রিবিক্রম ১০ই জ্যৈষ্ঠ ২৩ শে মে মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার কৃষ্ণ ষষ্ঠী প্রাতঃ ৬।৩০ পরে কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৪।২১ শ্রবণা ১০।৩৬

৭ ত্রিবিক্রম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ২৪ শে মে বুধবার। অনিরুদ্ধবার। কৃষ্ণ অষ্টমী রা ২।২৬ ধনিষ্ঠা ৯।১৮ ত্রিলোচনাষ্টমী

৮ ত্রিবিক্রম ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৫শে মে বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার কৃষ্ণনবমী রা ১২।৫১ শতভিষা ৮।১৪ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫

৯ ত্রিবিক্রম ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ২৬শে মে শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার। কৃষ্ণ দশমী রা ১১।৪০ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৭।৩১ শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনদাসের তিরোভাব।

১০ ত্রিবিক্রম ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৭শে মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার কৃষ্ণ-একাদশী ১০।৫৩ উত্তর ভাদ্রপদ ৭।১১ অপরা একাদশী উপবাস।

১১ ত্রিবিক্রম ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ২৮শে মে রবিবার কৃষ্ণদ্বাদশী রা ১০।৩৭ রেবতী ৭।১৯। বাসুদেববার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৩

১২ ত্রিবিক্রম ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ২৯শে মে সোমবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১০।৫১অশ্বিনী ৭।৫৭। সঙ্কর্ষণবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৩

১৩ ত্রিবিক্রম ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৩০ শে মে মঙ্গলবার, কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাঃ ১১।৩৬ ভরণী ৯।৫ সাবিত্রী ব্রত। প্রদ্যুম্নবার

১৪ ত্রিবিক্রম ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ৩১ শে মে বুধবার অমাবস্যা রাঃ ১২।৪৯ কৃত্তিকা ১০।৩৭ নিশি পালন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

জুন ১৯১৬।

১৫ ত্রিবিক্রম ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১লা জুন বৃহস্পতিবার গৌর প্রতিপদ রাঃ ২।২৫ রোহিণী ১২।৪০ কারণোদশায়ীবার।

১৬ ত্রিবিক্রম ২০ শে জ্যৈষ্ঠ ২রা জুন শুক্রবার গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ৪।১৮ মৃগশিরা ৩।২ গর্ভোদশায়ীবার। উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭

১৭ ত্রিবিক্রম ২১ শে জ্যৈষ্ঠ ৩রা জুন শনিবার গৌর তৃতীয়া দিবারাত্র আর্দ্রা অপরাহ্ণ ৫।৩৭ ক্ষীরোদশায়ী বার।

১৮ ত্রিবিক্রম ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৪ঠা জুন রবিবার গৌর তৃতীয়া প্রাতঃ ৬।২০ পুনর্ব্বসু রা ৮।১৪বাসুদেববার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮

১৯ ত্রিবিক্রম ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ ৫ই জুন সোমবার গৌর চতুর্থী ৮।১৯ পুষ্যা রা ১০।৪৩ সঙ্কর্ষণবার দিবা ৩৩।২১

২০ ত্রিবিক্রম ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ৬ই জুন মঙ্গলবার গৌরপঞ্চমী ১০।৫ অশ্লেষা রাঃ ১২।৫৭ শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২১ ত্রিবিক্রম ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৭ই জুন বুধবার উঃ ৫।১৭ অঃ ৬।৩৯ গৌর ষষ্ঠী ১১।২৯ মঘা রাঃ ২।৪৭ জামাতৃষষ্ঠী।

২২ ত্রিবিক্রম ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ৮ই জুন বৃহস্পতিবার গৌর সপ্তমী ১২।৩৩ পূর্ব্বফল্গুনী রাঃ ৪।৯ কারণোদশায়ীবার।

২৩ ত্রিবিক্রম ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ৯ই জুন শুক্রবার গৌর অষ্টমী ১।৪ উত্তর ফল্গুনী রাঃ ৫।২ গর্ভোদশায়ীবার।

২৪ ত্রিবিক্রম ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন শনিবার গৌর নবমী ১।৫ হস্তা দিবারাত্র। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

২৫ ত্রিবিক্রম ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১১ই জুন রবিবার গৌর দশমী ১২।৩৬ হস্তা প্রাতঃ ৫।২৭ দশহরা। শ্রীনিত্যানন্দ তনয়া গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১২ই জুন সোমবার গৌর একাদশী ১১।৩৬ চিত্রা প্রাতঃ৫।২১পরে স্বাতী রা৪।৫০নির্জ্জলা বা পাণ্ডবা একাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩ই জুন মঙ্গলবার গৌর দ্বাদশী ১০।১৩ বিশাখা রাঃ ৩।৫৬ প্রদ্যুম্নবার।

২৮ ত্রিবিক্রম ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪ই জুন বুধবার গৌর ত্রয়োদশী ৮।২৮ অনুরাধা রাঃ ২।৪৪ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব।

আষাঢ় ১৩২৩।

২৯ ত্রিবিক্রম ১লা আষাঢ় ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার গৌর চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ৬।২৫ পরে পূর্ণিমা রাঃ ৪।১০ জ্যেষ্ঠা রাঃ ১।১৮ নিশিপালন। ব্রতোপবাস শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দদত্তের ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩০।

১ বামন ২রা আষাঢ় ১৬ই জুন শুক্রবার। কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ১।৪৫ মূলা রা ১১।৪৩। শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব। নবগ্রামে উৎসব।

২বামন ৩রা আষাঢ় ১৭ই জুন শনিবার উদয় ৫।১৭ অস্ত ৬।৪৩ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১০।৩।

৩ বামন ৪ঠা আষাঢ় ১৮ই জুন রবিবার কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৮।৪৯ উত্তরাষাঢ়া রা ৮।২৪।

৪ বামন ৫ই আষাঢ় ১৯শে জুন সোমবার কৃষ্ণ চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।২৮ শ্রবণা সন্ধ্যা ৬।৫২। বক্রেশ্বরপণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ৬ই আষাঢ় ২০শে জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।১৬ ধনিষ্ঠা অপরাহ্ণ ৫।৩১

৬ বামন ৭ই আষাঢ় ২১শে জুন বুধবার কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।২০ শতভিষা ৪।২২ দিবা ১০।২৫ গতে অম্বুবাচী আরম্ভ।

৭ বামন ৮ই আষাঢ় ২২শে জুন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণসপ্তমী ১২।৪২ পূর্ব্ব ভাদ্রপদ ৩।৩৪।

৮ বামন ৯ই আষাঢ় ২৩শে জুন শুক্রবার কৃষ্ণ অষ্টমী ১১।২৮ উত্তর ভাদ্রপদ ৩।৮

৯ বামন ১০ই আষাঢ় ২৪শে জুন শনিবার উদয় ৫।১৭ অস্ত ৬।৪৬ কৃষ্ণ নবমী ১০।৪০ রেবতী ৩।১০ রা ১০।৪৮ গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি।

১০ বামন ১১ই আষাঢ় ২৫শে জুন রবিবার। বাসুদেববার কৃষ্ণ দশমী ১০।২১ অশ্বিনী ৩।৪১ শ্রীবাসপণ্ডিতের তিরোভাব।

১১ বামন ১২ই আষাঢ় ২৬শে জুন সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ একাদশী ১০।৩৩ ভরণী ৪।৪২ একাদশীর উপবাস।

১২ বামন ১৩ই আষাঢ় ২৭শে জুন মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার কৃষ্ণদ্বাদশী ১১।১৫ কৃত্তিকা অপরাহ্ণ ৬।৯

১৩ বামন ১৪ই আষাঢ় ২৮ শে জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১২।২৬ রোহিণী রা ৮।৬

১৪ বামন ১৫ই আষাঢ় ২৯ শে জুন বৃহস্পতিবার বা কারণোদশায়ীবার কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ২।০ মৃগশিরা রা ১০।২৫ অমাবস্যার নিশিপালন।

১৫ বামন ১৬ই আষাঢ় ৩০ শে জুন শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার অমাবস্যা ৩।৫২ আর্দ্রা রা ১২।৫৭ ব্রতোপবাস। ভরতপুর ও কালিকাপুরে উৎসব শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীধোক্রম নবদ্বীপে অপ্রকট মহোৎসব।

জুলাই ১৯১৬।

১৬ বামন ১৭ই আষাঢ় ১লা জুলাই শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার গৌর প্রতিপদ অপরাহ্ণ ৫।৫২ পুনর্ব্বসু রাঃ ৩।৩৫

১৭ বামন ১৮ই আষাঢ় ২রা জুলাই রবিবার গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ৭।৫১ পুষ্যা দিবারাত্র। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মনোরথ দ্বিতীয়া। শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ বামন ১৯ শে আষাঢ় ৩রা জুলাই সোমবার গৌর তৃতীয়া রাঃ ৯।৩৮ পুষ্যা প্রাতঃ ৬।৭

১৯ বামন ২০ শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার গৌর চতুর্থী রা ১১।৬ অশ্লেষা ৮।২৫ প্রদ্যুম্নবার।

২০ বামন ২১ শে আষাঢ় ৫ই জুলাই বুধবার গৌর পঞ্চমী রাঃ ১২।৯ মঘা ১০।২২ ষট্ পঞ্চমী ব্রত। হোড়া পঞ্চমী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিজয়।

২১ বামন ২২ শে আষাঢ় ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার গৌরষষ্ঠী রাঃ ১২।৪২ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৪৮

২২ বামন ২৩ শে আষাঢ় ৭ই জুলাই শুক্রবার গৌর সপ্তমী রাঃ ১২।৪৪ উত্তর ফল্গুনী ১২।৪৮ বিবস্বৎ সপ্তমী ব্রতম্। শ্রীসূর্য্য পূজা।

২৩ বামন ২৪ শে আষাঢ় ৮ই জুলাই শনিবার গৌর অষ্টমী রাঃ ১২।১৭ হস্তা ১।১৯

২৪ বামন ২৫ শে আষাঢ় ৯ই জুলাই রবিবার গৌর নবমী রাঃ ১১।২০ চিত্রা ১।২০

২৫ বামন ২৬ শে আষাঢ় ১০ই জুলাই সোমবার গৌরদশমী রাঃ ৯।৫৮ স্বাতী ১২।৫৫ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।

২৬ বামন ২৭ শে আষাঢ় ১১ই জুলাই মঙ্গলবার গৌর একাদশী রাঃ ৮।১৪ বিশাখা ১২।৬ শয়ন একাদশীর উপবাস। শ্রীহরির শয়ন।

২৭ বামন ২৮ শে আষাঢ় ১২ই জুলাই বুধবার উদয় ৫।২৫ অঃ ৬।৪৫ গৌর দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৬।১২ অনুরাধা ১০।৫৭ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৮ বামন ২৯ শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার গৌর ত্রয়োদশী ৩।৫৭ জ্যেষ্ঠা ৯।৩৬

২৯ বামন ৩০ শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই শুক্রবার গৌর চতুর্দ্দশী ১।৩৪ মূলা ৮।৪ পূর্ণিমার নিশি পালন।

৩০ বামন ৩১ শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই শনিবার পূর্ণিমা ১১।৫ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রাতঃ ৬।২৫ পরে উত্তরাষাঢ়া রাঃ ৪।৪৫ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ কৃষ্ণের নবমেঘোৎসব পূর্ণিমা। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব।

শ্রীধর ৪৩০।

১ শ্রীধর ৩২শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৫।২৫ অস্ত ৬।৪৪ কৃষ্ণপ্রতিপদ ৮।৩৭ শ্রবণা রা ৩।১০ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ শ্রীপ্রবোধানন্দের তিরোভাব।

শ্রাবণ ১৩২৩।

২ শ্রীধর ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই সোমবার। সঙ্কর্ষণবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।১৫ পরে কৃষ্ণতৃতীয়া রা ৪।২ ধনিষ্ঠা রা ১।৪৪ ত্র্যহস্পর্শ।

৩ শ্রীধর ২রা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার কৃষ্ণচতুর্থী রা ২।৪ শতভিষা রা ১২।৩৩

৪ শ্রীধর ৩রা শ্রাবণ ১৯শে জুলাই বুধবার। অনিরুদ্ধবার কৃষ্ণপঞ্চমী রা ১২।২৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১১।৩৯ নাগপঞ্চমী গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর ৪ঠা শ্রাবণ ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১১।৮ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।৮

৬ শ্রীধর ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার কৃষ্ণসপ্তমী রা ১০।১৮ রেবতী রা ১১।৩।

৭ শ্রীধর ৬ই শ্রাবণ ২২ শে জুলাই শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার। কৃষ্ণ-অষ্টমী রা ৯।৫৬ অশ্বিনী রা ১১।২৮ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর ৭ই শ্রাবণ ২৩শে জুলাই রবিবার কৃষ্ণনবমী রা১০।৬ভরণী রা১২।২১

৯ শ্রীধর ৮ই শ্রাবণ ২৪শে জুলাই সোমবার কৃষ্ণদশমী রা ১০।৪৫ কৃত্তিকা রা ১।৪৩

১০ শ্রীধর ৯ই শ্রাবণ ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার কৃষ্ণএকাদশী রা ১১।৫৫ রোহিণী রা ৩।৩৪ স্মার্ত্তমতে কামিকা একাদশীর উপবাস।

১১ শ্রীধর ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই বুধবার কৃষ্ণদ্বাদশী রা ১।২৮ মৃগ-শিরা দিবারাত্র। গোস্বামীমতে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।

১২ শ্রীধর ১১ই শ্রাবণ ২৭শে জুলাই বৃহস্পতিবার কৃষ্ণত্রয়োদশী রা ৩।১৮ মৃগশিরা প্রাতঃ ৫।৪৯ পক্ষবাৰ্দ্ধনী মহাদ্বাদশীর পারণ ৯।৫৪ মধ্যে

১৩ শ্রীধর ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই শুক্রবার কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাঃ ৫।২০ আর্দ্রা ৮।১৮

১৪ শ্রীধর ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই শনিবার অমাবস্যা দিবারাত্র। পুনর্ব্বসু ১০।৫৬ অমাবস্যার ব্রত উপবাস ও নিশিপালন।

১৫ শ্রীধর ১৪ই শ্রাবণ ৩০ শে জুলাই রবিবার উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।৪০ অমাবস্যা ৭।২০ পুষ্যা ১।২৯

১৬ শ্রীধর ১৫ই শ্রাবণ ৩১শে জুলাই সোমবার গৌর প্রতিপদ ৯।৯ অশ্লেষা ৩।৫১

আগষ্ট ১৯১৬।

১৭ শ্রীধর ১৬ই শ্রাবণ ১লা আগষ্ট মঙ্গলবার গৌরদ্বিতীয়া ১০।৩৮ মঘা অপরাহ্ণ ৫।৫৩ প্রদ্যুম্নবার। উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯

১৮ শ্রীধর ১৭ই শ্রাবণ ২রা আগষ্ট বুধবার গৌরতৃতীয়া ১১।৪৩ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৭।২৫ অনিরুদ্ধবার। অ ৬।৩৮

১৯ শ্রীধর ১৮ই শ্রাবণ ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার গৌরচতুর্থী ১২।১৯ উত্তরফল্গুনী রা ৮।৩২ উ ৫।৩৪

২০ শ্রীধর ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার গৌর পঞ্চমী ১২।২৪ হস্তা রা ৯৮ ষটপঞ্চমীব্রত। গর্ভোদশায়ীবার।

২১ শ্রীধর ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট শনিবার গৌর ষষ্ঠী ১১।৫৮ চিত্রা রা ৯।১৬ লুণ্ঠনষষ্ঠী। উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৬

২২ শ্রীধর ২১শে শ্রাবণ ৬ই আগষ্ট রবিবার গৌর সপ্তমী ১১।৪ স্বাতী ৮।৫৫

২৩ শ্রীধর ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট সোমবার। গৌরঅষ্টমী ৯।৪৪ বিশাখা রা৮।১২

২৪ শ্রীধর ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার গৌর নবমী ৮।১ অনুরাধা রা ৭।৬ প্রদ্যুম্নবার ৫।৩৬ অস্ত ৬।৩৬

২৫ শ্রীধর ২৪শে শ্রাবণ ৯ই আগষ্ট বুধবার গৌর দশমী প্রাত ৬।১ পরে একাদশী রা ৩।৪৭ জ্যেষ্ঠা অপরাহ্ণ ৫।৪৮ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।

২৬ শ্রীধর ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার গৌর দ্বাদশী রা ১।২৫ মূলা ৪।১৭ একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর, পণ্ডিত গৌরীদাস ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব।

২৭ শ্রীধর ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট শুক্রবার গৌর ত্রয়োদশী রা ১০।৫৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ২।৪০ উ ৫।৩৭ অ ৬।৩২

২৮শ্রীধর ২৭শে শ্রাবণ ১২ই আগষ্ট শনিবার গৌর চতুর্দ্দশী রা ৮।৩০ উত্তরাষাঢ়া ১টা পূর্ণিমার নিশিপালন।

২৯শ্রীধর২৮শে শ্রাবণ১৩ই আগষ্ট রবিবার পূর্ণিমা সন্ধ্যা৬।৮শ্রবণা ১১।২৪ ঝুলনযাত্রা শেষ। ব্রত উপবাস। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। হিন্দোলোৎসব।

হৃষীকেশ ৪৩০।

১ হৃষীকেশ ২৯শে শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট সোমবার। কৃষ্ণপ্রতিপদ ৩।৫৬ ধনিষ্ঠা ৯।৫৬

২হৃষীকেশ ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া ১।৫৮ শতভিষা ৮।৪২

৩ হৃষীকেশ ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণতৃতীয়া ১২।১৮ পূর্ব্ব ভাদ্রপদ ৭।৪২ নষ্টচন্দ্র।

ভাদ্র ১৩২৩

৪ হৃষীকেশ ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্থী ১১।১ উত্তর ভাদ্রপদ ৭।৬ নষ্টচন্দ্র।

৫ হৃষীকেশ ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণপঞ্চমী১০।৯রেবতী ৬।৫৩

৬ হৃষীকেশ ৩রা ভাদ্র ১৯শে আগষ্ট শনিবার কৃষ্ণষষ্ঠী ৯।৪৭অশ্বিনী৭।১১

৭ হৃষীকেশ ৪ঠা ভাদ্র২০শে আগষ্ট রবিবার কৃষ্ণসপ্তমী৯।৫৬ভরণী ৭।৫৭

৮ হৃষীকেশ ৫ই ভাদ্র ২১শে আগষ্ট সোমবার উদয় ৫।৪০ অস্ত ৬।২৫ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।৩৫ কৃত্তিকা ৯।১৩ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত।

৯ হৃষীকেশ ৬ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট মঙ্গলবার কৃষ্ণনবমী ১১।৪৩ রোহিণী ১০।৫৭ নন্দোৎসব।

১০ হৃষীকেশ ৭ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণদশমী ১।১৬ মৃগশিরা ১।৫ অনিরুদ্ধবার। উ ৫।৪০ অ ৬।২৪

১১ হৃষীকেশ ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী ৩।৭ আর্দ্রা ৩।৩২ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

১২ হৃষীকেশ ৯ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণদ্বাদশী অপরাহ্ণ ৫।৯ পুনর্ব্বসু সন্ধ্যা ৬।৭ উ ৫।৪১ অ ৬।২২

১৩ হৃষীকেশ ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট শনিবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।১১ পুষ্যা রা ৮।৪২ ক্ষীরোদশায়ীবার। অ ৬।২১

১৪ হৃষীকেশ ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট রবিবার। বাসুদেববার কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৯।১ অশ্লেষা রা ১১।৭ অঘোর চতুর্দ্দশী।

১৫ হৃষীকেশ ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪২ অস্ত ৬।১৯ অমাবস্যা রা ১০।৩৪ অমাবস্যার নিশিপালন।

১৬ হৃষীকেশ ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার গৌর প্রতিপদ রা ১১।৪২ পূর্ব্বফল্গুনী রা ২।৫৩

১৭ হৃষীকেশ ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট বুধবার। অনিরুদ্ধবার গৌর দ্বিতীয়া রা ১২।২১ উত্তরফল্গুনী রা ৪।৬ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮

১৮ হৃষীকেশ ১৫ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার গৌরতৃতীয়া রা ১২।২৮ হস্তা রা৪।৪৯ হরিতালিকাব্রত। শ্রীলক্ষ্মীপূজা।

সেপ্টেম্বর ১৯১৬

১৯ হৃষীকেশ ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার গৌর চতুর্থী রা ১২।৫ চিত্রা রা ৫।৩ সৌভাগ্যচতুর্থী। নষ্টচন্দ্র।

২০ হৃষীকেশ ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার গৌর পঞ্চমী রা ১১।১৩ স্বাতী রা ৪।৪৭। শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতার আবির্ভাব।

২১ হৃষীকেশ ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার উদয় ৫।৪৪ অস্ত ৬।১৪ গৌরষষ্ঠী রা ৯।৫৫ বিশাখা রা ৪।৯ মন্থান ষষ্ঠী বা চর্পটী ষষ্ঠী।

২২ হৃষীকেশ ১৯ শে ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার গৌরসপ্তমী রা ৮।১৫ অনুরাধা রা ৩।৭ ললিতা সপ্তমী।

২৩ হৃষীকেশ ২০ শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গৌর অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।১৭ জ্যেষ্ঠা রা ১।৫১ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত। দুর্ব্বাষ্টমী ব্রত।

২৪ হৃষীকেশ ২১ শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার গৌর নবমী ৪।৪ মূলা রা ১২।২২ তালনবমী ব্রত।

২৫ হৃষীকেশ ২২ শে ভাদ্র ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গৌরদশমী ১।৪২ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১০।৪৬

২৬ হৃষীকেশ ২৩ শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার গৌর একদশী ১১।১৬ উত্তরাষাঢা রা ৯।৬ স্মার্ত্তমতে পার্শ্ব একাদশী

২৭ হৃষীকেশ ২৪শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার গৌর দ্বাদশী ৮।৫০ শ্রবণা রা ৭।২৯। বিজয়া মহাদ্বাদশী ও বামন দ্বাদশী। পরমার্থী মতে শ্রবণা দ্বাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।

২৮ হৃষীকেশ ২৫শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার গৌরত্রয়োদশী প্রাতঃ ৬ ২৯ পরে গৌরচতুর্দ্দশী রা ৪।১৮ ধনিষ্ঠা সন্ধ্যা ৫।৫৮ এাহস্পশ অনন্ত চতুর্দশী ব্রত। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব শ্রীহরিদাসঠাকুরের তিরোভাব।

২৯ হৃষীকেশ ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ণিমা রা ২।২১ শতভিষা ৪।৪১ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

পদ্মনাভ ৪৩০।

১ পদ্মনাভ ২৭শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৬।৫ কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ১২।৪১ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।২৮

২ পদ্মনাভ ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর বুধবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া রা ১১।২৫ উত্তর ভাদ্রপদ ২।৫৬

৩ পদ্মনাভ ২৯শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণতৃতীয়া রা ১০।৩৪ রেবতী ২।৩৭ নষ্টচন্দ্র।

৪ পদ্মনাভ ৩০শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণচতুর্থী রা ১০।১৩ অশ্বিনী ২।৪৮ নষ্টচন্দ্র।

৫ পদ্মনাভ ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্তেম্বর শনিবার কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১০।২১ ভরণী ৩।২৭ অরন্ধন। বিশ্বকর্ম্মা পূজা।

আশ্বিন ১৩২২।

৬ পদ্মনাভ ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্তেম্বর রবিবার কৃষ্ণষষ্ঠী রা ১১।২ কৃত্তিকা ৪।৩৬

৭ পদ্মনাভ ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কৃষ্ণসপ্তমী রা ১২।১১ রোহিণী সন্ধ্যা ৬।১২

৮ পদ্মনাভ ৩রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্তেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণঅষ্টমী রা ১।৪৫ মৃগশিরা রা ৮।১৫ জিতাষ্টমী।

৯ পদ্মনাভ ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার কৃষ্ণনবমী রাঃ ৩।৩৬ আর্দ্রা রা ১০।৩৮।

১০ পদ্মনাভ ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার উদয় ৫।৫০ অস্ত ৫।৫৫ কৃষ্ণদশমী রা ৫।৩৯ পুনর্ব্বসু রা ১।১২

১১ পদ্মনাভ ৬ই আশ্বিন ২২শে সেপ্তেম্বর শুক্রবার উদয় ৫।৫০ অস্ত ৫।৫৪ কৃষ্ণ একাদশী দিবা রাত্র পুষ্যা রা ৩।৪৮

১২ পদ্মনাভ ৭ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্তেম্বর শনিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫৩ কৃষ্ণএকাদশী ৭।৪৪ অশ্লেষা দিবা রাত্র ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

১৩ পদ্মনাভ ৮ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্তেম্বর রবিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫২ কৃষ্ণদ্বাদশী ৯।৩৭ অশ্লেষা প্রাতঃ ৬।১৬

১৪ পদ্মনাভ ৯ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫১ কৃষ্ণত্রয়োদশী ১১।১২ মঘা ৮।২৭

১৫ পদ্মনাভ ১০ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১২।২২ পূর্ব্বফল্গুনী ১০।১৫ অমাবস্যার নিশিপালন মহালয়া।

১৬ পদ্মনাভ ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার অমাবস্যা ১।৪ উত্তরফল্গুনী ১১।৩৪ অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

১৭ পদ্মনাভ ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৫।৪৮ গৌর প্রতিপদ ১।১৩ হস্তা ১২।২৩ নবরাত্র ব্রত

১৮ পদ্মনাভ ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী-বার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৫।৪৭ গৌর দ্বিতীয়া ১২।৫৩ চিত্রা ১২।৪৫

১৯ পদ্মনাভ ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার গৌর তৃতীয়া ১২।৩ স্বাতী ১২।৩৪

অক্টোবর ১৯১৬।

২০ পদ্মনাভ ১৫ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর রবিবার। বাসুদেববার গৌর চতুর্থী ১০।৪৮ বিশাখা ১২।০ মান চতুর্থী।

২১ পদ্মনাভ ১৬ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৪ গৌর পঞ্চমী ৯।৯ অনুরাধা ১১।৪ ষটি পঞ্চমী ব্রত।

২২ পদ্মনাভ ১৭ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৩ গৌর ষষ্ঠী ৭।১৩ পরে গৌর সপ্তমী রা ৫।২ জ্যেষ্ঠা ৯।৫০ শ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা।

২৩ পদ্মনাভ ১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫৫ অস্ত ৫।৪২ গৌর অষ্টমী রা ২।৪২ মূলা ৮।২৩

২৪ পদ্মনাভ ১৯শে আশ্বিন ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার। গৌর নবমী রা ১২।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রাতঃ ৬।৪৭ পরে উত্তরাষাঢ়া রা ৫।৭

২৫ পদ্মনাভ ২০শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার গৌর দশমী রা ৯।৫২ শ্রবণা রা ৩।২৮ বিজয়া। শ্রীরাম চন্দ্রের বিজয়োৎসব শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৬ পদ্মনাভ ২১ শে আশ্বিন ৭ই অক্টোবর শনিবার উদয় ৫।৫৬ অস্ত ৫।৩৯ গৌর একাদশী রা ৭।৩৩ পদ্মা একাদশীর উপবাস ধনিষ্ঠা রা১।৫৬

২৭ পদ্মনাভ ২২শে আশ্বিন ৮ইঅক্টোবর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৫।৫৬ অস্ত ৫।৩৮ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।২৪ শতভিষা রা ১২।৩৬ উর্জ্জাব্রত আরম্ভ। শ্রীগোস্বামী রঘুনাথ দাসের, শ্রীগোস্বামী রঘুনাথ ভট্টের, শ্রীগোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।

২৮ পদ্মনাভ ২৩শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৭ গৌর ত্রয়োদশী ৩।২৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১১।২৮

২৯ পদ্মনাভ ২৪শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার। গৌর চতুর্দ্দশী ১।৫২ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১০।৪১ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

৩০ পদ্মনাভ ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৫ পূর্ণিমা ১২।৩৮ রেবতী রা ১০।১৭ শ্রীমুরারী গুপ্তের তিরোভাব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কৌমুদী রাস।

দামোদর ৪৩০।

১ দামোদর ২৬শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৮ অস্ত ৫।৩৪ কৃষ্ণপ্রতিপদ ১১।৪৯ উর্জ্জাব্রত আরম্ভ।

২ দামোদর ২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া ১১।৩০ ভরণী রা ১০।৫৪

৩ দামোদর ২৮শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার কৃষ্ণতৃতীয়া ১১।৪১ কৃত্তিকা রা ১১।৫৭

৪ দামোদর ২৯ শে আশ্বিন ১৫ই অক্টোবর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৫।৫৯ অস্ত ৫।৩২ কৃষ্ণচতুর্থী ১২।২৪ রোহিণী রাঃ ১।২৫

৫ দামোদর ৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর সোমবার। উ ৬।০ অ ৫।৩১ কৃষ্ণপঞ্চমী ১।৩৬ মৃগশিরা রা ৩।২৪ শ্রীঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব।

৬ দামোদর ৩১শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।০ অস্ত ৫।৩০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৩।১২ আর্দ্রা রাঃ ৫।৪৩

কার্ত্তিক ১৩২৩।

৭ দামোদর ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণ সপ্তমী সন্ধ্যা ৫।৭ পুনর্ব্বসু দিবারাত্র।

৮ দামোদর ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উদয় ৬।১ অস্ত ৫।২৮ কৃষ্ণঅষ্টমী রাঃ ৭।১২ পুনর্ব্বসু ৮।১৫

৯ দামোদর ৩রা কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার উদয় ৬।২ অস্ত ৫।২৭ কৃষ্ণনবমী রাঃ ৯।১৮ পুষ্যা ১০।৫৩

১০ দামোদর ৪ঠা কার্ত্তিক ২১ শে অক্টোবর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ী বার ৬।২ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণদশমী রাঃ ১১।১২ অশ্লেষা ১।২৩

১১ দামোদর ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৩ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ১২।৪৯ একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর ৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩ অস্ত ৫।২৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাঃ ২।১ পূর্ব্বফল্গুনী সন্ধ্যা ৫।৩৩ শ্রীঠাকুর নরহরি সরকারের তিরোভাব।

১৩ দামোদর ৭ই কার্ত্তিক ২৪ শে অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪ অস্ত ৫।২৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাত্রি ২।৪৪ উত্তরফল্গুনী রাঃ ৬।৫৬

১৪ দামোদর ৮ই কার্ত্তিক ২৫ শে অক্টোবর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪ অস্ত ৫।২৩ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রা ২।৫৫ হস্তা রাঃ ৭।৫২ ভূত চতুর্দ্দশী।

১৫ দামোদর ৯ই কার্ত্তিক ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার। উদয় ৬।৫ অস্ত ৫।২২ অমাবস্যা রাঃ ২।৩৬ চিত্রা ৫।২৯ শ্যামা পূজা।

১৬ দামোদর ১০ই কার্ত্তিক ২৭ শে অক্টোবর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার। উদয় ৬।৫ অস্ত ৫।২২ গৌর প্রতিপদ রাঃ ১।৪৭ স্বাতী রা ৮।১৮ গোবর্দ্ধন পূজা। বলি দৈত্যরাজ পূজা।

১৭ দামোদর ১১ই কার্ত্তিক ২৮ শে অক্টোবর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ী বার উদয় ৬।৬ অস্ত ৫।২১ গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ১২।৩১ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। শ্রীঠাকুর বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

১৮ দামোদর ১২ই কার্ত্তিক ২৯ শে অক্টোবর রবিবার। বাসুদেব বার উদয় ৬।৬ অস্ত ৫।২০ গৌর তৃতীয়া রাঃ ১০।৫৭ অনুরাধা রাঃ ৬।৫৯

১৯ দামোদর ১৩ই কার্ত্তিক ৩০ শে অক্টোবর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৭ অস্ত ৫।২০ গৌর চতুর্থী রাঃ ৯।২ জ্যেষ্ঠা রাঃ ৫।৪৮

২০ দামোদর ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার গৌর পঞ্চমী রা ৬।৫৩ মূলা ৪।২৫ ষট্ পঞ্চমী ব্রত।

নভেম্বর ১৯১৬।

২১ দামোদর ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার। উদয় ৬।৮ অস্ত ৫।১৯ গৌরষষ্ঠী ৪।৩৫ পূর্ব্বাষাঢ়া ২।৫২

২২ দামোদর ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৮ অস্ত ৫।১৮ গৌর সপ্তমী ২।১২ উত্তরাষাঢ়া ১।১১ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত।

২৩ দামোদর ১৭ই কার্ত্তিক ৩রা নবেম্বর শুক্রবার। উ ৬।৯ অ ৫।১৮ গৌর অষ্টমী ১১।৪৯ শ্রবণা ১১।৩১ গোষ্ঠাষ্টমী। গোপাষ্টমী। শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসের, শ্রীঠাকুর গদাধর দাসের ও পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ১৮ই কার্ত্তিক ৪ঠা নবেম্বর শনিবার। উ ৬।৯ অ ৫।১৭ গৌর নবমী ৯।৩১ ধনিষ্ঠা ৯।৫৭ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা অক্ষয় নবমী।

২৫ দামোদর ১৯শে কার্ত্তিক ৫ই নভেম্বর রবিবার। বাসুদেববার গৌরদশমী ৭।২৩ পরে গৌর একাদশী রা ৫।৩০ ত্র্যহস্পর্শ। ভীষ্মপঞ্চক।

২৬ দামোদর ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১০ অস্ত ৫।১৬ গৌর দ্বাদশী রা ৩।৫৬ উত্থান একাদশীর উপবাস। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন। শ্রীহরির উত্থান। দ্বাদশী পক্ষে উর্জ্জাব্রত সমাপন।

২৭ দামোদর ২১শে কার্ত্তিক ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার। অ ৫।১৫ গৌর ত্রয়োদশী রা ২।৪৫ উত্তরভাদ্রপদ প্রাত ৬।৩১ পরে রেবতী রা ৬।১ মহরম।

২৮ দামোদর ২২শে কার্ত্তিক ৮ই নভেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১২ অস্ত ৫।১৫ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১।৫৯ বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশী ব্রত।

২৯ দামোদর ২৩শে কার্ত্তিক ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।১২ অস্ত ৫।১৪ পূর্ণিমা রাঃ ১।৪৪ ভরণী দিবারাত্র পরমার্থী মতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শ্রীগোস্বামী ভূগর্ভ ও পণ্ডিত কাশীশ্বরের তিরোভাব। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন। পূর্ণিমা পক্ষে উর্জ্জাব্রত সমাপন।

কেশব ৪৩০।

১ কেশব ২৪ শে কার্ত্তিক ১০ই নভেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।১৩ অস্ত ৫।১৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১।৫৯ ভরণী প্রাতঃ ৬।২৬ শ্রীঠাকুর সুন্দরানন্দের তিরোভাব।

২ কেশব ২৫ শে কার্ত্তিক ১১ই নভেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।১৪ অস্ত ৫।১৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ২।৪৫ কৃত্তিকা ৭।২২

৩ কেশব ২৬ শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।১৪ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণতৃতীয়া রাঃ ৪।০ রোহিণী ৮।৪৫

৪ কেশব ২৭ শে কার্ত্তিক ১৩ই নভেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১৫ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রাঃ ৫।৪০ মৃগশিরা ১০।৩৮

৫ কেশব ২৮ শে কার্ত্তিক ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।১৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী দিবারাত্র আর্দ্রা ১২।৫৩

৬ কেশব ২৯শে কার্ত্তিক ১৫ই নভেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণপঞ্চমী ৭।৩৮ পুনর্ব্বসু ৩।২৩ শ্রীকার্ত্তিকপূজা

অগ্রহায়ণ ১৩২৩।

৭ কেশব ১লা অগ্রহায়ণ ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উদয় ৬।১৭ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণষষ্ঠী ৯।৪৬ পুষ্যা রা ৬।১

৮ কেশব ২রা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।১৮ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৫৩ অশ্লেষা রা ৮।৩৪

৯ কেশব ৩রা অগ্রহায়ণ ১৮ই নভেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।১৯ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণ অষ্টমী ১।৪৯ মঘা রা ১০।৫৪

১০ কেশব ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।১৯ অস্ত ৫।১০ কৃষ্ণনবমী ৩।২৬ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১২।৫৪

১১কেশব ৫ই অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২০ অস্ত ৫।১০ কৃষ্ণদশমী ৪।৩৮ উত্তরফল্গুনী রা ২।২৩

১২কেশব ৬ই অগ্রহায়ণ ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।২১ অ ৫।১০ কৃষ্ণ একাদশী সন্ধ্যা ৫।২২ হস্তা রা ৩।২৮ উৎপন্না একাদশীর উপবাস।

১৩ কেশব ৭ই অগ্রহায়ণ ২২ শে নভেম্বর বুধবার। কৃষ্ণদ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৩৪ চিত্রা রাঃ ৪।২ শ্রীকালীয় কৃষ্ণ দাসের তিরোভাব।

১৪ কেশব ৮ই অগ্রহায়ণ ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার। উ ৬।২৩ অ ৫।৯ কৃষ্ণত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৫।১৬ স্বাতী রা ৪।৮ শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব

১৫ কেশব ৯ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার। উদয় ৬।২৩ অস্ত ৫।৯ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ৪।২৮ বিশাখা রা ৩।৪৫ নিশিপালন।

১৬ কেশব ১০ই অগ্রহায়ণ ২৫শে নভেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।২৪ অস্ত ৫।৯ অমাবস্যা ৩।১৫ অনুরাধা রা ২।৫৯ অমাবস্যা ব্রত

১৭ কেশব ১১ই অগ্রহায়ণ ২৬শে নভেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।২৪ অস্ত ৫।৯ গৌর প্রতিপদ ১।৩৯ জ্যেষ্ঠা রা ১।৫২

১৮ কেশব ১২ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২৫ অস্ত ৫।৯ গৌর দ্বিতীয়া ১১।৪৫ মূলা রা ১২।৩৩

১৯ কেশব ১৩ই অগ্রহায়ণ ২৮শে নভেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।২৬ অস্ত ৫।৯ গৌর তৃতীয়া ৯।৩৭ পূর্ব্বষাঢ়া রা ১১।২

২০ কেশব ১৪ই অগ্রহায়ণ ২৯শে নভেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।২৬ অস্ত ৫।৯ গৌর চতুর্থী ৭।২১ পরে পঞ্চমী রা ৪।৫৯ উত্তরাষাঢ়া রা ৯।২৩ ত্র্যহস্পর্শ। ষট্ পঞ্চমী শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব।

২১ কেশব ১৫ই অগ্রহায়ণ ৩০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণো দশায়ীবার উদয় ৬.২৭ অস্ত ৫।১০ গৌর ষষ্ঠী রা ২।৩৮ গুহষষ্ঠী শ্রবণা ৭।৪৪।

ডিসেম্বর ১৯১৬।

২২ কেশব ১৬ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২৭ অস্ত ৫।১০ গৌর সপ্তমী রা ১২।২৩ ধনিষ্ঠা রা ৬।৮ মিত্র সপ্তমী

২৩ কেশব ১৭ই অগ্রহায়ণ ২রা ডিসেম্বর শনিবার। উ ৬।২৮ অ ৫।১০ গৌর অষ্টমী রা ১০।১৮ শতভিষা ৪।৪১ খুস্তীর মেলা কৃষ্ণের প্রাবরণোৎসব।

২৪ কেশব ১৮ই অগ্রহায়ণ ৩রা ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।২৯ অস্ত ৫।১০ গৌর নবমী রা ৮।২৭ পূর্ব্বভাদ্র পদ ৩।২৭

২৫ কেশব ১৯শে অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২৯ অস্ত ৫।১০ গৌর দশমী রা ৬।৫৫ উত্তরভাদ্রপদ ২।৩০

২৬ কেশব ২০শে অগ্রহায়ণ ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। গৌর একাদশী সন্ধ্যা ৫।৪৭ রেবতী ১।৫৬ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ২১শে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৩০ অস্ত ৫।১১ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৬ অশ্বিনী ১।৪৫ অখণ্ড দ্বাদশী।

২৮ কেশব ২২ শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণো দশায়ীবার উদয় ৬।৩১ অস্ত ৫।১১ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৫৩ ভরণী ২।৬

২৯ কেশব ২৩ শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার উদয় ৬।৩২ অস্ত ৫।১১ গৌর চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৫।১২ কৃত্তিকা ২।৫৪

৩০ কেশব ২৪শে অগ্রহায়ণ ৯ই ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ী বার উদয় ৬।৩২ অস্ত ৫।১১ পূর্ণিমা রা ৬।২ রোহিণী ৪।১৩ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীকৃষ্ণের হিমাংশুকোৎসব।

নারায়ণ ৪৩০।

১ নারায়ণ ২৫শে অগ্রহায়ণ ১০ই ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৩৩ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ৭।২১ মৃগশিরা রা ৬।০

২ নারায়ণ ২৬শে অগ্রহায়ণ ১১ই ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩৪ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৯।৩ আর্দ্রা রা ৮।১১

৩ নারায়ণ ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩৪ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১১।৪ পুনর্ব্বসু রা ১০।৩৯

৪ নারায়ণ ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৩৫ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণচতুর্থী রা ১।১৪ পুষ্যা রা ১।১৬

৫ নারায়ণ ২৯ শে অগ্রহায়ণ ১৪ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণো দশায়ীবার উদয় ৬।৩৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাঃ ৩।২২ অশ্লেষা রা ৩।৫১

৬ নারায়ণ ৩০ শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার উদয় ৬।৩৭ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণষষ্ঠী রাঃ শেষ ৫।১৮ মঘা রাত্রি শেষ ৬।১৫

পৌষ ১৩২৩।

৭ নারায়ণ ১লা পৌষ ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৭ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণসপ্তমী দিবারাত্র পূর্ব্বফল্গুনী দিবারাত্র।

৮ নারায়ণ ২রা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উ৬।৩৮ অঃ ৫।১৩ কৃষ্ণ সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৫৬ পূর্ব্বফল্গুনী ৮।২১

৯ নারায়ণ ৩রা পৌষ ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৩৯ অঃ ৫।১৩ কৃষ্ণ অষ্টমী ৮।৭ উত্তর ফল্গুনী ৯।৫৯

১০ নারায়ণ ৪ঠা পৌষ ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৩৯ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ নবমী ৮।৪৮ হস্তা ১১।১০

১১ নারায়ণ ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪০ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ দশমী ৮।৫৯ চিত্রা ১১।৫১

১২ নারায়ণ ৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৪১ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ একাদশী ৮।৩৯ স্বাতী ১২।৩ সফলা একাদশীর উপবাস।

১৩ নারায়ণ ৭ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৪২ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭।৫০ পরে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৬।৩৫ বিশাখা ১১।৪৭ ত্র্যহস্পর্শ। শ্রীপণ্ডিত দেবানন্দের তিরোভাব (কৃষ্ণ দ্বাদশী) শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব (কৃষ্ণ ত্রয়োদশী)

১৪ নারায়ণ ৮ই পৌষ ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪২ অঃ ৫।১৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৪।৫৯ অনুরাধা ১১।৭

১৫ নারায়ণ ৯ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উঃ ৬।৪৩ অঃ ৫।১৫ অমাবস্যা রা ৩।৫ জ্যেষ্ঠা ১০।৫ নিশিপালন।

১৬ নারায়ণ ১০ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৬ গৌর প্রতিপদ রা ১২।৫৭ মূলা ৮।৪৯ বড় দিন।

১৭ নারায়ণ ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৭ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০।৪১ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।১৯ পরে উত্তরাষাঢ়া রা ৫।৪২

১৮ নারায়ণ ১২ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার। গৌর তৃতীয়া রা ৮।২০ শ্রবণা রা ৪।৩ শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর তিরোভাব।

১৯ নারায়ণ ১৩ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৮ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।০ ধনিষ্ঠা রা ২।২৬ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যোদনী যাত্রা।

২০ নারায়ণ ১৪ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৯ গৌর পঞ্চমী ৩।৪৬ শতভিষা রা ১২।৫৬ ষট্ পঞ্চমী

২১ নারায়ণ ১৫ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৫ অস্ত ৫।১৯ গৌর ষষ্ঠী ১।৪৩

২২ নারায়ণ ১৬ই পৌষ ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৪৫ অস্ত ৫।২০৩ গৌর সপ্তমী ১১।৫৪ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১০।৩৯

জানুয়ারী ১৯১৭।

২৩ নারায়ণ ১৭ই পৌষ ১লা জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৫ অস্ত ৫।২১ গৌর অষ্টমী ১০।২৫ রেবতী রা ৯।৫৯ নিউইয়ার্স ডে।

২৪ নারায়ণ ১৮ই পৌষ ২রা জানুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৫ অস্ত ৫।২১ গৌর নবমী ৯।১৯ অশ্বিনী রা ৯।৪৩

২৫ নারায়ণ ১৯শে পৌষ ৩রা জানুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৬ অস্ত ৫।২২ গৌরদশমী ৮।৪০ ভরণী রা ৯।৫৬

২৬ নারায়ণ ২০শে পৌষ ৪ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার। গৌর একাদশী ৮।৩১ কৃত্তিকা রা ১০।৩৮ পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ ২১শে পৌষ ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার। গৌরদ্বাদশী ৮।৫৩ রোহিণী রা ১১।৫০ শ্রীপণ্ডিত জগদীশের তিরোভাব।

২৮ নারায়ণ ২২শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৪।৪৬ অস্ত ৫।২৪ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৪৫ মৃগশিরা রা ১।২৮

২৯ নারায়ণ ২৩শে পৌষ ৭ই জানুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ ৬।৪৬ অস্ত ৫।২৫ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৬ আর্দ্রা রা ৩।৩৪ পূর্ণিমার নিশিপালন

৩০ নারায়ণ ২৪শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী সোমবার। পূর্ণিমা ১২।৫১ পুনর্ব্বসু রা ৫।৫৮ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

মাধব ৪৩০।

১ মাধব ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণপ্রতিপদ ২।৫৩ পুষ্যা দিবারাত্র।

২ মাধব ২৬শে পৌষ ১০ই জানুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৫।৪ পুষ্যা ৮।৩৩

৩ মাধব ২৭শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৭।১২ অশ্লেষা ১১।৯ কবিরাজ রাম চন্দ্রের তিরোভাব।

৪ মাধব ২৮শে পৌষ ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।৭ মঘা ১।৩৬

৫ মাধব ২৯শে পৌষ ১৩ই জানুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১০।৪১ পূর্ব্বফল্গুনী ৩।৪৭ পৌষ পার্ব্বণ।

মাঘ ১৩২৩।

৬ মাধব ১লা মাঘ ১৪ই জানুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণষষ্ঠী রা ১১।৫০ উত্তর ফল্গুনী সন্ধ্যা ৫।৩৩

৭ মাধব ২রা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩০ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১২।২৯ হস্তা রা ৬।৫১

৮ মাধব ৩রা মাঘ ১৬ই জানুয়ারী উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩১ মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১২।৩৭ চিত্রা রা ৭।৩৯

৯ মাধব ৪ঠা মাঘ ১৭ই জানুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩১ কৃষ্ণ নবমী রা ১২।১৪ স্বাতী রা ৭।৫৮

১০ মাধব ৫ই মাঘ ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩২ কৃষ্ণ দশমী রা ১১।২২ বিশাখা রা ৭।৪৭

১১ মাধব ৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার। কৃষ্ণ একাদশী রা ১০।৫ অনুরাধা রা ৭।১২ ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

১২ মাধব ৭ই মাঘ ২০শে জানুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৮।২৭ জ্যেষ্ঠা রা ৬।১৩

১৩ মাধব ৮ই মাঘ ২১শে জানুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৬।৩১ মূলা অপরাহ্ণ ৫।০

১৪ মাধব ৯ই মাঘ ২২শে জানুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৪।২২ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।৩৩ নিশি পালন। শ্রীগোস্বামী জয়দেবের, ঠাকুর লোচনের ও ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাব।

১৫ মাধব ১০ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ অমাবস্যা ২।৪ উত্তরাষাঢ়া ১।৫৭

১৬ মাধব ১১ই মাঘ ২৪শে জানুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ গৌর প্রতিপদ ১১।৪৩ শ্রবণা ১২।১৮

১৭ মাধব ১২ই মাঘ ২৫শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৬ গৌর দ্বিতীয়া ৯।২৩ ধনিষ্ঠা ১০।৩৯

১৮ মাধব ১৩ই মাঘ ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী বার উ ৬'৪৭ অ ৫।৩৮ গৌর তৃতীয়া ৭।৯ পরে গৌরচতুর্থী রা ৫।৬ শতভিষা ৯।৮ ত্র্যহস্পর্শ। বরদা চতুর্থী। বিনায়ক ব্রত। গণেশ পূজা।

১৯ মাধব ১৪ই মাঘ ২৭শে জানুয়ারী শনিবার। গৌর পঞ্চমী রা ৩।১৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৭।৪৯ পরে উত্তর ভাদ্রপদ রা ৬,৪৩ শ্রীসরস্বতী পূজা। বসন্ত পঞ্চমী। শ্রীগোস্বামী রঘুনাথ দাসের ও শ্রীঠাকুর রঘুনন্দনের আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব। শ্রীমায়াপুরে মহোৎসব।

২০ মাধব ১৫ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ ৬।৪৬ অ ৫।৩৯ গৌরষষ্ঠী রা ১।৫১ রেবতী রা ৫।৫৮

২১ মাধব ১৬ই মাঘ ২৯শে জানুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার অ ৫।৪০ গৌরসপ্তমী রা১২।৪৭অশ্বিনী রা৫।৩৬ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব।

২২ মাধব ১৭ই মাঘ ৩০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর অষ্টমী রা ১২।১০ ভরণী রা ৫।৪২ ভীষ্মপঞ্চক।

২৩ মাধব ১৮ই মাঘ ৩১শে জানুয়ারী বুধবার। উ ৬।৪৫ অ ৫।৪১ গৌর নবমী রা ১২।১২ কৃত্তিকা রাত্রিশেষ ৬।১৭ শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

ফেব্রুয়ারী ১৯১৭।

২৪ মাধব ১৯শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ গৌরদশমী রা ১২।২৬ রোহিণী দিবারাত্র।

২৫ মাধব ২০শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। উ৬।৪৪অ৫।৪২ গৌর একাদশী রা ১।২০ রোহিণী ৭।২২ স্মার্ত্তমতে ভৈমী একাদশীর উপবাস।

২৬ মাধব ২১শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৩ গৌর দ্বাদশী রা ২।৪২ মৃগশিরা ৮।৫২ বরাহ দ্বাদশী। গোস্বামী মতে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।

২৭ মাধব ২২শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ৪।২৭ আর্দ্রা ১০।৫২ শ্রীপ্রভুনিত্যানন্দের আবির্ভাব। ১০।২৩ মধ্যে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর পারণ। শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে বসন্ত গানোৎসব।

২৮ মাধব ২৩শে মাঘ ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৪ গৌর চতুর্দ্দশী রাত্রিশেষ ৬।২৯ পুনর্ব্বসু ১।১৩

২৯ মাধব ২৪শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪২ অ ৫।৪৫ পূর্ণিমা দিবারাত্র পুষ্যা ৩।৪৬ নিশিপালন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।

৩০ মাধব ২৫শে মাঘ ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ পূর্ণিমা ৮।৩৮ অশ্লেষা রা ৬।২৩ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

গোবিন্দ ৪৩০।

১ গোবিন্দ ২৬শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উ ৬।৪১ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১০।৪৩ মঘা রা ৮।৫২

২ গোবিন্দ ২৭শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪১ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১২।৩৬ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১১।১৬

৩ গোবিন্দ ২৮শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪০ অস্ত ৫।৪৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া ২।৭ উত্তর ফল্গুনী রা ১২।৫৮

৪ গোবিন্দ ২৯শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৪০ অস্ত ৫।৪৮ কৃষ্ণ চতুর্থী ৩।১৩ হস্তা রা ২।২০

৫ গোবিন্দ ৩০শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩৯ অস্ত ৫।৪৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৩।৪৭ চিত্রা রা ৩।১৫

ফাল্গুন ১৩২৩।

৬ গোবিন্দ ১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩৯ অস্ত ৫।৪৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৩।৫২ স্বাতী রা ৩।৪১

৭ গোবিন্দ ২রা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৩৮ অস্ত ৫।৫০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৩,২৫ বিশাখা রা ৩।৩৭

৮ গোবিন্দ ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উদয় ৬।৩৭ অস্ত ৫।৫০ কৃষ্ণ অষ্টমী ২।৩০ অনুরাধা রা ৩।৮

৯ গোবিন্দ ৪ঠা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৭ অস্ত ৫।৫১ কৃষ্ণ নবমী ১।১০ জ্যেষ্ঠা রা ২।১৫

১০ গোবিন্দ ৫ই ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৬ অ৫।৫১ কৃষ্ণ দশমী ১১।২৯ মূলা রা ১।৩

১১ গোবিন্দ ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ ৬।৩৫ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ একাদশী৯।৩০পূর্ব্বাষাঢ়া রা১১।৩৯বিজয়া একাদশীর উপবাস।

১২ গোবিন্দ ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ৬।৩৫ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭।১৯ পরে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাত্রি ৫ উত্তরাষাঢ়া রা ১০।৪

১৩ গোবিন্দ ৮ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উ৬।৩৪ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ২।৩৭ শ্রবণা রা ৮।২৫ শ্রীশিবরাত্রি ব্রত।

১৪ গোবিন্দ ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬।৩৩ অ ৫।৫৩ অমাবস্যা রা ১২।১৫ ধনিষ্ঠা রা ৬।৪৫ নিশি পালন। ব্রতোপবাস।

১৫ গোবিন্দ ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উদয় ৬।৩৩ অস্ত ৫।৫৪ গৌর প্রতিপদ রা ১০।১ শতভিষা ৫।১২

১৬ গোবিন্দ ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৩২ অস্ত ৫।৫৫ গৌর দ্বিতীয়া রা ৭।৫৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৪৯

১৭ গোবিন্দ ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩১ অস্ত ৫।৫৫ গৌর তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।৯ উত্তর ভাদ্রপদ ২।৩৮

১৮ গোবিন্দ ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬।৩০ অস্ত ৫।৫৬ গৌর চতুর্থী ৪।৪১ রেবতী ১।৪৮

১৯ গোবিন্দ ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। গৌর পঞ্চমী ৩।৩৭ অশ্বিনী ১।২১ শ্রীঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব

২০ গোবিন্দ ১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।২৮ অস্ত ৫।৫৭ গৌর ষষ্ঠী ৩।১ ভরণী ১।১৯

২১ গোবিন্দ ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।২৭ অস্ত ৫।৫৭ গৌর সপ্তমী ২।৫৩ কৃত্তিকা ১।৪৮

মার্চ ১৯১৭।

২২ গোবিন্দ ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।২৭ অস্ত ৫।৫৮ গৌর অষ্টমী ৩।১৭

২৩ গোবিন্দ ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২৬ অস্ত ৫।৫৮ গৌর নবমী ৪।১৩ মৃগশিরা ৪।১০

২৪ গোবিন্দ ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।২৫ অস্ত ৫।৫৯ গৌর দশমী অপরাহ্ণ ৫।৩৫ আর্দ্রা সন্ধ্যা ৬।৪

২৫ গোবিন্দ ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার। উদয় ৬।২৪ অস্ত ৫।৫৯ গৌর একাদশী রা ৭।১৯ পুনর্ব্বসু রা ৮।২১ স্মার্ত্ত মতে একাদশী।

২৬ গোবিন্দ ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২৩ অস্ত ৬।০ গৌর দ্বাদশী রা ৯।১৯ পুষ্যা রা ১০।৫১ গোস্বামী মতে পাপ নাশিনী মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীগোস্বামী মাধবেন্দ্রপুরীর ও শ্রীগোস্বামী হৃদয়ানন্দের তিরোভাব। শ্রীঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব।

২৭ গোবিন্দ ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার। গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।২৭ অশ্লেষা রা ১।২৮ ১০।১৫ মধ্যে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর পারণ।

২৮ গোবিন্দ ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।২১ অস্ত ৬।০ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১।২৯ মঘা রা ৩।৫৯ শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটায় জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে অধিবাস ও কীর্ত্তন আরম্ভ।

২৯ গোবিন্দ ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।২০ অস্ত ৬।১ পূর্ণিমা রা ৩।১৯ পূর্ব্ব ফল্গুনী রাত্রি শেষ ৬।১৮ নিশি পালন। ব্রতোপবাস। ফল্গু মহোৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব। শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটা শ্রীশ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে জন্মোৎসব। পূর্ণিমান্তে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১ আরম্ভ।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবাৎ॥

বর্ষ শেষ।

আমাদের পরমোপাস্য শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসীম করুণাবলে আজ শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় অষ্টাদশ বর্ষ সমাপ্ত হইল।

এই অষ্টাদশ খণ্ডে আমরা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর রচিত পরম সুললিত অথচ দুর্লভ ভক্তজন-মনোহারী গোলোকের গোকুল প্রকোষ্ঠাস্থিত মহামধুররসলীলাময় অপূর্ব্ব-গ্রন্থ আদ্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। গ্রন্থখানির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ না পাইয়া যথালিপি গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের দুর্লভতা লক্ষ্য করিয়া সাময়িক পত্রাভ্যন্তরে প্রবন্ধের ন্যায় প্রকাশিত হইল। তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধিবার উপযোগী করিয়া মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু সাময়িক পত্রে তাদৃশ গ্রন্থমুদ্রণরীতি সাময়িক পত্র ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক।

শ্রীপত্রিকায় মধ্বমুনি চরিত, জয়তীর্থ, গোদাদেবী, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত, কৃষ্ণদাস বাবাজী, প্রবোধানন্দ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গোপাল ভট্ট শীর্ষক হরিজনগণের পবিত্র চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

দিব্যসূরি, পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, বৈষ্ণবস্মৃতি, আসনাদি যোগাঙ্গ, অভক্তি মার্গ, প্রতিকূল মতবাদ, তোষণীর কথা, বৈষ্ণবনিন্দা, গুরুস্বরূপ, ভক্তিমার্গ, অর্থ ও অনর্থ, বদ্ধ তটস্থ ও মুক্ত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, ভাগবত মণিমালা, শীর্ষক প্রবন্ধগুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের পরমানন্দ বিধান করিয়াছে। ঝারিখণ্ড পথ, অন্তর্দ্বীপ শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে ভৌগলিক সন্ধানমুখে গৌর তীর্থের কথা পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছে। সাময়িক প্রসঙ্গ ও

সমালোচনা প্রভৃতি প্রচলিত কথাগুলি বর্ত্তমান গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রীপত্রিকার প্রকাশ সন্দর্শন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌরভক্তগণ হৃদয়ে সমধিক বল লাভ করিয়াছেন। বিষয় মিশ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের নিজ নিজ বিষয় সমৃদ্ধি করিবার বাসনা ও এই সংসর্গে প্রবল দেখা যায়। অনেক উচ্চ শিক্ষিত পাঠকবর্গ শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া পত্রিকার সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে স্ব স্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সকল শুদ্ধ হরিজনবর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াপুরচন্দ্রের অপ্রাকৃত করুণামৃত বর্ষিত হউক আমরা এরূপ প্রার্থনা করি।

স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রচারের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ হরিজনবর্গের বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিয়া সজ্জন তোষণীতেই শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০ বর্ষের কাল নির্ণয় হইয়াছে। শ্রীতোষণী, পাঠান্তে দ্রব্য বান্ধিবার কাগজমাত্র নহে। তোষণীর মধ্যস্থিত প্রবন্ধগুলি শুদ্ধভক্তের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজ করিবে এবং ভাবীকালের ভক্তগণের শুদ্ধভক্তির নিদর্শন স্বরূপে কার্য্য করিবে জানিয়া সাময়িক পত্রিকা হইলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সংরক্ষিত হইবে আমরা জানি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥